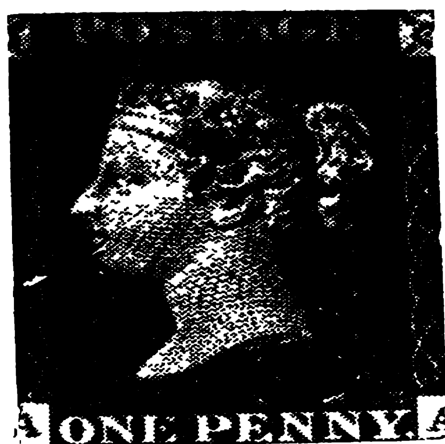
ডাকটিকিটের জন্মকথা





ডাকটিকিটের জন্মকথা

শচীবিলাস রায়চৌধুরী

প্র জ্ঞা প্র কা শ নী কলিকাতা—৩

প্রথম প্রকাশ

২৮শে আশ্বিন ১৩৬৫

১৫ই অক্টোবর ১৯৫৮

প্রকাশক

সুকমলকান্তি ঘোষ

প্রজ্ঞা প্রকাশনী

পত্রিকা ভবন, কলিকাতা-৩

একমাত্র পরিবেশক

পত্রিকা সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিঃ

পত্রিকা ভবন, কলিকাতা-৩

মুদ্রক

অমৃতবাজার পত্রিকা প্রেস

১২নং আনন্দ চ্যাটার্জী লেন

কলিকাতা-৩

প্রচ্ছদপট

বিভূতি সেনগুপ্ত

প্রচ্ছদপট ব্লক ও মুদ্রণ

রিপ্রোডাকসন সিণ্ডিকেট

কলিকাতা-৬

অন্যান্য ব্লক

সরকারস্ ক্রোমোটাইপ স্টুডিও

কলিকাতা-৪

মূল্য : ছ'টাকা

উৎসর্গ

ডাকটিকিট সংগ্রহে আমার সর্বপ্রথম প্রেরণাদাতা বাবার স্মৃতির উদ্দেশে—।

অবতরণিকা

১৯০৬-১৯০৭ সালের কথা। আমি তখন ছোট ছিলুম এবং আমার সহোদর বড় ভাই আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিলেন। তাঁকে দেখতুম, তিনি একটা এ্যালবামে নানা দেশের ডাক টিকিট লাগাতেন। টিকিটগুলো আমার বেশ ভাল লাগতো কারণ টিকিটের মধ্যে নানা রকম ছবি থাকতো। আমিও একটা সাদা খাতায় দাদার কাছ থেকে কিছু টিকিট চেয়ে নিয়ে আঁঠা দিয়ে লাগিয়ে রাখতুম, আর মনে মনে খুব গর্ব অনুভব করতুম যে, বোধ হয় এ রকম টিকিট আর কারও নেই। আমার বাবা এই সময় বিহারে হেড পোষ্ট অফিসের পোষ্ট মাষ্টার ছিলেন ও কিছু দিনের জন্য সাঁওতাল পরগণার পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হয়েছিলেন। বাবা আমার দাদাকে এই টিকিট সংগ্রহ সম্বন্ধে কিছু কিছু সাহায্যও করেছিলেন। আমি বাবার কাছে এ কথা পরে জানতে পেরেছিলুম।

সত্যি কথা বলতে, আমি টিকিট সম্বন্ধে তখন কিছু বুঝতুম না। সেজন্য আমার দাদা হঠাৎ মারা যাওয়ায় বাবার অফিসের কোনও কর্মচারী আমার মারফৎ দাদার এই টিকিটের খাতাটি নিয়ে নেয়। বহু দিন পরে এই ঘটনাটি আমি বাবাকে বলেছিলুম। এর বেশ কিছুদিন পরে অর্থাৎ ১৯০৮ সালে বাবা আলিপুরের পোস্ট মাস্টার হয়ে বদলী হয়ে আসেন। এই সময় আমি ভাল ভাবে টিকিট সংগ্রহ করতে শুরু করি। সেটা হচ্ছে, সকলেই যেমন টিকিট সংগ্রহ করে তেমনি ভাবে। যখন যা পাওয়া যায় সেটা এ্যালবামে লাগিয়ে রাখি। এই ভাবে আস্তে আস্তে আমার টিকিটের সংখ্যা বাড়তে থাকে। প্রথম থেকেই ভারতবর্ষের টিকিট এবং ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজাদের টিকিট সংগ্রহ করবার ওপর আমার একটু বেশী ঝোঁক ছিল। মাঝে মাঝে টিকিট কিনতামও। তবে দুঃখের কথা যে, আমাদের দেশে ছোট ছোট ছেলেরা যারা ভালো ইংরেজী পড়তে বা বুঝতে পারে না--তাদের শেখাবার জন্য বা তাদের জানবার মত কোনও বাংলা বই নেই। তা ছাড়া, যাঁরা টিকিটের ব্যবসায়ী তাঁরাও টিকিট সংগ্রহ সম্বন্ধে সংগ্রহকারীকে কোনও উপদেশ দেন না। তাঁদের কাছে যে সমস্ত টিকিট আছে

তাঁরা সেগুলিই বিক্রি করবার চেষ্টা করেন। কি ভাবে টিকিট সংগ্রহ করা উচিত এ সম্বন্ধে কোনও বই বা উপদেশপত্রও তাঁরা ছাপাননি।

এই ভাবে আমি ১৯২০-২১ সাল পর্যন্ত টিকিট সংগ্রহ করতে থাকি। আমার বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়দের মধ্যে কেউ কেউ টিকিট সংগ্রহ করতেন এবং আমি তাঁদের সঙ্গে টিকিট অদলবদল করতুম। আমার কাকা শ্রীতুষারকান্তি ঘোষও কিছু-দিনের জন্য টিকিট সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি আমার চেয়ে বয়সে ছোট ছিলেন। পরে তিনি এই টিকিট সংগ্রহ ছেড়ে দিয়ে নানা রকম খালি দেশলাইয়ের বাক্স জমাতে শুরু করেন এবং সংগ্রহটা বেশ ভালই হয়েছিল। এখন অবশ্য তিনি কিছুই সংগ্রহ করেন না। এর পর যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করি—তখন আমার এই টিকিট সংগ্রহের শখটা চাপা পড়ে যায়। তবে, হাতের কাছে যখন যেমন টিকিট এসে পড়তো সেগুলোকে নিয়ে একটা কৌটার মধ্যে ভরে রাখতুম; এ্যালবামে লাগাবার সময় পেতাম না। এই ভাবে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত কেটে যায়।

১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে আমি কলকাতার চৌরঙ্গীর গ্র্যান্ড হোটেলের সামনে দিয়ে বেড়াচ্ছিলুম, হঠাৎ আমার নজর গেল একটা বইয়ের দোকানের শো কেসের ওপর। শো কেসেতে দেখলুম, সুন্দর সুন্দর কতকগুলি টিকিট ঝোলান আছে এবং তাতে দাম লেখা আছে। আমি তার ভেতর থেকে কিছু টিকিট বেছে কিনে ফেললুম। দোকানের মালিক আমার পরিচিত ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনি Feudatory States বা Convention States"এর টিকিট দিতে পারেন কিনা? তিনি আমাকে শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে বলেন। তিনি আরও জানালেন যে, তাঁকে বল্লে তিনি এগুলি সংগ্রহ করে দিতে পারবেন।

আমি একদিন সন্ধ্যার সময় অজয়বাবুর সঙ্গে দেখা করি এবং তাঁকে বলি যে আমার টিকিট চাই। তিনি প্রথমে আমায় প্রশ্ন করলেন যে, আমি কোন্ কোন দেশের টিকিট সংগ্রহ করি। আমি বল্লুম যে, আমি সমস্ত পৃথিবীর টিকিট সংগ্রহ করি। এ কথার উত্তরে তিনি জানালেন যে, ও কাজটা মোটেই সম্ভবপর নয়—কারণ প্রথমতঃ পৃথিবীর সমস্ত টিকিট পাওয়া যায় না; তা ছাড়া এতে বহু অর্থেরও প্রয়োজন। তিনি আমাকে কতকগুলি দেশ বেছে নিয়ে

সেই সমস্ত দেশের টিকিট সংগ্রহ করবার পরামর্শ দিলেন। তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, এই টিকিট সংগ্রহ বাবদ প্রতি মাসে আমি কত টাকা খরচ করতে রাজী আছি। আমি জানালুম যে আমি প্রতি মাসে ১৫।২০ টাকা পর্যন্ত খরচ করতে পারি। তখন উনি আমায় জানালেন, আজকাল যাঁরা ভাল Collection করেন তারা George the VI-এর টিকিট সংগ্রহ করছেন। তবে বেশীর ভাগ লোক 'Mint' টিকিট ব্যবহার করেন। 'Mint' টিকিটের অর্থ হ'চ্ছে যে পোষ্ট অফিস থেকে কেনা টাট্‌কা টিকিট যার পেছনে পুরো আঁঠা লাগানো থাক্‌বে অথচ ডাক ঘরের কোনও মোহর থাক্‌বে না। কেউ কেউ 'used' টিকিটও ব্যবহার করে থাকেন। এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার। অনেকের ধারণা যে, 'used' টিকিট না হ'লে সেটা যে genuine টিকিট তার প্রমাণ হয় না। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। কারণ সদ্য যে টিকিটগুলো বের হচ্ছে সেগুলোর দাম এত কম যে, সেগুলি Forgery করবার কোনও প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া টিকিট জাল করতে যে খরচ সে খরচও উঠবে না। অজয়বাবু আমায় বল্লেন যে, আমি যেন 'Mint' টিকিট সংগ্রহ করি, কারণ সব সময় 'used' টিকিট পাওয়া যায় না। কাজে কাজেই 'Mint' টিকিটকে পোস্ট অফিস থেকে 'used' করে আনতে হয়। তাতে খরচও বেশী হয়। আর, যদি কখনও টিকিট বিক্রি করতে হয় তবে সাধারণতঃ 'used' টিকিটের চেয়ে 'Mint' টিকিটের দাম বেশী পাওয়া যায়। কারণ 'Mint' টিকিটের একটা Currency Value আছে। আমি এই সব শুনে ঠিক করলুম যে, আমার বাজেট অনুসারে যে যে মাসে যেমন যেমন টিকিট বের হবে সেগুলি কিনে নিয়ে যদি হাতে কিছু টাকা থাকে তা হ'লে পেছনের দিকে যে সব টিকিট বেরিয়েছে তারও কিছু কিছু কিন্‌বো এবং 'Mint' টিকিটই কিন্‌বো। আমি যখনকার কথা বলছি তার অনেক আগে থাকতেই George the VI টিকিট বেরিয়ে গেছে। কারণ আমি অনেক দেরীতে এই সংগ্রহ আরম্ভ করেছি। কিছুদিন এই ভাবে সংগ্রহ করতে লাগলুম। পরে দেখলুম যে, এ ভাবে আমি সংগ্রহ করে উঠতে পারবো না। কাজে কাজেই আমার ঐ বাজেট ঠিক রইল না।

আমি আগেই বলেছি যে, ভারতবর্ষের টিকিট সংগ্রহের ঝোঁক আমার আগে থাক্‌তেই ছিল। আমি অজয়বাবুকে সুবিধে মত

ভারতবর্ষের টিকিট সংগ্রহ করে দেবার জন্য অনুরোধ করলুম। তিনি এবিষয়ে আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। বেশ কিছুদিন বাদে দিল্লীব একটি প্রসিদ্ধ ডাক টিকিট ব্যবসায়ী মিঃ কে সি সুরী ক'লকাতায় এলেন। তাঁর কাছ থেকে অজয়বাবু আমাকে ভাবতবর্ষের টিকিটেব ব্যবস্থা কবে দিলেন। অবশ্য এই টিকিটের মধ্যে ১৮৫৪ সাল বা ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীব আমলেব টিকিট ছিল না। পরে আস্তে আস্তে আমি ১৮৫৪ সাল ও ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলেব টিকিট সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি। ১৮৫৪ সালেব ও ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর টিকিট সংগ্রহে শ্রীপ্রকাশচন্দ্র কাপুর আমাকে বিশেষ সাহায্য করেন। শ্রীকাপুর একজন বিখ্যাত টিকিট ব্যবসায়ী। তাছাড়া ক'লকাতাতে টিকিটের দু'টো Auction (নিলাম) হ'ত। একটি হচ্ছে M/s Broadway Stamp Co ও অপরটি হচ্ছে M/s. Stamp World। এই Stamp World-এর নিলাম বন্ধ হয়ে গেছে। আমি এই Auction থেকেও কিছু কিছু ভাল জিনিষ সংগ্রহ করতে পেরেছি।

আমি যখন এইভাবে টিকিট সংগ্রহ করছি, তখন আমার সঙ্গে ক'লকাতার অনেক বিশিষ্ট টিকিট সংগ্রহকারীদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। Calcutta Philatelic Society এবং Indian Philatelic Society নামে ক'লকাতায় যে দু'টি প্রতিষ্ঠান আছে আমি এই দু'টিরই সভ্য হই। এর ফলে, ক'লকাতাব বহু টিকিট সংগ্রহকারী ইংরাজ, মারোয়াড়ী, মুসলমান, হিন্দু ভদ্রমহোদয়দের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় হয়েছে। এ ছাড়া বোম্বের Indian Philatelic Society ও Empire of Philatelic Society-রও আমি সভ্য।

এই সময় আমি ভেবে দেখলুম যে, আমি যে ভুল করেছি বা আমার মত অনেকেই যে ভুল করে যাচ্ছেন সেই ভুল যাতে আজকের দিনের ছোট ছেলেমেয়েরা না করে সেজন্য একটু প্রচারকার্য দরকার। আমার এই কয় বছরের অভিজ্ঞতাতে আমি দেখেছি, বহু লোক, বহু ছেলেমেয়ে প্রথম প্রথম বেশ উৎসাহের সঙ্গেই টিকিট সংগ্রহ করতে শুরু করে। কিন্তু ঠিকভাবে টিকিট সংগ্রহ না করতে পেরে এবং উপযুক্ত পরামর্শদাতার অভাবে তারা শেষ পর্যন্ত টিকিট সংগ্রহ করা ছেড়ে দেয়। এই দেখে আমি আমার এক বন্ধু এবং

অভিজ্ঞ টিকিট সংগ্রহকারী শ্রীনীলমণি ভট্টাচার্য মহাশয়কে অনুরোধ করেছিলুম যে, খবরের কাগজ মারফৎ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কিভাবে টিকিট সংগ্রহ করতে হয় সে সম্বন্ধে উপদেশ দিতে। তিনি রাজীও হয়েছিলেন, কিন্তু সময় অভাবে পেরে ওঠেননি। এইভাবে ১৯৫৩ সাল পেরিয়ে গেল।

আমি ভারতবর্ষের টিকিট সংগ্রহের সঙ্গে একটা Write-up তৈরী করেছিলুম। তাতে আমি বিশদভাবে সমস্ত টিকিটের ইতিহাস দিয়েছিলুম। আমি আমাব সংগ্রহকারী বন্ধুদের এই আইডিয়াটা দেখিয়েছি।

১৯৫৪ সালে যখন ডাক টিকিটের শতবার্ষিকী হয়, সেই সময় আমি আমার অফিসে বসে কাজ করছি, এমন সময় অল ইণ্ডিয়া রেডিও ক'লকাতা থেকে আমায় টেলিফোনে জানানো হয় যে, এই শতবার্ষিকী উপলক্ষে ডাক টিকিট সম্পর্কে ৪ দিনে ৪টি Talk প্রচারিত হবে এবং তাব মধ্যে প্রথম দিনেব Talkটি আমাকেই দিতে হবে। আমাকে আবও জানানো হয় যে, মাত্র পনেরো দিনের মধ্যেই আমি যা বলবো সেটা ক'লকাতা বেতারকেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠিয়ে দিতে হবে তাঁদের অনুমোদনের জন্য। আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলুম যে, আমাকে কি বিষয়ে বলতে হবে। তাতে তাঁরা আমাকে জানালেন যে, "Development of the Postal System" সম্বন্ধে বলতে হবে। আমি মনে করেছিলুম যে, ভারতবর্ষে কিভাবে ডাক টিকিটের ক্রমবিকাশ হয়েছিল সেই সম্বন্ধে বলতে হবে। ভারতবর্ষের ডাক টিকিট সম্বন্ধে নিজের সংগ্রহেব জন্য আমার যা লেখা ছিল তাই নিয়ে অল ইন্ডিয়া রেডিয়োর অফিসে গিয়ে দেখা করলুম। তাঁরা দেখে বল্লেন যে, এ জিনিষ আমরা আপনাকে দিয়ে বলাতে চাই না। আমবা আপনাকে দিয়ে "Development of the Postal System of the World" সম্পর্কে বলাতে চাই। আমি একথা শুনে খুব মুস্কিলে পরে গেলুম। কারণ প্রথমতঃ আমি সমস্ত পৃথিবীর টিকিট সংগ্রহ করি না। তা'ছাড়া এ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতাও খুব কম। তাই আমি তখন বল্লুম যে, আমার দ্বারা এটা সম্ভব হবে না। তাতে Station Director মশাই আমায় বল্লেন যে, আমাদের Programme ঠিক হয়ে গেছে। অতএব আপনাকে এ সম্বন্ধে বলতেই হবে। আমি বল্লুম যে, আমি যদি Material সংগ্রহ করতে পারি তাহলে বলবো; নতুবা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। আমি ওখান থেকে ফিরে এসে আমার টিকিট সংগ্রহকারী

বন্ধুদের সংগে দেখা করলুম এবং তাদের সব ঘটনা জানালুম। সকলেই আমায় উৎসাহ দিয়ে বল্লেন যে, এটা আমাকে বল্‌তেই হবে এবং তাঁরা Material সংগ্রহ করে দেওয়ারও ভার নিলেন। বিশেষ করে শ্রীনীলমণি ভট্টাচার্য আমাকে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। আমি আমার বক্তব্য তৈরী ক'রে অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর কাছে পাঠিয়ে দিই। তাঁরা আমার এই লেখা অনুমোদন করেন। পূজার সপ্তমীর দিন রাত্রে আমার Talkটি বল্‌তে হয়েছিল। আমার Talkটি ছিল ইংরাজীতে। অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োতে বলার পর ইংরাজী দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকা এবং রিডার্স ডাইজেস্টে আমার এই Talkটি প্রকাশিত হয়।

যখন অমৃতবাজারে ছাপা হয় তখন আমার কাকা শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ক'লকাতায় ছিলেন না। তিনি তার পরদিন দিল্লী থেকে ক'লকাতা এসে পেঁছান। পথে তিনি আমার এই Talkটি অমৃতবাজারে পড়েন। তিনি ক'লকাতা পেঁছেই আমাকে বলেন যে, তোমার এই Talkটি এরূপভাবে বের করা উচিত হয়নি। কারণ, এতে এত Material রয়েছে যে, এর সংগে কিছু কিছু ছবি দিয়ে বের করা উচিত ছিল। উনি এই কথা বলার পর আমি চিন্তা করে দেখলুম যে, অনেকদিন থেকে আমি নীলমণিবাবুকে বলেছিলুম এ সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে কাগজে লেখবার জন্য। তিনি যখন পেরে উঠলেন না, তখন আমি নিজেই একবার চেষ্টা করে দেখি। আমি যুগান্তরের সাময়িকী সম্পাদক শ্রীপরিমল গোস্বামীর সংগে এ বিষয়ে আলোচনা করি। তিনি খুব আনন্দ সহকারে আমার এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন ও আমাকে উৎসাহ দেন। তখন আমি ঠিক ক'রলাম যে, সেই আদি যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থার কিভাবে আস্তে আস্তে উন্নতি হয়েছে সেটা লিখি। এই পরিকল্পনা নিয়ে আমি লিখ্‌তে আরম্ভ ক'রলাম এবং এ সম্বন্ধে যে সমস্ত বই পত্র আছে সেগুলোর সাহায্য নিলুম, যথা—মিঃ রোবসন লোয়ের দি এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ব্রিটিশ এম্পায়ার পোস্টেজ স্ট্যাম্পস্‌; মিঃ জিওফ্রি ক্লার্কের দি পোস্ট অফিস অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড ইটস্‌ স্টোরী; মিঃ জাল কুপারের দি স্ট্যাম্প অফ ইণ্ডিয়া; মিঃ সি, এস, এফ ক্রফ্‌টনের দি পোস্টেজ এণ্ড টেলিগ্রাফ অফ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এবং আরও কয়েকটি বই ও ম্যাগাজিন। এজন্য এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থকার

এখন থেকে একশো বছরের কিছু বেশী আগে অর্থাৎ ১৮৫৪ সালে ভারতবর্ষে প্রথম ডাকটিকিটের প্রচলন হয়। এ সম্বন্ধে কিছু বলার আগে আপনাদের মনে হতে পারে, ডাকটিকিট যখন ছিল না তখন কি সংবাদ আদান-প্রদান হ'ত না? পৃথিবীর মধ্যে কে এবং কবে প্রথম ডাকটিকিটের প্রচলন করেছিলেন আমি তাই প্রথমে বল্‌বো। কিন্তু তার আগে বল্‌বো সংবাদ কি করে আদান-প্রদান হ'ত।

আমরা মহাভারত এবং পুরাণে দেখ্‌তে পাই যে দূতের দ্বারা সংবাদ আদান-প্রদান হ'ত। রামায়ণেও আমরা পাই যে যখন সীতাকে রাবণ হরণ ক'রে লঙ্কায় নিয়ে যান, তখন শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে দূত হিসাবে সীতার কাছে পাঠিয়েছিলেন। মহাভারতেও আমরা পেয়েছি যে নল এবং দময়ন্তী তাঁদের প্রেমপত্র হংসদূত দ্বারা আদান-প্রদান করতেন। আপনারা জানেন যে এ যুগেও সৈনিকদের চিঠি একস্থান থেকে অন্যস্থানে 'হোমা' নামক পায়রা দ্বারা পাঠান হ'ত। যখন দিল্লীতে ডাকটিকিটের শতবার্ষিকী উৎসব হয় সেই সময় এইরূপ পায়রা দ্বারা চিঠি পাঠিয়ে দর্শকদের দেখান হয়েছিল। এই সময় আমাদের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং দেখা যায় যে, বহু বছর আগে থেকেই আমাদের দেশে সংবাদ আদান-প্রদান ছিল। ৩৮০০ খৃঃ ব্যাবিলনে রাজা ১ম সারগন প্রথম ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর সময়ে পত্র লেখা হ'ত মাটি কিম্বা নরম পাথরে (সোপ-ষ্টোন) এবং সেই মাটি কিম্বা নরম পাথরের খাম তৈরী করে তার মধ্যে পত্রটি ভরে দেওয়া হ'ত এবং এই খামের উপর যাঁর নামে পত্রটি যাচ্ছে, তাঁর নাম লেখা থাক্‌তো। পত্রটি ক্রীতদাস কিম্বা বাহকের দ্বারা পাঠান হ'ত এবং পত্রটি পাওয়ার পর মাটির খামটি ভেঙে ফেলে তার ভেতর থেকে পত্রটি বার করা হ'ত।

মিশরে দ্বিতীয় আমেন হোটেপ্‌-এর একটি স্তূপ আছে, সেখানে এই পত্রবাহকের ছবি আঁকা আছে। তাতে ১৫০০ খৃস্টপূর্ব শতাব্দী তারিখ লেখা আছে।

পারস্যে ৫৩৬ (খৃস্ট পূর্ব) শতাব্দীতে মহামহিমান্বিত



মালরেডি সাহেবের আঁকা ডিজাইনের নমুনা



ডাক হরকরা

রাজা সাইরাস প্রথম 'ডাক হরকরা' দ্বারা ডাক চলাচল ব্যবস্থা স্থাপিত করেন। এর পরেই ঘোড়ার ডাকের প্রচলন হয়।

মধ্যযুগে ইংলণ্ড, জার্মাণী, ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশের সরকার নানাভাবে চেষ্টা করেন পত্র চলাচল ব্যবস্থা স্থাপন করতে। এই সময়টি হচ্ছে ১২১৬ থেকে ১৬৫৪ সালের মধ্যে। রাজারা নানাবিধ চেষ্টা করেন এই ডাক প্রচলনের জন্য। পরে এই ডাক চলাচলের ভার পড়ে 'দূতদের' (Couriers) ওপর এবং আরও পরে ব্যবসায়ী ও সাধারণ লোকের ওপর।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে কাউণ্ট রজার অফ থার্ন (Count Roger of Thurn) এবং ফ্রান্সে ফন্ অফ ট্যাক্সিস (France Von of Taxis) আর সপ্তদশ শতাব্দীতে মঁসিয়ো জ্যাঁ-দ্য ভিয়াইয়ে (Monsieur Jean-de Villayer) ডাক চলাচল ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রথম উদ্যোগী হন। ফরাসী রাজধানীতে যেখানে খুব কাজকর্ম বেশী হয়, এমন স্থানে মঁসিয়ে ভিয়াইয়ে কতকগুলি ডাকের বাক্স স্থাপন করেছিলেন। যাঁরা কোথাও পত্র পাঠাতে চান, তাঁরা ঐ সব বাক্সে পত্রগুলি ফেলে দিতেন। পত্রগুলি পাঠানোব জন্য আঁকাজোকা খাম ঝোলান থাক তো এবং এই সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য তখনকার দিনে 'এক সোল' অর্থাৎ আজকালকার আধ পেনী সকলকে দিতে হ'ত। এই জ্যাঁ-দ্য-ভিয়াইয়ের খাম থেকেই ডাকটিকিট প্রচলনের মতলব গড়ে ওঠে।

ঘোড়ার ডাক সব দেশেই প্রচলিত ছিল। গ্রেটবৃটেন, ফ্রান্স, জার্মাণী, বেলজিয়ম প্রভৃতি সব দেশেই ডাকটিকিট প্রচলনের আগে ঘোড়াব ডাক বা হরকরাব দ্বারা চিঠিপত্র পাঠান হ'ত।

সভ্য জগতের মধ্যে ভারতবর্ষ অন্যতম এবং এখানেই সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থা প্রথম হয়েছিল দেখা যায়। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যখন ইবনবতুতা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে বেড়ান, তখনও তিনি মহম্মদ বিন্ তুঘ্লকের রাজত্বকালে পত্রবাহকগণকে এক স্থান থেকে অপর স্থানে যাতায়াত করতে দেখেছিলেন। তারপর দেখি, শের শা ভারতবর্ষের প্রথম সম্রাট, যিনি ঘোড়ার ডাক বসিয়ে নিয়মিত পত্র চলাচলের ব্যবস্থা করেছিলেন। শের শা মাত্র পাঁচ বৎসর রাজত্ব করেন (১৫৪১—১৫৪৫)। তিনি এই সময় দু' হাজার মাইল লম্বা একটি রাস্তা তৈরী করান। বাঙলার সোনারং থেকে সিন্ধু নদের তীর



ঘোড়ার ডাক



পৃথিবী-বিখ্যাত প্রথম ডাকটিকিট 'পেনী ব্ল্যাক'

পর্যন্ত। এই রাস্তা দিয়ে তাঁর ডাক চলাচলের ব্যবস্থা ছিল। সম্রাট আকবর প্রধান রাস্তাগুলিতে প্রতি দশ মাইল অন্তর একটি করে ডাকঘর নির্মাণ করান। এই ডাকঘরগুলি থেকে দ্রুতগামী তুর্কী ঘোড়া ডাক নিয়ে যেত। যাঁরা আগ্রা থেকে সেকেন্দ্রা বেড়াতে গিয়েছেন এইরূপ ডাকঘর তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন। এমনকি দক্ষিণ ভারতবর্ষেও ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে মহীশূরের মহারাজা চিক্‌দেব-রাজ ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করেছিলেন।

যে ডাকহরকরারা ডাক নিয়ে যাতায়াত ক'রতো সেকালে তারা 'কাসিদ' (Kasid) নামে পরিচিত ছিল। তাদের পিঠে থাক্‌তো চিঠির বস্তা এবং অস্ত্রশস্ত্র'র মধ্যে থাক্‌তো একটি বল্লম। এই বল্লমের সঙ্গে বাঁধা থাক্‌তো কতকগুলি ঝুন্‌ঝুনি। এরকম অস্ত্র রাখার কারণও ছিল। এদের বন-জঙ্গলের ভেতব দিয়ে পাহাড় অতিক্রম ক'রে যেতে হ'ত। হিংস্র জন্তু প্রভৃতিকে ভয় দেখানো হ'ত এ দিয়ে।

পৃথিবীর মধ্যে ডাকটিকিট প্রথম বার করেন গ্রেটবৃটেন ১৮৪০ সালের ৬ই মে। এই সময় দু'খানি টিকিট বেরিয়েছিল। একটি 'পেনিব্ল্যাক' এবং অপরটি 'দু' পেনী ব্লু'। এই টিকিটের কোন 'পারফোরেসন' ছিল না, অর্থাৎ আমরা এখন যে সমস্ত টিকিট দেখতে পাই, তার চতুর্দিকে কাটা-কাটা থাকে, এই টিকিট দু'টির এরকম কিছু ছিল না। টিকিট বার করার আগে গ্রেটবৃটেন সরকার যাঁরা ভাল ছবি আঁকতে পারেন তাঁদের কাছ থেকে 'ডিজাইন' চেয়ে পাঠালেন এবং এর জন্যে একটা মোটা রকমের পুরস্কারও ঘোষণা করলেন। কিন্তু আশ্চর্য, যদিও তিন হাজার ডিজাইন সরকারের হস্ত-গত হ'ল, তবু কোনটাই তাঁদের মনোমত হ'ল না। শেষকালে যখন এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তখন স্যার রাওল্যান্ড হিল্ দু'টি রাণীর ছবি নিজেই আঁকেন। এই ছবি দু'টি সরকারের পছন্দ হয় এবং এই ছবির দৃষ্টান্তে দু'টি টিকিট প্রস্তুত করা হয়। এই টিকিটই সেই পৃথিবী-বিখ্যাত প্রথম ডাকটিকিট 'পেনী ব্ল্যাক্' নামে পরিচিত।

ভারতবর্ষে যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ব্যবসায় কেন্দ্র স্থাপন করেন, তখন তাঁরা পূর্বের ডাক হরকরাদের সাহায্য পুরাপুরি নিতে লাগলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসা ভারতবর্ষের নানা স্থানে যখন বেড়ে যেতে লাগ্‌লো, তখন কোম্পানী দেখলেন যে, একটা নিয়মিত ও সুষ্ঠু ডাক চলাচল-ব্যবস্থা হওয়া

ডাকটিকিট প্রচলনের পূর্বে যেভাবে চিঠি চলাচল ক'রত তার একখানি দুষ্প্রাপ্য নমুনা। তখন মাশুল আদায়ের স্বীকৃতি থাকতো ডাকঘরের মোহরে।

বিশেষ প্রয়োজন। তখন তাঁরা ঠিক করলেন, তাঁদের নিজস্ব ডাক চলাচলের বন্দোবস্ত করতে হবে আর তার সমস্ত খরচ নিজেদেরই বহন করতে হবে। এই পরিকল্পনার পর লর্ড ক্লাইভ ১৭৬৬ সালে প্রথমে সরকারী ডাক প্রচলন করেন। প্রথমে ঠিক হয় যে কেবলমাত্র সরকারের চিঠিপত্রই প্রেরিত হবে এবং কোম্পানীর কর্মচারীরাও বিনা পয়সায় চিঠি পাঠাতে পারবেন।

১৭৭৪ সালের ৩১শে মার্চ প্রথম একজন পোস্টমাস্টার জেনারেল বহাল করা হ'ল যিনি ডাক চলাচলের জন্য প্রধানতঃ দায়ী থাকবেন। এই সময় সাধারণ লোকেও এই ডাকের সাহায্য নিতে পারবেন বলে স্থির হয়। দূরত্ব হিসাবে ১ তোলা ওজনের একটি চিঠি পাঠাতে দু' আনা থেকে পাঁচ টাকা পর্যন্ত মাশুল দিতে হ'ত। এই সময়ে কোম্পানীর গভর্ণর জেনারেল ছিলেন ওয়ারেন হেষ্টিংস। ডাকের আফিস সেই সেই জায়গায় স্থাপিত হয়েছিল, যেখানে যেখানে কোম্পানীর আফিস প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই ডাক চলাচলকে তখনকার দিনে লোকে বল্তো 'মহাজনী-ডাক'। ১৭৮৪ থেকে ১৭৮৯ সালের মধ্যে আরও অনেক জায়গায়—মাদ্রাজ, বোম্বে ও ক'লকাতার মধ্যে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা হয়েছিল।

আপনারা জেনে অবাক হবেন যে, ১৭৭৪ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময় ১ তোলা ওজনের একখানি চিঠি ক'লকাতা থেকে চন্দননগর দু' আনা, বর্ধমান তিন আনা, লক্ষ্ণৌ এগার আনা এবং বোম্বে পাঠাতে এক টাকা লাগতো। খবরের কাগজে লাগ্তো ঠিক অর্ধেক, যদি সেই কাগজ সপ্তাহে তিন দিন প্রকাশিত হ'ত, তা না হলে চিঠির দুই-তৃতীয়াংশ দিতে হ'ত। ১৮৩৭ সালের আগে এই ডাকের বন্দোবস্ত বড় বড় দায়িত্বশীল জমিদারদের উপর ন্যস্ত ছিল এবং তাঁদের দায়িত্ব কি ও কি কাজ করতে হবে সে সম্বন্ধে ১৮১৭ সালে বেঙ্গল রেগুলেশন অ্যাক্ট চালু করে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল।

১৮৩৭ সালে আর একটি আইন স্থাপিত হয়—তার নাম পোস্টঅফিস অ্যাক্ট অফ্ ১৮৩৭। এই আইনের দ্বারা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে ডাক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হ'ল এবং পূর্বে যে কয়েকজন সাধারণ লোককে ডাক চলাচলের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, তা' বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। যদিও সাধারণ ডাক চলাচল বন্ধ করবার বহু চেষ্টা হয়েছিল, তবুও তা পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। পরে ১৮৫৪ সালে আর একটি আইন প্রবর্তিত হয়। এই আইনে সকল লোকই আধ আনা খরচে চিঠি পাঠাতে পারবে এই অনুমতি দেওয়ার পর এই

সাল হতেই সাধারণ লোকের দ্বারা ডাক চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। আর, ১৮৫৪ সালের ১লা অক্টোবর ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রথম ডাক-টিকিটের ব্যবহার আরম্ভ হ'ল।

১৮৭৪ সালের অক্টোবর মাসে সুইজারল্যান্ডের অন্তর্গত বার্ণ-এ প্রথম ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন স্থাপিত হয়। এইখানে নানা দেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়ে স্থির করেন যে তাঁরা প্রত্যেক দেশের ডাক চলাচলের মর্যাদা রক্ষা করবেন এবং প্রতি দেশ থেকে যে ডাক টিকিট দেওয়া হবে তা অন্য দেশে পাঠানোর পক্ষে যথেষ্ট মনে করবেন। এই কল্পনা প্রথম একজন জার্মান, হাইনরিখ ফন স্টিফেন (Heinrich Von Stephen)এর মনে উদয় হয় এবং এঁরই কল্পনামত সেটা গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনার জন্য দেশের লোক তাঁর সম্মানার্থে একটি মনুমেণ্ট স্থাপন করেন।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর এই ডাক টিকিটের প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে। পুরাতন রাজার ছবি আমরা আর দেখতে পাই না। তার বদলে দেখি আমাদের স্বাধীন দেশের পতাকা, অশোক স্তম্ভ, পুরাকালের দৃশ্য এবং সর্বশেষে মহাত্মা গান্ধী ও ভারত-বর্ষের কবিদের ছবি।

আগে দু' রকম পত্রবাহকের কথা বলেছি। এক রকম হ'ল—হরকরা, অর্থাৎ পদব্রজে যারা ডাক নিয়ে যেত। আর ছিল ঘোড়ার ডাক অর্থাৎ ঘোড়ার পিঠে করে যারা ডাক নিয়ে যেত। এই হরকরারা অর্থাৎ যারা পদব্রজে যাতায়াত করতো তাদের সব চেয়ে বিপদের মুখে পড়তে হ'ত। এই রকম একজন হরকরাকে ডাক নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কিভাবে বিপদে পড়তে হয়েছিল তার একটি ঘটনা বলছি।

এই ঘটনাটি যে সময় ঘটে সেই সময় পোস্ট অফিসের একাউণ্টেণ্ট জেনারেল ছিলেন মিঃ লিভাট ইয়েটস্। একটি গ্রামে কিছুদিন ধরে এক বাঘ খুব অত্যাচার করছিল এবং প্রায়ই কাউকে না কাউকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। বাঘটি গ্রামেরই আশে-পাশে ঘোরাঘুরি করছিল। ঠিক এই সময় একজন ডাকহরকরা অন্য গ্রাম থেকে ডাক নিয়ে এই গ্রামে এসে পড়ে। তখন গ্রামের লোকেরা তাকে বল্লে—'বাপু হে! তুমি আজ অন্য গ্রামে যেও না। পরের দিন সকালবেলা এখান থেকে রওনা হ'য়ো। কারণ, গতকাল দুপুরে বাঘে একটি গরু মেরেছে।' হরকরা এই সব শুনে সেই গ্রামেই বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো, কিন্তু তাকে অন্য গ্রামে ডাক

পেঁাছোতেই হবে নইলে তার চাকুরী নিয়ে টানাটানি হবে। তাই সে ঐ গ্রামেরই চৌকিদারকে তার সঙ্গে যাবার জন্য অনুরোধ করল। চৌকিদার তার কথা মত তার সঙ্গে রওনা হ'ল, কিন্তু গ্রাম ছাড়িয়ে তারা মাত্র দু' মাইল গিয়েছে এমন সময় এক কান্ড হ'ল।

বাঘটি কাছেই কোথাও ঘুপ্‌টি মেরে বসে ছিল। হঠাৎ বেরিয়ে এসে ডাক হরকরাকে এক লাফে ধরে নিয়ে গেল। চৌকিদার কিন্তু বেঁচে গেল। বাধ্য হয়ে সে তখন ঐ ডাকের বস্তা নিয়ে পেঁাছে দিল পরের গ্রামে।

এই যে ডাকহরকরাটি বীরের মতন নিজের কর্তব্য করতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিল তার পরিবারবর্গের কি অবস্থা হ'ল জানেন? তার যে আট-দশ টাকা মাইনে ছিল তা বন্ধ হয়ে গেল এবং সরকার পক্ষ থেকেও তার পরিবারবর্গের ভরণপোষণের কোন ব্যবস্থা হ'ল না। কিন্তু মিঃ লিভাট্‌ইয়েটস অত্যন্ত দয়ালু প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি নিজে এই মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন এবং তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের আপত্তি সত্ত্বেও এই পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে দিলেন।

কর্মচারীরা বলেছিল, ডাকহরকরা তার সাধারণ কর্তব্য করতে গিয়ে মারা গেছে, এতে সরকার দায়ী হবে কেন?

আগেই বলেছি যে, মহীশূরের মহারাজা চিক্‌দেব রাজ ১৬৭২ সালে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি যে সব জায়গায় পোস্টমাষ্টার বহাল করেছিলেন তাঁদের শুধু চিঠি পাঠানোই কাজ ছিল না, চিঠি পাঠানো ছাড়াও স্থানীয় গুপ্ত খবর রাজার দরবারে পেঁাছে দেওয়াও তাঁদের আর এক কাজ ছিল। আর অন্যান্য নিম্নস্তরের কর্মচারীদের কাজ ছিল গুপ্তচরের কাজ করা।

এই ব্যবস্থা হায়দার আলীর সময় ভীষণ আকার ধারণ করে।

এই ডাকহরকরা প্রথা কি শুধু চিঠিপত্র বহন করবার জন্যই হয়েছিল? না, তা নয়। কর্ণেল ব্রাউটন তাঁর লেখা 'লেটারস ফ্রম এ মারহাট্টা ক্যাম্প' বইতে লিখেছেন, কতকগুলি পুরাতন রাস্তার প্রসিদ্ধ মন্দিরের জন্য ডাকহরকরারা ফল ও ফুল নিয়ে যেত। এই রকম একটি রাস্তায় রাজপুতনার উদয়পুর থেকে পুষ্করের মধ্যে ফল ও ফুল যাতায়াতের বন্দোবস্ত ছিল। বিক্তর জাকমঁ যিনি ১৮৩০ সালে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করতে এসেছিলেন, তিনি তাঁর এক



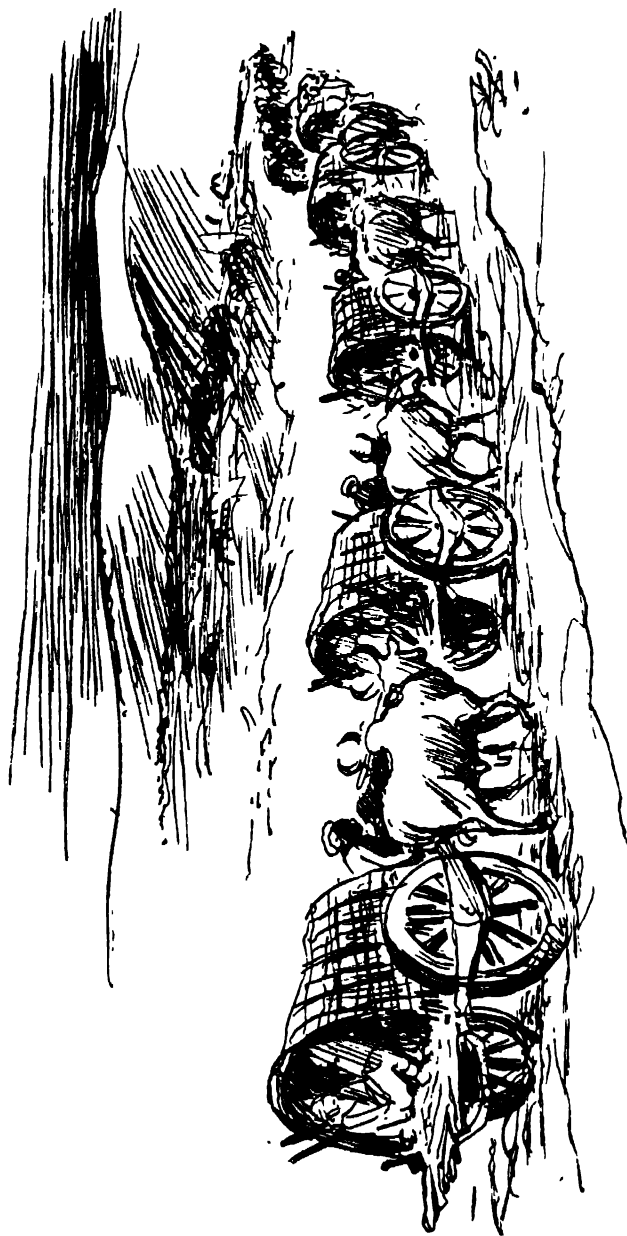
. হঠাৎ বেরিয়ে এসে ডাক হরকরাকে এক লাফে ধরে নিয়ে গেল



কাঁচা রাস্তার জন্য পাল্কীর ব্যবস্থা ক'রতে হ'ত

পত্রে লিখে গেছেন যে সে সময় ভ্রমণকারীদের থাকবার সুবিধার জন্য যে সমস্ত বাংলো ছিল সেগুলি দেখা-শুনোর ভার ডাক বিভাগের ওপরেই ন্যস্ত ছিল। জাকম'-এর খবর মত জানা যায় যে প্রত্যেক বাংলোতে তিনটি করে ভৃত্য থাকতো—এরা পোস্ট অফিসের অধীনে কাজ করতো। পোস্ট মাস্টারদের কাজ ছিল ভ্রমণকারীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখা-শুনা করা এবং ভ্রমণকারীরা যখন এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় যেতেন তখন তাঁদের পাল্কী ও বাহকের ব্যবস্থা করা। এই থেকেই 'ডাক বাংলো' কথাটির সূত্রপাত হয়েছে। 'ডাক বাংলো' কথাটি আজও চলে আসছে। এই সময় পথের ধারে কোনো হোটেল বা সরাইখানা ছিল না। কিন্তু প্রতি ১৫ থেকে ৫০ মাইলের মধ্যে 'ডাক বাংলো' বা রেস্ট হাউস ছিল। বাংলোগুলি অধিকাংশই ছিল একতলা খোড়োঘর। তার মধ্যে স্নানের ঘর ছাড়া আরো দু'-তিনখানা করে ঘর ছিল। ভ্রমণকারী বা সরকারী কর্মচারীদের দেখাশুনো করবার ভার ছিল একজন 'খিদমদগারের' ওপর। আর একজন লোক সেখানে থাকতো জল ও জ্বালানী কাঠ যোগাড় করবার জন্যে। এই বাংলোতে থাকবার জন্যে প্রতি লোককে থাকার এবং খাওয়ার খরচা আলাদা আলাদা দিতে হ'ত।

কোন ভ্রমণকারী কোন জায়গায় যাওয়া মনস্থ করলে সেখানে যাবার দু'-তিন দিন আগে স্থানীয় পোস্টমাস্টারকে জানাতেন তার যাতায়াতের ব্যবস্থার জন্য। এই সময় ঘোড়ারগাড়ীরও প্রচলন হয়েছিল কিন্তু সেটা কেবলমাত্র গ্র্যান্ড ট্রাংক রোডের ওপর দিয়েই যাতায়াত করত। কারণ এই রাস্তাটি পাকা ছিল, অন্য রাস্তাগুলিতে ঘোড়ার গাড়ী যাওয়া সম্ভব হ'ত না। এই সব কাঁচা রাস্তার জন্য পাল্কির ব্যবস্থা করতে হ'ত এবং এই পাল্কী বহন করবার জন্য চারজন করে বাহক থাকতো। যে সব ভ্রমণকারীর নিজেদের পাল্কী থাকতো, তাঁদের জন্য পোস্ট মাস্টারকে শুধুমাত্র পাল্কী বাহক জোগাড় করে দিতে হ'ত। এই সব পাল্কী আকারে একটু বড় ছিল ব'লে আটজন বাহকের বন্দোবস্ত করতে হ'ত। এ ছাড়া এদের সঙ্গে থাকতো দু'জন মশালচী অর্থাৎ যারা রাত্রে মশাল জেলে সঙ্গে যেত। আর থাকতো দু'জন করে ভাঙ্গী—জিনিষপত্র বহন করবার জন্য। এই বারোজন লোকের জন্য মাইল পিছু বারো আনা করে খরচ লাগতো এবং এই টাকাটা আগেই পোস্ট অফিসে জমা দিতে হ'ত। ভ্রমণকারীকে আগেই জানাতে হ'ত কখন তিনি রওনা হবেন এবং কোন্ জায়গায় গিয়ে কতক্ষণ অপেক্ষা করবেন।



নর্থ-ওয়েস্ট প্রভিন্সের পোস্ট মাস্টার জেনারেল কর্তৃক ১৮৫৭ সালে সৈন্যদের যাতায়াতের ব্যবস্থা

যদি কোন কারণে ভ্রমণকারী পথে দেরী করে ফেলতেন তার জন্য তাঁকে ক্ষতিপূরণ পর্যন্ত দিতে হ'ত। পোস্টমাস্টারকে আগেই পাল্কী বাহক ও অন্যান্য লোকজন বদল করবার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করে রাখতে হ'ত। এই বদলী সাধারণতঃ দশ মাইল অন্তর হ'ত আর সময় লাগতো তিন ঘন্টা এবং প্রতি দশ মাইল অন্তর এই বারোজন লোক বদল হয়ে নূতন বারোজন লোক বহাল হ'ত।

ঘোড়ার ডাকের বেলাতেও ঠিক একইভাবে ঘোড়া বদল করা হ'ত এবং প্রতি দশ মাইলে এক জোড়া করে ঘোড়া রাখা হ'ত বদল করবার জন্য।

এই সময় গরুরগাড়ী—ট্রেণেরও প্রচলন হয়েছিল। ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাস্তাই তখন ভাল ছিল না; কাজেই সেই সব রাস্তায় গরুরগাড়ী যাতায়াত করতো। আর যে সব জায়গায় উট চলাচল ক'রত যেমন সিন্ধু দেশ—সেখানে উটের ডাকেরও প্রচলন ছিল।

১৮৫৭ সালের মে মাসে যখন সিপাহী বিদ্রোহ হয় তখন এই রকম গরুর গাড়ী-ট্রেণ সিপাইদের মালপত্র বহন করবার জন্য যথেষ্ট ব্যবহার করা হয়েছিল। এই সময় দু'একটি প্রাইভেট কোম্পানীও ভ্রমণকারীদের ব্যাপারে কাজ করতেন, কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই সরকারী ব্যবস্থা পছন্দ করতেন; কারণ তাঁরা সরকারী ব্যবস্থাকে বেশী রকম নির্ভরযোগ্য বলে মনে করতেন।

লর্ড ড্যালহৌসির আমলে ডাকের বন্দোবস্ত অনেকখানি ভাল হয়েছিল। এই সময় অনেকগুলি ভাল পাকা রাস্তাও তৈরী হয়। এর মধ্যে ক'লকাতা থেকে পঞ্জাবের মধ্যে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড অন্যতম।

এই বন্দোবস্তের আগের অবস্থা কি ছিল তার একটি ভাল নজির আছে। ১৮৪৬ সালে পঞ্জাব ক্যাম্পেনের সময় ক'লকাতা থেকে একশোজন অফিসারকে পাল্কী করে পাঠানো হয়েছিল ভাই-কাউণ্ট হার্ডিঞ্জকে সাহায্য করবার জন্য। কিন্তু মজার কথা যে, এই একশোজনের মধ্যে মাত্র তিরিশজন শতদ্রুর তীর পর্যন্ত পেঁছিতে পেরেছিলেন এবং তাঁরা গিয়ে দেখলেন যে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে।

তখনকার দিনে কেন এখনও অনেক গ্রামে সপ্তাহে একদিন করে বা পনেরো দিন অন্তর ডাক বিলি হয়। এখন যদিও গ্রামে ডাক পেঁছোনর অনেক সুবন্দোবস্ত হয়েছে। তখনকার দিনে গ্রামে ডাক এসে পেঁছলে ডাকহরকরা একটি বিউগল বাজাতো। বিশেষতঃ



লেঃ টমাস্ ওয়াগহর্ণ

(নীচে)

ডাক হরকরা একটি বিউগল বাজাতো

পার্বত্য জায়গায় এই বন্দোবস্ত বেশী কার্যকরী হ'ত। তারা গ্রামে এসেই ঐ বিউগলটি বাজিয়ে দিত। তখন গ্রামের লোকেরা জান্‌তে পারতো যে তাদের গ্রামে ডাক এসে পেঁছছে। তারা তখন হরকরার কাছে এসে যে যার চিঠি নিয়ে যেতো। সে সময় দেশের লোক বেশীর ভাগই লেখাপড়া জানতো না। তাই যাদের চিঠি আসতো তাদের চিঠি পড়ে দিতে আর যাদের চিঠি পাঠাবার থাকতো তাদের চিঠিপত্র লিখেও দিতে হ'ত এই ডাক হরকরাকেই। যারা কিছু লেখাপড়া জানতো তারা হরকরাদের কাছ থেকে টিকিট কিনে রেখে দিত। পরে তারা নিজেদের সুবিধামত চিঠি লিখত।

আর একটা কথা। এই সময় ভারতবর্ষে ভীষণ ম্যালেরিয়া দেখা দেয়। তাই সরকার এই হরকরা মারফৎ 'কুইনাইন' বিক্রীর ব্যবস্থাও করেন।

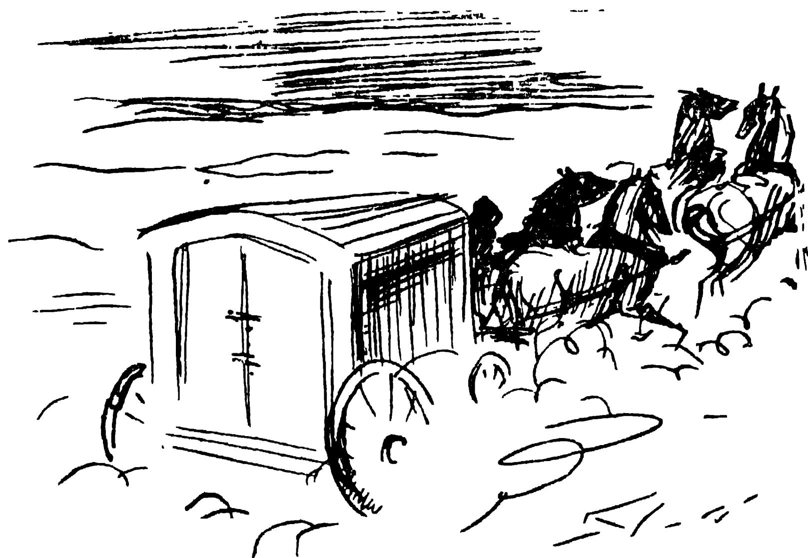
অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড থেকে ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষ থেকে ইংলণ্ডে অনেক দুঃসাহসিক ভ্রমণকারী স্থলপথে ভ্রমণ করেন। কিন্তু একমাত্র লেফটেন্যাণ্ট টমাস ওয়াগহর্ণের সারা-জীবন প্রচেষ্টায় এবং ঐকান্তিক উৎসাহে ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডের মধ্যে যাতায়াতের 'স্থলপথ' খোলা সম্ভব হয়েছিল। এই পথ হওয়ার ফলে উভয় দেশের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের সময় কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ষাট দিনের মাথায়।

ওয়ারেন হেস্টিংস এবং কর্ণওয়ালিসের রাজত্বকালে একটি চিঠির জবাব ইংলণ্ড থেকে ক'লকাতায় আসতে প্রায় এক বৎসর সময় লাগতো। এই চিঠি আসতো ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জাহাজে করে এবং এই জাহাজটি আসতো উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে। এই পথে অসম্ভব দেরী হওয়ার জন্য কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা একটি 'স্থলপথ' খোলবার ব্যবস্থা করলেন। এজন্য তাঁরা মিশর সরকারের সংগে ব্যবস্থা করলেন যাতে মিশরের ভেতর দিয়ে চিঠিপত্র এবং যাত্রী হাল্কা মালপত্র নিয়ে যাতায়াত করতে পারে। এই ব্যবস্থার পর আলেকজান্দ্রিয়া এবং সুয়েজ বন্দরে মাল উঠানামার ব্যবস্থা করা হ'ল, একটি পশ্চিমদিকের আর একটি পূর্বদিকের জন্য। তবে এই যাতায়াতের সময় নির্ভর করতো আবহাওয়ার উপর। এই স্থলপথ স্থাপনের পর দু'টি শক্তিশালী জাহাজ—একটি মার্সেলিস থেকে আলেকজান্দ্রিয়া এবং অপরটি বোম্বে থেকে সুয়েজ পর্যন্ত ডাক নিয়ে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করল। জিব্রাল্টার প্রণালী দিয়ে

ঘুরপথে জাহাজ যাতায়াতের যে পথ ছিল, সময় সংক্ষেপের জন্য তা বন্ধ করে দেওয়া হ'ল।

এই স্থলপথ স্থাপনের ফলে ভারতবর্ষ এবং পাশ্চাত্য দেশগুলির মধ্যে যাতায়াতের সময় তো সংক্ষিপ্ত হ'লই উপরন্তু ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এতে আশাতীত রকম সুবিধা হ'ল।

সুয়েজখালের প্রবেশপথে লেফটেন্যাণ্ট ওয়াগহর্ণের একটি প্রস্তরমূর্তি দেখতে পাওয়া যায় এবং এই মূর্তির নীচে একটি চিত্র খোদাই করা আছে। দৃশ্যটির সঙ্গে একটা ঐতিহাসিক গল্প জড়ানো আছে। দৃশ্যটিতে দেখানো হয়েছে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের একটি ঘটনা। এই সময়ে ইংলণ্ডে লেঃ ওয়াগহর্ন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে তাঁদের দূত হিসেবে কাজ করবার অনুমতি পান। মিশরের ভেতর দিয়ে ডাক নিয়ে ভারতবর্ষ থেকে আগত জাহাজ 'এণ্টারপ্রাইজ'-এ সেই ডাক তুলে দিয়ে তাঁর ইচ্ছা ছিল প্রমাণ করবেন যে এই পথে কত তাড়াতাড়ি সংবাদ আদান-প্রদান হ'তে পারে। ওয়াগহর্ণ ডাকের ঘোড়ার গাড়ী করে ইউরোপ পার হয়ে



ঘোড়ার গাড়ীর ডাক

ত্রিয়েস্ত বন্দরে আসেন। তারপর সেখান থেকে পাল তোলা জাহাজে যান আলেকজান্দ্রিয়াতে। সেখান থেকে আবার একটা মিশর দেশীয়

নৌকোতে (ধো) করে নীল নদ বেয়ে কাইরোতে পেঁছোন। কাইরো থেকে ৮০ মাইল পথ মরুভূমির ওপর দিয়ে তাঁকে যথাসম্ভব শীঘ্র পার হতে হয়েছিল; কারণ ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর সুয়েজে পেঁছুতে হবেই। ঐ দিনই 'এণ্টারপ্রাইজ' জাহাজটির ভারতবর্ষ থেকে সুয়েজে আসার কথা। জাহাজটি কিন্তু এসে পেঁছুল না। ওয়াগহর্ণ ব্যস্ত হয়ে ডাক নিয়ে পাল তোলা এক সামান্য নৌকায় লোহিত সাগরে ভাসলেন, উদ্দেশ্য—সমুদ্রের মাঝখানে জাহাজটিকে ধরবেন। এই ঐতিহাসিক দৃশ্যে ওয়াগহর্ণের দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ এবং সাহসিকতার ভাব অদ্ভুতভাবে ফুটে উঠেছে।

একবার ১৮৩৬ সালে লেঃ ওয়াগহর্ণ ষাট দিনে বোম্বে থেকে লণ্ডনে ডাক পাঠাতে পেরেছিলেন। সাধারণতঃ এতে সময় লাগতো প্রায় একশো দিন। এইভাবে ১৮৪১ সালের জুলাই মাসে লণ্ডনে ডাকে দেওয়া চিঠি বোম্বেতে বিলি করা সম্ভব হয়েছিল ত্রিশ দিন দশ ঘণ্টার মধ্যে।

আমি যে সময়ের কথা বলছি সে সময়ে আমাদের দেশে ভাল রাস্তা তো ছিলই না, রেল চলাচলেরও কোন ব্যবস্থা ছিল না।

ভারতবর্ষে প্রথম রেলপথ স্থাপন করা হয় ১৮৫৩ সালে। বোম্বে থেকে থানা—এই একুশ মাইল পথ গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত করা হয় এবং এর পরই ১৮৫৭ সালে ক'লকাতা থেকে রাণীগঞ্জ এই ১২০ মাইল পথ ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত করা হয়। ১৮৬২ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথ বেনারস পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয় এবং সেই সময় এলাহাবাদ ও আগ্রা, লাহোর ও অমৃতসহর রেলপথ দ্বারা যুক্ত করা হয়। ১৮৬৪ সালে ক'লকাতা থেকে দিল্লী পর্যন্ত রেলপথে যাতায়াতের ব্যবস্থা হয়। ১৮৭০ সালে লাহোর ১৮৭৯ সালে ঝিলাম ও ১৮৮৩ সালে পেশোয়ার পর্যন্ত রেলপথ স্থাপিত হয়।

আর একটি মজার কথা, রেলপথ যখন প্রথম স্থাপিত হয় তখন জল্পনা-কল্পনা হ'য়েছিল, ডাকঘর মারফৎ রেলের টিকিট বিক্রী করা হবে। কিন্তু এ পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত কাজে পরিণত হয়নি।

ইংরাজরা আমাদের দেশে আসবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সংবাদ আদান-প্রদান ও ডাকের ক্রমশঃ উন্নতি হয়েছিল এ কথা আগেই বলেছি। ইংরাজরা প্রথমে এ দেশে এসেছিলেন ব্যবসা-বাণিজ্য করবার

জন্য, কিন্তু তাঁরা পরে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণরূপে দখল করে ফেলেন। তাঁরা কি ভাবে এ দেশকে দখল করেন তার একটু পরিচয় এখানে দিচ্ছি।

ইংরাজদের মতো ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিরও নজর ছিল ভারতবর্ষের ওপর।

১৪৯৭ সালের জুলাই মাসে ভারতবর্ষের রাস্তা বার করবার জন্য ভাস্কো-দা-গামা তিনটি নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন এবং ঘুরতে ঘুরতে কালিকটের বন্দরে এসে পেঁাছলেন। এঁদেরও উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করার, কিন্তু সে দেশেব ব্যবসায়ীরা এঁদের ভাল চোখে দেখলেন না। তাঁরা ভাবলেন, আগন্তুকরা সম্ভবতঃ তাঁদের দেশ দখল করবার জন্য এসেছে। কাজেই তাঁরা সর্বরকমে বাধা দিতে লাগলেন।

শেষ পর্যন্ত পর্তুগীজরা পূর্ব আফ্রিকার উপকূল, ভারতবর্ষের অনেকখানি অংশ, এমন কি সিংহল ও পরে ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজ দখল করে বসলেন। এই বিরাট স্থান দখল করবার পর তাঁরা দেখলেন, এখানে সংবাদ আদান-প্রদানের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা খুব কঠিন; তাই ১৫৮০ সালে তাঁরা তিনজন স্বাধীন গভর্ণর নিযুক্ত করলেন। প্রথম গভর্ণরের রাজধানী হ'ল গোয়াতে, কিন্তু ইনি রাজত্ব করতে লাগলেন আরব দেশ থেকে সিংহল পর্যন্ত। দ্বিতীয় গভর্ণরের রাজধানী হ'ল মালাক্কায়, কিন্তু তিনি শাসন করতে লাগলেন বাংলাদেশ পর্যন্ত। তৃতীয় গভর্ণরের রাজধানী হ'ল মোজাম্বিকে, কিন্তু তিনি শাসন করতে লাগলেন পূর্ব আফ্রিকা পর্যন্ত।

এই পর্তুগীজদের যেমন দ্রুত উত্থান হয়েছিল তেমনই দ্রুত পতনও হয়েছিল। তাই শেষ পর্যন্ত পর্তুগীজ সরকার সমস্তই হারালেন। তাঁদের হাতে শুধু রইল গোয়া, দমন ও দিউ। কিন্তু এই তিনটি জায়গাকে ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত করবার জন্য এখন সেখানে স্বাধীনতা আন্দোলন চল্‌ছে এবং আশা করা যায়, অদূরে ভবিষ্যতে এগুলি ভারতবর্ষের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। ১৫৯৮ সালে ভাস্কো-দা-গামার কালিকটে পদার্পণের একশো বছর পূর্ণ হ'লে পর্তুগীজ সরকার তাঁর স্মরণার্থে কতকগুলি ডাকটিকিট বার করেন।

পর্তুগীজ সরকারের মত ফরাসী সরকারেরও রইল মাত্র চন্দননগর, পণ্ডিচেরী, কারিকল এবং মাহে। ভারতবর্ষ স্বাধীন

হওয়ার পর ১৪ই আগষ্ট ১৯৫০ সালে ফরাসী সরকার চন্দননগরকে ভারতবর্ষের হাতে তুলে দিলেন এবং ১লা নভেম্বর ১৯৫৪ সালে পণ্ডিচেরী, কারিকল ও মাহে ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। আর এই সঙ্গে ফরাসী সরকারের তিনশো বছরের এদেশের রাজত্ব শেষ হয়ে গেল। শান্তভাবে এই দেশগুলি হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে আজ ভারতবর্ষ ও ফরাসী সবকারের মধ্যে একটা মৈত্রীভাব গড়ে উঠছে।

এবার ইংরাজদের কথা। ৩১শে ডিসেম্বর ১৬০০ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে রয়্যাল চার্টার-এর দ্বারা ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ দেওয়া হ'ল।

১৬৩৯ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথম ভারতবর্ষে জমি খরিদ করেন। এই স্থানটিতে অধুনা মাদ্রাজ সহরের ভিত্তি স্থাপনা হয়। ১৬৬০ সালে ২য় চার্লসের কাছ থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বোম্বে সহর ইজারা নেন। ২য় চার্লস পর্তুগীজদের কাছ থেকে যৌতুক হিসাবে এই সহরটি পেয়েছিলেন।

১৭৪৬ সালে ইংবাজদের সঙ্গে ফরাসীদেব যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধের ফলে ফরাসীরা মাদ্রাজ সহর দখল কবেন আর সেই সঙ্গে লর্ড ক্লাইভকে বন্দী কবে নিয়ে যান। পরে ক্লাইভকে ইংরাজরা মুক্ত করেন।

১৭৫৭ সালে ক্লাইভ পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হন এবং এই যুদ্ধের ফলে ক্রমশঃ উত্তর ভারতেব এক বৃহৎ অংশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দখলে এসে পড়ে এবং এই দখলকে আবও জবরদস্ত করে তোলেন ওয়ারেন হেস্টিংস—যিনি সে সময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্ণব ছিলেন।

ওয়ারেন হেস্টিংসের রাজত্বকালে ডাক বিভাগের বেশ উন্নতি হয়েছিল এবং যাতে নিয়মিত ডাক চলাচল হয় তার ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। ১৭৬৫ সালে দিল্লীব বাদশা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যাব রাজস্ব আদায়ের ভার ইংরাজদের হাতে দেন।

১৭৬৬ সালে লর্ড ক্লাইভের রাজত্বকালে প্রথম নিয়মিত ডাক চলাচলের ব্যবস্থা হ'য়েছিল।

১৭৯৮ সালে লর্ড ওয়েলেসলী রাজ্য বিস্তারের কল্পনা নিয়ে ভারতবর্ষের গভর্ণর-জেনারেল হ'য়ে এদেশে আসেন। আমি

ক্লাইভ শাসিত ভারতবর্ষ

ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চল ১৭৫৬
ক্লাইভ অধিকৃত অঞ্চল
দিল্লী
থর মরুভূমি
মারাঠা
দাক্ষিণাত্য
নিজাম রাজ্য
সুরাট ১৬১২
বোম্বাই ১৬৬১
বক্সার ১৭৬৪
চন্দননগর
পলাশী
ফোর্ট উইলিয়াম ১৬৯৬
সরকার ১৭৬৬
আরকট
মাদ্রাজ (১৬৩৯)
মহীশূর
সেরিঙ্গপটম
ওয়ান্দিওয়াশ
পণ্ডিচেরী (ফরা) (১৬৭৪)
ত্রিচিনোপল্লী
সিংহল
মাইল
০ ২০০ ৪০০

ওয়েলেসলি শাসিত ভারতবর্ষ

ক্লাইভ শাসিত বৃঃ অঞ্চল
ওয়েলেসলি কর্তৃক সংযুক্ত অঞ্চল
মিত্র রাজ্য
স্বাধীন রাজ্য
পাঞ্জাব
লাহোর
দিল্লী
জয়পুর
অযোধ্যা
নেপাল
সিন্ধু
করাচী
বাঙ্গলা
কলিকাতা
মারাঠা
বোম্বাই
পেশোয়া
নিজাম
মহীশূর
মাদ্রাজ
সেরিঙ্গপটম
সিংহল
মাইল
০ ২০০ ৪০০

এখানে দু'টি মানচিত্র দিলুম। এই মানচিত্র থেকে দেখতে পাওয়া যাবে যে লর্ড ক্লাইভের আমলে ভারতবর্ষ কি ছিল আর লর্ড ওয়েলেস্‌লীর আমলে তার কতখানি পরিবর্তন হয়েছিল।

১৮৫৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষকে ইংরাজ রাজত্বভুক্ত করে দিলেন এবং ভারতবর্ষের প্রথম ''ভাইসরয়'' নিযুক্ত হলেন লর্ড ক্যানিং।

১লা জানুয়ারী ১৮৭৭ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারতবর্ষের রাণী বলে ঘোষণা করা হ'ল।

ইংরাজেরা ১৭৯৯ সালে মহীশূরের রাজা টিপুসুলতানকে শ্রিরংগাপত্তমের যুদ্ধে হারিয়ে দেন। তার ফলে মহীশূর ইংরাজদের হাতে এসে পড়ে। পরে আসে তাঞ্জোর। এটা আজকাল মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত।

১৮০১ সালে ইংরাজেরা অযোধ্যার কতকগুলি জায়গা নবাব ভিজিরের কাছ থেকে কিনে নেন। এইগুলি হচ্ছে গংগা ও যমুনার পাশের সমস্ত জায়গা যাকে বলা হ'ত "রহিল খণ্ডের দোয়াব।"

১৮০৩ সালে ইংরাজেরা ২য় মারাঠা যুদ্ধে উড়িষ্যা দখল করেন এবং বেরার নিজামের হাতে আসে।

১৮১৫ সালে ইংরাজেরা নেপালের কাছ থেকে হিমাচল রাজ্যগুলি দখল করে নেন। এই রাজ্যগুলির মধ্যে দার্জিলিংও ছিল।

১৮১৭ সালে ৩য় মহারাষ্ট্র যুদ্ধে পেশোয়ার রাজ্য ইংরাজেরা দখল করে নেন ও ১৮২৭ সালে ভরতপুর ইংরাজদের অধীনে আসে।

১৮৩৭ সালের পূর্বে ভারতবর্ষের ডাক চলাচল ব্যবস্থা যে ভাল ছিল না এ কথা আগেই বলেছি। ইংরাজেরা এই বিরাট স্থান দখল করবার পর ডাক চলাচলের কি বন্দোবস্ত করেছিলেন তার বিশেষ নজীর যদিও পাওয়া যায় না তবুও এইটুকু মাত্র জানা যায়, যেখানে যেখানে তাঁরা যুদ্ধ চালিয়েছিলেন সেখান সেখান থেকে সংবাদ আদান-প্রদানের একটা ব্যবস্থা তাঁরা করেছিলেন। আমি এখানে সেইরূপ একটা নমুনা দিচ্ছি। এটি হ'চ্ছে মারওয়াড় ফিল্ড ফোর্স-এর একটা পত্রের প্রতিচ্ছবি। এটি পাঠান হয়েছিল ১৮৩২ সালের মার্চ মাসে, যে সময় কোন ডাক টিকিটের ব্যবহার ছিল না।

১৮১৭ সালে বেঙগল রেগুলেশনে ঠিক ক'রে দেওয়া হয়েছিল যে জমিদাররা ডাক চলাচলের ব্যবস্থা কি ভাবে করবেন। সে সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়েছে। জমিদারদের দেখ্‌তে হ'ত যে,

পুলিশ থানা থেকে প্রধান দপ্তরখানায় যাতে ঠিক ঠিক ভাবে ডাক যাতায়াত করে। এই ডাকের ব্যবস্থা করার জন্য জমিদাররা তাঁদের খাজনার খানিকটা রেহাই পেতেন।

১৭৮৫ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্সী পোস্ট মাস্টার পোস্ট মাস্টার জেনারেলের কাজ করতেন আর সেই স্থানের কালেক্টরেরা বা জেলা অফিসাররা নিরাপদ ডাক চলাচলের জন্য দায়ী থাকতেন। এই সময় কোনও কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ ছিল না আর সব দেশের ডাক চলাচলের আইনও এক ছিল না। সে সময় কোন ডাকটিকিট না থাকার ফলে ডাকের মাশুল নগদ নেওয়া হ'ত আর এই দাম দূরত্ব ও ওজন হিসাবে দিতে হ'ত। এই সময় প্রত্যেক প্রদেশেব ডাক বিভাগ স্বাধীন ছিল—ইম্পিরিয়াল পোস্টের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। ডাক বিভাগের যে আয়-ব্যয় হ'ত তা প্রাদেশিক সরকারের তত্ত্বাবধানেই হ'ত কিন্তু ক্রমশঃ চিঠির আদান-প্রদান এত বেড়ে যেতে লাগল যে, সরকার স্থানীয় সরকাব ও পরিচালকদের অনুরোধ করলেন, তাঁদের অধীনের পোস্ট অফিসগুলিকে ইম্পিরিয়াল পোস্টের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিতে এবং এই অনুরোধ মত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ অর্থাৎ বর্তমানকালেব উত্তরপ্রদেশ ইম্পিরিয়াল পোস্টেব সঙ্গে সর্বপ্রথম যুক্ত হ'য়ে গেল।

১৮৬৪ সালে প্রথম পোস্ট মাস্টার জেনাবেল নিযুক্ত হন এবং ক্রমশঃ সমস্ত ভারতবর্ষের ডাক বিভাগ ইম্পিরিয়াল পোস্টের অধীনে এসে গেল। এব ফলে ডাকের চাহিদা প্রচুর বেড়ে গেল আর যথেষ্ট টাকারও আমদানী হ'তে লাগল। ফলে যেসব জায়গায় ডাক চলাচল ছিল না সেইসব জায়গায় ডাকের সুবিধা করে দেওয়া হ'ল।

১৮৫০ সালে ভারত সরকার ডাকের উন্নতিকল্পে একটি কমিশন নিয়োগ করেন। এই কমিশনে ছিলেন মিঃ কোর্টনে (Mr. Courtney), মিঃ ফরবেশ (Mr. Forbes) আর মিঃ বিডন (Mr. Beadon)। এ'দের ওপর ভার দেওয়া হ'ল, খোঁজ-খবর নিয়ে সরকারকে জানাতে যে কি করলে ডাক চলাচল সুষ্ঠুভাবে হ'তে পারে আর জনসাধারণের কাজে এই ডাক বিভাগ কতখানি উপকারে আসতে পারে। তাঁরা প্রভূত মেহনৎ ও খোঁজ-খবর নিয়ে একটা রিপোর্ট পেশ করলেন ১৮৫১ সালে। এই রিপোর্টটি ছিল ছ'শো পৃষ্ঠার। রিপোর্টে তাঁরা মোটামুটি যে প্রস্তাবগুলি করেন আমি এখানে তার একটি তালিকা দিলুম—

(১) দূরত্ব নির্বিশেষে সমহারে ডাকটিকিট প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা।

(২) আঠা দিয়ে লাগানো এমন কোনওরকম ডাকটিকিট প্রবর্তন ক'রে ডাকটিকিটের দাম অগ্রিম দেবার ব্যবস্থা।

(৩) প্রাথমিক ডাকটিকিটের মূল্য অল্পহারে নির্ধারণ।

(৪) বিনা মাশুলে পত্র প্রেরণ ব্যবস্থা রহিত করা।

(৫) ডাইরেক্টর জেনারেলের অধীনে ইম্পিরিয়াল দপ্তর হিসেবে ডাকঘর প্রতিষ্ঠা: প্রত্যেক প্রদেশে একজন পোস্ট মাস্টার-জেনারেল নিয়োগ করা, যিনি স্থানীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীনে থাকবেন না।

(৬) ডাকঘরের কর্মচারীদের জন্য পুস্তকাকারে নিয়মাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা।

(৭) উপযুক্ত স্থানসমূহে চিঠি বাছাই করবার কার্যালয় প্রতিষ্ঠা।

(৮) মনিঅর্ডার প্রেরণের ব্যবস্থা প্রবর্তন।

(৯) ভাঙিগ অথবা পার্সেলপোস্টের নিয়ন্ত্রণ।

(১০) সংবাদপত্র, বই, পুস্তিকা ইত্যাদির জন্য সস্তা এবং সমহারে ডাকটিকিটের হার প্রবর্তন।

(১১) জেলা ডাকঘরসমূহকে ইম্পিরিয়্যাল ডাকঘরে হস্তান্তরকরণ।

এই প্রস্তাবগুলি থেকে দেখতে পাওয়া যায় যে, এঁদের আয় বাড়ানোর দিকে নজর ছিল না, এঁদের নজর ছিল যে কি করলে এই ডাক বিভাগ ভারতবর্ষের জনসাধারণের উপকারে আসতে পারে।

এই ডাক বিভাগের ক্রমবিকাশ যে কি অসুবিধার মধ্যে সম্ভব হয়েছিল তা কল্পনা করা কঠিন। এব প্রধান কারণ, ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকই খুব গরীব ছিল এবং এঁদেব সামান্য খরচ করবারও ক্ষমতা ছিল না। এ সম্বন্ধে কমিশন যে রিপোর্ট দেন তা থেকে আমি একটা চিত্তাকর্ষক অধ্যায় তুলে দিলুম—

"কি ধরণের ডাক টিকিটের পরিকল্পনা ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে সবচেয়ে উপযোগী এবং জনসাধারণের সবচেয়ে বেশী সুবিধা হবে, তা স্থির করতে হ'লে দেশের সামাজিক ও বাণিজ্যিক উন্নতি, সরকারী দপ্তরের আর্থিক সুবিধা এবং সমাজের ইউরোপীয় ও এদেশীয় শ্রেণীভুক্ত সম্প্রদায়ের ব্যবধান অবশ্যই মনে রাখতে হবে। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা স্বল্প,

কিন্তু সাধারণভাবে উচ্চশিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন; তাঁরা সামাজিকভাবে পত্রালাপ করতে অভ্যস্ত। তাই দেশের সর্বত্র ছড়ানো বিশেষ নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে এই চিঠিগুলো সংগ্রহ করতে আগ্রহশীল। তাঁরা প্রচুর সুবিধাও ভোগ করে থাকেন। পত্রবিনিময়ের খরচের জন্য এ থেকে বিরত হতে হবে এ রকম অসুবিধা এদের অপেক্ষাকৃত কম। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিঠির ওজনের প্রতি সযত্ন মনোযোগ দিলে এতে আর্থিক যে সুবিধা হবে সে সম্পর্কেও তাঁরা খুব সচেতন নন। অপর পক্ষে দেশীয় লোকদের সংখ্যা ইউরোপীয় প্রজাদের তুলনায় অনেক বেশী। যদি কম করেও ধরা যায়, প্রতি একজন ইউরোপীয়ের তুলনায় দু' হাজার এদেশীয় লোক আছেন এবং তাঁদের মধ্যে শতকরা একজনের বেশী লেখাপড়া জানেন না, তাহলেও প্রতি একজন ইউরোপীয়ের তুলনায় অন্ততঃ কুড়িজন এদেশীয় লোক আছেন যাঁরা অপরের সাহায্য ছাড়াই চিঠি লিখতে সক্ষম, অবশ্য যদি ডাক টিকিটের ব্যয় তাঁদের আয়ত্তের মধ্যে থাকে এবং যদি চিঠি নেওয়া ও বিলি করবার ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা হয়। কিন্তু তাঁরা দরিদ্র এবং যদিও তাঁরা চিঠি লিখতে ইচ্ছুক, বর্তমানে দূরের জায়গায় চিঠি লিখতে যে উচ্চহারে ডাক টিকিট দিতে হয় তার ফলে তাঁরা বিশেষভাবে চিঠি লিখতে পারেন না। তা ছাড়া নিকটবর্তী ডাকঘর থেকে জনসাধারণের বাসস্থানের দূরত্ব এবং চিঠি নেওয়া এবং ডাকঘরে দিতে গেলে যে কষ্টস্বীকার, অর্থব্যয়, অনিশ্চয়তা, এবং সম্ভবতঃ হারিয়ে যাবার আশংকাও তাঁদের চিঠি লেখার অভ্যাস থেকে বিরত করে থাকে। দেশীয় লোকদের একটা বিরাট অংশ অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত। তাই ব্যবসায় সংক্রান্ত পত্র-বিনিময় ইউরোপীয়দের তুলনায় তাঁদের অনেক ব্যাপক। কারণ, ইউরোপীয়দের অধিকাংশই সরকারী কার্যে নিযুক্ত। তাঁরা নিজেদের প্রয়োজনে বা নিজেদের বন্ধুদের প্রয়োজন ছাড়া চিঠি লেখবার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী অনুভব করেন না। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং দেশের সর্বত্র ক্রমশঃ জ্ঞান প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় সমাজের শিক্ষিত এবং লিখনসক্ষম জনসংখ্যা অপর দেশবাসী এমন কি ভারতে ইউরোপীয় অধিবাসীদের তুলনায় ক্রমবর্ধিত হারে এগিয়ে চলবে। কিন্তু তাঁদের মধ্যেও একটা বৃহৎ অংশ চিঠির জন্য ডাক টিকিটের ব্যয় কতদূর বহন করতে পারে তা সব সময়েই বিশেষভাবে হিসেব করে দেখবার বিষয়। এটা নিশ্চিত যে দেশীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা চিঠি লেখবার সময় চিঠির ওজন—

সর্বনিম্ন যে ওজনের জন্য ডাক টিকিট নির্ধারিত, তার মধ্যে রাখবার জন্যই চেষ্টা করবে। যদি দূর জায়গার চিঠির জন্য বর্তমান ডাক টিকিটের হার যথেষ্টভাবে হ্রাস করা না হয়, তাহ'লে তারা সে খাতে অর্থব্যয় বাঁচাবার জন্য নিজেরাই চিঠি পাঠাবার নানা রকম উপায় বের করবে নতুবা একেবারেই চিঠি লিখবে না।"

১৮৩৭ সালে একটি আইন প্রবর্তন ক'রে ১৮৩০ সালের বোম্বে আইনকে (Bombay Regulation) বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল এবং এই আইনের দ্বারা বোম্বে প্রেসিডেন্সীতে যে সমস্ত ব্যক্তিগত ডাক ছিল তা বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। এই আইনের দ্বারা গভর্ণর জেনারেল ইন কাউন্সলকে ক্ষমতা দেওয়া হ'ল যে, একমাত্র তিনিই কেবল এই ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করতে পারবেন, আর কেউ পারবেন না। যদি কেউ এই আইন অমান্য ক'রত তা'হলে তাকে ৫০, খেসারৎ দিতে হ'ত। এই সময় ভাঙ্গী পোষ্ট অফিস খোলা হয় এবং এতে ঠিক করে দেওয়া হয় যে যেখানে যেখানে ভাঙ্গী ডাক চলাচল করবে সেখানে সেখানে সেই ডাকের মারফৎ ১২ তোলা ওজনের বেশী যেসব চিঠি থাকবে তা অতি অবশ্যই এই ভাঙ্গী ডাকের মারফৎ পাঠানো হবে। এ ছাড়া গভর্ণর জেনারেল ইন কাউন্সিলকে আরও ক্ষমতা দেওয়া হ'ল যে, তিনি দূরত্ব হিসাবে চিঠির মাশুল ঠিক করবেন আর যেসব চিঠি স্টীমার বা জাহাজে যাতায়াত করবে তার মাশুলও স্থির করবেন। এ ছাড়া সমস্ত চিঠিপত্র প্রতি বন্দরের ডাকখানায় পৌঁছে দেওয়ার ও প্রতি ডাকখানা থেকে যেসব চিঠিপত্র অন্য বন্দরে যাবে তা সংগ্রহ করার জন্য জাহাজের কম্যাণ্ডাররা দায়ী থাকবেন। এর জন্য প্রতি চিঠি পিছু তাঁরা এক আনা করে মাশুল পেতেন।

এই সময় 'ডেড্ লেটার পোস্ট অফিসের' সৃষ্টি হয়। যেসব চিঠিপত্র বিলি করা হ'ত না সেগুলি ৩ মাস এই পোস্ট অফিসে প'ড়ে থাকতো, তারপর চিঠিগুলি প্রতি 'প্রেসিডেন্সী জেনারেল পোস্ট অফিসে' পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত। এইসব চিঠিপত্রের উপর যে নাম-ঠিকানা দেওয়া থাকতো তা সরকারী গেজেটে ছাপিয়ে দেওয়া হ'ত। যেসব চিঠিপত্র আট মাস ধ'রে জেনারেল পোস্ট অফিসে প'ড়ে থাকতো, সেই সব চিঠিপত্র বা প্যাকেটগুলি খুলবার ভার দেওয়া ছিল প্রেসিডেন্সী পোস্ট মাস্টার জেনারেলের ওপর। এই সব চিঠিপত্র বা প্যাকেটগুলির মধ্যে যেসব মূল্যবান দ্রব্যাদি পাওয়া যেত সেগুলি গভর্ণমেণ্ট ট্রেজারীতে জমা দেওয়া হ'ত। পরে ঐ সমস্ত মূল্যবান

জিনিষের মালিকদের পাওয়া গেলে ঐ সমস্ত জিনিষগুলি ট্রেজারী থেকে দিয়ে দেওয়া হ'ত। আরও বারো মাস পরে এই না-বিলি-করা চিঠিগুলি পুড়িয়ে ফেলা হ'ত।

গভর্ণর জেনারেল ইন কাউন্সলকে আরও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি ইচ্ছা করলে যে কোন লোককে বিনামূল্যে চিঠি-পত্র পাঠাতে পারবেন। [যাঁরা বিনামূল্যে চিঠিপত্র পাঠাবার সুযোগ পেয়েছিলেন, আমি নীচে তাঁদের একটা তালিকা দিলুমঃ—

1) His Majesty's Principal Secretaries of States. 2) The President & Secretaries of the Board of Control. 3) The Chairman, Deputy Chairman, & Directors of the East India Company. 4) The Secretary, Deputy Secretary & Asstt. Secretary at the East India House. 5) The Governor General. 6) The Governors of Bengal, Madras, Bombay and Ceylon. 7) The Lt. Governor of the North West Provinces. 8) The Bishops of Calcutta, Madras & Bombay. 9) The Members of the Supreme Council. 10) The Mebiners of Council of Madras & Bombay. 11) The Puisne Judges of the Supreme Courts of Bengal, Madras & Bombay. 12) The Recorder of Prince of Wales', Ireland, Singapur & Malacca. 13) The Commander-in-Chief of His Majesty's Naval Forces. 14) The Commander-in-Chief of the Army in India. 15) The Commander-in-Chief of the Army at Madras & Bombay.]

এই সময় ডাকের জন্য নিম্নোক্ত হারে মাশুল নেওয়া হ'ত—এই মাশুল ঠিক করা হয়েছিল প্রতি তোলা বা তার কম ওজনের হিসাবে।

২০ মাইল এক আনা, ৫০ মাইল দু' আনা, ১০০ মাইল তিন আনা, ১৫০ মাইল চার আনা, ২০০ মাইল পাঁচ আনা, ২৫০ মাইল ছয় আনা, ৩০০ মাইল সাত আনা, ৪০০ মাইল আট আনা, ৫০০ মাইল নয় আনা, ৬০০ মাইল দশ আনা, ৭০০ মাইল এগার আনা, ৮০০ মাইল বার আনা, ৯০০ মাইল তের আনা, ১০০০ মাইল চৌদ্দ আনা, ১২০০ মাইল পনেরো আনা, ১৪০০ মাইল এক টাকা। এ ছাড়া আরও কতকগুলি জিনিষের উপর বিশেষ মাশুল ধার্য করা হয়েছিল—যেমন,

1) Law papers, Accounts & Vouchers, attested as such with full signature of the Sender. 2) Newspapers,

Pamplets & other printed or engrossed papers ... packed in short covers ... open at each end, imported matter being charged at a cheaper rate than matter printed in India.

পুলিন্দার ওজনও বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। কোন পুলিন্দার ওজন ৬০০ তোলার বেশী হ'তে পারবে না এরূপ ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল। মাশুল দূরত্ব হিসাবে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, যেমন প্রথম ৫০ মাইলের মধ্যে ছ' আনা মাশুল লাগতো ও তারপর প্রতি ৫০ মাইল অন্তর এবং প্রতি ৫০ তোলা বা তাব কম হ'লেও তিন আনা করে দিতে হ'ত। ৩০০ মাইল পর্যন্ত এই হারে দিতে হ'ত। এরপর প্রতি ১০০ মাইল অন্তর ও ১০০০ মাইল পর্যন্ত প্রতি ৫০ তোলায় তিন আনা করে মাশুল ধার্য করা হয়।

১২০০ মাইল হ'লে প্রতি ৫০ তোলায় দু' টাকা তের আনা দিতে হ'ত। আর ১৪০০ মাইল হ'লে (কিম্বা তার বেশী) প্রতি ৫০ তোলায় তিন টাকা করে দিতে হ'ত।

১৮৩৮ সালে আইন প্রবর্তন করে যে সমস্ত রাস্তায় ভাঙ্গী ডাক ছিল না এবং যে সমস্ত রাস্তা দিয়ে ডাক চলাচল করা সম্ভব ছিল না সেই সব রাস্তায় ডাক চলাচলের বন্দোবস্ত করা হ'ল। আর ওজনও ১২ তোলা থেকে ৩০ তোলা করা হ'ল। এই সময় পোস্ট মাস্টারকে ক্ষমতা দেওয়া হ'ল যে, তিনি ইচ্ছা করলে ৩০ তোলার উপরও পুলিন্দা পাঠাতে পারবেন। এ ছাড়া আরও আইন ক'রে দেওয়া হ'ল যে পোস্ট অফিসের আইন অনুসারে যে সমস্ত জরিমানা করা হবে সেগুলি পোস্ট মাস্টার জেনারেল বা কোনও পোস্ট মাস্টার নোটিশ দিয়ে চেয়ে পাঠাবেন এবং যদি এই জরিমানা না দেওয়া হয় তা'হলে অমান্যকারীর সম্পত্তি ক্রোক করতে পারবেন। যদি অমান্যকারীর কাছ থেকে কোন সম্পত্তি আদায় না হয় তা'হলে তাকে বাইশ দিন পর্যন্ত জেলে পাঠাতে পারবেন। এই অমান্যকারীর যে সমস্ত চিঠি আসবে সেগুলি আটকে রাখারও ক্ষমতা দেওয়া হ'ল পোস্ট মাস্টারকে। এই আইনে আরও ঠিক ক'রে দেওয়া হ'ল, কেবলমাত্র গভর্ণর জেনারেল ডাক মাশুল বাড়াতে পারবেন।

১৮৩৭ সালে দূরত্ব হিসাবে যে ডাক মাশুল ঠিক করা হয়েছিল সেটা কোনও আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। কারণ এই সময় ভারতবর্ষে ভাল রাস্তা ব'লতে বিশেষ কিছু ছিল না। কেবলমাত্র

ক'লকাতা থেকে বেনারস ও ক'লকাতা থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত দু'টি ভাল রাস্তা ছিল।

১৮৫২ সালের পূর্বে ডাক টিকিটের প্রচলন হয়নি একথা আগেই বলেছি—তাও কেবলমাত্র সিন্ধু দেশেই প্রচলন হয়েছিল। তবে এর পূর্বেই ডাক চলাচলের বন্দোবস্ত ছিল এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সমস্ত বন্দোবস্ত নিজেদের তত্ত্বাবধানে করেছিলেন। এর দ্বারা যে সমস্ত লোক স্বাধীনভাবে ডাক চলাচলের বন্দোবস্ত করেছিলেন তা বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। সাধারণ লোকদের এই ডাক চলাচল বন্ধ করে দেওয়ার ফলে তাঁরা একটি নতুন রকমের ফন্দি বার করলেন। তাঁরা দেখলেন, এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় চিঠি পাঠাতে বেশ কিছু ব্যয় হয়। কতকগুলি পৃথক পৃথক চিঠি এক সঙ্গে করে একটি খামের মধ্যে পুরে ডাকের মারফৎ পাঠালে ব্যয় অনেক বাঁচানো চলে। চিঠি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছুলে পর তাঁদের নিয়োজিত লোক সেই খামের চিঠিগুলি খুলে যাদের নামে চিঠি পাঠানো হ'ত তাদের কাছে পৌঁছে দিলেই হ'ল। এইভাবে একসঙ্গে চিঠি পাঠাবার ফলে ডাক বিভাগের প্রভূত ক্ষতি হ'তে লাগলো। এই ক্ষতি বন্ধ করার জন্য ডাক বিভাগ চিঠির ওজন ঠিক করে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। এই ওজন হ'ল মাত্র সিকি তোলা অর্থাৎ প্রতি চিঠি সিকি তোলা ওজনের হওয়া চাই। যদি কোন চিঠি সিকি তোলা ওজনের বেশী হ'ত তা'হলে প্রতি তোলার জন্য পৃথক মাশুল দিতে হ'ত। এ ছাড়া যদি ডাক বিভাগ জানতে পারতেন যে কেউ পৃথক পৃথক চিঠি একসঙ্গে করে পাঠাচ্ছেন, তা'হলে তার জন্য একটি মোটা রকমের আর্থিক সাজারও ব্যবস্থা করলেন। এই ব্যবস্থা করার ফলে একসঙ্গে চিঠি পাঠানো বন্ধ হ'য়ে গেল। আর নিয়মিত মাশুল নির্ধারণ করার ফলে ডাক বিভাগেরও অনেক সুবিধা হ'য়ে গেল। তা ছাড়া দূরত্ব নির্বিশেষে ডাকের মাশুল এক রকম হওয়ায় ধীরে ধীরে সমস্ত পৃথিবীতে ডাক চলাচলের সুবিধা হয়ে গেল এবং এটি আর কোনও পরীক্ষার অবস্থায় রইল না। ডাক বিভাগের উন্নতির ফলে সুদূর আমেরিকা, ফ্রান্স, স্পেন, রাশিয়া ও ইংলণ্ডে নিয়মিত ডাক চলাচল হ'তে লাগলো। এই ডাক চলাচল হওয়ার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য, দেশ-বিদেশের খবরাখবর, এবং সামাজিক ও মানসিক উন্নতি হ'তে লাগলো।

ঠিক এই সময় ডাক বিভাগকে আর একটি মুশকিলের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। সেটি হচ্ছে 'বেয়ারিং চিঠি' নিয়ে। কারণ বেয়ারিং

চিঠির মাশুল আদায় করা খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। যারা চিঠি পাঠাত, তারা একটি নতুন ফন্দি বার করলো যাতে চিঠি পাঠানোর মাশুল দিতে না হয়। তারা করতো কি, চিঠি খামের মধ্যে পুরে আঁঠা দিয়ে বন্ধ না করে অর্থাৎ খোলা অবস্থায় চিঠি পাঠাত। কাজেই ঐ চিঠিটি বেয়ারিং হয়ে যেত। আর চিঠির মালিক চিঠিটি পাবার পর পড়ে নিয়ে ফেরৎ দিয়ে দিত। এতে ফল হ'ত এই, যা জানবার তা জানা হয়ে যেত অথচ চিঠির মাশুল লাগতো না। এইভাবে প্রচুর চিঠি চলাচলের ফলে ডাক বিভাগের প্রভূত ক্ষতি হ'তে লাগলো। তখন সরকার তরফের লোকেরা ডাকের মাশুল অগ্রিম আদায় করার প্রস্তাব ক'রলেন, কিন্তু দেখা গেল, অগ্রিম মাশুল আদায় করারও অনেক বাধা-বিঘ্ন। তখন তাঁরা ঠিক করলেন, যেসব চিঠিতে মাশুল দেওয়া থাকবে না সেই সব চিঠির জন্য দ্বিগুণ মাশুল আদায় করা হবে।

১৮৫৪ সালে মিলিটারী বোর্ডকে তুলে দিয়ে পি ডব্লিউ ডি স্থাপনা করা হ'ল, আর সেই সঙ্গে রাস্তাঘাটের উন্নতি শুরু হ'ল। কাজেই দেখা যাচ্ছে, ১৮৩৭ সালে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ডাক নিয়ে যাওয়া খুব কষ্টসাধ্য ছিল এবং এই সব ডাক পদব্রজে পাঠাতে হ'ত। তাই কিছু ওজন বেড়ে গেলে খরচও অনেক বেড়ে যেত।

১৮৫৩ সালে রেল চলাচল আরম্ভ হওয়ায় এবং অনেক পাকা রাস্তা হওয়ার ফলে হাল্কা ধরণের ঘোড়ার গাড়ী চালান সম্ভব হয়। এই সব ঘোড়ার গাড়ীতে যে কেবল ডাক যেত তা নয়, পথিকও এই গাড়ীর সাহায্যে অনেক দূরদেশ পর্যন্ত যেতে পারতো। এর ফলে ডাক বিভাগের আমূল পরিবর্তন হয় এবং দূরত্ব হিসাবে মাশুল নেওয়ার প্রয়োজনও আর থাকে না।

ভারতবর্ষের ডাক আদান-প্রদানের কথাই এ পর্যন্ত বলা হ'ল। কিন্তু অনেকের মনে এই ধারণা হ'তে পারে যে পাশ্চাত্য দেশ বা অন্যান্য দেশের ডাক চলাচল ব্যবস্থা আমাদের ভারতবর্ষের মত একই রকম ছিল—না, সেখানে অন্য কিছু বন্দোবস্ত ছিল? প্রথম দিকে এ সম্বন্ধে কিছু আভাষ দিয়েছিলুম; তবে বিশদভাবে কিছু বলা দরকার। ভারতবর্ষের মত পাশ্চাত্য দেশেও প্রথমে পায়ে হাঁটা হরকরা দ্বারা, পরে ঘোড়ার, তারপর ঘোড়ার গাড়ী ও অন্যান্য গাড়ী দ্বারা ডাকের ব্যবস্থা হয়েছিল। তখন ওসব দেশের রাস্তাঘাটও আমাদের দেশের মত তেমন ভাল ছিল না।

পরে, দেশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী ও বিমানের দ্বারা ডাক চলাচলের বন্দোবস্ত হ'ল।

এই বিমান ডাকের পূর্বে "হোমা" নামক এক রকম পায়রার দ্বারা ডাক চলাচলের বন্দোবস্ত ছিল। জানা যায়, গ্রীক ও রোমানরা এই পায়রার ডাকের সাহায্য সবচেয়ে বেশী নিয়েছিলেন। বহু পরে পরীক্ষা করা হয়েছিল যে, "রকেটের" দ্বারা ডাক পাঠান যায় কিনা; কিন্তু সেটা কার্যকরী হয়নি।

যতদূর জানা যায়, ইংলণ্ডে ১৪৮২ সাল থেকে "রাজার ডাক" নামে ডাক চলাচলের বন্দোবস্ত ছিল। প্রতি বিশ মাইল অন্তর ঘোড়সওয়ার প্রস্তুত থাকতো ডাক নিয়ে যাওয়ার জন্য। এই ভাবে প্রায় একশো মাইল ব্যবধানে যেতে পারতো তারা। এই ব্যবস্থা যদিও পাকাপাকি ছিল না তবুও যেখানে প্রয়োজন হ'ত সেখানেই এর ব্যবহার করা হ'ত। প্রয়োজন শেষ হ'লে এই ব্যবস্থাও তুলে নেওয়া হ'ত। তবে ডোভার রোডে এই ব্যবস্থা পাকা-পাকি করা ছিল। এই ডাক চলাচলকে "পোস্টস্" (Posts) বলা হ'ত।

সম্ভবতঃ ইংলণ্ডের রাজা প্রথম এডওয়ার্ডই স্থায়ী ঘোড়ার ডাক বসিয়েছিলেন ব'লে জানা যায়। এতে যে কেউ ইচ্ছা করলে ঘোড়া ভাড়া নিতে পারতেন। এই সময় সাধারণতঃ রাজারাই একমাত্র চিঠিপত্র পাঠাতেন। আর যেসব ধনী লোকের পক্ষে অর্থ ব্যয় করা সম্ভব ছিল তাঁরাও নিজের লোক দ্বারা চিঠিপত্র পাঠাতে পারতেন।

১৬০০ শতাব্দীতে অষ্টম হেনরী "মাস্টার অফ দি পোস্টস্" নামে এক পদ সৃষ্টি করলেন এবং এই পদে মিঃ ব্রিয়ান (পরে স্যার ব্রিয়ান) দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৫৫৮ সালে ইংলণ্ডের বিদেশী ব্যবসায়ীরা তাঁদের ডাক দেশ-বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা নিজেরাই করতেন। তাঁরা এই পোস্ট মাস্টারের নিয়োগে আপত্তি তুললেন। শেষ পর্যন্ত তাঁদের আপত্তি প্রিভি কাউন্সিলে তোলা হ'ল। প্রিভি কাউন্সিল মত দিলেন যে, বিদেশী ব্যবসায়ীদের কোনও অধিকারই নেই নিজেদের ডাক পরিচালনা ক'রবার।

১৫৯১ সালে মহারাণী এলিজাবেথ ঘোষণা করলেন যে, বিদেশে সরকারী ডাক বিভাগ ছাড়া কোনও চিঠিপত্র পাঠান চলবে না।

১৫৯৮ সালে অস্থায়ী ডাক বন্ধ হ'য়ে যাওয়ার পর স্থায়ী ডাকের বন্দোবস্ত হয় এবং Hollyhead ও Bristol দিয়ে আয়ারল্যাণ্ডে ডাকের বন্দোবস্ত শুরু হয়।

১৬০৩ সালে "বারউইক" (Berwick) ও ১৬২০ সালে "প্লিমাথ-এ" (Plymouth) ডাক চলাচল ব্যবস্থা শুরু করা হ'ল।

১৬০৩ সালে ডাক যাতায়াতের রাস্তার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। এসময় দু'রকম ডাকের ব্যবস্থা ছিল যথা, "প্যাকেট পোস্ট" ও "থরো পোস্ট" (Packet Post and Thorough Post)

প্রত্যেক পোস্টমাস্টারকে আদেশ দেওয়া হ'ল, দু'টি ক'রে ঘোড়া যেন তাঁরা সর্বদা প্রস্তুত রাখেন, যাতে ডাক পাওয়ার পনেরো মিনিটের মধ্যে ডাক বেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত বন্দোবস্ত সাধারণ লোকদের কোনও কাজেই এল না। কারণ প্রথম জেমস্ কড়া আদেশ দিলেন যে, রাজার ডাক ও যে সমস্ত চিঠি রাজ-প্রতিনিধিরা পাঠাবেন মাত্র সেইগুলিই "প্যাকেট পোস্টের" মারফৎ যাতায়াত করবে। সাধারণ লোকদের জন্য রইলো "থরো পোস্ট" এবং এই "থরো পোস্ট"-এর ডাক যে নিয়ে যেত তাকে সমস্তটা পথই ঘোড়ায় চড়ে যেতে হ'ত। কেবলমাত্র সে জায়গায় জায়গায় ঘোড়া বদল করতে পারত আর ঘোড়ার ভাড়া হিসাবে প্রতি মাইল পিছু আড়াই পেনি ক'রে অগ্রিম দিতে হ'ত তাকে।

১৬৫৭ সালে একটি আইন প্রবর্তন ক'রে ইংলন্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়ারলণ্ডে ডাকের মাশুল বেঁধে দেওয়া হ'ল।

১৬৫২ সাল থেকে ডাক মোহরের প্রচলন হয়। কাউন্সিল অফ স্টেটের আদেশ মত বিনা মাশুলে চিঠিপত্র পাঠাতে পারতেন পার্লামেণ্টের সভ্যেরা, পাবলিক সার্ভিসের অফিসারেরা এবং অন্যান্য সমস্থানীয়েরা। এই ব্যবস্থা প্রায় দু'শ বছর ধরে চলেছিল। এর দ্বারা ডাক বিভাগের ক্ষতি হ'তে লাগলো, কারণ যাঁদের বিনা মাশুলে চিঠিপত্র পাঠাবার সুযোগ দেওয়া হ'য়েছিল তাঁরা এই সুযোগের অপব্যবহার করতে লাগলেন।

১৬৬০ সালে হেনরী বিশপ প্রথম মোহরের প্রবর্তন করেন। এই মোহরে যে দিন চিঠি ডাকে দেওয়া হ'ত সেই মাস ও তারিখের উল্লেখ থাকত। এর কিছুদিন পরে ডাবলিন ও এডিনবরায় এই রকম

মোহরের প্রবর্তন হয়। একে বলা হ'ত "বিশপ পোস্ট" (Bishop Post)।

১৬৮০ সালে ইংলণ্ডের উইলিয়ম ডকওয়ারা নামক একজন ব্যবসায়ী লণ্ডন ও তার সহরতলীতে ডাক চলাচলের বন্দোবস্ত করলেন। একে লোকে বল্‌তো "পেনি পোস্ট।

১৬৮২ সালে যখন এই ব্যবস্থা বেশ ভালভাবে চলতে লাগলো তখন সরকাব এই ব্যবসায়ীর নামে নালিশ করলেন; অভিযোগ এই যে. তিনি সরকাবেব আদেশ অমান্য করেছেন। ডকওয়ারাব এই অবস্থা উপেক্ষা করে চার্লস পভি নামে একজন সাধারণ লোক ১৭০৮ সালে এক ডাক চলাচলেব ব্যবস্থা করলেন। ইনি চিঠিব মাশুল ধার্য করলেন দেড় পেনি। এঁরও অবস্থা ডক-ওয়াবার মত হ'ল অর্থাৎ তাঁকে তাঁর ডাক চলাচল ব্যবস্থা বন্ধ করে দিতে হ'ল।

১৭১০ সালে জরুরী আইন ক'রে সরকার পূর্বেব সমস্ত আইনকে বদল ক'বে দিলেন। এই সময় ডাকের মাশুলও পরিবর্তিত হ'ল। একখানা চিঠির মাশুল ধার্য করা হয় ৮০ মাইল পর্যন্ত তিন পেনী, ৮০ মাইলের উপর চার পেনী; এই মাশুল বারউইক পর্যন্ত ধার্য করা হয়। এডিনবরা কিংবা ডাবলিন পর্যন্ত ছ' পেনী লাগতো। এ ছাড়া মন্য জায়গায় ডাক পাঠাতে ইংলণ্ডেব হারে মাশুল দিতে হ'ত।

এই সময় পোস্টমাস্টার জেনারেলকে ডাক চলাচল ব্যবস্থার সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হ'ল। তাঁকে তাঁর সহকারী বা ডেপুটি নিয়োগের ক্ষমতাও দেওয়া হ'ল। তিনি তাঁর ক্ষমতা অনুসারে এডিনবরা, ডাবলিন, নিউইয়র্ক, আমেরিকান কলোনী ও লীওয়ার্ড আইল্যাণ্ডে ডেপুটি নিয়োগ কবলেন।

১৭৮৪ সালে প্রথম ডাকের ঘোড়ার গাড়ী ব্রিস্টল থেকে লণ্ডন যাতায়াত ক'রল। এর গতি ছিল ঘণ্টায় ৮।৯ মাইল, এই সময়ে ডাকচলাচল ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হ'ল—হরকরা থেকে ঘোড়া ও তারপর ঘোড়া থেকে ঘোড়ার গাড়ীতে ডাক পাঠাবার প্রবর্তন। যিনি এই ঘোড়ার গাড়ীতে ডাক পাঠাবার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন তাঁর নাম জন পামার। পূর্ব প্রসঙ্গে আমি ১৭০০ শতাব্দীতে প্যারিসের ডি ভিলিয়ারের ডাকের কথা বলেছি। তার পরে ডকওয়ারার কথাও বলেছি। ১৮০০ সালে সার্ডিনিয়া

চিঠির মোড়ক এবং তার উপর 'এম্‌বসড স্ট্যাম্প' থাকতো। সরকারের অনুমতি মত মাশুল দেওয়ার একটি নিদর্শন ছিল এটি।

ঠিক এই সময় সুইডিশ পার্লামেণ্ট একটি আইন প্রবর্তন ক'রে মোহরযুক্ত মোড়ক বার করলেন ডাক চলাচলের জন্য। ১৮৩৫ সালের পর ইংলণ্ডের ডাকের আমূল পরিবর্তন হয়। এই সময়



সার্ডিনিযা চিঠির মোড়কেব ওপব এইরকম 'এম্‌বসড' স্ট্যাম্প থাকতো।

একটি কমিটি করে দেওয়া হ'ল। এই কমিটি তিন বছর ধ'রে খোঁজখবর নিয়ে অনেকগুলি রিপোর্ট পেশ করেন। কিছুদিন পরে স্যার রাউল্যাণ্ড হিল এই ডাক সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করেন এবং ১৮৩৭ সালের জানুয়ারী মাসে 'পোস্ট অফিস রিফর্ম' নামে একটি বিখ্যাত পুস্তিকা বার করেন। তখন সরকার একটি কমিটি ক'রে এই পুস্তিকা সম্বন্ধে মতামত চেয়ে পাঠালেন জনসাধারণের কাছে। এই পুস্তিকাতে স্যার রাউল্যাণ্ড হিল দূরত্ব নির্বিশেষে ডাকের মাশুল এক পেনী ধার্য করার এবং এই মাশুল অগ্রিম দেবার প্রস্তাব করেছিলেন। সাধারণতঃ কোনও নূতন প্রস্তাব এলেই সেটিকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা কবা হয়। রাউল্যাণ্ড হিলের প্রস্তাবও সেইরূপ প্রথমে বাধা পেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কিন্তু রাউল্যাণ্ড হিলেরই জয় হয়েছিল।

১৮৪০ সালের ১০ই জানুয়ারী থেকে ইংলণ্ডের যে কোনও জায়গায় দূরত্ব নির্বিশেষে আধ পেনী খরচ করলেই একখানি চিঠি পাঠাতে পারা যেত। ফলে ডাকের মাশুল নেওয়ার যে ঝঞ্ঝাট ছিল তা বন্ধ হয়ে গেল। আর সরকারের আয়ের দিকে যে ক্ষতি হচ্ছিল সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। এই সম্বন্ধে রাউল্যাণ্ড হিল বলেন, ১৮১৫ সাল থেকে ১৮২৫ সাল পর্যন্ত লোকসংখ্যা শতকরা ৩০ ভাগ বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও ডাকের আয় সেই পরিমাণে বাড়েনি। ১৮৩৯ সালে ট্রেজারী থেকে সাধারণ লোকের কাছে এক আবেদন প্রচার ক'রে কি ভাবে ডাক টিকিট তৈরী হ'তে পারে ও কি ভাবে এর ব্যবহার করা

যায় এই ব্যাপারে সাধারণের মতামত জানতে চাওয়া হ'ল। যাঁদের মতামত শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবে তাঁদের মধ্যে ১ম ও ২য় স্থান অধিকারীকে যথাক্রমে দুই ও এক হাজার পাউন্ড পুরস্কার দেবার কথাও ঘোষণা করা হ'ল। এই ঘোষণার ফলে ২৬০০ জন লোক মতামত পাঠান। এর মধ্য থেকে চারজনকে ১০০ পাউন্ড করে পুরস্কার দেওয়া হ'ল।

১৮৪০ সালের মে মাসে পৃথিবীর প্রথম ডাক টিকিট ইংলন্ড থেকে প্রকাশিত হয়।এই টিকিট ছাপার ভার নেন ইংলণ্ডের বিখ্যাত মুদ্রাকর মেসার্স পারকিন্স বেকন এ্যান্ড কোম্পানী; কিন্তু এর তত্ত্বাবধান করেন রাউল্যান্ড হিল স্বয়ং। তিনি এই সময় ট্রেজারীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

এই সময়ে খাম ও মোড়কের যিনি ডিজাইন করেন তাঁর নাম উইলিয়ম মালরেডি। তিনি সেই সময়ের একজন বিখ্যাত চিত্রকর ছিলেন।

১৮৪০ সালের ৬ই মে থেকে পৃথিবীর প্রথম ডাক টিকিট, খাম ও ডাকের মোড়কের ব্যবহার শুরু হয় ইংলণ্ড হ'তে। এইভাবে প্রথম ডাক টিকিটের সাফল্য হওয়ায় অন্যান্য দেশেও ডাক টিকিটের প্রচলন শুরু হয়। এর মধ্যে আমি কয়েকটি স্থানের নাম এবং কোন্ সালে সেখানকার ডাক টিকিট বার হয় তার তালিকা দিলুম—

১৮৪৩ সালে Cantons of Zurich, জিনিভা (সুইৎসারল্যান্ড) এবং ব্রাজিল।

১৮৪৫ সালে Cantons of Basle (সুইৎসারল্যান্ড)।

১৮৪৭ সালে ত্রিনিদাদ (Lady Mcleod local), আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং মাউরিটিয়াস।

১৮৪৯ সালে ফ্রান্স, বেলজিয়ম ও ব্যাভেরিয়া।

১৮৫০ সালে এবং তারপর অন্যান্য অনেক দেশে ডাক-টিকিটের প্রবর্তন হয়।

১৮৫০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষের প্রায় সমস্তটাই দখল করে ফেলেছিলেন। এই বিরাট স্থান দখল করার পর তাঁরা দেখলেন, এক স্থানে বসে সারা দেশের উপর প্রভুত্ব করা যায় না এবং তাতে সংবাদ আদান-প্রদানেরও বিশেষ অসুবিধা হয়। তাই তাঁরা ভারতবর্ষকে তিনটি ভাগে ভাগ করলেন—বোম্বাই প্রেসিডেন্সী, বাংলা প্রেসিডেন্সী ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী। এই তিনটি সহর প্রধান সহর হিসাবে গণ্য করা হ'ল, কিন্তু বাংলাদেশের

ক'লকাতাকে তাঁরা প্রধান রাজধানী হিসাবে স্থির করলেন। এই সময় ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল ক'লকাতায় বাস করতেন।

ঠিক এই সময়ে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে, ভবিষ্যতে কোনোদিন ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে দু'টি স্বাধীন দেশে পরিণত হবে। আমি যে সময়ের কথা বলছি সে সময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষের যে সমস্ত স্থান দখল করেছিলেন তা ছাড়াও কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্য ছিল যেমন—আলোয়ার, ভূপাল, বুন্ডি, মহীশূর ও কাশ্মীর প্রভৃতি। এই রাজ্যগুলির শাসনভার ছিল স্বাধীন রাজাদের উপর। এই সব স্বাধীন রাজারা নিজেরাই এই সমস্ত দেশ শাসন করতেন এবং তাঁদের রাজ্যে ডাক চলাচলের বন্দোবস্তও তাঁদের নিজেদের হাতেই ছিল। এই সময় আমাদের দেশে কোনও ডাক-টিকিটের প্রচলন হয়নি সে কথা আগেই বলেছি। আর হরকরার দ্বারা যে ডাক পাঠান হ'ত তাও বলেছি।

ভারতবর্ষে প্রথম ডাক টিকিটের আবির্ভাব একটা খুব অদ্ভুত ঘটনা। তখনকার ভারতবর্ষের রাজধানী ক'লকাতা থেকে প্রথম ডাক টিকিট বার হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তা হয়নি। সুদূর সিন্ধুদেশ একটা ছোট প্রদেশ ছিল এবং এই প্রদেশের কর্তা ছিলেন একজন কমিশনার। তাঁর নাম হচ্ছে স্যার বার্টল ফ্রেয়ার (Bartle Frere)। ইনি ছিলেন একজন উদ্যোগী পুরুষ। স্যার রাউল্যাণ্ড হিল ইংলণ্ডের প্রথম ডাক টিকিট বার করেন। তিনি এঁর খুব অনুরাগী ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের প্রথম ডাক টিকিট এই সিন্ধু দেশ থেকেই বার করবেন বলে স্থির করলেন। প্রবাদ আছে যে, স্যার বার্টল ফ্রেয়ার এই টিকিট ইংলণ্ডের মুদ্রাকর মেসার্স ডি-লা-রু এণ্ড কোম্পানীর কাছ থেকে তৈরী করিয়ে আনেন। কিন্তু পরে ডি-লা-রু কোম্পানী জানান যে তাঁরা এই টিকিট তৈরী করেন নি। কাজেই এই টিকিট সত্যি যে কে তৈরী করেছিলেন তার কোন নজীর আজও পাওয়া যায় নি। কারণ "Scinde District Dawk"-এর সমস্ত কাগজপত্র করাচী অফিস থেকে বোম্বে অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ১৮৭৯ সালে বোম্বে'র পোস্ট মাস্টার জেনারেলের অফিসে আগুন লাগে এবং এর ফলে Scinde District Dawk সংক্রান্ত সমস্ত নথীপত্র পুড়ে যায়।

যাই হোক, ভারতবর্ষের কেন, এশিয়ার প্রথম ডাক টিকিট

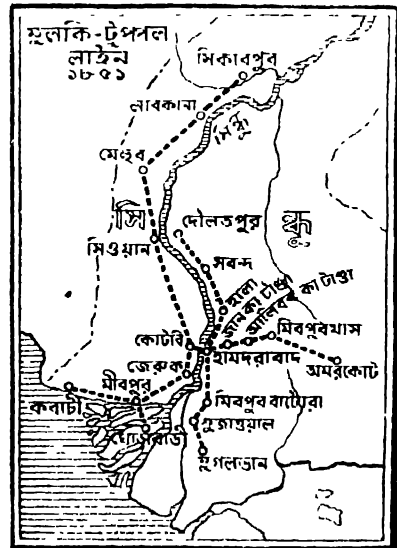
১৮৫২ সালের ১লা জুলাই বের হ'য়েছিল। তখন এই টিকিটের নাম ছিল "Scinde District Dawk"।



এশিযাব প্রথম ডাকটিকিট—
"Scinde District Dawk"

এই ছবিতে রয়েছে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটি নিদর্শন। এই নিদর্শনটি ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের সময় ব্যবহৃত হয়েছিল। এটা ঠিক আজকালকার ছাপা টিকিটের মত নয়। এটা 'এমবস্' করা ছিল। প্রথম যে ডাক টিকিট বের হয় সেটা সিঁদুর রঙের গালা দিয়ে 'এমবস' করা ছিল, কিন্তু খুব ভঙ্গুর প্রকৃতির দরুণ অল্পদিনই এর ব্যবহার হয়েছিল। তারপর সাদা কাগজের উপর 'এমবস্' করা টিকিট বের হয়; এটাও বেশ উপযুক্ত মনে না হওয়ায় পরে নীল রঙের টিকিট বার করা হ'ল।

১৮৫০ সালে সিন্ধু প্রদেশে মাত্র চারটি ডাকঘর ছিল যথা,



১৮৫১ সালে সিন্ধু প্রদেশের মধ্যে যে পথে ডাক যাতাযাত করতো তার মানচিত্র

সুক্কুর, শিকারপুর, হায়দ্রাবাদ ও করাচী। এই চারটি ডাকঘর থেকে ডাক সংগ্রহ করে বোম্বেতে পাঠান হ'ত। করাচী থেকে

বোম্বে—এই পথকে আবার চার ভাগে ভাগ করা হ'ল, যথা করাচী থেকে থাটা, থাটা থেকে লাখপথ, লাখপথ থেকে ভূজ, ভূজ থেকে আমেদাবাদ ও শেষে বোম্বে। প্রতি সাত আট মাইল অন্তর এক একটি ভাগ হয়েছিল। একজন ডাক হরকরা পরবর্তী স্থানে পেঁছেই সেখানে যে হরকরা উপস্থিত থাকতো তার হাতে ডাক দিয়ে দিত। এইভাবে বদল ক'রে করাচী থেকে বোম্বে পেঁছুতে ন'দিন সময় লাগতো। স্যার চার্লস নেপিয়ার পাহাড়ী সরদার জ্যাম্ অফ্ জোকিয়সকে এই ডাক হরকরার কন্ট্রাক্ট দিয়েছিলেন (jam of jokhias)। কিন্তু নানারকম অসৎ উপায় অবলম্বন করার দরুন ডাক চলাচলের জন্য যে খরচ হ'ত তা আদায় হ'ত না। সেজন্য ১৮৫১ সালে সিন্ধু প্রদেশের কর্তারা ডাক বিভাগের অনেক পরিবর্তন করলেন। তাঁরা অনেকগুলি ডাকের নতুন পথ খুলে দিলেন যাতে সমস্ত সিন্ধু প্রদেশের মধ্যে প্রতি সহরের সঙ্গে হেড্ কোয়া-র্টার্সের সংযোগ হ'তে পারে তাড়াতাড়ি। এই পথ খোলার জন্য বোম্বে সরকার ভাবলেন, এর দ্বারা তাঁদের অত্যন্ত ক্ষতি হবে; তাই তাঁরা স্যার বার্টল ফ্রেয়ারকে অনুরোধ করলেন, সাধারণ লোকেদের মধ্যে ডাকের উপযোগিতার ব্যাপারে যথেষ্ট প্রচারের ব্যবস্থা করতে। এই আদেশের সুযোগ নিয়ে স্যার বার্টল ফ্রেয়ার করাচীর তদানীন্তন পোস্টমাস্টার মিঃ এডওয়ার্ড লিজকফারির (Edward Leescoffery) সাহায্য নিয়ে "Scinde District Dwak"এর ডিজাইন তৈরী করে ফেললেন এবং ভারতবর্ষের তথা এশিয়ার প্রথম ডাক টিকিট ১৮৫২ সালের ১লা জুলাই বের হ'ল। এর মূল্য নির্ধারিত হয় দু' পয়সা। ১৮৫৪ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর এই টিকিট বন্ধ হয়ে যায়, আর যে সব টিকিট বিক্রি করা হয় নি, সেগুলি নষ্ট করে ফেলা হয়।

এই ডাক টিকিট মাত্র সিন্ধু প্রদেশেই ব্যবহৃত হয়েছিল, ভারতবর্ষের অন্য কোনও জায়গায় এর প্রচলন হয়নি। কারণ শুধু মাত্র সিন্ধু প্রদেশেই ডাক চলাচলের অনেকগুলি পথ খোলা হয়। এই সময় ডাকের যে পথ খোলা হয় তার একটি মানচিত্র দেওয়া হ'ল।

প্রসঙ্গতঃ, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট একটি স্মরণীয় দিন। এইদিন ইংরাজ সরকার ভারতবর্ষকে দু'ভাগ করে দু'টি স্বাধীন দেশ গঠন করেন যথা—ভারত ও পাকিস্থান এবং এই দুই দেশের লোকেদের হাতে রাজত্ব দিয়ে এদেশ ছেড়ে চলে যান। এই ভাগ হওয়ার ফলে ভারতবর্ষের হাতে আসে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা,

আসামের অধিকাংশ অঞ্চল, বিহার, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, পূর্ব পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশ (বর্তমানের উত্তর প্রদেশ) আর নয়াদিল্লীকে ভারতবর্ষের রাজধানী করা হয়। পাকিস্থানের ভাগে পড়ে আসামের কিছু অংশ, দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলা, বেলুচিস্থান, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধুদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং করাচীকে পাকিস্থানের রাজধানী করা হয়।

সিন্ধুদেশ পাকিস্থানেব মধ্যে পড়ে। Scinde District Dawk-টিকিট এই সিন্ধুদেশ থেকে বের হওযায আব ১৯৫২ সালে এর শত বৎসর পূর্ণ হওয়ায় পাকিস্থান সরকার ১৯৫২ সালের ১লা জুলাই Scinde District Dawk টিকিটের স্মরণার্থে দু'টি ডাক টিকিট বার করেন।

সিন্ধু প্রদেশে ডাক টিকিট বের করাব ফলে কথা ওঠে, কিভাবে সমস্ত ভারতবর্ষে ডাক টিকিটের ব্যবস্থা কবা যায়। এই পরিকল্পনা নিয়ে ভারত সরকার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরদের কাছে আবেদন কবলেন, ইংলণ্ড থেকে ডাক টিকিট ছাপিয়ে ভারতবর্ষে পাঠানর জন্য। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী থেকে জবাব এলো, ভারতবর্ষের ডাক টিকিট ভারতবর্ষ থেকেই ছাপাতে হবে, আরও আদেশ এলো, ক'লকাতার টাঁকশাল থেকে এই টিকিট ছাপতে হ'বে।

এই সময় ভারতবর্ষের দু'খানি খববের কাগজে এই টিকিট ছাপানর বিষয়ে যে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল, তা আমি এখানে তুলে দিলুম—

(১)

"ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ মহল আর একটা বিষয়ে ভারত গভর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত উল্টে দিয়েছেন। বিষয়টির সমাজ কল্যাণের দিক দিয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। পরিকল্পিত সংস্কারের সাফল্যের কথা চিন্তা করতে গেলে অর্থের পরিবর্তে ডাক টিকিটে পাওনা মেটাবার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া উচিত। ভারতবর্ষে মুন্সীদের প্রায় বিশ্বাস করা শক্ত, ডাক পিওনেরা তো প্রায় মাইনেপত্রই পায় না, এক্ষেত্রে নতুন প্রথার সাফল্যের দিক দিয়ে এটিকে অপরিহার্য বলা চলে। ডাক টিকিটের ব্যবস্থা চালু করার আগে হাতে অন্ততঃ এক বছরের মত সরবরাহের উপযোগী ডাক টিকিট মজুত থাকা দরকার। এক বছরে প্রয়োজনমত ডাক টিকিটের সংখ্যা হবে ত্রিশ লক্ষ। এই পরিমাণ ডাক টিকিট ছাপবার মতো কোনো যন্ত্রপাতি নেই। টাঁকশালে

যা আছে তা সেই সেকেলে অপ্রচলিত ব্যবস্থা। এই সেকেলে অপ্রচলিত ব্যবস্থায় ঐ পরিমাণ ডাক টিকিট ছেপে শেষ করতে সময় লাগবে একটি বছর। কিন্তু এই দীর্ঘ এক বছরের মতো বিলম্ব ধৈর্য ধরে সহ্য করার মতো অবস্থা জনসাধারণ বা গভর্ণমেণ্ট, উভয়ের কারুরই নেই। ইংলণ্ডে এই পরিমাণ টিকিট ছাপতে এক মাস সময় যথেষ্ট। ইংলণ্ডের গভর্ণমেণ্টের কণ্ট্রাক্টর দিনে এক লক্ষ করে 'রাণীর মাথা' ছেপে দিতে পারবেন। এতে আপত্তি করবার যে কি আছে তা দুর্বোধ্য। এতে খরচ কম হবে, সরবরাহ বেশী হবে, জাল করার সম্ভাবনাও হবে অত্যন্ত কম। কিন্তু জনসাধারণের এবং গভর্ণমেণ্টের উভয়েরই এতে সুবিধা, কম খরচ, নিশ্চয়তা এবং ক্ষিপ্রতার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও "কোর্ট অফ ডিরেক্টরস" ইংলণ্ডে ডাক টিকিট ছাপার প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। একটা খামখেয়ালীর জন্য ভারতীয় ডাক বিভাগের সংস্কার স্থগিত রাখা হ'ল। 'কোর্ট অফ ডিরেক্টরস' যে ভুল করলেন তা অতিরঞ্জিত করার স্পৃহা আমাদের নেই। ভারতবর্ষে আমরা তাঁদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু হিসেবেই বলব, তাঁদের এই একগুঁয়ে এবং বিঘ্নকারী নীতি অবিলম্বে পরিত্যাগ করা উচিত।"

'দি ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'
(১৯শে জানুয়ারী, ১৮৫৪)

(২)

"দি ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়ার গত সংখ্যায় প্রকাশিত 'দি টু অ্যানা পোস্টেজ' শীর্ষক প্রবন্ধটির মধ্যে যে দু' একটি মন্তব্য করা হয়েছে তা পড়ে আমরা একটু বিস্মিতই হয়েছি। সহযোগীর মতে ভারতবর্ষের চেয়ে অনেক কম খরচে ইংলণ্ডে ডাক টিকিট ছাপা যেতে পারে। কিন্তু আমরা ভালভাবে জানি, আসলে সহযোগী যা মন্তব্য করেছেন ব্যাপার ঠিক তারই উল্টো। সরকারী হিসেবপত্রই একথা ঢের আগে প্রমাণ করে দিয়েছে। সহযোগী বলছেন, ডাক টিকিট ছাপার মত কোনো যন্ত্রপাতি টাঁকশালে নেই। সহযোগী একথাও অবশ্য স্বীকার করেছেন যে, টাঁকশালে ডাক টিকিট ছাপার যে ব্যবস্থা আছে তা অত্যন্ত পুরোনো এবং সেকেলে।

'কোর্ট অফ ডিরেক্টরস' ডাক টিকিট ছাপার উপযোগী প্রয়োজনীয় নূতন ধরণের যন্ত্রপাতি এবং একজন ইঞ্জিনীয়ার ভারতবর্ষে পাঠাবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন একথা নিশ্চয়ই আমাদের সহযোগী জানেন না তা নয়! এক্ষেত্রে টাঁকশালে



কর্ণেল ফর্বস্‌-এর তৈরী নতুন ডিজাইন



সিঁদুর রঙের দু' পয়সার ডাকটিকিট—
এটি 'নাইন এণ্ড হাফ্‌ আর্চেস'
নামে বিখ্যাত



নীল রঙের দু' পয়সার ডাকটিকিট
ডাই নং ১ ডাই নং ২ ডাই নং ৩

বর্তমানে ডাকটিকিট ছাপার উপযোগী প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা না থাকলেও শীঘ্রই যখন সে ব্যবস্থা হবে তখন এ নিয়ে নিন্দা করা শোভনীয় নয়। তা'হলে একথাও বলা চলে যে, শ্রীরামপুরে অত্যন্ত পুরোনো সেকেলে ব্যবস্থা থাকায ইংলণ্ডের 'হোগার্থ' বা 'কলনাঘি' কিংবা আরও খ্যাতনামা অন্যান্য এনগ্রেভারদের সমকক্ষ 'লাইন এনগ্রেভিং' হয় না।

কিন্তু সহযোগীকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং সুদক্ষ কারিগর দিলে নিশ্চয়ই তাঁদের পক্ষে ইংলণ্ডের নামকরাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব হবে। টাঁকশালের ব্যাপারটাও একই। কর্ণেল ফর্বস্ টাঁকশালের ঐ পুরোনো সেকেলে ব্যাপার দিয়ে প্রয়োজনীয় ডাক টিকিট তৈরী করবেন কোর্ট অফ ডিরেক্টরস এ আশা কখনো করেন না। কিন্তু তাঁরা যে যন্ত্রপাতি এবং ইঞ্জিনীয়ার পাঠাবার সংকল্প করেছেন তা এসে পেঁছুলেই ব্যাপার অন্য রকম হবে।"

—দি বেঙ্গল হারকারু এ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া গেজেট

২৪শে জানুয়ারী, ১৮৫৪) |

যাক্, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টররা ভারত সরকারকে জানালেন, ভারতবর্ষের ডাক টিকিট ভারতবর্ষেই ছাপাতে হবে আর সেটা ছাপাতে হবে কলকাতার স্ট্যাম্প অফিসে। এই হুকুম পাওয়ার পর ভারত সরকার সেই সময়কার (অর্থাৎ ১৮৫৩ সালে) টাঁকশালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্ণেল ফর্বস-এর সঙ্গে পরামর্শ করলেন, কি করে ভারতবর্ষে টিকিট ছাপানো যায়। কর্ণেল ফর্বস খুব শীঘ্র একটা 'ডিজাইন' তৈরী করে ফেললেন। এই ডিজাইনটি হচ্ছে একটি সিংহ ও একটি খেজুর গাছ। এই ডিজাইনটি নানা রকম কাগজের উপর ছেপে পরীক্ষা করে দেখা হ'ল। কিন্তু শেষে দেখা গেল, এটা কার্যকরী হয়ে উঠবে না; কারণ সমস্ত জিনিষটি নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করতে কয়েক মাস সময় লেগে যাবে। সিংহ ও খেজুর গাছের ডিজাইনটি ডাক টিকিটের কাজে এল না বটে, কিন্তু ১৮৪৭ সালে স্বর্ণমোহর তৈরী করার সময় এই ডিজাইনটি ব্যবহার করা হয়েছিল। তা ছাড়া সেই সময় মাত্র একটি ছাপাখানা ছিল। এই ছাপাখানাটি ইংলণ্ড থেকে ভারতবর্ষে পাঠানো হয়েছিল দলিলের টিকিট ছাপবার জন্য। কর্ণেল ফর্বস দেখলেন, সমস্ত কাজটি শেষ করতে প্রচুর সময় লাগবে। অন্ততঃ ছাপার কাজ শেষ করতেই এক বছরের মত সময় লাগবে। আর

সাধারণ লোকেদের কাছে বিক্রি করবার মত প্রচুর পরিমাণে টিকিট ছাপিয়ে সরকারের হাতে জমতেও এক বছর সময় লাগবে।

এদিকে ডাকের চাহিদা এত বেড়ে যেতে লাগলো যে যত শীঘ্র সম্ভব ডাক টিকিটের প্রচার করা প্রয়োজন হয়ে উঠলো। ভারত সরকার কর্ণেল ফর্বস-এর কাছ থেকে উৎসাহপূর্ণ সাড়া না পেয়ে সেই সময়কার ডেপুটি সার্ভে জেনারেল ক্যাপ্টেন এইচ এল *থ্যুইলিয়র-এর সংগে পরামর্শ করলেন। ক্যাপ্টেন থ্যুইলিয়র* (Capt. Thuillier) *এই সময় কলকাতার সার্ভে অফিসের লিথোগ্রাফি বিভাগের কর্তা ছিলেন।*

ঠিক হ'ল, চার রকমের ডাক টিকিট বার করা হবে। দু' পয়সার, এক আনার, চার আনার ও আট আনার। এর ডিজাইন ঠিক হলো 'মহারাণীর মাথা'। মনে হয় এই ডিজাইনটি তৈরী করেন মিঃ এইচ এম স্মিথ। ইনি লিথোগ্রাফি বিভাগের একজন কর্মচারী ছিলেন। এই সময়ে কলকাতায় প্রচুর পরিমাণে মিডিয়ম উভ্ কাগজ ছিল, আর এই কাগজে 'আর্মস অফ দি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী'র জলছাপ ছিল। ইংলণ্ড থেকে এই কাগজ পাঠানো হয়েছিল দলিলের টিকিট ছাপবার জন্য।

ক্যাপ্টেন থ্যুইলিয়র অনুমতি পাওয়া মাত্র ডিজাইনের খসড়া ছাঁচের উপর এবং ট্রান্সফার পেপারের দ্বারা ছাপবার উপযুক্ত ক'রে প্রস্তুত করে ফেললেন।

১৮৫৪ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী ক্যাপ্টেন থ্যুইলিয়র এই ডিজাইনগুলি কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। দু' পয়সা ও এক আনার ডিজাইন অনেকখানি বদলাতে হয়, আর আট আনার টিকিট বাতিল হয়ে যায়।

ডিজাইনগুলি সরকার অনুমোদিত ক'রে দেওয়ার পর ক্যাপ্টেন থ্যুইলিয়র ছাপার পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। কিন্তু এ দেশের প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য তাঁকে টিকিট ছাপার ব্যাপারে নানা অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল। বিশেষতঃ স্টোনের উপর নানারূপ অসুবিধার সৃষ্টি হতে লাগলো। এই সব কারণে ভারত সরকার লণ্ডনের ডিরেক্টরদের কাছে পুনরায় আবেদন করলেন যাতে টিকিটগুলি ইংলণ্ডেই ছাপা যায়, আর যদি একান্ত তাঁরা ছাপতে রাজী না হন, তা'হলে তাঁরা যেন ভারতবর্ষে ষ্টিল প্লেট, জলছাপযুক্ত কাগজ এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ইংলণ্ড থেকে পাঠিয়ে দেন। ক্যাপ্টেন থ্যুইলিয়র নিরুপায় হয়ে তাঁর নিজের অফিসে কি করে টিকিট

ছাপানো যায় তার পরীক্ষা করতে লাগলেন। তা ছাড়া ক্যাপ্টেন থ্যুইলিয়রের জেদ চেপে গেল যে তিনি তাঁর অফিস থেকেই টিকিট বার কববেন। এর ফলে তিনি শেষ পর্যন্ত সিন্দুর রঙের দু'পয়সার টিকিট প্রতি পাতায় (সিট) ১২০ খানা করে ছাপতে সক্ষম হ'লেন। এই রকম ৯০০ খানা পাতা তিনি ছেপে ফেললেন। এই টিকিট 'নাইন এণ্ড হাফ আর্চেস' নামে বিখ্যাত।

১৮৫৪ সালের ৫ই এপ্রিল এই টিকিটগুলি জাহাজে করে বোম্বে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। কারণ, ভারত সরকার আদেশ দিয়েছিলেন, যেন দূরের পোস্ট অফিসগুলিতে আগে ডাক টিকিট পাঠান হয়।

ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন থ্যুইলিয়র একটু মুশকিলে পড়লেন। সিন্দুর রঙের যে বিলাতি কালি ছাপবার জন্য তাঁর কাছে ছিল তা এই টিকিট ছাপতেই সমস্তটা ফুরিয়ে গেল। তখন তিনি নিরুপায় হয়ে ঐ রকম দেশী কালি সংগ্রহ করে পরীক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু দেশী কালিতে ছাপা মোটেই ভাল হ'ল না। তখন তিনি নীল রঙের কালির সংগে সাধারণ কাল কালি মিশিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। এই পরীক্ষার ফল অবশ্য খুব ভালই হ'ল।

নতুন রঙে পরীক্ষার ফল ভাল হওয়াতে ক্যাপ্টেন থ্যুইলিয়র ঠিক করলেন তামার প্লেটে নতুন করে এনগ্রেভ ক'রে ডিজাইনটি কায়েমী করবেন। এই ডিজাইন তৈরী করার ভার পড়লো নমীরুদ্দিন নামে একজন ভারতীয় শিল্পীর উপর। নমীরুদ্দিন যে ডিজাইনটি তৈরী করেন তার সংগে প্রথম ডিজাইনের অনেক পার্থক্য থেকে গেল। কাজেই বোম্বেতে টেলিগ্রাম করে জানান হ'ল, লাল রঙের দু' পয়সার টিকিট যা ইতিমধ্যে পাঠানো হয়েছিল তা যেন ব্যবহার না করে সমস্তটাই নষ্ট করে ফেলা হয়।

নমীরুদ্দিনের ডিজাইনটা তামার প্লেটে তৈরী করে লিথোগ্রাফিক স্টোনেতে ঠিক ভাবে তুলে তা' থেকে ছাপ নিয়ে ভারত সরকারের কাছে পাঠানো হ'ল অনুমোদনের জন্য। সরকার অনুমতি দেওয়ার পর ক্যাপ্টেন থ্যুইলিয়র টিকিট ছাপতে শুরু করে দিলেন। দুঃখের বিষয়, ভারতীয় শিল্পী নমীরুদ্দিনের কোথায় ঘর-বাড়ী তার কোন সন্ধান কোথাও পাওয়া যায়নি।

১৮৫৪ সালের ১১ই মে পর্যন্ত এই নীল রঙের দু' পয়সার টিকিট ১২ লক্ষ ৫০ হাজার খানি ক্যাপ্টেন থ্যুইলিয়র ছাপতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর ১৮৫৪ সালের ১৪ই জুলাই ২৩ কোটি



সিঁদুর রঙের এক আনার ডাকটিকিট
ডাই নং ১   ডাই নং ২   ডাই নং ৩



I Late.



II Early.





চার আনা দামের দু' রঙের টিকিট। ডাই নং ১, ডাই নং ২, ডাই নং ৩

দু' পয়সার টিকিট কলকাতার স্ট্যাম্প অফিসে পাঠিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

এই বিরাট সংখ্যক টিকিট ছাপা হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ লোকের কাছে প্রথম টিকিট বিলি হয় মাদ্রাজে ১৮৫৪ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর, ক'লকাতাতে ২০শে সেপ্টেম্বর ও বোম্বেতে নভেম্বর মাসে। এর পর নিয়মিতভাবে ক'লকাতার স্ট্যাম্প অফিসে টিকিট সরবরাহ হয়েছিল। ৩০ কোটি দু' পয়সার টিকিট ছাপার ফলে সরকার খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তখন ক্যাপ্টেন থ্যুইলিয়র এক আনার টিকিট বার করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। দু' পয়সার টিকিটের সঙ্গে এক আনার টিকিটের পার্থক্য করার জন্য ক্যাপ্টেন থ্যুইলিয়র পুনরায় সিন্দুর রঙের লাল কালি দিয়ে ছাপার পরীক্ষা করতে লাগলেন। ছাপার কাজে যেসব অসুবিধা এর আগের বার ভোগ করতে হয়েছিল সেগুলি আর এবার হয়নি। তিনি শেষ পর্যন্ত এক আনার টিকিট ছাপতেও সক্ষম হয়েছিলেন।

১৮৫৪ সালের ১১ই আগস্ট তিনি ২½ লক্ষের উপর সিন্দুর রঙের এক আনার টিকিট ছাপতে সক্ষম হন। এই এক আনা টিকিটেরও ডিজাইন করেন ভারতীয় শিল্পী নমীরুদ্দিন।

১৮৫৫ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত কলকাতার স্ট্যাম্প অফিসকে এই এক আনার টিকিট প্রচুর পরিমাণে ছেপে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

যখন এই এক আনা টিকিটের ছাপার কাজ চলছিল সেই সময় ক্যাপ্টেন থ্যুইলিয়র দু'খানি দু' আনা দামের টিকিটের ডিজাইন প্রস্তুত করেন। আগের দু'টি টিকিট ছাপাতে তাঁকে এত বেশী ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল যে, এই দু'আনার টিকিট ছাপা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠলো না। তিনি এই টিকিট ছাপার ভার দিলেন মিঃ আর এইচ স্নেলের উপর—ইনি সেই সময় ক'লকাতার স্ট্যাম্প অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন।

এই কাজের জন্য কর্ণেল ফর্বস টাঁকশাল থেকে একটি ছাঁচ তৈরী করালেন আর সেই ছাঁচ থেকে ৮০ খানা টিকিট ছাপবার মত একটি প্লেট তৈরী করে ফেললেন। দু' আনা দামের টিকিটটি সবুজ রঙে ছাপা হয়েছিল। ১৮৫৪ সালের ৩রা অক্টোবর যখন ছাপার কাজ শেষ হয়ে গেল তখন এই টিকিট ঐ সালের ৩রা নভেম্বর মাদ্রাজে ও ২৫শে নভেম্বর বোম্বেতে সাধারণ লোকের কাছে বিক্রি শুরু

করে দেওয়া হ'ল। বহু পরে মিঃ সি ডি দেশাই পরীক্ষা করে জানালেন যে এই দু' আনা দামের টিকিট বিভিন্ন জলছাপযুক্ত কাগজে ছাপা হয়েছে।



সবুজ রঙের দু' আনা দামের ডাকটিকিট

ইতিমধ্যে ১৮৫৪ সালে জুলাই মাসে ক্যাপ্টেন থ্যুইলিয়র চার আনা দামের টিকিট বার করবার উদ্দেশ্যে ডিজাইন প্রস্তুত করতে লাগলেন। এই ব্যাপারেও আছেন আমাদের ভারতীয় শিল্পী নমীরুদ্দিন। ইনি আগস্ট মাসের মধ্যে একটি তামার প্লেট তৈরী করতে সক্ষম হলেন। সরকারের তরফ থেকে আদেশ দেওয়া হ'ল, যত শীঘ্র সম্ভব যেন ষ্টোনটি তৈরী করে ফেলা হয়, কারণ বেশী দামের টিকিটের চাহিদা সরকার অনুভব করছিলেন। বিশেষতঃ এই সময় ভারতবর্ষ থেকে ইংলণ্ডে একখানি এক আউন্স ওজনের চিঠি পাঠাতে এক টাকা চার আনা খরচ লাগতো।

দু' পয়সা, এক আনা ও দু' আনা দামের টিকিটের জন্য এক রঙের ডিজাইন করা হয়েছিল, কিন্তু চার আনা দামের টিকিটের জন্য দু' রঙের ডিজাইন তৈরী করা হ'ল। কাজে কাজেই, এর জন্য দু'টি আলাদা স্টোন তৈরী করতে হয়, আর ছাপতেও অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। এক একটি পাতায় মাত্র ১২টি করে টিকিট ছাপা হয়েছিল। ১৮৫৪ সালের ২৮শে অক্টোবর পর্যন্ত ক্যাপ্টেন থ্যুইলিয়র চার আনার টিকিট দু' লক্ষের উপর ছেপে দিতে পেরেছিলেন। এর পর নির্দেশ অনুসারে এই স্টোনগুলি পরিষ্কার করে ফেলা হয়।

ঐ বৎসরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে চার আনা দামের সমস্ত টিকিট বিক্রি হয়ে যায়। এর ফলে নতুন করে আবার টিকিট ছাপতে বলা হয়। এই ছাপার অনুমতি পাওয়ার পর পুনরায় নতুন স্টোন তৈরী করা হয় ও প্রচুর পরিমাণে টিকিট ছেপে ক'লকাতার স্ট্যাম্প অফিসকে সরবরাহ করা হয়। এই নতুন টিকিট ঐ বৎসরের ১৫ই অক্টোবর ক'লকাতায়, ১০ই ও ২৩শে নভেম্বর যথাক্রমে মাদ্রাজ ও

বোম্বেতে বিক্রি শুরু হয়েছিল। পরের বৎসর অর্থাৎ ১৮৫৫ সালের মার্চ মাসে আরও টিকিটের চাহিদা হওয়ায় ১১ হাজার পাতা ছেপে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। এই চার আনার টিকিটের চাহিদা এত বেড়ে যেতে লাগলো যে, ক্যাপ্টেন থ্যুইলিয়র ঠিক করলেন, একটি পাতায় ১২টি করে টিকিট না ছেপে ২৪টি করে টিকিট ছাপবেন। পাতার মাপ কিন্তু একই রকম ছিল। শুধু প্রতিটি টিকিটের মাঝে ব্যবধান এমনভাবে কমিয়ে দিলেন যাতে করে ২৪টি টিকিট একটি পাতায় ছাপা যায়। এই নতুন টিকিট ১৮৫৫ সালের এপ্রিল থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে বিলি করা হয়েছিল। এর পর পুনরায় স্টোনটি পরিষ্কার করে ফেলা হয়। কিন্তু একটি পাতায় এই ভাবে ২৪টি করে টিকিট ছাপায় একটি অসুবিধা হ'ল। পাতার মধ্যে কোণের টিকিটে জলছাপ পড়তো না। এই অসুবিধার জন্য টিকিটগুলির ব্যবধান আরও কমিয়ে ফেলা হ'ল। ফলে, পূর্বে যে অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল সেটি আর রইল না।

চার আনার টিকিট যখন ছাপা হয় তখন ছাপায় একটি মারাত্মক রকমের ভুল হয়। আমি আগেই বলেছি, এই চার আনার টিকিট দু' রঙে ছাপা হয়েছিল ও এর জন্য দু'টি স্টোনও তৈরী করা হয়েছিল। একটা রং ছাপার পর অপর রঙে ছাপা হয়। দ্বিতীয়বার ছাপার সময় ভুলক্রমে 'মহারাণীর মাথা' উল্টো করে বসানো হয়। তার ফলে, রাণীর মাথা উলটানো অবস্থায় কিছু টিকিট সাধারণ লোকের মধ্যে বিক্রি হয়েছিল। আর ভারতবর্ষের ডাক টিকিট জগতে এইটাই হচ্ছে প্রথম ভুল ছাপা টিকিট।

এই চার আনা টিকিটের রং ছিল দু' রকম। রাণীর মাথা ছিল নীল রঙের ও ফ্রেমটি ছিল লাল রঙের। আজকাল ডাক টিকিটের যেমন ধারগুলো কাটা কাটা (Perforated) হয়, পূর্বে যে টিকিটগুলির কথা বলেছি সেগুলির তেমন ছিল না। অর্থাৎ কোন চিঠিতে টিকিট লাগাতে গেলে টিকিটের পাতা থেকে কাঁচি দিয়ে কেটে নিয়ে আঠা দিয়ে লাগাতে হ'ত। এই টিকিটগুলির পিছনে কোনও রকম আঠা লাগান থাকতো না।

আর একটা কথা আপনাদের জানানো দরকার। দু' পয়সা নীল রঙের, এক আনা লাল রঙের ও চার আনা নীল রঙের ও লাল রঙের যে টিকিটের কথা বলেছি এগুলি তিন রকম 'ছাঁচ' দিয়ে ছাপা হয়েছিল। কাজেই এই তিন রকম টিকিটের মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিল।

১৮৫৪ সালে প্রবর্তিত ডাক টিকিটগুলোর মধ্যে চার আনা দামের যে দু' রঙের টিকিটটি বার হয় তাতে মারাত্মক রকমের একটা ভুল হয়েছিল একথা একটু আগেই উল্লেখ করেছি। এও বলেছি যে, ওই টিকিট ছাপার জন্য দু'টি স্টোন তৈরী করতে হয়েছিল। এখন প্রশ্ন, কোন্ রংটি আগে ছাপা হয়? এ সম্বন্ধে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁদের মত এই যে, লাল রংটি আগে ছাপা হয়, আর, ঐ লাল রং ভালভাবে শুকিয়ে যাবার পর দ্বিতীয়বার নীল রঙে ছাপতে গিয়ে রাণীর মাথা উল্টো বসানোর ফলেই এই মারাত্মক ভুলের সৃষ্টি।

দু' পয়সা, এক আনা এবং চার আনা দামের সবগুলি টিকিটই লিথোগ্রাফে ছাপা হয়, আর দু' আনার টিকিটটি ছাপা হয় টিপোগ্রাফে। এই লিথোগ্রাফে ছাপার দরুণ স্টোনের ওপর নানারকম দোষের সৃষ্টি হয়। আর সেই স্টোন ঠিক করবার জন্য চিত্রশিল্পীদের পরিশ্রমও করতে হয় অনেক। আর যেখানে যেখানে তাঁরা নতুন



রাণীর মাথা উল্টো করা চার আনা দামের টিকিট

করে ছবি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন তাতে জায়গায় জায়গায় টিকিটের মধ্যে অদল-বদল হ'য়ে যায়। এই সব কারণে ডাক টিকিট সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা নানারকম গবেষণা ক'রে প্রত্যেক পাতায় কোন্ কোন্ টিকিটে 'রিটাচ্' করা হয় সে সম্বন্ধে অনেক বই লেখেন। এই গবেষণাকারীদের মধ্যে ছিলেন মিঃ ডি আর মার্টিন মেজর ই এ স্মাইথিস্, মিঃ এল ই ডাউসন, মিঃ ডব্লিউ রিনাউফ ও আরও অনেকে। মিঃ মার্টিন ও মিঃ স্মাইথিস্ তাঁদের বইয়ে লিখেছেন যে, তাঁরা রাণীর মাথা-উল্টো বারটি চার আনা দামের টিকিট খুঁজে বার

করতে পেরেছেন। এগুলো সবই ১নং ছাঁচের এবং প্রথম যে ছাপা হয় তারই মধ্যে ছিল। গবেষণায় তাঁবা এও জানতে পেরেছেন যে, তিনটি পাতায় এই মারাত্মক ভুল ছিল। এ ছাড়া পরে জানা যায়, আমেরিকার দু'জন ভদ্রলোকের কাছেও এরকম দু'খানা টিকিট আছে। সম্প্রতি নিউজিল্যাণ্ডের একটি মেয়ের কাছেও এরকম একটা টিকিট পাওয়া যায়, পরে সেটা ইংলণ্ডের নীলামে বিক্রি হয়। যে বারটি টিকিটের কথা আমি উল্লেখ ক'রলাম তার মধ্যে একখানা আছে ইংলণ্ডের মহারাণীর সংগ্রহে, আর দু'টো আছে বৃটিশ মিউজিয়ামে। দিল্লীতে ভারত সরকারের সংগ্রহেও আছে একখানা। মিঃ সি এল দেশাই-এর সংগ্রহে ছিল দু'খানা। তাঁর মৃত্যুর পর বিলেতে নীলামে বিক্রি হয় সে দু'টো! তার মধ্যে একখানা কেনেন ক'লকাতার বিখ্যাত সংগ্রহকারী শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ গুপ্ত। এই টিকিটটি এখনও তাঁর সংগ্রহে আছে। যতদূর জানা যায়, গোটা ভারতবর্ষে এই টিকিট (Cut Square) এই একখানিই আছে। এ ছাড়া আরও কিছু কিছু টিকিট কোন কোন সংগ্রহে আছে শোনা যায়, কিন্তু তার সংখ্যা অতি অল্প।

সব থেকে মজার কথা, এত বড় মারাত্মক ভুল সত্ত্বেও ১৮৯১ সালের আগে কেউ সেটা জানতেও পারেনি। অথচ এই ভুল প্রমাদ সংঘটিত হয়েছিল তার সাঁইত্রিশ বছর আগে।

এই সন্ধানের পরেও হয়তো অজানা অচেনা স্থানে কিছু টিকিট থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। পবে এরকম রাণীর মাথা-উল্টো টিকিটের সন্ধান ভারী অদ্ভূতভাবে এসেছে। গল্পটা বলি। ১৯৩৪ সালে মিস্ মেরী লিঞ্চ (Mary Lynch) নামে একটি মেয়ে নিউজিল্যাণ্ডে একটা স্কুলে পড়তো। মেয়েটি তার খুড়িমার কাছ থেকে কিছু টিকিট উপহার পায়। সেই টিকিটগুলো সে একটা দু' টাকা আড়াই টাকা দামের অ্যালবামে যত্ন করে রেখে দেয়। অনেকদিন বাদে মেয়েটি যখন বড হ'য়ে উঠলো তখন একদিন ছেলে-বেলাকার অ্যালবামটি দেখ্তে দেখ্তে হঠাৎ তার চোখ পড়ল একটি ভারতবর্ষের ডাক টিকিটের ওপর। এটা সেই রাণীর মাথা-উল্টো টিকিট! সে জান্তো যে, এ রকম টিকিট খুব মূল্যবান; কিন্তু নিজেই সে বিশ্বাস করতে পারছিল না যে, তার এত কম দামের অ্যালবামে এরকম একটা মূল্যবান টিকিট থাক্তে পারে কি করে! সে তখন ওই টিকিটটি ইংলণ্ডের টিকিট নীলাম ব্যবসায়ী মেসার্স এইচ আর হারমার লিঃ-এর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে জান্তে চাইলে, এই টিকিটটিই



90 **89—96, A ROW OF EIGHT** in the deep red shade ON COVER, close margins 96 has frame line cut on top. Several retouches. 8 Rs. **250**

সেই মূল্যবান টিকিট কিনা, আর, যদি তাই হয় তবে এর দাম কত হ'তে পারে। হারমার কোম্পানী জানালেন যে, এই টিকিটটি সত্যিই সেই মূল্যবান টিকিট এবং তাঁরা এর দাম আশা করেন চারশো পাউণ্ডের ওপর (অর্থাৎ প্রায় পাঁচ হাজার টাকা!)।

টিকিটটি ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে হারমার কোম্পানীর নীলামে বিক্রী হয়ে যায়। আপনারা শুনে আশ্চর্য হবেন যে, বিলেতের কোন ভদ্রলোক এই টিকিটটি সাত শ' পঁচিশ পাউণ্ডে (ন' হাজার টাকার ওপর) কিনে নেন।

এ সম্বন্ধে আমি আর একটি ঘটনার উল্লেখ না করে থাক্‌তে পারছি না।

শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদে বহরমপুরের একজন বাসিন্দা; ইনি একজন সাহিত্যিকও বটেন। কমলবাবু ছেলেবেলা থেকে ডাক টিকিট সংগ্রহ ক'রে আস্‌ছেন—সাধারণ ছোট ছেলেদের যেমন ডাক টিকিট সংগ্রহের সখ থাকে, তেমনি। এমনও দেখা যায় যে, পুরুষানুক্রমে ডাক টিকিট জমানোর সখ চলে আস্‌ছে, যার ফলে পৈত্রিক টিকিটও অনেকে কিছু কিছু পেয়ে থাকেন। কমলবাবুর বেলায় সে রকম কিছু ঘটেনি। কমলবাবু তবু কি করে বহু পুরানো ডাক টিকিট সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন আর তাতে তাঁর কি লাভ হয় সেই কথাটাই আপনাদের বলবো।

১৯৫১ সালের জুলাই মাসে কমলবাবু একজন পরিচিত মুদীর দোকানে কিছু জিনিষ কিন্‌তে যান। মুদী তখন তাঁর হিসাব-নিকাশ শেষ করে দোকান বন্ধ করবার উদ্যোগ করছিল। এমন সময় কমলবাবু দেখলেন, এক জায়গায় কতকগুলো পুরানো টিকিটযুক্ত খাম পড়ে রয়েছে। তিনি খামগুলি কুড়িয়ে নিয়ে দেখেন, ওতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাক টিকিট লাগানো রয়েছে, আর রয়েছে ১৮৬২ সাল এবং তারও আগেকার টিকিট।

তখন কমলবাবু সেই মুদীকে বল্‌লেন,—"বাপু, তুমি এগুলো কোথা থেকে পেলে?" মুদী বললো, দু'জন পশ্চিম দেশীয় লোক কাশিমবাজার মহারাজার দপ্তর থেকে প্রায় দেড়শ' মণ পুরানো কাগজ কিনে তার থেকে কিছু ওকে বিক্রি করেছে। আর বাকী মাল সেই লোকটি ক'লকাতার কোন কাগজ তৈরী করার মিলে পাঠিয়ে দেবে। কমলবাবু সেই পশ্চিম দেশীয় লোক দু'টির নাম-ধাম জেনে নিলেন। তা ছাড়া ঐ মুদীর কাছ থেকে সেই টিকিটযুক্ত খাম, যেগুলি তাঁর কাজে লাগবে, নিয়ে নিলেন। তারপর দিন সকালবেলা কমল-



38	**17—44, A FINE BLOCK OF SIXTEEN ON COVER** with very light postmark with Type 1 (10 x 11). Good all round margins, but few stamps cut into on frame lines at sides. Brilliant bright red shade. Several flaws and retouches. A rare piece. (SEE PHOTO).	16	Rs. 2000

বাবু সমস্ত কাশিমবাজারটি তন্ন তন্ন করে খুঁজে সেই পশ্চিমদেশীয় লোক দু'জনের সন্ধান পেলেন। একটা কুঁড়ে ঘরে বাস করতেন তাঁরা। কমলবাবু সেই ঘরে ষোল বস্তা পুরানো কাগজ দেখতে পেলেন। তা'ছাড়া তাঁদের কাছ থেকে জান্‌তে পারলেন যে, ওরকম সত্তর মণ কাগজ আগের দিন ক'লকাতায় পাঠানো হ'য়ে গেছে। কমলবাবু তাঁদের বললেন, আমি তোমাদের ঐ বস্তাগুলি কি একবার দেখ্‌তে পারি? কারণ আমি কিছু পুরানো কাগজ কিন্‌তে চাই—। কমলবাবুকে তাঁরা সন্দেহ করলেন না, ঐ বস্তাগুলি দেখবার অনুমতি দিলেন। প্রথম বস্তা থেকে কতকগুলি চিঠিপত্র বার ক'রে কমলবাবু অবাক হ'য়ে গেলেন। ১৮৫৪ সালের ডাক টিকিট তাতে লাগানো রয়েছে এবং তাতে বাংলা ভাষায় বৎসর লেখা। তাড়াতাড়ি তিনি তখন কাগজগুলি পরীক্ষা করার পর তাঁদের সংগে দর-দস্তুর করে প্রায় ছত্রিশ মণ ওজনের বারটি বস্তা কিনে নিলেন। দাম ঠিক হ'ল ২০্ টাকা মণ। ওদিকে পশ্চিমা লোকেরাও ভারী খুশী, কারণ, এই দাম তাঁবা অন্য লোকের কাছে কখনই পেতেন না। কমল-বাবু বস্তাগুলি বাড়ী নিয়ে গিয়ে সেগুলি বাছাই করবার পর পেলেন ১৮৫৪ সালের দু' পয়সা, এক আনা, দু' আনা ও চার আনার বহুবিধ টিকিট। এই অমূল্য রতন পেয়ে দিনের বেলা তিনি পুরানো কাগজ, চিঠিপত্রের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লেন, আর রাত্রিতে বাড়ী গিয়ে সেগুলি বাছাই করতে লাগলেন। এই করে তিনি প'য়ষট্টি মণ কাগজ সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। যে চিঠিপত্র-গুলি পেয়েছিলেন তিনি, তার প্রায় সবগুলিতেই মহারাণী স্বর্ণময়ীর নাম ঠিকানা লেখা ছিল। কমলবাবু তাঁর নিজের সংগ্রহের জন্য ভাল ভাল কিছু টিকিট রেখে দিয়ে বাকীগুলি বিক্রি করবার জন্য ১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাসে নীলামের ব্যবস্থা করলেন। এই নীলামের উদ্দেশে একটা মূল্য তালিকার জন্য ক'লকাতার ডাক টিকিট সম্বন্ধে অভিজ্ঞ দু'জন ভদ্রলোকের সাহায্য নিলেন তিনি। ভদ্রলোক দু'জনের নাম শ্রীনীলমণি ভট্টাচার্য ও শ্রীপ্রকাশচন্দ্র কাপুর। নীলামের তত্ত্বাবধান করেন ক'লকাতার এক ডাক টিকিট ব্যবসায়ী। এই মূল্য-তালিকাটিতে মূল্যবান যে সব টিকিট ছিল তার ছবি ও কত দাম হ'তে পারে তার একটা আনুমানিক মূল্য নির্দিষ্ট ছিল। তালিকাটি ছাপিয়ে ডাক টিকিট কিন্‌তে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের কাছে বিক্রি করা হয়। নীলামে প্রায় ছ'শো ডাক টিকিট একশ' আটাশ ভাগে ভাগ করে বিক্রি করা হয়। সেই টিকিট নীলাম ক'রে একুশ

হাজার পাঁচশো টাকাতে বিক্রি হয়। এই টিকিটগুলোর ভেতর একটা লটের মধ্যে এক আনা মূল্যের বাইশটি টিকিট লাগান একটা খাম ছিল, আর সেই খামটাই চার হাজার ছ'শো টাকায় বিক্রি হয়ে যায়। আর একটি লট ছিল ঐ এক আনা দামের। যে খামটিতে ১৬টি টিকিট লাগান আছে এইরূপ চতুষ্কোণ সমান ব্লক খুব সম্ভবতঃ পৃথিবীতে এই একটি মাত্রই আছে। এই ব্লকটি এক হাজার আটশো টাকায় বিক্রি হয়। এ থেকে আপনারা দেখ্‌তে পাচ্ছেন যে, ভারতবর্ষের ১৮৫৪ সালের ডাক টিকিট কত মূল্যবান, বিশেষ করে রাণীর মাথা উল্টো করা টিকিটগুলি।

যে সব ডাক টিকিট বেশী দামে বিক্রি হয় সেই টিকিটগুলি লোকে জাল করবার চেষ্টা করেছে ডাক টিকিটের ইতিহাসে এমন বহু দৃষ্টান্ত মেলে। এবার আমি আপনাদের একটি রাণীর মাথা-উল্টো জাল ডাক টিকিটের কাহিনী বলবো। আমি এটা শুনেছি ভারতীয় ডাক টিকিট সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বোম্বে'র মিঃ জাল্ কুপারের কাছে। তিনি যখন ক'লকাতায় আসেন সেই সময় এই ঘটনার কথা বলেন। মিঃ জাল্ কুপার একবার ইংলণ্ডে যান। তখন ইংলণ্ডের রাজা ষষ্ঠ জর্জ জীবিত। রাজার যে টিকিট সংগ্রহের সখ ছিল এ কথা আগেই উল্লেখ করেছি। মিঃ জাল্ কুপার ইংলণ্ডে থাকাকালীন খবর পান যে, রাজার কিউরেটার রাণীর মাথা-উল্টো করা একটা টিকিটের সন্ধান পেয়েছেন এবং সেটা তিনি কিনতে চান রাজার সংগ্রহের জন্য। তবে, কেনবার আগে টিকিটটির মধ্যে কোন দোষ আছে কিনা একবার দেখিয়ে নিতে চান মিঃ জাল্ কুপারকে দিয়ে। তিনি মিঃ জাল্ কুপারের পরিচিত কোন ভদ্রলোক মারফৎ টিকিটটি পাঠিয়ে দেন। মিঃ জাল্ কুপার টিকিটটি পরীক্ষা করে বলেন যে, যত দূর মনে হয়, এই টিকিটটি জাল। কিউরেটারকে এই খবর দেওয়ায় তিনি সন্দেহ করলেন যে, বোধ হয় মিঃ জাল্ কুপার নিজেই এই টিকিটটি কিনতে চান। তাই তাঁকে ভড়্‌কে দেওয়ার জন্য এরকম বলছেন। এই কথা শুনে মিঃ জাল্ কুপার খুব দুঃখিত হ'লেন। পরে, টিকিটটি যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষার একটা ব্যবস্থা করবার জন্য তার বন্ধুর মারফৎ কিউরেটারকে বলে পাঠালেন, যাতে টিকিটটি জাল কিনা ধরা পড়ে। নির্দিষ্ট দিনে মিঃ জাল্ কুপার, কিউরেটার ও তাঁর বন্ধু টিকিট পরীক্ষকের কাছে টিকিটটি নিয়ে উপস্থিত হ'লেন। কিন্তু শুধু চোখে ও আতসকাচের সাহায্যে টিকিটটি যে জাল তা' ধরা পড়ল না। তখন আল্‌ট্রা লেন্স-এ

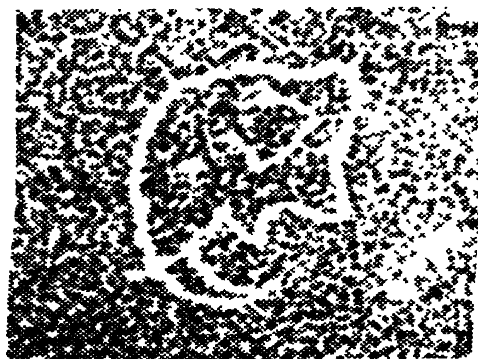
টিকিটটিকে ফেলতেই সেটা যে জাল তা ধরা পড়ল। সুন্দরভাবে টিকিটে রাণীর মাথা কেটে উল্টো করে বসিয়ে এক রকম টিকিট জোড়া দেবার 'সিমেন্ট' দিয়ে নিখুঁতভাবে জুড়ে ফেলা হ'য়েছিল।

এই টিকিট জাল প্রমাণ হওয়ায় কিউরেটার মিঃ জাল্ কুপারের কাছে অত্যন্ত লজ্জিত হলেন এবং একদিন তাঁকে রাজার সংগ্রহ দেখবার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন।

১৮৫৪ সালে প্রথম যখন ডাক টিকিট বের হয় সারা ভারতবর্ষে তখন দু'শো একটি বড় ডাকঘর, (হেড-কোয়ার্টার অফিস) আর চারশো একান্নটি ছোটখাট ডাকঘর (মাইনর অফিস) ছিল। এই সময়ে ডাক বিভাগের প্রথম ডাইরেক্টর জেনারেল নিযুক্ত হন মিঃ রিডেল (Mr. Riddell) ইনিই প্রথম সমস্ত ডাক কর্মচারীদের আইন-কানুন রচনা করলেন।

১৮৫৫ সালের নভেম্বর মাসে প্রথম ভারতবর্ষের ডাক টিকিট বিলেত থেকে ছেপে এলো। এই টিকিটগুলি ছেপেছিলেন মেসার্স ডি-লা-রু কোং লিঃ। এই লটের মধ্যে ছিল দু' পয়সা, এক আনা, দু-আনা, চার আনা ও আট আনা দামের টিকিট। টিকিটগুলি যে কাগজে ছাপা হয় তাতে কোন জলছাপ (water mark) ছিল না এবং কাগজটি Wove Paper ছিল। সেই জন্য টিকিটের ভিতরেও অনেক তারতম্য দেখা যায়, যেমন কোনটির কাগজ পাতলা, কোনটি বা মোটা। চার আনা ও আট আনা দামের টিকিট-গুলি দু'রকম কাগজে ছাপা হয়েছিল—সাদা মোটা, আর চক্‌চকে নীল। এই টিকিটগুলি একই সময়ে ব্যবহার করা হয়েছিল। প্রমাণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বিলেতের সমারসেট হাউস-এ যে সংগ্রহ আছে সেখানে আট আনা দামের নীলরঙের চক্‌চকে কাগজে ছাপা টিকিটের একটি পুরা পাতা (Sheet) আছে। এ ছাড়া চার আনা দামের টিকিটের সাদা কাগজে ছাপা পাতাও আছে।

দু' আনা দামের যে টিকিট এই সঙ্গে আসে, প্রথমে সেটা ছাপা হয়েছিল গাঢ় সবুজ রঙে, কিন্তু পরে দু' আনা দামের যে টিকিট এসে পেঁছিল সেটা ছিল হাল্‌কা হল্‌দে আভাযুক্ত সবুজ রঙের। তাতে ফল হ'ল এই যে, দু' পয়সা দামের যে নীল রঙের টিকিটটি এসেছিল রাত্রিতে তার রং ঠিক করতে পারা যেত না। কেন না, এই সময়ে ভারতবর্ষে কোন জোরাল আলো ব্যবহার হ'ত না। তখনকার দিনে ভারতবর্ষের লোকেরা মোমবাতি বা তেলের প্রদীপ ব্যবহার ক'রত। এইরূপ অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ায় ভারত সরকার



জল ছাপটি একটি হাতীর মাথা







ইস্ট ইণ্ডিয়া পোস্টেজ'এর এক আনা, ন' পাই, বার আনা এবং আট পাই দামের টিকিট। আট পাই দামের টিকিটটি সৈন্যদের চিঠি পাঠাবার জন্য তৈরী হয়েছিল।

বিলাতের মুদ্রাকরকে জানালেন যে, তাঁরা যেন দু' আনা দামের টিকিটটির রঙ পাল্‌টে দেন। তখন মুদ্রাকর হালকা লাল রঙের (Dull Pink) দু' আনা দামের টিকিট ক'রে পাঠালেন। সবুজ রঙের টিকিটের অসুবিধার কথা যা বললাম, সেই অসুবিধার জন্য ভারত সরকার দু' আনা দামেব সবুজ টিকিটটি সাধারণ লোকেদের মধ্যে বিলি করতে বারণ করলেন। কাজেই দু' আনা দামের সবুজ রঙের টিকিট মোটেই ব্যবহৃত হয়নি। দু' আনা দামের হাল্কা লাল-রঙের টিকিটটি কিছুদিন ব্যবহার করার পর ডাক বিভাগ আবার অসুবিধা ভোগ করতে লাগলেন। কারণ, আট আনা দামের টিকিটটিও ছিল লাল রঙের। বিশেষতঃ রাত্রিতে মোমবাতি বা প্রদীপের আলোয় তফাৎটা ঠিক বোঝা যেত না। ফলে, দু' আনা দামের টিকিটটির রং আবার বদলে গেল। এবারে হ'ল বাদামী রঙের (বাফ)। এই রঙটিতেও সুবিধা না হওয়ায় আবার হলদে রঙের কবা হ'ল, শেষকালে এটাও কমলালেবু (অরেঞ্জ) রঙে বদলে ফেলা হ'ল।

চার আনা দামের টিকিটের কথা আগেই বলেছি। এটি কালো রঙে ছাপা হয়েছিল। পরে এই টিকিটটির রং বদল করতে হয়েছিল। কারণ, টিকিটটির রং কালো আর ডাকের মোহরটিও ছিল কালো, কাজেই ডাকের মোহরেব দাগ হাল্‌কা করে ফেলে পুনরায় ব্যবহার কবা হ'ত। সেই জন্য ডাক বিভাগেব অনেক ক্ষতি হ'তে লাগলো, তাই কালো রংটিকে সবুজ করে ফেলা হ'ল।

১৮৫৫ সালের আগে ভারতবর্ষে যে সব বিদেশী সৈন্য বাস ক'রত তাদের চিঠিপত্র তারা বিলেতে কিংবা বৃটিশ সাম্রাজ্যের যে কোনও জায়গায় পাঠাতে পারতো বিনা মাশুলে—এই সুবিধা ১৮ই আগস্ট ১৮৫৫ সালে তুলে দেওয়া হ'ল। এরকম চিঠি পাঠাতে হ'লে হয় তাদের প্রতি চিঠি পিছু ন' পাই নগদ দিতে হ'ত, অথবা আট পাই দামের একটি টিকিট প্রতি চিঠিতে মেরে দিতে হ'ত। এই সৈন্যদের চিঠি পাঠাবার জন্য আট পাই দামের টিকিটের সৃষ্টি হয়। এই টিকিটেও কোন জল ছাপ ছিল না। এর ডিজাইন সম্পূর্ণ অন্যভাবে করা হয়, অর্থাৎ আগে যে টিকিটগুলির কথা বলেছি সেই টিকিটগুলি থেকে সম্পূর্ণ অন্য রকমের টিকিট হয়েছিল এটা। এই টিকিটটিও দু' রকম কাগজে ছাপা হয় অর্থাৎ সাদা ও নীল আভাযুক্ত কাগজে, আর ছাপাও দু' রং-এ হয়েছিল, যথা নীলাভ লাল ও ফিকে বেগুনে (পার্পল ও মভ্‌)। চার আনা সবুজ ও আট

আনা লাল রঙের টিকিট ছাড়া পূর্বোক্ত বাকি সবগুলি টিকিটের কিছু অংশ নিশ্ছিদ্র (Imperforate) অর্থাৎ ১৮৫৪ সালের টিকিটের মতন তৈরী হয়েছিল। এই টিকিটগুলির সবগুলিতেই ইস্ট ইণ্ডিয়া পোস্টেজ এবং বিভিন্ন মূল্য লেখা ছিল।

১৮৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে আবার নতুন করে টিকিট ছেপে বিলেত থেকে ভারতবর্ষে এলো। এই টিকিটগুলিও মেসার্স ডি-লা-রু কোং লিঃ ছাপেন। টিকিটগুলির মূল্য ও রং আগের মতই ছিল। পার্থক্য ছিল এইটুক যে, আগেকার টিকিটে কোন জলছাপ ছিল না, কিন্তু এগুলির মধ্যে জলছাপ ছিল। জল-ছাপটি ছিল একটি হাতীর মাথা।

এই টিকিটগুলির মধ্যে মাত্র দু' পয়সা ও দু' আনার টিকিট কিছু নিশ্ছিদ্র (Imperforate) অবস্থায় এসেছিল।

১৮৬৩ সালের জুলাই মাসে ভারতবর্ষ থেকে ইংলণ্ডে আধ আউন্সের একটি চিঠি মারসেলিস্ থেকে ঘুরে যাওয়ার জন্য ছ'আনা আট পাই ধার্য করা হ'ল। সুতরাং এই দামের একটি নতুন টিকিট তৈরী করার জন্য বিলেতে আদেশ দেওয়া হ'ল।

১৮৬৬ সালের মে মাসে ক'লকাতায় দু'আনা দামের



দু'আনা দামের টিকিট মজুদ না থাকায় সে সময় ছ'আনা দামের "Foreign Bill" টিকিটের ওপর সবুজ রঙের কালি দিয়ে ক'লকাতার প্রেসে "পোস্টেজ" লেখা টিকিট ছাপা হয়। ওপরে ও নীচে "Foreign Bill" বলে যা ছাপা ছিল তা কেটে দেয়া হয়।

টিকিট সমস্ত ব্যবহার হয়ে যাওয়ার ফলে এবং দু'আনা দামের টিকিট মজুদ না থাকায় সেই সময় ছ'আনা দামের যে

'Foreign Bill' টিকিট ছিল সেই টিকিটের উপর সবুজ রঙের কালি দিয়ে "POSTAGE" লিখে ক'লকাতার প্রেসেই ছাপা হ'ল এবং উপরে ও নীচে যে Foreign ও Bill বলে ছাপা ছিল তা কেটে ফেলা হ'ল। এই টিকিট দু' রকম টাইপে ছাপা হ'য়েছিল। একটার পোস্টেজ ছাপা একটু বড় ও আরেকটার একটু ছোট। এগুলি দু'আনা টিকিটের বদলে ডাক মাশুল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। একটির ছাপের মাপ তিন মিলিমিটার এবং অন্যটির দুই। তিন মিলিমিটার মাপের যে টিকিটগুলি ছাপা হ'য়েছিল তার মধ্যে কিছু টিকিট ছাপ্‌তে গিয়ে উল্টো ছাপা হ'য়েছিল।

১৮৬৬ সালে আট আনা দামের টিকিটটির ডিজাইনও বদলে ফেলা হ'ল বটে, কিন্তু ১৮৮৮ সালেব জানুয়ারী মাসের আগে এই টিকিটটির ব্যবহার হয়নি। এই নতুন ডিজাইনে "মহারাণীর মুকুট" সম্পূর্ণ বদলে যায় এবং টিকিটের অক্ষরগুলিও আগের চেয়ে কিছু মোটা ছিল।

১৮৬৬ সালে চার আনা দামের সবুজ টিকিটটি সম্পূর্ণ নূতন ডিজাইনে ছাপা হয় এবং ১৮৭৭ সালে এই টিকিটটি রিটাচ করতে গিয়ে দু'রকম টিকিটের সৃষ্টি হয়। যেমন, দু'টি টিকিটের মধ্যে রাণীর মুখ বদলে যায়।

দু'পয়সার টিকিটটিও 'রিটাচ' করতে গিয়ে কিছু অদল-বদল হয়ে যায়। যেমন, রাণীর মুখের ফাঁক বেড়ে গেল আর, নাকটি খুব ধারাল হ'ল।

১৮৬৬ সাল থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যে এই ইস্ট ইণ্ডিয়া পোস্টেজ-এ আরও পাঁচটি নতুন টিকিট বের হয়। যথা, ন' পাই, ছ'আনা, ছ'আনা আট পাই, বার আনা ও এক টাকা—এই পাঁচটি টিকিটের মধ্যে ১৮৬৭ সালের মে মাসে প্রথম ছ' আনা আট পাই টিকিটটি বের হয়; কিন্তু ১৮৭৪ সালের ১লা এপ্রিল এই টিকিটটি বন্ধ হয়ে যায়। কারণ, বিলেতের যে ডাক মারসিলিস হয়ে যেত সেটা বন্ধ হয়ে গেল। কাজেই ১৩,৪৬৪ সিট বাড়তি টিকিট নষ্ট করে ফেলা হ'ল। এই টিকিটটিও কিছু নিশ্ছিদ্র হয়েছিল।

১৮৭৪ সালের ১৮ই জুলাই ন' পাইয়ের টিকিটটি বের হয়। এই টিকিটের মধ্যে দু'টি রং দেখতে পাওয়া যায়। সেটি হচ্ছে উজ্জ্বল 'মভ্‌' ও হাল্‌কা 'মভ্‌'। কিন্তু একটা মজার কথা হচ্ছে এই যে, এই টিকিটটি আস্‌তে দেরী হওয়ায় পোস্টমাস্টারদের আদেশ দেওয়া হ'ল যে, আট পাইয়ের টিকিটটি ন' পাই হিসাবে বিক্রি করা

হোক্। এই কারণে খুব সম্ভব আট পাইয়ের টিকিটের উপর "NINE" কিম্বা "NINE PIES" ছাপা কিছু টিকিট দেখতে পাওয়া যায়।

১৮৭৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বর এক টাকার টিকিট বের হয়। এটা ছিল স্লেট কালার, অর্থাৎ কালো রঙের।

১৮৭৬ সালের ১৯শে আগস্ট ছ' আনা দামের টিকিট বের হয়। এর মধ্যেও দু'টি রং দেখা যায়, অর্থাৎ অলিভ বিস্টার (Olive Bistre) ও হাল্কা বাদামী। এই টিকিটটি খুব অল্পসংখ্যক ব্যবহৃত হ'য়েছিল।

শেষ টিকিটটি ১৮৭৬ সালের অক্টোবর মাসে বার আনা দামের বের হয় এবং এটি ছিল ভিনিসিয়ান রঙের।

টিকিটের কথা হ'ল, কিন্তু এই সময়ে ডাক পাঠানোর ব্যবস্থা কিভাবে হ'য়েছিল সে কথাও এখানে কিছু বলা দরকার।

আগেই জানিয়েছি, ডাকের মাশুল দূরত্ব হিসাবে দিতে হ'ত। কারণ, এই সময় রাস্তা মোটেই ভাল ছিল না। ভাল রাস্তা ব'লতে গেলে ভারতবর্ষে তখন মাত্র ক'লকাতা থেকে ব্যারাকপুর-- এটুকুই ছিল ভাল রাস্তা। আর একটি রাস্তার কথা বলা যেতে পারে, সেটা তখন গরুর গাড়ীর রাস্তা বই আর কিছু নয়। সেটা হ'চ্ছে ক'লকাতা থেকে বেনারস অর্থাৎ গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড।

১৮৫৪ সালের আগে রাস্তা তৈরীর ভার ছিল মিলিটারী বোর্ডের ওপর। ১৮৫৪ সালের পর পাব্লিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের সৃষ্টি হয় এবং তখন এই রাস্তা তৈরীর ভার পড়ে পি, ডব্লিউ, ডি'র ওপর। তারপর ক্রমশঃ ভাল রাস্তা তৈরী হ'তে থাকে। এ থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে, ডাক চলাচল ব্যবস্থা কত কষ্টকর ছিল। সমস্ত ডাকই ডাকহরকরার দ্বারা পাঠানো হ'ত। তাই ডাক কিছু বেশী হ'য়ে গেলে খরচের অংকও অত্যধিক বেড়ে যেত।

রেলগাড়ীর সৃষ্টি এবং ভাল পাকা রাস্তা হওয়ার ফলে এই রেলগাড়ীর সাহায্যে এবং যেখানে রেলগাড়ী ছিল না অথচ ভাল রাস্তা ছিল সেই সব স্থানে ঘোড়ারগাড়ীর সাহায্যে ডাক এবং যাত্রী যাতায়াত ক'রত। এই সব কারণে ডাক বিভাগে দূরত্ব হিসাবে চিঠি পাঠাবার আর কোনও প্রয়োজন রইল না।

এই ডাক বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা ছিল রেলওয়ে মেইল সার্ভিস। একে বলা হ'ত ট্রাভ্লিং পোস্ট অফিস বা ভ্রাম্যমাণ পোস্টঅফিস।

১৮৬৩ সালের পূর্বে যে ব্যাগগুলি ওজনে কম থাক্‌তো সেগুলি গার্ডের ভ্যান মারফৎ পাঠান হ'ত। আর যদি ব্যাগগুলি বেশ ভারী হ'ত তখন একটি আলাদা কামরায় পাঠানো হ'ত। কিন্তু এর দায়িত্ব থাক্‌তো ঐ মেইলগার্ড-এর উপর। এই সময়ে রেলের মধ্যে চিঠি বাছাইয়ের কোন বন্দোবস্ত ছিল না। এজন্য প্রতি ডাক-ঘরকে প্রতি ডাকঘরের জন্য আলাদা করে মোড়ক বা ব্যাগ তৈরী করতে হ'ত এবং প্রতি স্টেশনে মেইলগার্ডকে এই প্যাকেটগুলি নামিয়ে দিতে হ'ত এবং গ্রহণ করতেও হ'ত।

কিছুদিনের মধ্যেই এইরূপ ডাকের প্যাকেট এত বেড়ে গেল যে, মেইল গার্ড-এর পক্ষে এই ডাক নামানো-উঠানোর বন্দোবস্ত করা খুব কঠিন হয়ে উঠলো। বিশেষতঃ ক'লকাতা থেকে নর্থ-ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ায় যে ডাক পাঠানো হ'ত সেগুলি এলাহাবাদ, কাণপুর এবং বেনারস-এ আট কে থাক্‌তো। এইসব জায়গায় ডাক বাছাই ক'রতে খুব দেরী হয়ে যেত, কিন্তু কোনও উপায় ছিল না। কারণ, তা না হ'লে গন্তব্য স্থানে সোজা ডাক পাঠানো সম্ভব হ'ত না।

এই অসুবিধার সৃষ্টি হওয়ায় ১৮৬০ সালে ডাক বিভাগের ডাইরেক্টর জেনারেল মিঃ রিডেল (Mr. Riddell) ভারত সরকারের কাছে প্রস্তাব করলেন যে, ক'লকাতা থেকে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত ভ্রাম্যমাণ পোস্টঅফিস (ট্র্যাভলিং পোস্টঅফিস) করা হোক্‌। কিন্তু ভারত সরকাব এটাতে রাজী হ'লেন না। যাই হোক্‌, ১৮৬৩ সালে রেলের মধ্যে ডাক বাছাই করার ব্যবস্থা চালু হ'ল। এটা হ'ল গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়েতে এলাহাবাদ থেকে কাণপুরের মধ্যে। এইভাবে আস্তে আস্তে যেমন যেমন রেলের প্রসার হ'তে লাগলো ডাক বিভাগও তেমনি সুবন্দোবস্ত কবতে লাগলেন।

১৮৪৯ সালে ডাক বিভাগের সঙ্গে রেলেব একটি চুক্তি হয়। এই চুক্তিতে বলা হয় যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়েকে সরকারী ডাক, সাধারণ ডাক এবং ডাক বিভাগের কর্মচারীদের বিনা মাশুলে যেতে দিতে হবে। ঠিক এই রকম চুক্তি জি, আই, পি, রেলওয়ের সঙ্গেও করা হয়। এই চুক্তি নিয়ে শেষ পর্যন্ত রেল কোম্পানীর সঙ্গে ডাক বিভাগের অত্যন্ত মন কষাকষির সৃষ্টি হয়। এই মনোমালিন্যের ফল শেষ পর্যন্ত এমন দাঁড়ায় যে, রেল বিভাগ ডাক বিভাগকে কটু ভাষায় দোষারোপ করতে লাগলেন। এমন কি, ডাক বিভাগের কর্মচারীদের চোর-জোচ্চোর বলতেও ছাড়লেন না।

ডাক টিকিটের কথার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের সংবাদ আদান-প্রদানের আর একটি ব্যবস্থা, অর্থাৎ টেলিগ্রাফ কিভাবে আরম্ভ হয়েছিল আর তার দ্বারা আমরা কতটা উপকৃত হয়েছি সে প্রসঙ্গেও কিছু বলা দরকার।

লোকে এক সময় ভাবতে শুরু করল, চিঠিপত্রে সংবাদ পাঠাতে কতই না দেরী হয়। এমন কোন উপায় বার করা যায় না কি, যাতে করে এই সংবাদ পাঠাবার সময়কে সংক্ষিপ্ত করা সম্ভব? এই চিন্তাধারা নিয়ে ১৮৩৭—৩৯ সালে ডাঃ উইলিয়াম ব্রুক ও'শাংগনেসি নামে একজন মনীষী (জাতিতে আইরিশ ও মেডিক্যাল কলেজের কেমিস্ট্রীর অধ্যাপক ছিলেন) গবেষণা শুরু করলেন, ইলেকট্রিক তারের দ্বারা সংবাদ পাঠানো নিয়ে। ১৮৩৯ সালে ইনি ক'লকাতা থেকে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত ২১ মাইল রাস্তায় ইলেকট্রিক তার স্থাপন করে সংবাদ আদান-প্রদানের পরীক্ষায় কৃতকার্য হন।

এই সময় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণ অদল-বদল হয়ে যায়। যে শিখ ও মারাঠারা ইংরেজকে মেনে নিতে পারছিল না এবং তাদের বাধা সৃষ্টি করছিল, শেষ পর্যন্ত তাদেরও পরাজয় ঘটল। ভারতবর্ষে যখন টেলিগ্রাফের পরীক্ষা চলছিল, সেই সময় ওয়াশিংটন-এ শ্যামুয়েল্ল এফ বি মর্স নামে আর একজন মনীষী ওয়াশিংটন থেকে বালটিমোর পর্যন্ত চল্লিশ মাইল টেলিগ্রাফের লাইন স্থাপন করেন। যদিও এগার বছর আগে এই পরীক্ষার কাজ শেষ হ'য়ে যায়, তবুও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বোর্ড অফ ডিরেক্টরস্ এগার বছর পরে অর্থাৎ ১৮৫০ সালে ক'লকাতা থেকে ডায়মণ্ড-হারবার পর্যন্ত টেলিগ্রাফের লাইন খোলবার অনুমতি দিলেন। কাজ শুরু হয় ১৮৫০ সালের ৫ই নভেম্বর, আর শেষ হয় পরের বছরের অক্টোবরে।

খুবই আনন্দের কথা যে, ডাক টিকিটের ডিজাইনের ভার যেমন বাংলাদেশের শিল্পী নমীরুদ্দিনের উপর দেওয়া হয়েছিল, সেই রকম প্রথম টেলিগ্রাফ পাঠাবার ভারও পড়েছিল একজন বাঙালী ভদ্রলোকের ওপর। তাঁর নাম শিবচন্দ্র নন্দী (পরে ইনি রায় বাহাদুর খেতাব পেয়েছিলেন)। নন্দী মহাশয়কে ভার দেওয়া হয়েছিল ডায়মণ্ডহারবার থেকে ক'লকাতায় প্রথম টেলিগ্রাফের সংকেত দ্বারা সংবাদ পাঠাবার। পরে গুরুত্বপূর্ণ টেলিগ্রাফের

লাইনসমূহ স্থাপনের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত হয়েছিলেন তিনি। ক'লকাতার বড়বাজারের কাছে তাঁর নামে একটি রাস্তা আছে। বিগত দিনের এই কর্মী মানুষটির নাম স্মরণেই সেই রাস্তার নামকরণ করা হয় শিবু নন্দী লেন।



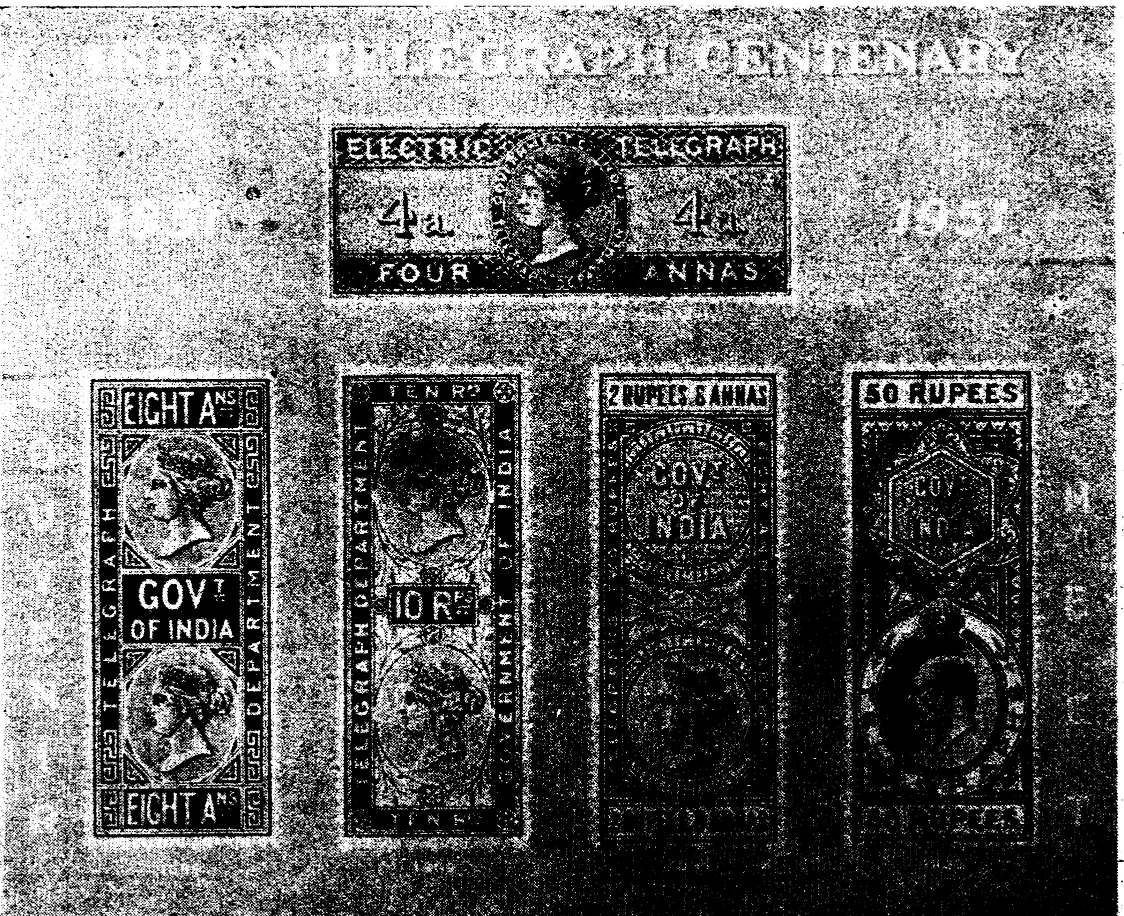
রায়বাহাদুর শিবচন্দ্র নন্দী

১৮৫১ সালে সরকার সাধারণ লোককে টেলিগ্রাফে সংবাদ পাঠাবার অনুমতি দিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস্ পরে ক'লকাতার সঙ্গে আগ্রা, বোম্বে, পেশোয়ার ও মাদ্রাজের টেলিগ্রাফ সংযোগ ব্যবস্থার অনুমতিও দিলেন।

ডাঃ ও'শাংগনেসিকে প্রথমে ভারতীয় টেলিগ্রাফের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত করা হ'ল। ১৮৫৭ সালে প্রথম ডাইরেক্টর জেনারেল অফ টেলিগ্রাফস-এর পদ সৃষ্টি হয়। সে পদমর্যাদাও ডাঃ ও'শাংগনেসিই প্রথম পেলেন।

টেলিগ্রাফের ইতিহাস লেখার প্রয়োজনটুকু পরের প্রসঙ্গে সুপরিস্ফুট হবে। এই ভারতীয় টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেণ্টের দ্বারা কি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সংঘটিত হ'য়েছিল সেটা আজ প্রায় বিস্ময়ের বস্তু।

অনেকেই জানেন, ১৮৫৭ সাল ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় গুরুত্বপূর্ণ সাল। ১৮৫৭ সালের ১১ই মে সকালবেলা ইংরেজ শাসনাধীন ভারতকে পুনরায় স্বাধীন করবার জন্য সিপাহী



১৮৬০ সাল থেকে ১৯০৬ সালের মধ্যে ইলেকট্রিক এবং অন্যান্য টেলিগ্রাফের জন্য যে টিকিটগ্ুলি বের হয়েছিল তার কয়েকটি প্রতিচ্ছবি। ভারতীয় পোষ্টাল এন্ড টেলিগ্রাফ-এর শতবার্ষিকী উপলক্ষে এগ্ুলি প্রদর্শিত হয়।

বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। এই সিপাহী বিদ্রোহের সংবাদ মিঃ ব্রিয়েণ্ডিশ এবং মিঃ পিলকিংটন নামে দু'জন যুবক সিগনালার দিল্লী অফিস থেকে পঞ্জাবের প্রধান প্রধান জায়গায় টেলিগ্রাফের দ্বারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জানিয়ে দেয় যে, মিরাটের বিদ্রোহীরা যমুনার সেতু পার হয়ে দিল্লীর বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য প্রবেশ করেছে।

বিদ্রোহীরা যখন মীরাট থেকে বের হয়ে প্রতি ক্যান্টন্‌-মেণ্টে ঢুকে ইংরাজদের হত্যা করছিল সেই সময় দিল্লী টেলিগ্রাফ অফিস থেকে একজন বালক কর্মচারী সাহস করে 'জুডিসিয়াল কমিশনার' মিঃ মণ্টেগুমারীকে টেলিগ্রাফের দ্বারা সেই সংবাদ জ্ঞাপন করে।

১৮৫৭—৫৮ সাল পর্যন্ত টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেণ্টের যে সাধারণ রিপোর্ট বেরিয়েছে তার মধ্যে টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেণ্টের ডাইরেক্টর জেনারেল এক জায়গায় লিখেছেন ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ ভারতবর্ষকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেণ্ট সিপাহী বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য কতটা কাজে এসেছিল তা এ থেকেই বোঝা যায়।

টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেণ্ট প্রথমে আলাদাভাবে কাজ করছিল। ডাক বিভাগের সঙ্গে এদের সম্বন্ধ একেবারে আলাদা ছিল। টেলিগ্রাফ টিকিট বার হওয়ার আগে ডাক টিকিটের মতই টেলিগ্রাফের মাশুলও নগদ দিতে হ'ত। ১৮৫৫—৫৯ সাল পর্যন্ত টেলিগ্রাফের মাশুল হিসাবে 'ফিসক্যাল' টিকিট ব্যবহার করা হ'ত।

১৮৬০ সালে প্রথম তিনখানা টেলিগ্রাফের টিকিট বিলাত থেকে এলো। এগুলি ছেপেছিলেন মেসার্স ডি-লা-রু অ্যাণ্ড কোং: আর এর দাম ছিল যথাক্রমে ৪ আনা, ১৲ ও ৪৲ টাকা। যে সব জায়গায় টেলিগ্রাফ অফিস ছিল না, সে সব জায়গায় ডাকের মারফৎ টেলিগ্রাফ পাঠানোর দরুন দু-আনা করে বেশী দিতে হ'ত। তা ছাড়া, এই টিকিট দু'ভাগে ভাগ করে এক ভাগ টেলিগ্রাফ ফর্মের উপর লাগিয়ে দেওয়া হ'ত আর এক ভাগ যে টেলিগ্রাফ পাঠাতো তাকে দেওয়া হ'ত রসিদ হিসাবে।

১৮৬৭ সালে বিলাত থেকে নতুন ডিজাইনের টিকিট ভারতবর্ষে এলো। এই টিকিটগুলি 'Double Headed' নামে খ্যাত। টিকিটগুলির দাম ছিল যথাক্রমে ৪ আনা, ৮ আনা, ১৲ টাকা, ২ টাকা ৮ আনা, ৫৲ টাকা, ১০৲ টাকা, ১৫৲ টাকা, ২৫৲ টাকা ও ৫০৲

টাকা। এই টিকিটগুলি অবশ্য ১৮৬৯ সালের আগে ব্যবহার করা হয়নি এবং পরে প্রায় ২৫ বছর ধরে এগুলি ব্যবহার করা হয়।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার টেলিগ্রাফ টিকিটের পরে অষ্টম এডওয়ার্ড রাজা হওয়ায় অষ্টম এডওয়ার্ডের মূর্তি ছাপা টেলিগ্রাফ টিকিট ব্যবহৃত হয়। মূল্য কিন্তু পূর্বের মত একই ছিল। শুধু ২ টাকা ৮ আনা দামের টিকিটটি বন্ধ হয়ে যায়।



টেলিগ্রাফেব শতবর্ষ পূর্ণ হওযায ভাবত সবকাব এই সংস্থাটিব স্মবণার্থে যে দুটি টিকিট বেব কবেন (১৮৫১—১৯৫১) এটি তাব অন্যতম।

১৯১৩ সালের পরে টেলিগ্রাফ টিকিটের ব্যবহারও বন্ধ হয়ে যায়। তার বদলে ডাক টিকিটের ব্যবহার শুরু হয়।

টেলিগ্রাফের শতবর্ষ পূর্ণ হওয়ায় ভারত সরকার এই সংস্থাটির স্মরণার্থে দু'টি টিকিট বের করেন (১৮৫১—১৯৫১)। এ দু'টির দাম যথাক্রমে দু' আনা ও বারো আনা।

ডাক বিভাগও সিপাহী বিদ্রোহীদের দমনে কতটা সহায়তা করেছিল সে কথাও কিছু বলবো। সেই সময় ডাক বিভাগ সবে গড়ে উঠছিল এবং তাদের অনেক বাধা-বিঘ্নের মধ্যে কাজ করতে হচ্ছিল। এতে তাদের বিপদও কিছু কম ছিল না।

তখন ভারতবর্ষের ইংরাজ সৈন্যদল ছিল খুব দুর্বল। এ ছাড়া ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট আর ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টও খুব দুর্বল ছিল। সেই জন্য কর্তারা ডাক বিভাগের সাহায্য নিতে একটুও কার্পণ্য করেননি। জানা যায় যে, এই বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেসব সহরে বিপর্যয় শুরু হয়েছিল, সেখানকার পোস্ট মাস্টাররা কর্তাদের এই বিদ্রোহের সংবাদ জানিয়ে দিয়েছিলেন—বিশেষতঃ যেসব জায়গায় টেলিগ্রাফ লাইন বিদ্রোহীরা কেটে ফেলেছিল বা যেসব জায়গায় টেলিগ্রাফ লাইন ছিল না। অবশ্য ততদিনই সেটা সম্ভব হয়েছিল যতদিন পর্যন্ত ডাক বিভাগের যাতায়াতের পথ খোলা ছিল।

বিদ্রোহীরা বহু জায়গায় ইংরাজ, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও ভারতীয়দের হত্যা করে এবং ডাকঘরগুলি লুঠপাট করে নেয়। যে

সব রাস্তা দিয়ে ডাক যাতায়াত ক'রত সেগুলিও বন্ধ করে দেয় তারা।

আপনারা আগেই জেনেছেন, সেই সময় ভারতবর্ষের রাস্তাঘাট ভাল ছিল না এবং যাতায়াতেরও বিশেষ ব্যবস্থা কিছু ছিল না। সেই জন্য, ডাক বিভাগের যে ঘোড়ার ডাক ও গরুর গাড়ীর ট্রেণ ছিল, তারই সাহায্যে কর্তারা এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় সৈন্যদল পাঠাবার সুযোগ পান।

বিদ্রোহ প্রথম আরম্ভ হয় মীরাটে ১৮৫৭ সালেব ১০ই মে।

১৮৫৭ সালের ১৮ই মে থেকে সমস্ত চিঠিপত্র ও টেলিগ্রাফ ক'লকাতায় ডাইরেক্টাব জেনারেলের খাস দপ্তরে সংগৃহীত হ'তে লাগলো। এলাহাবাদ, বেনারস, আম্বালা ও ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান থেকে সমস্ত চিঠিপত্র ও টেলিগ্রাফ ক'লকাতায় আসতে লাগলো। কারণ, ইতিমধ্যে বহু স্থান বিদ্রোহীবা দখল করে ফেলেছিল। বিদ্রোহীরা সীতাপুব, ইন্দোর, হীরাপুর, কাণপুর, সাহাজাদপুব, দ্রায়াবাদ, সাউগড়, শিগোম্বী, হামীরপুর, জৌনপুব, আজিমগড় এবং এ ছাড়া আবও অনেক জায়গার পোস্ট অফিসগুলি নষ্ট করে দিয়েছিল।

১৮৫৭ সালেব ১৫ই মে নর্থ ওয়েস্ট প্রভিন্সের পোস্ট মাস্টার জেনাবেল তাঁর অধীনস্থ পোস্ট মাস্টারদেব গরুব গাড়ী সংগ্রহ কবতে নির্দেশ দিলেন, যাতে ক'রে এক দেশ থেকে অপর দেশে সৈন্য পাঠানো সম্ভব হ'তে পারে।

১৮৫৭ সালের ২৬শে মে বেনারসেব পোস্ট মাস্টার ডাইরেক্টার জেনারেলকে জানালেন, সৈন্য প্রেরণের জন্য ঘোড়া পাঠাবার ব্যবস্থা যেন তিনি করেন। এই সময় ডাইরেক্টর জেনারেল ছিলেন মিঃ বিডল, তখন তিনি শেবঘাঁটিতে তাঁবু কবে বাস কবছিলেন। তিনি ১৮৫৭ সালের ৩০শে মে ভারত সরকারকে জানালেন যে, বাণীগঞ্জ থেকে বেনাবস পর্যন্ত গরুব গাড়ীর দ্বারা বিনা বাধায় তিনি একশোজন লোকের যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে পেবেছেন। আরও জানালেন যে ছাপ্পান্ন জোড়া ষাঁড় এক এক স্থান থেকে অপর স্থানে বদল ক'রে শেবঘাঁটি ও বেনারসেব মধ্যে যাবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে।

নর্থ ওয়েস্ট প্রভিন্স ও অযোধ্যাকে এই বিদ্রোহের ঝাঁজ সব চাইতে বেশী ভোগ করতে হয়েছিল। এই সব জায়গায় প্রায় সমস্ত পোস্ট অফিস ও ডাক চলাচলের পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

যেমন যেমন ইংবাজেরা বিদ্রোহ দমন করতে পেরেছিলেন

তেমন তেমন আবার পোস্ট অফিসগুলিও খোলা হ'তে লাগলো। এই সময় অযোধ্যা ও বুন্দেলখণ্ডের পোস্ট অফিসগুলি প্রায় এক বছরের ওপর বন্ধ ছিল।

সিপাহী বিদ্রোহের সময়ের একটি ছোট্ট মজাব গল্প বলি— কি ক'রে একটা সামান্য ডাকটিকিট একটা সৈন্যদলকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। গল্পটি এই ঃ

বিদ্রোহ যখন চরমে ওঠে, সেই সময় কয়েকজন ইংরাজ সৈন্য কোনও এক জায়গায় লুকিয়ে থাকে। তারা তিল তিল করে ভাবছে যে, যে কোনও সময় বিদ্রোহীরা এসে তাদের হত্যা করবে এবং অন্য-দিকে ভাবছে কি উপায়ে তাদের দলকে সংবাদ পাঠানো যায়, যারা এসে উদ্ধার করবে। বিদ্রোহীরা তাদের ঘিরে রয়েছে। সংবাদ পাঠাবারও কোনও উপায় নেই। এমন সময় তাদের মধ্যে একজনের কাছে চারটি চার আনা দামের টিকিটের ব্লক অর্থাৎ চারখানি টিকিট ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই সৈনিকটি এই টিকিটের ব্লকের পেছনে সাংকেতিক চিহ্ন এঁকে একজন ভারতীয় বিশ্বস্ত আর্দালীর দ্বারা অপর তাঁবুতে সেগুলো পাঠাতে সক্ষম হয়। বিদ্রোহীরা এই দেশীয় লোকটিকে মোটেই সন্দেহ করেনি, কারণ তার কাছে কিছুই পাওয়া যায়নি। এই টিকিট অপর তাঁবুতে এসে পৌঁছতে তাঁরা ঐ সাংকেতিক চিহ্ন দেখতে পেয়ে এই দলটিকে উদ্ধার করে। চিঠি লেখবার জন্য যদি এই টিকিটগুলি না থাকতো তা'হলে কে জানে, এই সৈন্য দলটির ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কিম্বা বিদ্রোহীদের অস্ত্রের আঘাতে মৃত্যু হ'ত কিনা।

ডাকঘর মারফৎ টাকা-কড়ি পাঠানো

টেলিগ্রাফে সংবাদ আদান-প্রদানের কথা কিছু বলেছি। এবার ডাকঘর মারফৎ টাকা-কড়ি পাঠাবার যে ব্যবস্থা হয়েছিল সে প্রসঙ্গে বল্‌বো।

ডাকের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ডাক বিভাগের কর্তারা দেখলেন, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় টাকাকড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা তেমন নেই। আর যা ছিল, সেও তেমন সুবিধাজনক নয়।

১৮৮০ সালের আগে সরকার তাঁদের ট্রেজারী মারফৎ টাকাকড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই ব্যবস্থাকে বলা হ'ত হুণ্ডি প্রথা বা "বিল অব এক্সচেঞ্জ।" এই হুণ্ডি এক বছর পর্যন্ত ভাঙ্গানো যেতে পারতো। আর, এক ট্রেজারী থেকে অপর ট্রেজারীর ওপর টাকাকড়ি দেওয়ার ক্ষমতা ছিল এই হুন্ডির।

ভারতবর্ষে তখন এ কাজের জন্য আপিস ছিল মাত্র দু'শো তিরাশিটি। ফলে, এই ব্যবস্থা বেশী দিন সচল রইল না এবং শেষ পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে হ'ল।

১৮৭৮ সালে ডাক বিভাগের ডাইরেক্টার জেনারেল ছিলেন মিঃ মনটিথ্ (Mr. Monteath)। তিনি সরকারের কাছে ডাকঘর মারফৎ টাকাকড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করাব প্রস্তাব করলেন। ১৮৭৯ সালের ২৭শে নভেম্বর সরকার তাঁর প্রস্তাব সমর্থন করেন, যদিও কম্পট্রোলার জেনাবেল এ সম্বন্ধে আপত্তি করেছিলেন। এই সময়েই মণি অর্ডারের সৃষ্টি হয়। তখন পাঁচশোটি ডাকঘরের মারফৎ তিনি টাকাকড়ি আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন। প্রথম মণি অর্ডার চালু করা হয় ১৮৮০ সালের ১লা জানুয়ারী।

এখন যেমন মণি অর্ডার পাঠাবার জন্য খরচা (Commission) নগদ দেওয়া হয়, তখন কিন্তু সে রকম ছিল না। এই সময় মণি অর্ডার ফর্ম-এর পেছনে সেই দামের ডাক টিকিট লাগিয়ে দিতে হ'ত। তখনকার মণি অর্ডারের হার ছিল ঃ—

১০৲ টাকা পর্যন্ত			✓০
১১৲ টাকা থেকে	২৫৲	পর্যন্ত	।০
২৬৲	" ৫০৲	"	।।০
৫১৲	" ৭৫৲	"	।৵০
৭৬৲	" ১০০৲	"	১৲
১০১৲	" ১২৫৲	"	১।০
১২৬৲	" ১৫০৲	"	১।।০

১৫০৲ টাকার ওপর মণি অর্ডার পাঠানো যেত না। বাইরেও অনেক দেশে মণি অর্ডার পাঠানার ব্যবস্থা ছিল এই সময়। যেমন যুক্তরাজ্য, কানাডা, জার্মাণী, বেলজিয়াম, লাক্‌সেমবার্গ, হেলীগোল্যান্ড, নেদারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক ও ইতালী। এই সব দেশগুলিতে ১০ পাউন্ড পর্যন্ত পাঠানো যেত। তাদের মাশুলের হার ছিল ঃ—

২ পাউন্ড পর্যন্ত		।।০
৩ "	থেকে ৫ পাউন্ড পর্যন্ত	১৲
৬ "	" ৭ পাউন্ড পর্যন্ত	১।।০
৮ "	" ১০ পাউন্ড পর্যন্ত	২৲

শুধু মাত্র কানাডার হার ছিল পৃথক। কানাডায় পাঠাতে হ'লে এই হারের দ্বিগুণ লাগতো।

টেলিগ্রাফ মণি অর্ডার

১৮৮৪ সালে টেলিগ্রাফ মণি অর্ডারের সৃষ্টি হয়। মণি অর্ডারের হার ছাড়া টেলিগ্রামের জন্য দু' টাকা করে বেশী দিতে হ'ত এই নতুন ব্যবস্থায় টাকা পাঠাতে হ'লে। এই কমিশন বা মাশুলের হার এত বেশী ছিল যে, সরকার দেখলেন, ছ'শো টাকা পর্যন্ত টেলিগ্রাম মণি অর্ডারে নিরাপদে পাঠানো যায়। কিন্তু এতে একটু গোলমালের সৃষ্টি হ'ল। কারণ সাধারণ মণি অর্ডারে মাত্র দেড়শো টাকা পাঠানো যেত, আর টেলিগ্রাম মণি অর্ডারে পাঠানো যেত ছ'শো টাকা। তা ছাড়া আইন ছিল যে একই লোককে দিনে চারটের বেশী মণি অর্ডার পাঠানো যাবে না। এর দ্বারা দেখা গেল, সেই আইনের বাধাটি কার্যকরী হচ্ছে না। কারণ টেলিগ্রাম মণি অর্ডারে ছ'শো অথবা তদূর্ধ্বে টাকা পাঠানো যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ১৮৮৯ সালে এই আইন তুলে দেওয়া হ'ল এবং ব্যবস্থা করা হ'ল যে, দেড়শো টাকা থেকে ছ'শো টাকা পর্যন্ত মণি অর্ডারে পাঠানো এবং একই লোককে যতগুলি ইচ্ছা মণি অর্ডার করা চল্‌বে। সঙ্গে সঙ্গে মাশুলের হারও বদলে দেওয়া হ'ল। যেমন--

১০৲ পর্যন্ত . .	৵০ আনা
১০৲ থেকে ২৫৲ পর্যন্ত .	।০ "
প্রতি ২৫৲ অন্তর	।০ "

১৯০২ সালের ১লা এপ্রিলে সকল দিক থেকে সরকারের উপর চাপ পড়ল যে, পাঁচ টাকা পর্যন্ত মণি অর্ডারের মাশুলের হার কমিয়ে দেওয়া হোক্। কর্তৃপক্ষ সেই জন্য পাঁচ টাকা পর্যন্ত মণি অর্ডারের মাশুল এক আনা করে দিলেন।

পোষ্টাল সেভিংস ব্যাংক

এই সময় আমাদের দেশে নিরাপদে টাকাকড়ি জমাবার মত ব্যাংক জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। দেশের লোকও এই সময় খুব গরীব ছিল। আর টাকা রাখার সুবিধা না থাকায় যা কিছু জমাতো সেটা নগদ নিজের ঘরে রেখে দিত। ফলে, সেই সময় চোর ডাকাতের প্রাদুর্ভাবও বেশী ছিল। এই সব দুষ্ট লোকেরা যদি জানতে পারতো কারও ঘরে কিছু সঞ্চিত আছে, তবে তা লুঠপাট করে নিত।

ঠিক এই সময় ভারত সরকার সেভিংস ব্যাঙ্কের প্রবর্তন করেন। তিনটি প্রেসিডেন্সী টাউন অর্থাৎ ক'লকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বে-তে এই সেভিংস ব্যাঙ্কের কাজ আরম্ভ হ'ল। ক'লকাতায়

১৮৩৩ সালে, মাদ্রাজে ১৮৩৪ সালে ও বোম্বেতে ১৮৩৫ সালে।

দেশী-বিদেশী সকল লোকই এই ব্যাংকে টাকা জমা রাখতে পারতো। এর জন্য সরকার কিছু সুদের ব্যবস্থাও করেছিলেন।

১৮৬৩--৬৫ সাল পর্যন্ত সেভিংস ব্যাংকের ভার প্রেসিডেন্সী ব্যাংকের উপর ন্যস্ত ছিল। এই সেভিংস ব্যাংক চালাবার জন্য প্রতিটি প্রেসিডেন্সী ব্যাংক নিজ নিজ আইন প্রবর্তন করেন। সর্বপ্রথম পাঁচশো টাকা পর্যন্ত জমা রাখা যেত এই সেভিংস ব্যাংকে। পাঁচশো টাকা পেঁছে গেলেই এই টাকাটা সরকারী লোনে প্রবর্তন করা হ'ত। তারপর তিন হাজার টাকা পর্যন্ত জমা রাখার কিস্তি বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল এবং এর জন্য শতকরা চার টাকা হিসাবে সুদেরও ব্যবস্থা করা হ'ল।

কিন্তু পরে দেখা গেল, অনেকে পুরো টাকাটা একসঙ্গে জমা দিতে লাগলেন। কাজেই আইন প্রবর্তন করা হ'ল, একজনের নামে বছরে পাঁচশো টাকার বেশী জমা দেওয়া চলবে না।

১৮৭০ সালে ভারতবর্ষের সর্বত্র (ক'লকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বে প্রেসিডেন্সী ছাড়া) ডিস্ট্রিক্ট সেভিংস ব্যাংক খোলা হ'ল এবং ধার্য করা হ'ল যে, বছরে মোট তিন হাজার টাকা পর্যন্ত জমা রাখা যাবে। এর জন্য সুদ ধার্য করা হ'ল শতকরা তিন টাকা বার আনা হিসাবে।

১৮৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ডিস্ট্রিক্ট ও অন্যান্য সেভিংস ব্যাংকের জন্য আবার আইন প্রবর্তন করা হ'ল। তাতে মোট জমার পরিমাণ ধার্য হ'ল পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত, আর সুদ স্থির হ'ল, ৪৵৮ পাই। কারণ, ঠিক এই সময় সাধারণ ব্যাংকের সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছিল। তা ছাড়া বেশী সুদের আকর্ষণে অন্য ব্যাংকে যাতে লোক না যায় সেই জন্যই এ ভাবে সুদের হার বাড়ানো হয়েছিল।

১৮৮০ সালে পুনরায় মোট জমার টাকাটা তিন হাজার ক'রে দেওয়া হয় আর সুদের হারও করা হয় শতকরা তিন টাকা বার আনা হিসাবে।

ঠিক এই সময় ইংলণ্ডে যেমন পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংক ছিল, ভারতবর্ষেও সেইরূপ পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংক খোলার প্রস্তাব করা হয়। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কম্পট্রোলার জেনারেল বিশেষভাবে আপত্তি তোলেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৮৮১ সালে ভারতবর্ষের সব জায়গায় পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংক খোলা হ'ল। খোলা হ'ল না শুধু

ক'লকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজ হেড কোয়ার্টার্স স্টেশনগুলিতে। ডাইরেক্টর জেনারেল ইচ্ছা ক'রলে মাদ্রাজে পোস্ট অফিস সেভিংস্ ব্যাংক খুলতে পারবেন বলে ঠিক করে দেওয়া হ'ল, কিন্তু সেটা হেড কোয়ার্টার্সের পাঁচ মাইলের বাইরে হওয়া চাই। এর ফলে ভারতবর্ষে ১৯৭টির জায়গায় ৪২৪৩টি সেভিংস ব্যাংক খোলা হ'ল। তখন স্থির করা হ'ল যে, আমানতকারীরা চার আনা পর্যন্ত ঐ ব্যাংকে জমা দিতে পারবেন, আর মাসে প্রতি পাঁচ টাকায় তিন পাই ক'রে সুদ পাবেন। আরও স্থির হ'ল যে, এই পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংক-এর মারফৎ আমানতকারীরা গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি কিনতে পারবেন।

প্রথম বছরের শেষে কাজ ক'রে দেখা গেল যে, সমগ্র ভারতবর্ষে ৩৯১২১ জন লোক টাকা জমা দিয়েছিল, আর মোট টাকা জমা পড়েছিল ১৭ লক্ষ ৯৬ হাজার ৭ শত ৯৬ টাকা।

১৮৮৬ সালের ১লা এপ্রিল ডিস্ট্রিক্ট সেভিংস ব্যাংক বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। সেখানকার জমা টাকা পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংকে জমা ক'রে দেওয়া হ'ল। কিন্তু স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট সেভিংস ব্যাংকগুলি ১৮৯৬ সালের ১লা অক্টোবর পর্যন্ত প্রেসিডেন্সী ব্যাংকের হাতে থেকে গেল। এগুলি ক'লকাতা ও মাদ্রাজে ইতিমধ্যেই কাজ করছিল।

১৯০৪ সালে দেখা গেল যে, সরকারের তহবিলে ১১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার ওপর জমা পড়েছে। এতে গভর্ণমেণ্ট অত্যন্ত ভীত হলেন, কারণ তাঁরা ভাবলেন, হঠাৎ যদি আমানতকারীরা তাঁদের টাকা তুলে নেন তাহলে সরকারের খুব বিপদ হবে। এইজন্য সরকার একটি আইন প্রবর্তন করলেন। সকলকে জানিয়ে দিলেন, যাঁরা ৬ মাসের আগে এবং নোটিশ না দিয়ে টাকা তুলবেন না তাঁদের শতকরা ½ টাকা হারে সুদ আরও বেশী দেওয়া হবে। এর দ্বারা দেখা গেল, যাঁরা অল্প টাকা জমা রাখতেন তাঁদের কোনও লাভ হ'ল না। আর যাঁরা বেশী টাকা জমা রাখতেন, তাঁদেরও এই অল্প সুদে ছ' মাস টাকা নিয়ে আট্‌কে থাকাটা মোটেই সুবিধাজনক মনে হ'ল না। তা ছাড়া সরকারের পক্ষেও এর হিসাব নিকাশ রাখতে যে মেহনৎ এবং খরচ হ'ত তাতে তাঁদেরও কোন লাভ হয় না। তাই ১৯০৮ সালে এই আইনটি তুলে দেওয়া হ'ল। যাই হোক্, পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংক সাধারণ লোকের কাছে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

ভারতবর্ষের প্রথম পোস্ট কার্ড

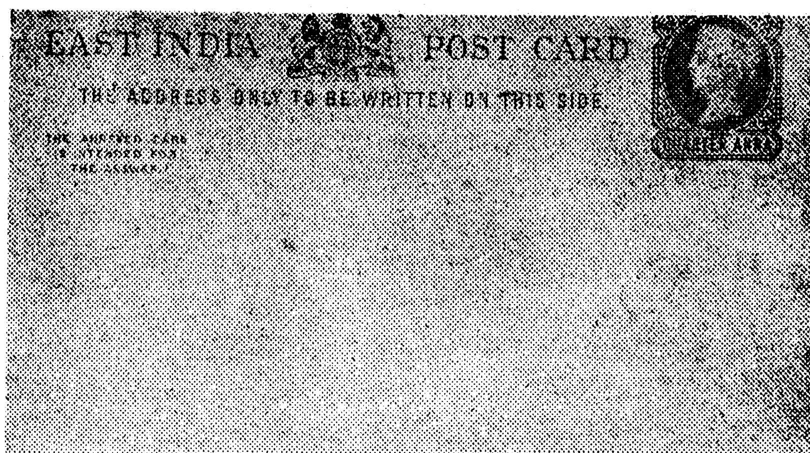
১৮৫৪ সালে প্রথম ডাক টিকিট বের হয় এবং একটি চিঠি পাঠাতে হ'লে দু' পয়সা, এক আনা, দু' আনা বা চার আনা খরচ হ'ত।

সরকার দেখলেন, সাধারণ লোকের পক্ষে আরও কম খরচে সংবাদ পাঠাবার কি ব্যবস্থা করা যায়। তখন তাঁরা ঠিক করলেন যে, যদি এক পয়সা দামের পোস্ট কার্ডের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে সাধারণ লোকের উপকার হবে। এই চিন্তাধারা নিয়ে তাঁরা ভারতবর্ষে প্রথম পোস্ট কার্ড চালু করেন ১৮৭৯ সালে।

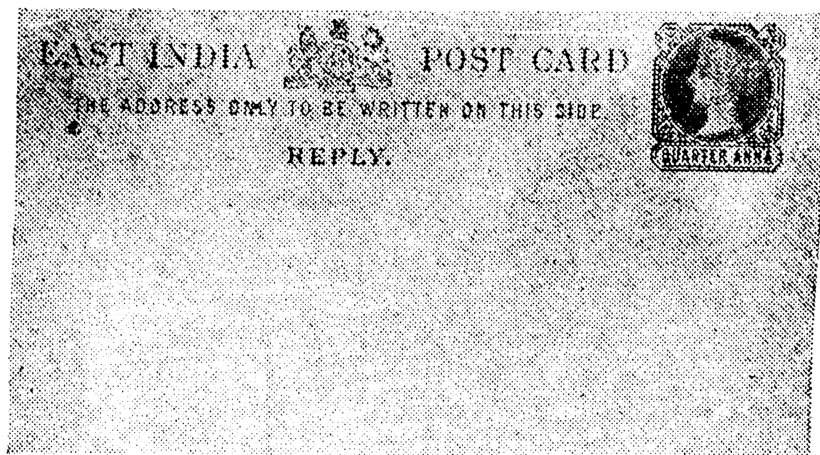
এই প্রথম পোস্ট কার্ড নিয়ে অমৃতবাজার পত্রিকাতে তৎকালীন সম্পাদক মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ এক মন্তব্য প্রকাশ করেন। এই মন্তব্যটি ১৮৭৯ সালের ১৮ই জুলাই তারিখের কাগজে বের হয়। মন্তব্যটি এই ঃ--

"Postal cards are now a rage all over India. There are men who, to make the contents of the cards unintelligible, make them altogether illegible. Some express themselves in hints which are not only unintelligible to the postal clerk and peon, but to the person addressed also. Others have got a notion that all letters, to be sent either through the Post or through private harkaras, must be written on postcards, that being hookum of the Sirkar; and it is not unusual to see a fat and ignorant, though extremely loyal and law-abiding, zemindar sending his letters to his steward written on half a score of postcards, one or two not sufficing to contain his great thoughts. There are others who write their thoughts on postcards and enclose them in an envelop, and attach a half-anna stamp before posting. These men have naturally raised a loud complaint against the unconscionable exactions of Government, and native papers given to writing sedition should not let slip this opportunity of indulging their profitable pastime. But the great difficulty is to teach the people on which side of the card the address is to be written and we think it will be some years before they are enlightened in this respect. But really does it matter much if the address is written on the wrong side? We think that the people of India living under the enlightened rule of the British should have

ভারতবর্ষের প্রথম পোস্ট কার্ডের নমুনা



যাঁকে চিঠি লেখা হ'ত তাঁর ঠিকানা লেখবার দিক



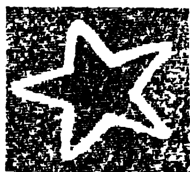
যিনি চিঠি লিখতেন তাঁর ঠিকানা লেখবার দিক

the privilege of writing the address on whichever side they like."

|"ভারতবর্ষের সর্বত্র এখন পোস্ট কার্ড ব্যবহারের একটা হুজুগ পড়ে গেছে। পোস্ট কার্ডের বিষয়বস্তু যাতে অপরের বোধগম্য না হয় সেভাবে লিখতে গিয়ে অনেকে আগাগোড়াই সেটা দুর্বোধ্য করে ফেলছেন। কেউ কেউ আভাষে মনোভাব ব্যক্ত করছেন যার ফলে, শুধু ডাক বিভাগীয় কেরাণী বা পিওনের কাছেই নয়, যাঁকে লেখা হচ্ছে তার কাছেও সেটা দুর্বোধ্য হয়ে পড়ছে। কারো ধারণা, ডাকে বা বেসরকারী হরকরার মারফৎ প্রেরণের যাবতীয় চিঠি পোস্ট কার্ডে লিখতেই হবে বলে সরকারের হুকুম। কাজেই এমনও দেখা যেত, নাদুসনুদুস অজ্ঞ জমিদার--যদিও অপরিসীম রাজভক্ত এবং আইন অনুরক্ত--গুটি দশেক পোস্ট কার্ডে চিঠি লিখছেন তাঁর দেওয়ানের কাছে--দু'টো একটায় তাঁর গুরুগম্ভীর বক্তব্য লিখে শেষ ক'রে ওঠা যাচ্ছে না। কেউ আবার পোস্ট কার্ডে চিঠি লিখে সেটা খামে পুরে পোস্ট করবার আগে তাতে দু'পয়সার স্ট্যাম্প এঁটে দিচ্ছেন। এই পর্যায়ের লোকেরা স্বভাবতঃই সরকারের বিবেচনাশূন্য অন্যায় চাহিদার বিরুদ্ধে সবগরম অভিযোগ তুলছেন, আর যে দিশি কাগজগুলো রাজদ্রোহজনক লেখায় অভ্যস্ত তাঁরা এই লাভজনক কৌতুকে গা ঢেলে দেবার সুযোগ ছাড়ছেন না। কিন্তু বিষম মুশকিল দাঁড়িয়েছে, পোস্ট কার্ডের কোন্ দিকে ঠিকানা লিখতে হবে সেটা লোককে শেখানো এবং আমাদের বিশ্বাস, এ বিষয়ে সঠিক অবহিত হ'তে তাদের বছর কয়েক লাগবে। কিন্তু ভুল দিকে ঠিকানা যদি লেখাই হয়, সত্যিই কি কিছু এসে যায় তাতে? আমাদের তো মনে হয়, বৃটিশের জ্ঞানদীপ্ত শাসনাধীন ভারতবাসীর যে দিকে খুশি সে দিকেই ঠিকানা লেখার সুযোগ-সুবিধে থাকা উচিত।|"

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 'ইণ্ডিয়া পোস্টেজ' ছাপা টিকিট

আমি পূর্বেই বলেছি, মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ১৮৭৭ সালের ১লা জানুয়ারী 'এমপ্রেস অব ইণ্ডিয়া' ব'লে ঘোষণা করা হ'ল। যদিও ১৮৭৭ সালে তাঁকে রাণী ব'লে ঘোষণা করা হয় তথাপি ডাক টিকিটে প্রায় পাঁচ বছর পরে তাঁর চেহারা বদল করা হয়েছিল। ১৮৮২ সালে ডি-লা-রু কোং'র কাছ থেকে নতুন করে টিকিট ছেপে এলো। পূর্বের টিকিটে যে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া পোস্টেজ' লেখা ছিল সেটাকে বদলে 'ইণ্ডিয়া পোস্টেজ' করা হ'ল, আর পূর্বে যে জলছাপ





















মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 'ইণ্ডিয়া পোস্টেজ' ছাপা টিকিট। এই টিকিটগুলিতে পাঁচমুখওয়ালা তারার জল-ছাপ ছিল। শেষেরটি ছ'আনা দামের একটি টিকিটের ডিজাইন। কিন্তু এটা ভিক্টোরিয়ার সময় ব্যবহার করা হয়নি। পরে এই ডিজাইনটি সপ্তম এডওয়ার্ডের টিকিটের সময় ব্যবহার করা হয়।

ছিল হাতীর মাথা তার পরিবর্তে পাঁচমুখওয়ালা তারার জলছাপ দেওয়া হ'ল। তিনটি নতুন টিকিটের সৃষ্টি হ'ল, সেটি হচ্ছে ৬ পয়সা, ৩ আনা এবং ৪ই আনা। এ ছাড়া পূর্বে যে বার আনার টিকিট ছিল তার দাম ঠিকই রইল, শুধু সাদা কাগজের বদলে রংগীন কাগজ ব্যবহার করা হ'ল। এ ছাড়া রঙেরও কিছু তারতম্য হয়েছিল। আধ আনার টিকিটটি 'গ্রীণ' থেকে 'ব্লু-গ্রীণ' করা হ'ল, ন' পাইয়ের টিকিটটি গোড়ায় 'রোজ' কলারে হয়; পরে সেটাকে বদ্‌লে Aniline Carmine করা হয়। ১৮৯৬ সালে এই ন' পাইয়ের টিকিটটি বন্ধ ক'রে দেওয়া হয় কারণ, সৈনিকদের চিঠির মাশুল যেটা ন' পাই ছিল সেটাকে এক আনা করে দেওয়া হয়। প্রথমে এক আনার টিকিটের রং ছিল Brown Purple, পরে তার রং বদ্‌লে Plum করা হ'ল। আর, ছ' পয়সার টিকিট সিপিয়া রঙের হয়েছিল। দু' আনা দামের যে টিকিট ছিল সেটার ভেতরও



মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 'ইণ্ডিয়া পোস্টেজ' ছাপা ছ'পয়সা ও দু টাকার টিকিট

সাড়ে চার আনার ওপর ২ই আনা এবং দু'পয়সার ওপর ¼ ছাপা টিকিট

দু'টো রং ছিল যথা—Deep blue এবং Pale blue. তিন আনা দামের টিকিট প্রথমে Orange Colour-এ হয় এবং শেষে সেটাকে Brown Orange-এ বদ্‌লে দেওয়া হয়। চার আনা দামের টিকিট গোড়ায় Olive-green ও পরে Slate-green হয়। ভারতবর্ষ থেকে ইংলণ্ডের মাসুল সাড়ে চার আনা ধার্য হওয়ায় ৪ই আনার একখানা টিকিটের সৃষ্টি হয় এবং এর রং ছিল Yellow green. ছ' আনা দামের একটি টিকিটের ডিজাইন তৈরী হয়; কিন্তু সেটা ব্যবহার করা হয় নি। পরে এই ডিজাইনটি সপ্তম এডওয়ার্ডের টিকিটের সময় ব্যবহার করা হয়। আট আনা দামের একটি টিকিট হয়েছিল, এটারও দু'টি রং ছিল—একটি Mauve এবং অন্যটি

Dull Mauve; পরে Majenta রঙেও বেরিয়েছিল। বার আনা দামের টিকিটটি রঙগীণ কাগজে ছাপা হয়। টিকিটের রঙ ছিল 'Purple on Red'। এক টাকার টিকিট আগেকার মতনই 'শ্লেট' রঙের ছিল। এই টিকিটটির সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। একটি স্যাকরা এই এক টাকার টিকিটের একটি ছাঁচ তৈরী ক'রে এমন সুন্দর ভাবে টিকিট ছেপেছিল যে, এই জাল টিকিটটি আসল টিকিট যত টাকায় বিক্রী হয়েছিল তার চেয়েও অনেক বেশী টাকায় বিক্রী হয়। এই কারণে ঐ এক টাকার টিকিটটি ১৮৯২ সালে দু' রঙে ছাপা হয়। এটির ভেতরও দু' রকম রং ছিল। একটি Green এবং Rose আর অপরটি ছিল Green এবং Aniline Carmine। ১৮৯১ সালের ১লা জানুয়ারী ভারতবর্ষ থেকে ইংলণ্ডের চিঠির মাশুলের হার কমিয়ে সাড়ে চার আনা থেকে আড়াই আনা করা হয়। কাজে কাজেই, সাড়ে চার আনার যে টিকিট ছিল তার ওপরে ২½ আনা ছেপে ব্যবহার করা হয়। পরে ২½ আনার একটি টিকিট বের হয় এবং তারও দু'টি রং ছিল—একটি Yellow green এবং অপরটি Blue green।

১৮৯৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর দু' টাকা, তিন টাকা এবং পাঁচ টাকার টিকিট প্রথম বের করা হয়। এই টিকিটগুলি দু' রঙে ছাপা হয়। দু' টাকার টিকিটের দু'টি 'শেড' ছিল —Carmine Yellow Brown এবং Carmine Brown। তিন টাকার টিকিট ছিল Brown এবং Green, আর পাঁচ টাকার টিকিট ছিল Ultramarine এবং Violet। এই টিকিটগুলি সাধারণ টিকিটের চেয়ে বেশ বড় ছিল।

১৮৯৮ সালে রেজিস্টার্ড খবরের কাগজের ডাকের হার কমিয়ে দেওয়া হ'ল। দাম ধার্য করা হ'ল ¼ আনা। এই ¼ আনার টিকিটের চাহিদা মেটাবার জন্য সেই সময় যে দু' পয়সার টিকিট ছিল তার ওপর ¼ আনা ছেপে ব্যবহার করা হয়েছিল।

১৮৯৯ সালে এক পয়সার টিকিট বার করা হ'ল। তার রং ছিল Carmine এবং এর ডিজাইনটি দু' টাকার টিকিটের অনুরূপ ছিল বটে, কিন্তু দু' টাকার টিকিটের মত বড় ছিল না—সাধারণ টিকিটের সাইজ ছিল।

১৯০০ সালে পোষ্টাল ইউনিয়ন-এর সদস্যভুক্ত দেশগুলির অনুরূপ পাঁচটি টিকিটের রং বদ্‌লে দেওয়া হ'ল। যথা—

১ পয়সার	টিকিট—	Carmine	থেকে	Grey
২ পয়সার	টিকিট—	Blue Green	থেকে	Yellow-green
১ আনার	টিকিট—	Plum	থেকে	Carmine
২ আনার	টিকিট—	Blue	থেকে	Pale Violet, Mauve
২½ আনার	টিকিট—	Yellow-green	থেকে	Ultramarine

সপ্তম এডওয়ার্ডের টিকিট

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর রাজা হন সপ্তম এডওয়ার্ড। ১৯০২ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে সপ্তম এডওয়ার্ডের ছবি ভারতবর্ষের ডাক টিকিটে ব্যবহার করা হয়েছিল। এইসব টিকিটের রঙ ছিল মহারাণী ভিক্টোরিয়ার টিকিটের অনুরূপ। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সবচেয়ে বেশী দামের টিকিট ছিল পাঁচ টাকার, কিন্তু সপ্তম এডওয়ার্ডের সময় আরও তিনটি বেশী দামের নতুন টিকিট বের হয়। এগুলি ছিল দশ টাকা পনের টাকা ও পঁচিশ টাকা দামের। কম দামের টিকিটের মধ্যে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার টিকিট তৈরী করার জন্য ছ' আনা দামের টিকিটের যে ডিজাইনটি ছিল তা সপ্তম এডওয়ার্ডের ছ' আনা দামের টিকিটে ব্যবহার করা হয়েছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার টিকিটের সঙ্গে সপ্তম এডওয়ার্ডের টিকিটের তফাৎ ছিল এই যে, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার টিকিটে কোন মুকুট (Crown) ছিল না; কিন্তু সপ্তম এডওয়ার্ডের প্রত্যেকটি টিকিট মুকুট-চিহ্নিত ছিল।

১৯০৫ সালে এক পয়সা দামের টিকিট ফুরিয়ে যায়। তাই দু' পয়সা দামের টিকিটের উপর "½" ছেপে ব্যবহার করা হয়েছিল এক পয়সার টিকিট হিসাবে।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমল থেকে ৭ম এডওয়ার্ডের রাজত্ব-কালের ১৯০৬ সাল পর্যন্ত রেভিনিউ'র জন্য আলাদা টিকিট ব্যবহার করা হ'ত। কিন্তু এই সময় থেকে দু' পয়সা ও এক আনা দামের "ইণ্ডিয়া পোস্টেজ এণ্ড রেভিনিউ" লেখা টিকিট বের হয়। এই দু'টি টিকিট ডাকের ও রেভিনিউ'র জন্য ব্যবহার করা হ'ল। তখন থেকে রেভিনিউ টিকিটের প্রচলনও বন্ধ হয়ে গেল।



সপ্তম এডওয়ার্ডের 'ইন্ডিয়া পোস্টেজ এন্ড রেভিনিউ' ছাপা দু'পয়সা ও এক আনার টিকিট

দু' পয়সার ওপর ১/২ ছাপা টিকিট



সপ্তম এডওয়ার্ডের 'ইন্ডিয়া পোস্টেজ' ছাপা ১০৲, ১৫৲ ও ২৫ দামের টিকিট





মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও ৭ম এডওয়ার্ডের রেভিনিউ টিকিট

পঞ্চম জর্জের টিকিট

সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যুর পর পঞ্চম জর্জ রাজা হন। ১৯১১ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত তাঁর রাজত্বকাল। পঞ্চম জর্জের টিকিটের মধ্যে আবার ছ' পয়সার টিকিট ছাপা হয়। কারণ, এই টিকিটটি সপ্তম এডওয়ার্ডের টিকিট থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর ডিজাইনগুলিও সম্পূর্ণ নতুন করে করা হয়েছিল। ডিজাইনগুলি বলছি তার কারণ, ছ' পয়সার টিকিট দু' রকম ডিজাইনে ছাপা হয়—প্রথমে "1½ A" পরে সেটাকে "1½ As" করা হ'ল। তাছাড়া, দশ পয়সা দামের টিকিটও সেই সময় বার করা হয়েছিল। এতেও দু'রকম ডিজাইন ছিল।

১৯২১ সালে ডাকের মাশুল বাড়িয়ে দেওয়া হয় দু' পয়সা থেকে তিন পয়সায়। কাজেই এক আনা টিকিটের উপর "NINE PIES" ছেপে বার করা হ'ল। এই টিকিটগুলি ভারতবর্ষেই ছাপা হয়েছিল। কিন্তু এই ওপরের ছাপটিতে কতকগুলি মারাত্মক ভুল থেকে যায়। যেমন, NINE PIES-এর জায়গায় কতকগুলি NINE NINE ও PIES PIES ছাপ পড়েছিল। এ ছাড়া দু'বার ক'রে ছাপা কিছু টিকিটও দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

আবার এক পয়সা দামের টিকিট ফুরিয়ে যায় আর এবারও দু' পয়সা দামের টিকিটের উপর "¼" ছেপে বার করা হয়। এক পয়সা দামের টিকিট ফুরিয়ে যাবার কারণও ছিল। পোস্ট কার্ডের মাশুল এক পয়সার জায়গায় দু' পয়সা ক'রে দেওয়া হয়েছিল। কাজেই লোকে পোস্ট কার্ডের ওপর এক পয়সার টিকিট লাগিয়ে দিতে বাধ্য হ'ত, আর এতেই এক পয়সার টিকিটের ব্যবহার অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

১৯২২—২৬ সালের মধ্যে চারটি টিকিটের রং বদ্‌লে দিতে হয়েছিল। যেমন এক আনা দামের টিকিটের রং ছিল কারমাইন, সেটাকে করা হ'ল চকোলেট; ছ' পয়সা দামের টিকিটের রং ছিল চকোলেট, সেটাকে করা হ'ল রোজ-কারমাইন; দশ পয়সা দামের টিকিটের রং ছিল আলট্রা মেরিন, সেটাকে করা হ'ল অরেঞ্জ; আর, তিন আনা দামের টিকিটের রং ছিল অরেঞ্জ ব্রাউন, সেটাকে করা হ'ল আলট্রা মেরিন।

১৯২৬ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের ডাক টিকিট বিলাতের মেসার্স ডি-লা-রু এণ্ড কোম্পানী ছেপে পাঠাতেন।



'ইণ্ডিয়া পোস্টেজ এণ্ড রেভিনিউ লেখা পঞ্চম জর্জের দু'আনা ও চার আনা দামের টিকিট।

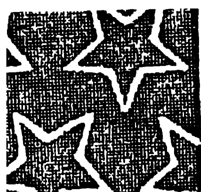




পঞ্চম জর্জের টিকিটের এই ছবিতে দেখতে পাওয়া যাবে যে, কিভাবে Nine Pies-এর বদলে Nine Nine, Pies Pies এবং Nine Pies (দু'বার ক'রে) ছাপা হয়েছে।

১৯২৬ সালে ভারতবর্ষের টিকিট আবার ভারতবর্ষেই ছাপা শুরু হ'ল। প্রথম ছাপা হয়েছিল ১৮৫৪ সালে সেকথা আগেই বলেছি। তারপর আবার অনেক পরে নাসিকে সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেসে ভারতবর্ষের সমস্ত টিকিট ছাপা শুরু হ'য়ে গেল। ভারতবর্ষে টিকিট ছাপার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিশেষ পরিবর্তনও হ'ল। সেটা হ'ল, মেসার্স ডি-লা-রু এন্ড কোম্পানীর ছাপা টিকিটের জলছাপ ছিল "একটি তারা" (Single Star), কিন্তু নাসিকে যে সব টিকিট ছাপা হয়েছিল তার জলছাপ ছিল "অনেকগুলি তারা" (Multiple Stars)।

এই টিকিটগুলির মধ্যে ছ' আনা দামের টিকিটটি আবার বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। দু' আনা ও চার আনা দামের টিকিটের



নাসিকে ছাপা টিকিটের জলছাপ—
'অনেকগুলি তারা'।

ডিজাইনও একটু বদলে দেওয়া হ'ল—যেমন, ইন্ডিয়া পোস্টেজের জায়গায় 'ইন্ডিয়া পোস্টেজ এন্ড রেভিনিউ' করে দেওয়া হ'ল।

পঞ্চম জর্জের টিকিট মেসার্স ডি-লা-রু এন্ড কোম্পানীর ছাপাই হোক্ আর নাসিকের ছাপাই হোক্, মোট পঁচিশ টাকা দামের টিকিট পর্যন্ত ছাপা হয়েছিল।

১৯২৯ সালের ১লা নভেম্বর ভারতবর্ষের ডাক টিকিটের একটি নতুন অধ্যায় শুরু হয়। এই সময় ভারতবর্ষ থেকে প্রথম "বিমান ডাক" টিকিট বের হয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতবর্ষই প্রথম এইরূপ টিকিট বার করে। এইরূপ টিকিট ছ'টি রঙের ও নানা দামের ছিল, যেমন, দু' আনা, তিন আনা, চার আনা, ছ' আনা, আট আনা ও বার আনা। টিকিটগুলি নানা দামের হ'লেও ডিজাইন-গুলি কিন্তু একই ছিল। এর ডিজাইনটি করেছিলেন মিঃ আর গ্রান্ট। প্রথমে এই টিকিটগুলির মধ্যে দু' আনা দামের টিকিটটি ছিল না। পরে ভারতবর্ষের মধ্যে বিমান ডাকে ব্যবহার করবার জন্য ১৯২৯ সালের ২০শে ডিসেম্বর এই টিকিটটি বার করা হয়।

বিমান ডাক টিকিটটির প্রসঙ্গে ভারতবর্ষে কিভাবে বিমান ডাকের সৃষ্টি হয় তার একটু পরিচয় এখানে দেওয়া দরকার।



পঞ্চম জর্জের ছ' পয়সা দামের টিকিট। প্রথমটি 1½A ও দ্বিতীয়টি 1½As ছাপা।



পঞ্চম জর্জের ১—২৫ দামের টিকিটের ডিজাইন।



পঞ্চম জর্জের দু' পয়সা দামের টিকিটের ওপর ¼ ছাপা।



১৯১১ সালে এলাহাবাদ থেকে নৈনী প্রথম বিমান-ডাক পাঠান হয়েছিল। এর জন্য এই বিশেষ ডাক মোহরটি ব্যবহার করা হয়।



১৯২৯ সালে বিমান ডাকের জন্য দু' আনা থেকে বার আনা দামের যে ছ'খানি টিকিট হয়েছিল তার একটি নমুনা।

ভারতবর্ষে নিয়মিত বিমানে ডাক পাঠানোর সৃষ্টির আগে অর্থাৎ ১৯২৭ সালের আগে বিমান মারফৎ ডাক-চলাচল ব্যবস্থা করার জন্য তিরিশবার চেষ্টা হয়েছিল। এই চেষ্টা করেছিলেন ইম্পিরিয়াল এয়ার ওয়েজ, অন্যান্য বিদেশী বিমান কোম্পানী এবং ভারত সরকার স্বয়ং।

ভারতবর্ষে প্রথম ১৯১১ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদ থেকে নৈনী বিমান মারফৎ ডাক পাঠানো হয়েছিল; এর উদ্যোগী ছিলেন কাপ্তেন ডব্লু উইণ্ডহাম (পরে প্রাক্তন সেনাপতি স্যার ডব্লু উইণ্ডহাম)। অবশ্য এর পেছনে উত্তরপ্রদেশের পোস্ট মাস্টার জেনারেলের সাহায্য ছিল। এই বিমানের নাবিক ছিলেন Monsierpauet নামে একজন ফরাসী। এই বিমান মারফৎ ৬৫০০টি চিঠি পাঠানো হয়েছিল, আর ডাক বিভাগও একটি পৃথক মোহর তৈরী করেছিলেন।

এর দু' বছর বাদে দু'জন ফরাসী নাবিক—G. Verminck ও M. Pourpe— ক'লকাতাব উপর প্রদর্শনী মহড়া (Exhibition Flight) করেন।

১৯২০ সালে ভারতীয় ডাক বিভাগ বোম্বে থেকে করাচী এবং কবাচী থেকে পুনবায় বোম্বেতে বিমান ডাক পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। মোটের ওপর চৌদ্দবার এই বিমান ডাক নিয়ে যাতায়াত কবেছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, সাধাবণ লোকের উৎসাহ এবং পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এটি বন্ধ করে দিতে হয়।

১৯২০ সাল থেকে ১৯২৫ সালেব মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিমানেব দ্বারা ডাক পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমটির নাবিক ছিলেন একজন পর্তুগীজ। ইনি লিসবন থেকে ম্যাকাও (ভারতবর্ষের মধ্য দিয়ে) তাঁর বিমানে ডাক নিয়ে যান। দ্বিতীয়টির নাবিক ছিলেন একজন ওলন্দাজ। ইনি আরমাস্ডাম থেকে বাটাভিয়া (ভারতবর্ষের মধ্য দিয়ে) তাঁর বিমানে ডাক নিয়ে যান, আর তৃতীয়টির পরিচালক ছিলেন রয়্যাল এয়ার ফোর্সের একজন নাবিক। ইনি রিসালপুর থেকে ক'লকাতায় এবং পুনরায় রিসালপুরে ডাক নিয়ে যান।

১৯২৫ সালের গোড়ায় স্যার এলেন কব্হাম ইংলণ্ড থেকে ভারতবর্ষে একটি সমীক্ষা মহড়া (Survey Flight) করেন। এই মহড়াতে অনেক স্থানের ডাক বহন করা হয়েছিল। পুনরায় স্যার

কব্হাম ইংলণ্ড থেকে অস্ট্রেলিয়ায় বিমানে ডাক নিয়ে যান এবং যাবার পথে ভারতবর্ষ হয়ে যান।

১৯২৭ সালে স্যার স্যামুয়েল হোর (যিনি তখন বৃটিশ-রাজের বিমান বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন) নিজে ক্রাইডন থেকে দিল্লী বিমানে করে আসেন।

১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাসে প্রথম সরকারীভাবে "করাচী-বস্‌রা-কায়রো" বিমানে ডাক যাতায়াতের ব্যবস্থা হয়। ফেব্রুয়ারী মাসে করাচীর ডাক বিভাগের কর্তারা M/s. Stack & Lwte-কে করাচী থেকে দিল্লী এবং লাহোরে "মথ" বিমানে ডাক চলাচল করার ক্ষমতা দেন। ঐ মাসেই নয়াদিল্লীতে রয়্যাল এয়ার ফোর্স এক বিমানপ্রদর্শনীর আয়োজন করেন। এই প্রদর্শনীতে আম্বালা, কোহাট, লাহোর, পেশোয়ার, কোয়েটা এবং রিসালপুর থেকে বিমান আসে এবং কুচকাওয়াজে যোগ দেয়।

১৯২৭-২৮ সালে পৃথিবীর বিখ্যাত বিমানের নাবিকেরা ভারতবর্ষ হ'য়ে নানা জায়গায় যাতায়াত করেছিলেন এবং এই উপলক্ষে অনেক চিঠিপত্র তাঁরা বহন করেছিলেন।

১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে প্রথম ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে নিয়মিত বিমানে ডাক পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই সব বিমান পারস্য, ইরাক, পালেস্টাইন ও মিশর হয়ে যাতায়াত ক'রত। এই বছরই ইম্পিরিয়্যাল এয়ার ওয়েজ ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে ডাক ধরাবার জন্য করাচী থেকে দিল্লী পর্যন্ত আর একটি মেল সার্ভিস খোলেন। এই সার্ভিসটি ইণ্ডিয়ান স্টেট এয়ার সার্ভিসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছিল।

১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাস থেকে দিল্লীর ফ্লাইং ক্লাবের দ্বারা ডাক পাঠানো হ'ত।

১৯৩০ সালের শেষে রয়্যাল ডাচ এয়ার কোম্পানী পনের দিন অন্তর ভারতবর্ষ থেকে হল্যাণ্ড পর্যন্ত নিয়মিত একটি সার্ভিসের ব্যবস্থা করেন। এই পরিধিতে ডাচ ইণ্ডিজ কোম্পানীর উদ্ভবও এই সময়েই। কিছুদিন পরেই ফরাসী বিমান কোম্পানী ভারতবর্ষ থেকে মারসেলিস্‌ এবং সাইগন পর্যন্ত একটি সার্ভিস খুললেন। কিন্তু এঁদের ভারতবর্ষের সীমান্ত পর্যন্ত ডাক আনবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।

১৯৩১ সালের মে মাসে ভারতবর্ষ থেকে গ্রেট বৃটেন পর্যন্ত

বিমান মারফৎ পার্শেল পাঠাবার ব্যবস্থা হয়। ঐ বছরেই পৃথিবীতে বিমানযোগে পোস্টকার্ড পাঠাবার ব্যবস্থা প্রচলিত হ'ল। এটাও ভারতবর্ষ থেকে ইংলণ্ড পাঠানো হ'ত। এর জন্য মাশুল দিতে হ'ত চার আনা আর এই পোস্টকার্ডের ওপর একটি নীল রঙের 'বিমান ডাক' লেবেল লাগিয়ে দিতে হ'ত।

১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে ইম্পিরিয়াল এয়ার ওয়েজ বিমান দ্বারা দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন এবং পরে এটি কায়রো থেকে Mwanza পর্যন্ত প্রসারিত করা হ'ল। ঐ বৎসর বিখ্যাত ইণ্ডিয়ান হাউস অফ দি টাটাস করাচী, বোম্বে ও মাদ্রাজ থেকে ডাক বহন ক'রে ইংলণ্ড-ভারতবর্ষ এয়ার মেল সার্ভিসের (যা করাচী থেকে ছাড়তো) সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গেল।

১৯৩৩ সালে ভারতবর্ষে বিমান দ্বারা ডাক চলাচলের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। এই সময় "দি ইণ্ডিয়ান ট্রান্স কণ্টিনেণ্টাল এয়ার-ওয়েজ লিমিটেড" নামে একটি কোম্পানী খোলা হ'ল। এই কোম্পানী প্রতি সাত দিন অন্তর করাচী থেকে ক'লকাতা বিমানে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৯৩৩ সালের ১লা অক্টোবর থেকে এই কোম্পানী আকিয়াব হয়ে রেঙ্গুণে বিমানের দ্বারা ডাক যাতায়াতের ব্যবস্থা করেন। ১৫ই ডিসেম্বর থেকে সিঙ্গাপুরেও বিমানে ডাক পাঠানো চালু হয়।

১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ক'লকাতা থেকে ঢাকা প্রতিদিন ডাক চলাচলেব ব্যবস্থা হ'ল। পরে প্রতি সপ্তাহে ক'লকাতা থেকে রেঙ্গুণ পর্যন্ত এরূপ ডাক চলাচলের বন্দোবস্ত করা হয়।

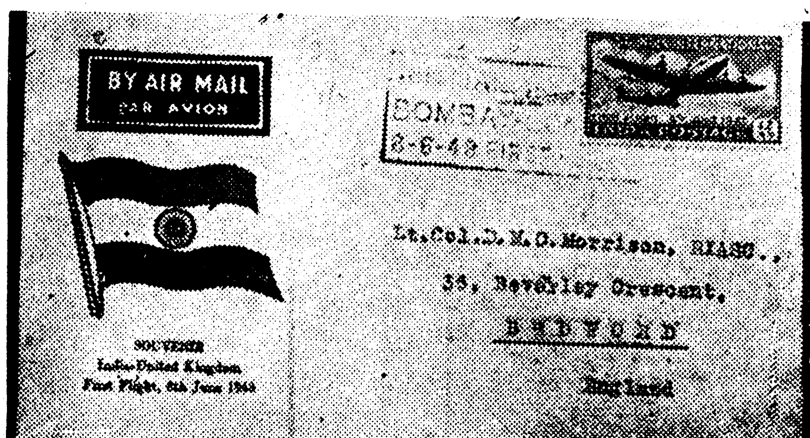
১৯৩৪ সালেব ১০ই ফেব্রুয়ারী থেকে মাদ্রাজ এয়ার ট্যাক্সি সার্ভিসের দ্বারা সপ্তাহে দু'দিন করে মাদ্রাজ থেকে ক'লকাতায় ডাক পাঠাবার ব্যবস্থা হ'ল। পরে অবশ্য এগুলি বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ার ওয়েজ লিমিটেডের দ্বারা করাচী থেকে লাহোর প্রতি সপ্তাহে একদিন ক'রে বিমানে ডাক পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছিল।

১৯৪৮ সালের ৮ই জুন প্রথম ভারতবর্ষ থেকে গ্রেট বৃটেন পর্যন্ত ইণ্টার ন্যাশনাল এয়ার সার্ভিস স্থাপন করা হয়। এই সার্ভিসটি পরিচালনা করেন ভারতীয় বিমান কোম্পানী "এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনাল লিমিটেড"। এর স্মরণার্থে ভারতবর্ষ একটি বিশেষ "বিমান ডাক" টিকিট বার করেন। এই টিকিটের দাম ছিল



১৯৩১ সালে দিল্লীর স্মারক ডাক টিকিট (Inauguration of Delhi)



১৯৪৮ সালের ৮ই জুন তারিখে Air India International 1st Flight-এর একটি Original Cover। এই টিকিটটি মাত্র একদিনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

বার আনা। এর ডিজাইনের মধ্যে আছে একটি আধুনিক বিমানের প্রতিচ্ছবি এবং যেদিন এটা বার হয় সেই দিনের তারিখ। মাত্র একদিনই এই টিকিটটি ব্যবহার করা হয়েছিল। পরে আর ব্যবহার করা হয়নি।

এইভাবে আস্তে আস্তে আজ পৃথিবীর সর্বত্র বিমানের দ্বারা দ্রুত ডাক পাঠাবার ব্যবস্থা সুসম্পন্ন হয়েছে।

ভারত সরকার ১৯২৯ সালের ১লা নভেম্বর বিমান-ডাক টিকিট বার করার পর ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আর এক দফা বিশেষ টিকিট বার করেন। এই টিকিটগুলিতে দিল্লীর নতুন ও পুরাণো নানাবিধ ছবি দেখা যায়। ভারতবর্ষের রাজধানী নতুন দিল্লীর উদ্বোধন (Inauguration of Delhi) উপলক্ষে এই টিকিটগুলি বার করা হয়েছিল। এগুলির মূল্য ছিল যথাক্রমে, এক পয়সা, দু' পয়সা, এক আনা, দু' আনা, তিন আনা ও এক টাকা। এক পয়সা দামের টিকিটের ছবি ছিল পুরাণো কেল্লা, দু' পয়সা দামের টিকিটের ছবি ছিল ওয়ার মেমোরিয়াল আর্ক, এক আনা দামের টিকিটের ছবি ছিল কাউন্সিল হাউস, দু' আনা দামের টিকিটের ছবি ছিল ভাইসরয়ের গৃহসৌধ, তিন আনা দামের টিকিটের ছবি ছিল ভারত সরকারের সেক্রেটারিয়েট, আর এক টাকা দামের টিকিটের ছবি ছিল ডমিনিয়ানস্ অফ্ কলামস ও সেক্রেটারিয়েট। এ ছাড়া, প্রত্যেকটি টিকিটে পঞ্চম জর্জের ছবি ছিল। এই টিকিটগুলির ডিজাইন করেছিলেন মিঃ এইচ ডাবলিউ বার এবং এগুলি ছাপা হয়েছিল নাসিক সিকিউরিটি প্রেসের অফ্‌সেট মেসিনে।

১৯৩৪ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ভারত সরকার আবার রেভিনিউ-এর জন্য আলাদা টিকিট বার করেন। এই কারণে, দু' পয়সা, এক আনা, দু' আনা ও চার আনা দামের নতুন ডাকের টিকিট বের হয়। এই সব টিকিটে আগের 'ইণ্ডিয়া পোস্টেজ এণ্ড রেভিনিউ' ছাপ বদ্‌লে শুধু ইণ্ডিয়া পোস্টেজ করে দেওয়া হ'ল। দু' আনা ও চার আনা দামের টিকিট নাসিক সিকিউরিটি প্রেসে ছাপা হ'ল বটে কিন্তু মেসার্স ডি-লা-রু এণ্ড কোম্পানীর যে প্লেট ছিল সেই প্লেটেই ছাপা হয়। দু' পয়সা ও এক আনা দামের টিকিটের জন্য অবশ্য নতুন প্লেট তৈরী করা হয়েছিল।

১৯৩৫ সালে ছ' আনা দামের টিকিট আবার নতুন করে ছাপা



১৯৩৫ সালে পঞ্চম জর্জের রজত-জয়ন্তী ডাক টিকিট
(Silver Jubilee Stamp)

হ'ল। কারণ মেসার্স ডি-লা-রু কোম্পানীব টিকিটগুলি এই সময় ফুরিয়ে এসেছিল।

১৯৩৫ সালে একটি স্মারক টিকিট (Commemorative Stamp) বার করা হয়। রাজা পঞ্চম জর্জের রাজত্ব পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় সমস্ত ইংবাজ শাসনাধীন দেশ ও উপনিবেশগুলি রজত-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে এই স্মারক টিকিট বার করে। ভারতবর্ষও এই উৎসবে যোগদান করে ও স্মারক টিকিট বার করে। ভারতবর্ষ থেকে যে টিকিটগুলি বের হয় তার মূল্য ছিল যথাক্রমে দু' পয়সা, তিন পয়সা, এক আনা, পাঁচ পয়সা, দশ পয়সা, চৌদ্দ পয়সা ও আট আনা। দু' পয়সা দামেব টিকিটের ছবি ছিল গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়া, বোম্বে; তিন পয়সা দামের টিকিটের ছবি ছিল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ক'লকাতা; এক আনা দামের টিকিটের ছবি ছিল রামেশ্বরম মন্দির, মাদ্রাজ; পাঁচ পয়সা দামের টিকিটের ছবি ছিল জৈন টেম্পল, ক'লকাতা; দশ পয়সা দামের টিকিটের ছবি ছিল তাজমহল, আগ্রা; চৌদ্দ পয়সা দামের টিকিটের ছবি ছিল গোল্ডেন টেম্পল, অমৃতসব, আর আট আনা দামের টিকিটের ছবি ছিল প্যাগাডো, মান্দালয়। ক্রাউন কলোনী এবং অন্যান্য ডোমিনিয়ন থেকে এই উপলক্ষে যেসব টিকিট বের হয় তার ডিজাইন ছিল প্রায় একই রকমেব। কিন্তু ভারতবর্ষের টিকিটের ডিজাইন ছিল আলাদা।

এইখানে একটা কথা বলা দরকার। কারণ, আজকের দিনে আপনাবা প্রশ্ন করতে পারেন যে, মান্দালয় তো বর্মার মধ্যে একটি স্বাধীন রাজ্য, সেই দেশের ছবি ভারতবর্ষের ডাক টিকিটের মধ্যে এলো কেন? এই ছবিটিকে কেন দেওয়া হ'ল এবার সেই সম্বন্ধে বল্‌ছি।

বর্মা একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। বহুকাল হ'ল বর্মা থেকে চাল, সেগুন কাঠ, মূল্যবান পাথব ইত্যাদি দেশ-বিদেশে রপ্তানী হ'য়ে আস্‌ছে। এ দেশেও ডাক চলাচলেব ব্যবস্থা তেমন ভাল ছিল না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন ভারতবর্ষে আসেন সেই সময় তাঁরা বর্মা দখল করবাব জন্যও তিনবার যুদ্ধ করেছিলেন। প্রথম বর্মার যুদ্ধে টেনাসেরিম (Tennasserim) ও আরাকান (Arakan) ইংরাজদের হাতে আসে (১৮২৬ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী)। দ্বিতীয় বর্মার যুদ্ধ হয় ১৮৫২ সালে। সেই সময় মালয় পর্যন্ত সমস্ত তীরটি ইংরাজদের হাতে আসে।

১৮৮৫ সালে তৃতীয় বর্মার যুদ্ধে সমগ্র বর্মা ও শান স্টেট্‌স (Shan States) ইংরাজরা দখল করে নেন। সেই সময় থেকে ভারত সরকার বর্মায় রাজত্ব করতে লাগলেন।

প্রথম ভারতবর্ষের ডাক টিকিট বের হওয়ার সময় থেকেই রেঙ্গুনে ভারতবর্ষের ডাক টিকিট ব্যবহার হচ্ছিল। কারণ, সেই সময় রেঙ্গুণের ডাক বিভাগ বাংলাদেশের পোস্টমাস্টার জেনারেলের অধীনে ছিল।

১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল বর্মা আংশিক স্বাধীন হয়। সেই সময় ভারতবর্ষের পঞ্চম জর্জের ডাক টিকিটের ওপর 'Burma' ছাপ দিয়ে বর্মার ডাক টিকিট হিসাবে ব্যবহার করা হ'ত। এই টিকিট এক পয়সা থেকে পঁচিশ টাকা পর্যন্ত ছাপান হয়েছিল সাধারণ



ভারতীয় ডাক টিকিট—যা রেঙ্গুণে ব্যবহার করা হয়েছিল।

লোকের ব্যবহারের জন্য এবং সরকারী ব্যবহারের জন্য Burma Service ছাপা টিকিট এক পয়সা থেকে দশ টাকা পর্যন্ত ছাপান হয়েছিল। ১৯৩৮ সালের ১লা নভেম্বর থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত এক পয়সা থেকে দশ টাকা দামের বর্মার নতুন টিকিট বের হয়। এই টিকিটে রাজা ষষ্ঠ জর্জের ছবি ছিল।

বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে জাপানীরা বর্মা দখল করে। তখন তারা বর্মার টিকিটের ওপর জাপানী ছাপ দিয়ে সেই টিকিট ব্যবহার করেছিল।

১৯৪৭ সালের ৪ঠা জানুয়ারী বর্মা সম্পূর্ণ স্বাধীন হয় এবং প্রজাতন্ত্র বর্মা বা Republic of Burma নামে পরিচিত হয়।

বর্মার ডাক টিকিট সম্বন্ধে বলতে গেলে আর একটি বিশেষ ঘটনার কথা বলা দরকার, যদিও সেটা কার্যে পরিণত হয়নি; কিন্তু ডাক টিকিটের ইতিহাসে এই প্রসঙ্গ চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই ঃ ১৯৪২ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু যখন জাপান থেকে ভারতবর্ষ আক্রমণ করবার জন্য বিরাট সৈন্য-বাহিনী যার নাম Indian National Army (অর্থাৎ I. N. A.) নিয়ে বর্মায় এসে পেঁছান এবং মণিপুর ও কোহিমা দখল করেন সেই সময়ে তিনি যে যে স্থান স্বাধীন করতে পারবেন বলে ভেবেছিলেন সেই সেই স্থানে "আজাদ হিন্দ" ছাপা নানা ডিজাইনের ডাকের টিকিট ব্যবহার করবেন—এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ভিয়েনাতে দু' লক্ষ টিকিট ছাপিয়েছিলেন। এই টিকিটগুলির মধ্যে কতকগুলি Perforated এবং কতকগুলি Imperforated ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর এই কল্পনা কার্যে পরিণত হয়নি। কারণ, ১৯৪৫ সালে রাশিয়া ভিয়েনা দখল করে। তার ফলে, এই দু' লক্ষ টিকিটের মধ্যে আশি হাজার টিকিট চুরি হয়ে যায়। বাকী টিকিটগুলি নষ্ট করে ফেলা হয়। এই টিকিটগুলির দাম ছিল যথাক্রমে দু' পয়সা, এক আনা, দশ পয়সা ও তিন আনা; আর কতকগুলি টিকিটের দাম ছিল এক আনা, দু' আনা, দশ পয়সা, আট আনা ও বার আনা। এই টিকিটগুলিব মূল্য যা ছিল তার ওপর আরও কিছু দাম বাড়ানো হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, টিকিটের যে ন্যায্য দাম তা মাশুল হিসাবে এবং বাড়তি মূল্য যুদ্ধের জন্য খরচ করা হবে। Indian National Army এ ছাড়া আরও দু'খানা টিকিট তৈরী করেছিল। এই টিকিটের ডিজাইন ছিল লালকেল্লার কতক অংশ



নেতাজী সুভাষচন্দ্রের "চলো দিল্লী" নামক বিখ্যাত ডাক টিকিট।
(শ্রী এ. কে. সেনগুপ্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

এবং এতে ইংরেজীতে লেখা ছিল "চলো দিল্লী" (March On To Delhi)। এই দু'খানি টিকিটের মধ্যে একটির

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ সরকারের সুইজারল্যান্ডে ছাপা টিকিট।



ভারতবর্ষের টিকিটের ওপর 'Burma' ছাপা সাধারণ এবং সার্ভিস টিকিট।

দাম ছিল এক পাই এবং অপরটির দাম ছিল এক আনা। এই টিকিটটিতে লালকেল্লার ছবি ছাড়া ইংরেজীতে লেখা ছিল Arzi Hukumate Azad Hind; টিকিটের ওপরে গোল করে এই কথাগুলি লেখা ছিল। আর তার ঠিক নীচেই এক লাইনে লেখা ছিল "Provisional Government of Free India"। এটি বর্মায় ছাপা হয় এবং কোন টিকিটেই জলছাপ ছিল না। এটি Perforated ছিল আর এই Perforation-এর মাপ ছিল 'এগার'। এই টিকিট দু'খানির মাপ ছিল ১৮ এম. এম.×২০এম. এম। এক পয়সা দামের টিকিটের রং ছিল মেরুন, আর এক আনা দামের টিকিটের রং ছিল সবুজ।

জানা যায়, যখন ইংরাজরা পুনরায় বর্মা দখল করেন, তখন এই রকম প্রচুর টিকিট তাঁরা হস্তগত করেন এবং প্রায় অধিকাংশ টিকিটই নষ্ট করে ফেলে দেন। আজাদ হিন্দ টিকিটের মত এই টিকিটও কিছু চুরি হয়। এই সময়ে রেঙ্গুনের বৃটিশ আর্মির ব্রিগেডিয়ার Mac D'mac এই টিকিটের Master Plate দু'খানি হস্তগত করেন এবং বিলাত যাবার পথে ক'লকাতাতে শ্রী এন জি সেনগুপ্ত নামে কোন ভদ্রলোককে ব্লক দু'টি বিক্রি করেন। এই ভদ্রলোক নানা রঙে এই ব্লক থেকে টিকিট ছেপে বিক্রয় করেছেন। আমি যে দু'টি টিকিটের প্রতিচ্ছবি এখানে দিচ্ছি সেটা কিন্তু এই মাস্টার ব্লকের ছাপা নয়। এটি কোন ভদ্রলোকের সংগ্রহে ছিল। সেখান থেকে সংগ্রহ করে আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু শ্রী এ কে সেনগুপ্ত আমাকে দিয়েছেন।

ইংরাজরা আমাদের দেশ যখন পুরোপুরি শাসন করতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁরা অনেকগুলি দপ্তর খোলেন। এই দপ্তরের মধ্যে ডাক বিভাগ একটি। এই সময়ে আমাদের দেশের লোক লেখাপড়া ভাল জানতো না আগেই বলেছি। তা'ছাড়া, এই সময়ে সহরে বা গ্রামে রাস্তাঘাটও ভাল ছিল না। যদি কোথাও বা রাস্তা ছিল তো সে রাস্তার কোনও নাম বিশেষ ছিল না, বাড়ীর নম্বরও নয়। কাজেই সেই সময়ে ডাকপিওনকে যে কত কষ্ট করতে হ'ত, তার একটু পরিচয় দিচ্ছি।

একটা কথা এখানে বলা দরকার। দেশের লোক সরকারী কোন বিভাগের সঙ্গে তখন কোন রকম সম্পর্ক রাখতে চাইতো না।

যতটা সম্ভব তাদের এড়িয়ে চলতো। সরকারী কর্মচারীদের তারা ভয় করতো, সমীহ করতো—কখনও আপন বলে ভাবতে পারতো না। কিন্তু এই ডাক বিভাগের বেলায় মানুষের মনোভাব ছিল অন্য রকম। বিশেষ করে ডাকপিওনকে তাদের নিজেদের লোক বলে মনে করতো, কেন না, ডাকপিওন তাদের সুখ-দুঃখের সংবাদ দেশ-দেশান্তর থেকে বহন করে নিয়ে আসতো। ডাকপিওনের সঙ্গে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র সকলের সঙ্গেই একটা মিতালি গ'ড়ে উঠেছিল। তাই ডাকপিওন যদি কখনও বা কোন কারণে ডাক নিয়ে তাদের গ্রামে বা সহরে না আসতো তাহলে সকলে বিচলিত হয়ে পড়তো। এমন কি, এর জন্য তারা ডাক বিভাগের কাছে নালিশ করতেও ছাড়তো না।

ডাক বিভাগের প্রথম থেকেই জনসাধারণের সঙ্গে, বিশেষ করে সহরের ও গ্রামের শিক্ষিত-অশিক্ষিত জনসাধারণের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠ সংস্রব কত যে গোলযোগ ঘটাতো, তার আর শেষ নেই। ভরতবর্ষের অজস্র গ্রাম এবং ছোট-খাট সহরে চিঠি বিলি করতে গিয়ে ডাকপিওনরা যে কি পরিমাণ হিমসিম্ খেত তার ইয়ত্তা নেই। এই সময়ে প্রেসিডেন্সী বিভাগ ছাড়া ভারতবর্ষের বেশীর ভাগ সহরই কতকগুলো বিচ্ছিন্ন বাড়ীর সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কাজেই চিঠির ঠিকানাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এত বেশী বর্ণনা দেওয়া থাক্তো যে, সেটা আজকের দিনে পড়লে বেশ কৌতূহল হবে। তা ছাড়া সেটা এমনই দুর্বোধ্য হয়ে পড়তো যে ডাকপিয়ন অনেক মাথা ঘামিয়েও এই ঠিকানার কোন মীমাংসা করতে পারতো না। কি করে সে সেই চিঠিখানা যথাস্থানে পৌঁছে দেবে এ নিয়ে তাকে অনেক ভাবতে হ'ত। সাধারণ লোকদের চিঠি বিলি করা আরও হাঙ্গামার ব্যাপার হয়ে উঠতো। তাদের ঠিকানায় কোনও বাধাধরা নাম থাক্তো না। কাজেই ঠিকানার সন্ধান পাওয়া খুব মুস্কিল হয়ে উঠ্তো। এই সব চিঠির ঠিকানায় থাক্তো পত্রগ্রাহকের নাম, তার পেশা আর যে হাট-বাজারে সে যাতায়াত করতো, সেখানকার নাম। কাজেই দেখুন, এই চিঠিগুলো যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া কতখানি হাঙ্গামার ব্যাপার ছিল।

তবে একটা সুবিধা ছিল যে, যে ডাকপিওন যেখানে বহাল হ'ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে সেই গ্রামেরই লোক হ'ত। এতে ডাক-পিওনদের চিঠি বিলি করা অনেকটা সহজ হ'ত।

আর একটি মজার কথা হ'চ্ছে এই যে, তখনকার দিনে চিঠির ঠিকানা যা লেখা হ'ত, তাতে পত্র-গ্রহীতার দেহে যদি কোনও খুঁত থাক্‌তো তো সেটাও ঠিকানার সঙ্গে লিখে দেওয়া হ'ত। যেমন—খোঁড়া পা, ট্যারা চোখ, দুমড়ানো শিরদাঁড়া প্রভৃতি। আর, এইরূপ ঠিকানা লেখার জন্য পত্র গ্রাহকও রাগ বা আপত্তি জানাতেন না। কারণ এটা লেখা না থাক্‌লে তাঁর চিঠি যথাসময়ে তাঁর কাছে এসে পৌঁছান সম্ভবপর হ'ত না।

ডাকপিওনদের এর চেয়েও বড় সমস্যা ছিল এদেশের পরিব্রাজক, তীর্থযাত্রী, মাঝি বা যাযাবর শ্রেণীর লোকেদের নিয়ে। আমি আগেই বলেছি যে, এই সময়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াত করতে গেলে হয় পায়ে হেঁটে, নয় নৌকায় যেতে হ'ত। এঁদের চিঠিপত্র অথবা পার্সেল ইত্যাদি যথাসময়ে পৌঁছানো এক ভীষণ ব্যাপার হয়ে পড়তো।

বাঙলাদেশের ও ব্রহ্মদেশের বহু বড় বড় নদীতে নৌকা চলাচলের অন্ত ছিল না। কারণ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মাল পাঠাতে গেলে নৌকা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। কাজেই এই সব মাঝিদের ঘরবাড়ী ছিল এই নৌকার মধ্যেই।

নৌকার মাঝি বা যাত্রীদের নামে যেসব চিঠিপত্র থাক্‌তো, তাতে একটা সাধারণ বর্ণনা লেখা থাক্‌তো—যেমন, অমুক নৌকা যাতে চাল যাচ্ছে বা অমুক নৌকা যাতে কাঠ যাচ্ছে ইত্যাদি. ..। কিন্তু সে নৌকা কতদূর বা কোথায় পাড়ি দিয়েছে তার হদিস কে রাখে?

পরিব্রাজক বা তীর্থযাত্রীদের চিঠিপত্রই বা কিভাবে পৌঁছানো যায়, ডাক বিভাগকে এই সমস্যা নিয়ে গোলকধাঁধাঁয় পড়তে হ'ত প্রায়ই। বিশেষতঃ বারাণসী ধামের মত বড় বড় তীর্থস্থানের জন্য আলাদা ডাকপিওন নিযুক্ত ক'রে এই সব চিঠি বিলির ব্যাপারে বিশেষভাবে ট্রেনিং দেওয়া হ'ত।

পত্রপ্রেরকের অদ্ভুত সব ঠিকানাব দরুন চিঠি বিলির কাজটা অনেক জটিল হ'য়ে যেত। আর ডাকপিওনরাও কম মুস্কিলে পড়তো না। এই সব ঠিকানাগুলি সংগ্রহ ক'রে লিখে রাখলে আজ বোধ হয় সেটা একটা মহা হাস্য-কৌতুকের নিদর্শন হয়ে থাকতো। এই অদ্ভুত ঠিকানা লেখার কিছু কিছু অনুবাদ তুলে দিচ্ছি।

"মঙ্গল আশীর্বাদ পুরঃসর সৌভাগ্যবান বাবু কৈলাশচন্দ্র দে বাবাজীবন দীর্ঘজীবেষু। এই পত্র বৈদ্যবাটী পোস্ট অফিসে

যাইবে। উপরোল্লিখিত ভদ্রমহোদয় বৈদ্যবাটী, খোঁড়াগাছী, গয়নাপাড়া পোঁছাইলে এই পত্র তাহাকে দিতে হইবে।'' এই চিঠিখানা যাতে ঠিক পোঁছায় সেই জন্য পত্রপ্রেরক কোন ডাকটিকিট চিঠিতে লাগিয়ে দেন নি। কাজেই এটা 'বেয়ারিং' হয়েছিল অর্থাৎ ডাকের মাশুল পত্র-গ্রহীতার কাছ থেকে আদায় করা হয়েছিল।

আর একটি চিঠিতে এই ঠিকানা ছিল—''মদীয় হৃদয়ের অবিচ্ছেদ্য পরম সৌভাগ্যবান বাবু শিবনাথ ঘোষ অভিন্ন-হৃদয় মহাশয় সমীপেষু। হসনাবাদ ডাকঘর হইতে ২৪-পরগণার রামনাথ-পুর গ্রামে ভাগ্যবান বাবু পিয়ারীনাথ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে ইহা (চিঠি) পোঁছাইতে হইবে। পিওন মহাশয় ঠিকানালিখিত ব্যক্তি ভিন্ন অপর কাহারও হাতে এই পত্র বিলি করিবেন না। আপনার প্রতি আমার এই অনুরোধ।''

অপর একজন লিখছেন, ''খোদা তালার মর্জিমাফিক এই খাম কলিকাতা সহরে কলুটোলা অঞ্চলে সিরাজুদ্দিন এবং আল্লাদাদ খাঁ ব্যবসায়ীদ্বয়ের গদীতে পোঁছাইলে ইহা আমার চক্ষুর আনন্দ-তারকা স্বরূপ ধর্মপ্রাণ কলিজার দোস্ত্ মিয়াঁ শেখ ইনায়েৎ আলীর হস্তে প্রদান করিতে হইবে এবং উহা তাহার দ্বারা পঠিত হইবে। তিনি দীর্ঘজীবী হউন। আমাদিগের পয়গম্বর রচিত হিজিরা বর্ষ ১২৬৬ সালের পবিত্র রমজানের দিবসে লিখিত এবং বিনা মাশুলে প্রেরিত। সময় অপচয় না করিয়া ডাক খরচা প্রদানপূর্বক ইহা গ্রহণ করিয়া আপনি পাঠ করিবেন। যেহেতু বিধিবহির্ভূত সেই হেতু পানীয় ও আহার্য স্পর্শ না করিয়া আপনি সত্বর জৌনপুর চলিয়া আসিবেন এবং ইহা আপনার প্রতি কঠোর নির্দেশ বলিয়া জানিবেন।''

আমি এইবার তিনটি চিঠির কথা বলবো। তিনটি চিঠিই হিন্দু হিন্দুকেই লিখেছেন এবং এতে দেখতে পাওয়া যাবে যে, এই চিঠিগুলির ঠিকানাতে খালি পত্র-গ্রাহকের নাম লেখা আছে, কিন্তু কোন ঠিকানা এতে দেওয়া নেই। কাজেই এই চিঠিগুলি বিলি করা কতখানি কষ্টকর ছিল তা সহজেই বোঝা যায়। প্রথম চিঠিটি হচ্ছে এই—''সর্বাপেক্ষা পূজনীয়, সর্বাপেক্ষা মাননীয় ভ্রাতা গুরুপ্রসাদ সিং-এর শ্রীচরণ পাদপদ্মে পোঁছে।'' দ্বিতীয়টি হচ্ছে,—''মহামান্য পরম শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা দরিদ্র-বান্ধব প্রভু মদীয় হিতকারী মুন্সী মাণিকচাঁদ সমীপে পোঁছে।'' তৃতীয়টি হচ্ছে—''পরম-

পূজনীয় কনিষ্ঠ খুল্লতাত কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পাদপদ্মে পেঁছে।"

এই তো গেল সেই সময়কার চিঠির ঠিকানার বহর। এদিকে ডাকপিওনরা আবার চিঠি বিলি করবার জন্য চিঠির পেছনে তার সুবিধামত কিছু লিখে রাখতো, যার দ্বারা সে ছাড়া আর কেউ সেই চিঠির পেছনের লেখাটি পড়তে সক্ষম হ'ত না। এই সময় যে সমস্ত ডাকপিওন বহাল হ'ত তারা বিশেষ লেখাপড়া জানতো না, অথচ তাদের একটা কিছু চিহ্ন না লিখে রাখলে চিঠি বিলি করা সম্ভব হ'ত না। ডেলিভারী ক্লার্ক চিঠির ঠিকানাটা পড়ে যেতেন, আর ডাকপিওনরা তাদের সুবিধামত যা ইচ্ছা সেই চিঠির পিছনের দিকে লিখে রাখতো।

বিভ্রাট বাধতো ইংরাজদের চিঠি নিয়ে। কারণ, ইংরাজদের চিঠিপত্রে নামের সঙ্গে সম্মানজনক উপাধি ইত্যাদি লেখা নিয়ম ছিল। কিন্তু এদেশের ডাকপিওনরা কোন আইনই মানতো না। তার নমুনাস্বরূপ আমি একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

সেই সময় ক'লকাতার হাইকোর্টের সুপরিচিত বিচারপতি স্যার জন ষ্টিভেন্সের প্রত্যেক চিঠির পেছনে বাংলায় লেখা থাকতো ''বুড়ো ষ্টিভেন্স সাহেব।'' এই লেখা দেখে জজ সাহেবের ভারী মজা লাগতো এবং তিনি একটুও রাগ করতেন না। ডাকপিওনের এই ভাবে চিঠির পেছনে লেখার কারণ হচ্ছে, জজ সাহেবের থেকে বয়সে ছোট একজন সহকর্মী ছিলেন, তার নামও ছিল মিঃ ষ্টিভেন্স। পাছে এই দু'জনের চিঠির মধ্যে গোলমাল হয়ে যায় এবং একজনের চিঠি আর একজনের কাছে চলে যায়, সেই জন্য ডাকপিওন এই সাবধানতা অবলম্বন ক'রত।

এই ঘটনার সঙ্গে আমার বাল্যজীবনের অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ বছরেরও পূর্বের একটি ঘটনা না বলে আমি এখানে থাকতে পারছি না। আমার বাবা বিহারের তখন কোন বড় ডাকঘরের পোস্ট-মাস্টার ছিলেন। ডাকঘর এবং আমাদের বাসস্থান একসঙ্গে লাগোয়া ছিল। কাজে কাজেই আমরা সব সময় ডাকঘরের বারান্দায় খেলা-ধূলা করতাম। আমি যে সময়ের কথা বলছি সেই সময়ে লোকেরা ধর্মভীরু এবং সাধুপ্রকৃতির ছিলেন। আপনারা অনেকেই জানেন যে, বিহারের সর্বত্র মহাবীরের পূজা হয়ে থাকে। মহাবীরের রং থাক্তো সিঁদুরে রঙ, আর সেই সময়কার ডাক বাক্সের (Letter

Box) রংও প্রায় সিঁদূরে রঙেরই ছিল। আমরা তখন খুব ছোট ছিলাম। একদিন বারান্দায় খেলা ক'রতে ক'রতে আমাদের মাথায় একটা দুষ্টামি খেলে গেল। একটি নিরীহ লোক একখানি চিঠি নিয়ে সেই বারান্দায় ঘোরাঘুরি করছিল। লোকটি আমাদের কাছে এসে বল্লে, খোকাবাবু আমার এই জরুরী চিঠিটি পাঠাতে চাই—কোথায় এটা ফেলবো? আমি তাকে বল্লুম, তোমার এ চিঠি তো যাবে না। তখন সে বল্লে, কেন খোকাবাবু আমি কি অপরাধ করেছি? আমি তাকে বল্লুম, এ চিঠি পাঠাতে গেলে তোমায় পুজো দিতে হবে, কারণ, দেখছো না এই বাক্সটা—যেখানে তোমার চিঠি ফেলতে হবে—সেটা মহাবীরের রং। তখন সে খুব কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো। আমি তখন সেই লোকটিকে বল্লুম, যাক যা হবার হয়ে গেছে, তুমি ঐ বাক্সের কাছে গিয়ে প্রণাম কর এবং ঐ বাক্সকে বল,



ডাক বাক্সের কাছে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছে।

আমার চিঠিটি যেন ঠিক সময়ে যথাস্থানে পৌঁছে যায়। সে আমার কথায় বিশ্বাস ক'রে সেই ডাক বাক্সের কাছে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম

করলো এবং আমি যা বলতে বলে দিয়েছিলুম তাও বল্লে। তারপর সেই চিঠিটি বাক্সের মধ্যে ফেলে দিলে। তারপর আমায় বল্লে, খোকাবাবু, এইবার আমার চিঠিটি যাবে তো? আমি তখন বল্লুম, তোমার চিঠি নিশ্চয়ই যাবে। তোমার কোনও ভয় নেই। এই ছোট্ট ঘটনা থেকেই বোঝা যায় যে তখনকার মানুষ কত সরল ছিল।

এইবার আমি যে ঘটনাটি বলবো সেটি একটা বিচিত্র কাহিনী এবং ঘটনা সত্য হলেও একটা গল্পের মতই শোনাবে। পারস্য উপসাগরে লিঙ্গা নামে যে জায়গাটি আছে সেখানকার সাব পোস্টমাস্টার এই ঘটনাটি জানিয়েছেন। যতটা সম্ভব আমি তার ভাষাতেই ঘটনাটি বলতে চেষ্টা করবো। ঘটনাটি হচ্ছে ঃ "এই পারস্য উপসাগরের লিঙ্গা নামক জায়গায় আগা আব্বাস নামে এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ১৯১২ সালের ৮ই ডিসেম্বর মাসে আমার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ আনলেন যে, গত দু' সপ্তাহ ধরে তাঁর বোম্বাই, করাচীর এজেণ্টরা তাঁর কাছ থেকে কোন চিঠিপত্র বা ডাক পাননি অথচ, ঐ সময় তিনি তাঁর বিশ্বস্ত চাকরের মারফৎ খুব দরকারী চিঠিপত্র ডাকে দিয়েছেন। চিঠিপত্র যথাস্থানে পেঁছুতে অনেক সময় দেরী হয় জানি, কিন্তু এবার একেবারে নিখোঁজ হল কি করে? আব্বাস আলি আমার কাছে কৈফিয়ৎ তলব তো করলেনই, উপরন্তু আমার উপর-ওলার কাছে এই ব্যাপারটির জন্য নালিশ করবেন বলে ভয় দেখাতেও ছাড়লেন না। এই আব্বাস আলি সাহেব আমার পরিচিত ছিলেন। তাই তাঁকে অনুরোধ করলাম, আপনাব ঐ চাকরকে (যে এই চিঠিগুলি ডাকে দিয়েছিল) একটু জিজ্ঞাসা করতে যে, সে চিঠিগুলি ঠিক ডাকে দিয়েছিল কি না। আব্বাস আলি সাহেব আমার এই অনুরোধ রেখেছিলেন।"

এই মজার ব্যাপাবটা বলার আগে একটা কথা জানিয়ে রাখা দরকার যে, পারসিক ভাষায় দু'টি শব্দ আছে, একটা হচ্ছে "পুস্" (Poos) অপরটি "পুস্ত" (Poost)। পুস্ শব্দের মানে হচ্ছে "ডক্" যেখানে স্থানীয় জাহাজ ইত্যাদি নোঙ্গর করা হয়। আর "পুস্ত" শব্দের দু'টি মানে। একটা হচ্ছে চামড়া ইত্যাদি আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে পোস্ট অফিস। এখন চলতি ভাষায় উচ্চারণ করতে গেলে "পুস" এবং "পুস্ত" এই দু'টি শব্দই প্রায় একই রকম শোনায়। ইংরাজদের লিঙ্গার এই পোস্ট অফিসকে স্থানীয় অধি-বাসীরা বলতো পুস্-এ- বুজার্গ (Post-E-Buzurg) এবং



চিঠি পাঠানোর উদ্দেশ্যে ডকে গিয়ে মনিবের চিঠিগুলো জলে ছুঁড়ে দিল।

পারস্য পোস্ট অফিসকে বলতো "পুস্-এ আজাম্ (Poost-E-Ajam)। আবার এই পুস্-এ-বুজার্গ বলতে সেখানকার বড় ডককেও বোঝাত।

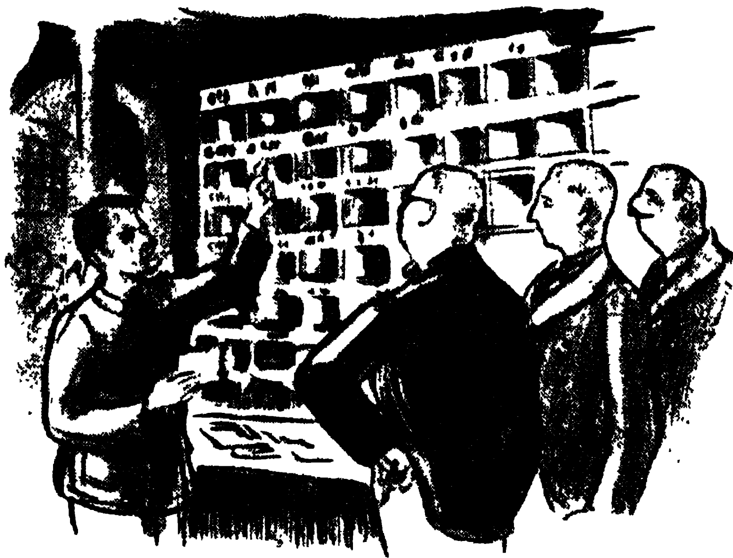
"আব্বাস আলি সাহেব তার চাকরকে ডেকে (যে চিঠি পোস্ট করেছিল) নিজেদের ভাষায় জিজ্ঞাসা করলেন, দু' সপ্তাহ আগে তোমায় যে চিঠিপত্রগুলি দিয়েছিলুম পুস্ত-এ ফেলবার জন্য সেগুলি কি করেছ? চাকর বল্লে, প্রথম সপ্তাহে যে চিঠিপত্রগুলি আপনি পুস্তে ফেলতে বলেছিলেন সেগুলো নিয়ে আমি জুতোর দোকানে গিয়েছিলুম এবং আপনার আদেশ মত আমি ঠিক পুস্ত-এর মধ্যে (অর্থাৎ চামড়া বা চামড়ার দ্রব্যাদি) চিঠিপত্রগুলি গুঁজে রাখ্তে গেলুম; কিন্তু সেই জুতোওয়ালা কিছুতেই চামড়ার মধ্যে চিঠিগুলি রাখ্তে দিলে না। উল্টে বল্লে, তুমি চিঠিগুলি নিয়ে পুস-এ-বুজার্গে যাও; সেটি হ'চ্ছে আগা বেদার্সের (AGA BEDAR's) কফির দোকানের কাছে। আব্বাস আলি সাহেব উত্তেজিত হয়ে বল্লেন, নির্বোধ কোথাকার! তারপর তুমি পুস্-এ-বুজার্গে গিয়ে আমার চিঠিগুলো নিয়ে কি করলে? চাকর মনে মনে জানে যে সে চিঠিগুলি ঠিকই পাঠিয়েছে, তাই নিশ্চিত মনে আব্বাস আলিকে বল্লে, হুজুর, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি ঠিকই পুস্-এ-বুজার্গ গিয়ে (অর্থাৎ ডকে গিয়ে) সমস্ত চিঠিগুলি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসেছি। হুজুর প্রথম বারে বুজার্গে কানায় কানায় জল ছিল ব'লে আপনার চিঠিগুলি ছুঁড়ে দিয়েই খালাস। আপনি নিশ্চিত থাকুন, এতদিনে সেগুলি নিশ্চয়ই ঠিক জায়গায় গিয়ে পৌঁছেচে। কিন্তু পরের সপ্তাহে হুজুর বুজার্গে মোটেই জল ছিল না, কাজেই আমি বালি খুঁড়ে চিঠিগুলি পুঁতে রেখে এসেছি। এগুলো অবশ্য ঠিকমত নাও যেতে পারে।"

এদিকে এই ঘটনা শুনে আব্বাস আলি সাহেবের চোখ কপালে উঠেছে। তিনি ভাবতে লাগলেন, তাঁর এই জরুরী চিঠিপত্র এবং চেক্ ইত্যাদির কি দুর্দশা হয়েছে। এই ঘটনা শোনবার পর তাঁর চাকরের এই বোকামির জন্য একেবারে মুসড়ে পড়লেন। এই ভুলটি যদি জানতে না পারা যেত তাহলে এই বেচারা পোস্ট মাস্টারের যে কি দুর্গতি হ'ত তা সহজেই বোঝা যায়।

আমি আমার বাবার কাছ থেকে আর একটি ঘটনার কথা শুনেছি। সেটাও আপনাদের কাছে না জানিয়ে থাক্তে পারছি না।

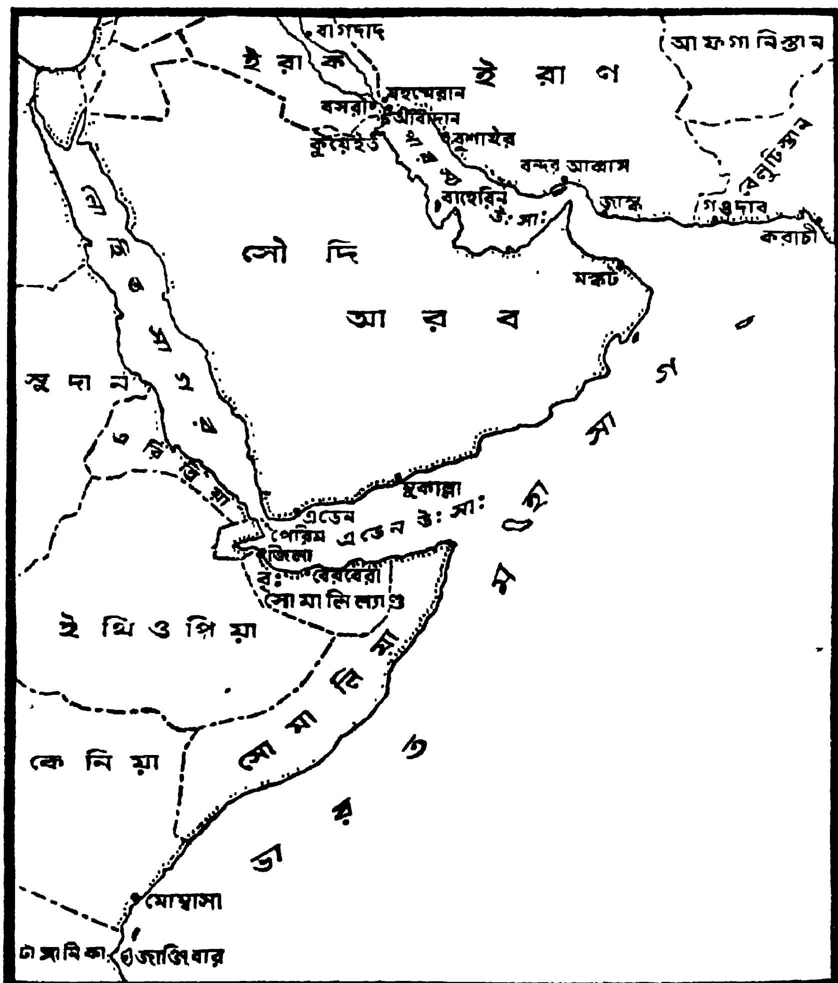
কারণ, একটি গরীব সর্টারের (Sorter) সামান্য ভুলের জন্য তাঁর চাকরী যেতে বসেছিল। সেই গল্পটি এখানে বল্‌ছি। এটাও অনেক দিনের ঘটনা—এই সময়ে ইংরাজদের প্রতিপত্তি খুব প্রবল ছিল। আপনারা বোধ হয় জানেন যে, দেশ-বিদেশে চিঠি পাঠাবার জন্য সমস্ত চিঠিগুলি এক জায়গায় নিয়ে বাছাই করা হয় এবং এই বাছাই করার জন্য টেবিলের ঠিক সামনে একটা বড় Pigeon hole অর্থাৎ ছোট ছোট ঘর করা আলমারী থাকে এবং এই ঘরগুলি Alphabetically (অর্থাৎ অক্ষর অনুসারে) লেখা থাকে; অর্থাৎ "এ"গুলি এক জায়গায় "বি"গুলি এক জায়গায় এইভাবে। আর এগুলি পাশাপাশিই থাক্‌তো। একজন বড় ইংরাজ ব্যবসায়ী তাঁর চিঠি ভুলক্রমে বেনারসে না গিয়ে বোম্বে চলে যাওয়ায় ক্ষেপে গিয়ে সশরীরে সেই সময় যে ইংরাজ পোস্ট-মাস্টার জেনারেল ছিলেন তাঁর কাছে এসে হাজির হলেন এবং রেগে গিয়ে বল্লেন, তোমার লোক একেবারেই কাজের নয়, কারণ এই দেখ (চিঠিটি দেখিয়ে বল্লেন) আমার এই দরকারী চিঠিটি বেনারসে না গিয়ে বোম্বে চলে গেল। যে লোকের এতটুকু বুদ্ধি নেই সে লোককে এখানে রেখেছ কেন? পোস্ট মাস্টার জেনারেল দেখলেন যে, বাস্তবিকই খুব অন্যায় হয়েছে। পোস্ট মাস্টার জেনারেলের অফিসের খুব কাছেই প্রেসিডেন্সী পোস্ট অফিস ছিল, তাই তিনি সেই সাহেবকে নিয়ে জেনারেল পোস্ট অফিসে চলে এলেন। তিনি সোজাসুজি প্রেসিডেন্সী পোস্ট মাস্টারের কাছে এই ভুলের জন্য কৈফিয়ৎ চাইলেন। প্রেসিডেন্সী পোস্ট মাস্টার সেই চিঠিটি নিয়ে সেই সর্টারের কাছে গেলেন এবং সেটি দেখিয়ে বল্লেন, তুমি একি করেছ? পোস্ট মাস্টার জেনারেলকে এখন কি কৈফিয়ৎ দেওয়া যায়? বেচারা সর্টার দেখলেন যে তিনজন ইংরাজ এক হয়েছে। সুতরাং চাকরী তো যাবেই। মনে মনে ভাবলেন, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক্। সর্টার প্রেসিডেন্সী পোস্ট মাস্টার এবং পোস্টমাস্টার জেনারেল-এর সঙ্গে এসে দেখা করলেন। সর্টার পোস্ট মাস্টার জেনারেলকে অনুরোধ করলেন, "হুজুর আপনারা যদি একবার দয়া করে আমার সর্টিং কাউণ্টারে আসেন তাহলে আমি আমার কৈফিয়ৎ দেব।' পোস্টমাস্টার জেনারেল মনে মনে তাকে বরখাস্ত করবেন ঠিক করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি সর্টারের অনুরোধ রাখলেন। পোস্ট-মাস্টার জেনারেল সেই ইংরাজকে ও প্রেসিডেন্সী পোস্ট মাস্টারকে

নিয়ে চিঠি বাছাই করবার টেবিল-এ এলেন। সেখানে আস্‌তে সর্টার বললেন, হুজুর আপনার এই চিঠির ভুলের মাপকাঠি পাঁচ ছ'শ মাইল ব্যবধান বা তার চেয়েও বেশী হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে



হুজুর! আপনাব এই চিঠির ভুলের মাপকাঠি পাঁচ ছ'শ মাইল ব্যবধান বা তার চেযেও বেশী হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে ব্যবধান এক ইঞ্চিও নয।

ব্যবধান এক ইঞ্চিও নয়। এই কথা শুনে সাহেবের খুব কৌতূহল হ'ল, ভাবলেন এ কি বলছে। জিজ্ঞাসা করলেন, সেটা কি রকম। সর্টার সাহেবদের দেখালেন যে, বেনারসের খোপটির পাশেই বোম্বে-এর খোপ। সর্টার বললেন, হুজুর আমায় হাজার হাজার চিঠি বাছাই করতে হয়। আপনারা দেখুন, এই পাশাপাশি খোপ থাকার জন্য একটি চিঠি কোনক্রমে এক খোপ থেকে আর এক খোপে যাওয়া সম্ভব কিনা। এই শুনে ইংরাজ ব্যবসায়ীর রাগ একেবারে জল হয়ে গেল এবং তিনি পোস্ট মাস্টার জেনারেলকে অনুরোধ করে বল্লেন, এর কোন অপরাধ নেই, একে যেন কোনও সাজা দেওয়া না হয়। এই উপস্থিত বুদ্ধির ফলে সর্টারের চাকরীতো র'য়ে গেলই, উপরন্তু খুব শীগ্‌গীরই তার উন্নতিও হয়েছিল।



পারস্য উপসাগর ও বৃটিশ ইস্ট আফ্রিকার যেসব অঞ্চলে ভারতীয় ডাক-টিকিট ব্যবহার করা হয়েছিল তাব মানচিত্র।

পারস্য উপসাগর

বর্মার কথা আগেই বলেছি; এবার বর্মা ছাড়া আর কোন্ কোন্ স্থানে ভারতীয় ডাক বিভাগ তার ডালপালা বিস্তার করেছিল সে কথা বল্‌বো।

সমস্ত পারস্য উপসাগরস্থিত বাহারিণ (Bahrain), দুবাই (Dubai), এডেন (Aden), কোয়েট (Kuwait), মাস্‌কাট (Muscat), গোয়াদুর (Guadur), বান্দার আব্বাস (Bandar Abbas), বুশাইর (Bushire), চাবার (Chabbar), লিঙ্গা (Linga), মহমেরা (Mahommerah) এবং আরও বহু জায়গা ভারতীয় ডাক বিভাগের অধীনে ছিল।

পাশ্চাত্যদেশ থেকে পর্তুগীজরা এসে প্রথম পারস্য উপসাগর দখল করে। সেটা হচ্ছে ১৪৮১—৮৭ সালের কথা। এর পরে ১৫৯৮ সালে স্যার এণ্টনি শারলে (Sir Anthony Sharley) ও তার ভাই পারস্য ভ্রমণ করতে আসেন। সেই সময়কার আমীর শাহ আব্বাস এঁদের সুনজরে দেখেছিলেন। ফলে, এঁরা এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা পেলেন। পরে ১৬০৯ সালে বৃটিশদের সংগে একটি চুক্তি হয়। এঁরা মাস্‌কাটেও গিয়েছিলেন। এই সময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে রাজত্ব করছিলেন। তাই তাঁরাও পারস্য উপসাগরের উপর বিশেষ নজর দেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরফ থেকে একজন বিশিষ্ট লোককে পারস্য উপসাগরের অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য পাঠানো হয়েছিল। এই অনুসন্ধানের ফলে ওমান উপসাগরের পূর্বতীরে "জাস্ক" (Jask) নামক জায়গায় ১৬১৯ সালে প্রথম একটি ইংরাজ কারখানা খোলা হয়। ইতিমধ্যে পর্তুগীজদের অবস্থা খুব কাহিল হ'য়ে এসেছিল এবং শাহ আব্বাস ইংরাজদের সাহায্যে পারস্য উপসাগর থেকে পর্তুগীজদের তাড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। পর্তুগীজদের তাড়িয়ে শাহ আব্বাস একটি ছোট সহর Gombrun-এর নাম পাল্টে Bandur Abbas করে দিলেন। সেই সময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ওখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ দেওয়া হয়। কারণ, জাস্কের চেয়ে এটি অনেক সুবিধাজনক স্থান ছিল। আর পারস্যের সংগে ব্যবসা করার এটা একটি প্রধান বন্দর ছিল।

১৬৪০ সাল থেকে ১৬৫০ সালের মধ্যে আরবরা পর্তুগীজদের সমস্ত বন্দর থেকে তাড়িয়ে দিলেন। এমন কি মাস্‌কাট











পারস্য উপসাগরে ব্যবহৃত 'এডেন', 'মাসকাট' ও 'বাহারিণ' ছাপা ভারতীয় ডাকটিকিট।

ও বসরা থেকেও তাদের চলে যেতে হ'ল। ফলে পর্তুগীজদের পারস্য উপসাগরের তীরে ব্যবসা একেবারে বন্ধ হ'য়ে গেল।

১৬২৪ সালে "ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী"র জাহাজ প্রথম বন্দর আব্বাসে এলো। এর ফলে ওলন্দাজরা ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে পাল্লা দিতে লাগলেন। এ'রা দ্রব্যের মূল্যও কমিয়ে ইংরাজদের ব্যবসায় ভাঁটা পড়িয়ে দিলেন। ফলে, ইংরাজদের সঙ্গে অনেক মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। তা সত্ত্বেও বহুদিন পর্যন্ত তাঁরা পারস্য উপসাগরে ব্যবসা চালিয়ে গিয়েছিলেন। কারণও ছিল। ওলন্দাজ সরকার তাঁদের যথেষ্ট সাহায্য করছিলেন।

যাই হোক্, ১৭০৮ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সেখানকার সরকারের সাহায্যে পুনরায় তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য ফিরে পেলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজদের ব্যবসা পারস্য উপসাগরে খুব বেড়ে যাওয়ায় ১৭৬৩ সালে তাঁরা বসরাতে একটি রেসিডেন্সী ও কয়েকটি বড় বড় কলকারখানা স্থাপন করলেন। ১৭৬৪ সালে বসরাতে Consulate খোলা হয়। আর ইংরাজদের প্রধান ঘাঁটি স্থাপিত হয় ১৭৭৮ সালে।

১৭৯৮ সালে মাস্কাটের সুলতানের সঙ্গে একটি চুক্তি হয় ইংরাজদের। এর দ্বারা এই বন্দরে তাঁদের পুরোপুরি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।

১৮৮৪ সালে পারস্য উপসাগরে প্রথম ভারত সরকারের অধীনে ডাক বিভাগ খোলা হয়। সেই সময় ভারতবর্ষে যেসব টিকিট ও যে মাশুল ডাকের জন্য প্রচলিত ছিল পারস্য উপসাগরের সর্বত্রও তাই প্রবর্তিত হ'ল।

১৯১১ সালে নতুন করে আবার একটি চুক্তি সই করা হয়। তার ফলে ডাক বিভাগের সমস্ত দায়িত্ব দেওয়া হয় গ্রেট বৃটেনকে।

১৯৩০ সালে ভারতবর্ষের টিকিটের ওপর প্রথম "Bahrain" ছাপ দিয়ে বাহারিণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।

১৯০৪ সালের পূর্বে কোয়েটের ডাক সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে, ১৯১৪—১৮ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় ডাক বিভাগ কোয়েটে ডাকঘর খুলেছিলেন এবং ভারতীয় ডাক টিকিট যে সেখানে ব্যবহার করা হয়েছিল তা জানা গেছে। ১৯২৩









পারস্য উপসাগরে ব্যবহৃত 'বসরা' 'বুশাইর' ও 'বাগদাদ' ছাপা ভারতীয় ডাকটিকিট।

সাল থেকে ভারতীয় ডাক টিকিটের উপর "Kuwait" ছেপে ব্যবহার করা হয়।



পারস্য উপসাগরে ব্যবহৃত 'কোয়েট' ছাপা ভারতীয় ডাকটিকিট।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই রকম ভারতবর্ষের ডাক টিকিটের ওপর Kuwait ছাপা টিকিট ফুরিয়ে যায়। সেই জন্য অল্প দিনের জন্য অর্থাৎ যতদিন না পুনরায় ছাপা টিকিট কোয়েটে এসে পেঁছায় ততদিন ভারতবর্ষের সাধারণ টিকিট ওখানে ব্যবহার করা হয়েছিল।

বাহারিণের মতই মাস্‌কাটেও ভারতীয় ডাক বিভাগের অধীন ডাকঘর খোলা হয়। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত এই ডাকঘরের কাজ চালু ছিল।

১৯৪৪ সালের ২০শে নভেম্বর Al-Busaid Dynasty-র স্মরণার্থে ভারতীয় ডাক টিকিটের ওপর উর্দুতে ছাপা কতকগুলি টিকিট বের হয়েছিল।

সমগ্র পারস্য উপসাগরের মধ্যে এডেন, এডেন ষ্টেটস, বাহারিণ, কোয়েট ও মাস কাট মাত্র এই কয়টি জায়গার টিকিট পৃথক পৃথক নামে বের হয়েছিল।

এডেনের ডাকঘরগুলিও ভারত সরকারের অধীন ছিল। ভারতবর্ষের ডাক বিভাগকে যখন ভাগ করা হয় তখন এডেন বোম্বে'র মধ্যে চলে যায়। ১৯৩৯ সালে এডেন ও এডেন স্টেটস্‌ নিয়ে পোস্টাল ইউনিয়ন গঠন করার ফলে এডেন প্রটেক্‌টরেট্‌ স্টেটস স্থাপিত হয়।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৮ সাল থেকে ভারতবর্ষের টিকিটের বদলে গ্রেট বৃটেনের টিকিটের ওপর যথাক্রমে Bahrain, Muscat ও Kuwait ছেপে ব্যবহার করা হয়। তবে মজার কথা, এডেন ছাড়া এই টিকিগুলির মূল্য টাকা, আনা, পাইয়ে চলে আসছে আজও।





পারস্য উপসাগরে ব্যবহৃত 'মহামেরা' ও 'লিংগা' ছাপা ভারতীয় ডাকটিকিট।

বৃটিশ ইস্ট আফ্রিকা

১৫৯২ সালে বৃটিশ ইস্ট আফ্রিকা নামে যা আজ পরিচিত, সেই জায়গাটি পর্তুগীজদের তাঁবে ছিল। আর মোম্বাসা (Mombasa) জায়গাটি ছিল পর্তুগীজ গভর্ণরের বাসস্থান। ১৬১০ সাল থেকে হরকরার দ্বারাই চিঠি আদানপ্রদান হ'ত। হরকরার দ্বারা সমস্ত চিঠিপত্র বৃটিশ ইস্ট আফ্রিকা এসোসিয়েশনের ডাক বিভাগকে দেওয়া হ'ত। এই ভাবে চিঠিপত্র আদান-প্রদানের ফলে ১৮৮৮ সালে উগান্ডা পর্যন্ত চিঠি যাতায়াত ক'রত। ১৮৯৩ সালের মে মাসে বৃটিশ ইস্ট আফ্রিকা এসোসিয়েশন বন্ধ হয়ে গেল এবং এই জায়গাটি বৃটিশ প্রটেক্টরেট নামে পরিচিত হ'ল। ১৮৯০ সালে মোম্বাসাতে প্রথম নিয়মিত ডাক বিভাগ খোলা হ'ল এবং এটি বৃটিশ ইস্ট আফ্রিকা কোম্পানীর অধীনে কাজ করতে লাগলো। ১৮৯৫ সালের জুন মাসের শেষ পর্যন্ত সেটা তাদের হাতেই রইলো। এই সহরটি জাঞ্জিবারের সুলতানের রাজত্বে ছিল; কিন্তু এই সময়ে ভারতবর্ষের টিকিট এখানে ব্যবহার করা হ'ত।

১৮৯৫ সালেব নভেম্বর মাসে সেই সময়কার ভারতবর্ষের টিকিটের ওপর তিন লাইনে British East Africa ছেপে এখানে ব্যবহার করা হয়েছিল। এর দাম ছিল দু'পয়সা থেকে পাঁচ টাকা পর্যন্ত। ১৮৯৬ সালের মে মাসে প্রথম British East Africa-র নিজস্ব টিকিট বের হয়। কাজেই ঠিক এই সময় থেকেই ভারতবর্ষের টিকিটের ওপর ছাপা টিকিটগুলির ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হয়। ভাবতীয় টিকিটেব ওপব যে ছাপা হয়েছিল সেটি ছেপেছিলেন "টাইমস্ জাঞ্জিবার"এর অফিস।

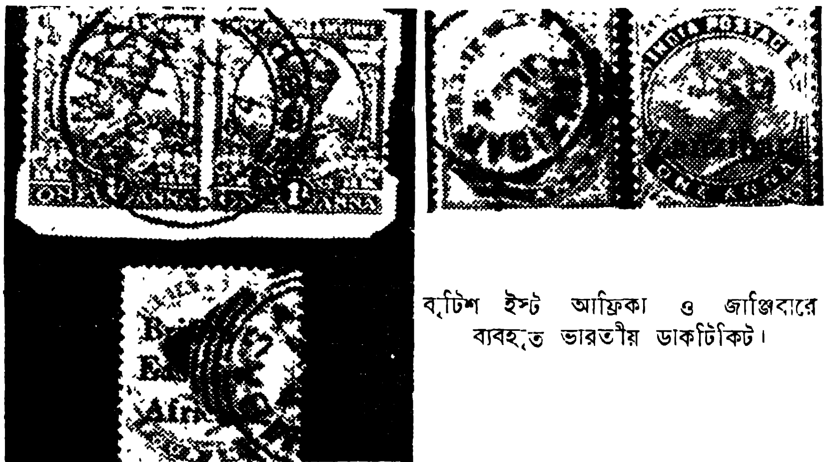
জাঞ্জিবার

জাঞ্জিবার ও পেম্বা ইস্ট আফ্রিকার তীর থেকে তেইশ মাইল দূরে অবস্থিত। Al Busaid Dynasty যিনি স্থাপন করেছিলেন তিনি এই জাঞ্জিবারে রাজত্ব করতেন।

১৮৬২ সালে গ্রেট বৃটেনের ও অন্যান্য পাশ্চাত্য রাজত্বের সংগে একটি চুক্তি হয়। এই চুক্তিতে জাঞ্জিবারের স্বাধীনতা মেনে নেওয়া হয়। ১৮৯০ সাল পর্যন্ত এই স্বাধীনতা বজায় থাকে। এই ১৮৯০ সালেই সুলতান বৃটিশের রক্ষণাধীনে আসেন।

১৮৬৮ সালের শেষাশেষি এখানে প্রথম ডাক বিভাগ খোলা হয় এবং তা ভারতবর্ষের পরিচালনাধীনে থাকে। ভারতবর্ষের অধীনে

থাকার জন্য সেখানকার পলিটিক্যাল এজেন্ট এবং Consul বিশেষ আপত্তি করেন। সেজন্য ১৮৬৯ সালের প্রথমেই তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু বন্ধ করে দেওয়ার দরুন সেখানকার স্থানীয় লোক বিশেষ গোলমাল শুরু করে দেয়। সেজন্য ১৮৭৫ সালের ১লা অক্টোবর পুনরায় ভারতেব অধীনে ডাক বিভাগ খুলে দেওয়া হয়। ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত এখানকার পোস্ট অফিসটি একটি সাব অফিস ছিল। এই সময়ে এখানকার কাজ বেড়ে যাওয়ায় এই পোস্ট অফিসকে একটি বড় পোস্ট অফিসে পরিণত করা হয়। এইভাবে ১৮৯৫ সালের ১০ই নভেম্বর পর্যন্ত সেটি কার্যকরী থাকে। এই সময় ভারতবর্ষের কাছ থেকে এটি বৃটিশ ইস্ট আফ্রিকার শাসনাধীনে আসে। ঠিক এই সময় মোম্বাসাতে ভারতবর্ষের টিকিটের ওপর ছাপা যে টিকিট ছিল তা আসে। কাজেই বোম্বে অফিসকে অনুরোধ করা হ'ল, জাঞ্জিবারে যে টিকিট মজুত আছে সেটা ভাগ করে এই দুই প্রোটেকটরেট-এ দেওয়ার জন্য। যদিও ১৮৯৫ সালের ১০ই নভেম্বর পর্যন্ত ভারতবর্ষের টিকিটের ওপর ছাপা এই টিকিটগুলি ব্যবহার ক'রবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তা সত্ত্বেও ১৯০৪ সাল পর্যন্ত ছাপবিহীন ভারতীয় টিকিটও ব্যবহার করা হ'ত এবং ডাক বিভাগ তার জন্য কোন আপত্তি ক'রত না।



বৃটিশ ইস্ট আফ্রিকা ও জাঞ্জিবারে ব্যবহৃত ভারতীয় ডাকটিকিট।

১৮৯৫ সালের ১০ই নভেম্বর প্রথম ভারতীয় টিকিটের ওপর জাঞ্জিবার ছেপে ব্যবহার করা হয়েছিল। এটি জাঞ্জিবার গেজেট থেকে ছাপা হয়েছিল। সেই সময় ভারতবর্ষের টিকিট যথাক্রমে দু'পয়সা

থেকে পাঁচ টাকা পর্যন্ত ছাপা হয়েছিল। কিছু টিকিটের মূল্য অদল-বদল করার প্রয়োজন হওয়ায় ছ'পয়সা, এক আনা ও দু' আনার টিকিটের ওপর দশ পয়সা ছেপে বার করা হয়েছিল।

বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড

১৮৮৪ সাল পর্যন্ত বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড মিশরের ওপর প্রভুত্ব করেছিলেন। পরে এই দেশটি যথাক্রমে ইংরাজ, ফরাসী ও ইতালীর তত্ত্বাবধানে আসে।

১৮৯৮ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষ বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ডকে শাসন করে এসেছিলেন। একে বলা হ'ত সোমালিল্যাণ্ড পোস্ট প্রোটেকটরেট, চলতি কথায় বলা হ'ত বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড।

১৯০৩ সালে বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর এর ভার নেন। কিন্তু এর নাম সোমালিল্যাণ্ড প্রোটেকটরেটই রইল। এখানে ভারতীয় টিকিট ১৮৮৭ সাল থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়।



বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ডে ব্যবহৃত ভারতীয় ডাকটিকিট।

১৯০২ সালের ২৬শে মে থেকে বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড-ছাপা

ডাক টিকিট বের হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দেশের অবস্থা সেই সময় ভাল না থাকার দরুন ১৯০৩ সালের ১লা জুনের আগে এই টিকিটগুলি বের করা সম্ভব হয়নি। এই তারিখ থেকে সোমালিল্যাণ্ড প্রোটেকটরেট ইউনিভারসাল পোস্টাল ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে গেল।

ভারতীয় টিকিটের ওপর ছাপা বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড টিকিটগুলি দু'পয়সা থেকে পাঁচ টাকা দামের (মহারাণী ভিক্টোরিয়ার) এবং সরকারী টিকিট দু'পয়সা থেকে এক টাকা দামের ছিল। সপ্তম এডওয়ার্ডের টিকিট দু'পয়সা থেকে পাঁচ টাকা আর সরকারী টিকিট দু'পয়সা থেকে আট আনা পর্যন্ত বের হয়েছিল। এই টিকিটগুলির ওপর যে Overprint ছাপা হয়েছিল সেটি ছেপেছিলেন ক'লকাতার সেণ্ট্রাল প্রিণ্টিং অফিস।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার টিকিটের ওপর যে টিকিট ছাপা হয় সেটি দু'রকমে ছাপা হয়। একটির ওপরের দিকে আর অপরটির নীচের দিকে ছাপা হয়। কিন্তু সপ্তম এডওয়ার্ডের যে টিকিট ছাপা হয় সেটা একই রকম ছাপা ছিল।

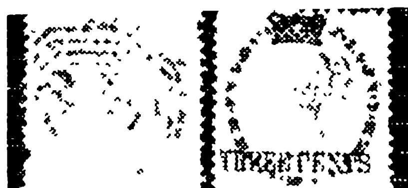
ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্ট

পারস্য উপসাগরের মতই ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্টেও ভারতবর্ষের টিকিট ১৮৫৪—১৮৬৭ পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছিল। সিঙ্গাপুর, পেনাং ও মালাক্কা ১৮৫৪ সাল থেকে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত বাংলা ডাক বিভাগের অধীনে ছিল ও পরে ১৮৬২ সাল থেকে ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত বর্মা ডাক বিভাগের অধীনে ছিল। বর্মা ডাক বিভাগ ভারতীয় ডাক বিভাগের অন্তর্গত ছিল এই সময়।

১৮৬৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ভারতীয় টিকিটের উপর 'Cents' মূল্য ছেপে ৯টি টিকিট বার করা হয়।

যেমন, দু'পয়সা টিকিটের উপর		...	...	১½	সেণ্ট
এক আনা	”	...	...	২	”
এক আনা	”	...	...	৩	”
এক আনা	”	...	...	৪	”
দু' আনা	”	...	...	৬	”
দু' আনা	”	...	...	৮	”
চার আনা	”	...	...	১২	”
আট আনা	”	...	...	২৪	”
দু' আনা	”	...	...	৩২	”

এই টিকিটগুলি অবশ্য খুব অল্প দিনই ব্যবহার করা হয়েছিল। কারণ ১৮৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্টের নতুন নিজস্ব টিকিট বের হয়। ভারতীয় টিকিটের ওপর ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্ট ছাপা টিকিটের ব্যবহার এই সময় বন্ধ হয়ে যায়। পরে ১৮৭৭ সালের ১লা এপ্রিল ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্টস ইউনিভারসাল পোস্টাল ইউনিয়নের সভ্য হন। ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্টে যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাক টিকিট ব্যবহার হচ্ছিল সেই সময় কতকগুলি এক আনা ও কতকগুলি চার আনা দামের টিকিট আধাআধি ভাবে কেটে (Bisected) ব্যবহার করা হয়েছিল। খুব সম্ভবতঃ কতকগুলি টিকিট ফুরিয়ে যাওয়ায়



ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্টে ব্যবহৃত ভারতীয় ডাকটিকিট।



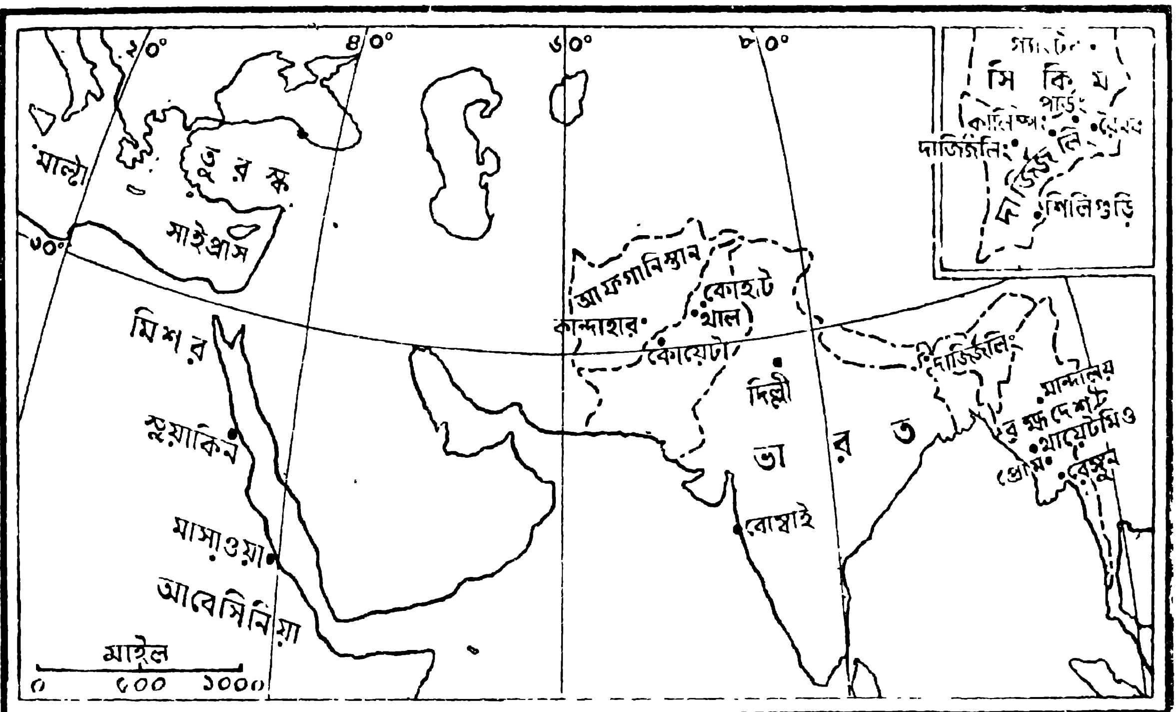
ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্টে ব্যবহৃত এক আনা ও চার আনা দামের আধাআধিভাবে কাটা ডাকটিকিট।

সেখানকার লোকেরা বাধ্য হয়েছিল এই ভাবে ডাক টিকিট ব্যবহার করতে। যদিও ডাক বিভাগ থেকে এই ভাবে টিকিট ব্যবহার করবার আদেশ দেওয়া হয়নি তবু তাঁরা আপত্তিও করেননি।

যতদূর জানা যায়, সিংগাপুরে ডাকঘর থেকে এইরূপ টিকিটগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল। সেই সময় সিংগাপুর থেকে আমেরিকায় চিঠি পাঠাতে তের আনা চার পাই মাশুল লাগতো।

আগের অধ্যায়ে পারস্য উপসাগরস্থিত ও অন্যান্য স্থানে ভারতবর্ষের ডাক টিকিট কি ভাবে ব্যবহার করা হয় সে কথার উল্লেখ করেছি। এই ডাক টিকিটগুলি সাধারণ ভাবেই ব্যবহার করা হয়েছিল, কারণ সেই সময় সেখানকার ডাক পরিচালনার ভার ছিল ভারতের ডাক বিভাগেরই ওপর।

ভারতবর্ষের ডাক টিকিট আরও দু'রকম ভাবে ব্যবহার করা হয়। ভারতবর্ষের সৈন্যবাহিনী যখন যেখানে গিয়েছিল (সেটা ভারতবর্ষের মধ্যেই হোক বা ভারতবর্ষের বাইরেই হোক) সেখানে সেই সৈন্যবাহিনীর সংগে ভারতবর্ষের একটি ডাক বিভাগ ও ডাক টিকিট পাঠানো হয়েছিল।



ভারতবর্ষের ডাকটিকিট যেখানে যেখানে ফিল্ড ফোর্সের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল তার মানচিত্র।

কতকগুলি জায়গায় শুধুমাত্র ভারতবর্ষের ডাক টিকিট ফিল্ড-ফোর্স-এর জন্য ব্যবহার হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের বাইরে যে জায়গায় ভারতীয় সৈন্যবাহিনী গিয়েছিল সেই রকম কয়েক জায়গায় ভাবতবর্ষেব ডাক টিকিটের ওপর ছাপ দিয়ে ব্যবহার করা হয়েছিল। উপস্থিত আমি সাধারণভাবে ভারতবর্ষের ডাক টিকিট যে যে ফিল্ড-ফোর্স-এ ব্যবহার করা হয়েছিল তার কথাই বলবো। পরে ছাপ দেওয়া ভারতীয় ডাক টিকিটের কথা বলবো।

আবেসিনিয়ার যুদ্ধ

১৮৬৭ সালের ২৫শে নভেম্বর ভারতীয় সৈন্যবাহিনী আবেসিনিয়াতে যায়। ঐ সালের ২৫শে নভেম্বর ভারতীয় ডাক বিভাগের কিছু লোক মাসাওয়াতে যাত্রা করে। ভারতীয় সৈন্য-বাহিনী আগেই এখানে উপস্থিত হয়েছিল। তারা আদেশের অপেক্ষায় ছিল। এই ডাক বিভাগের কর্তা হয়ে যান মিঃ জে গার্ডিনার। মিঃ গার্ডিনার অতিরিক্ত পরিশ্রম করার ফলে শীঘ্রই অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেইজন্য তাঁব জায়গায় ১৮৬৮ সালের ১লা মার্চ মিঃ ই ডাকস্টা উইলিয়ামসকে এই ডাক বিভাগের ভার দেওয়া হয়। সেই সময় ভাবতীয় ডাক টিকিট এই ফিল্ড-ফোর্স-এ ব্যবহার কবা হয়েছিল। এই ডাক টিকিটগুলিব দাম ছিল যথাক্রমে দু' পয়সা, এক আনা, দু' আনা ছ' আনা আট পাই ও আট আনা আট পাই।

নীচে একটি তালিকা দিলুম যা থেকে আপনারা জানতে পারবেন এই এক্সপিডিশানারী ফোর্সকে কোন জিনিষের জন্য কত মাশুল দিতে হ'ত।

½ আউন্স ওজনেব চিঠির জন্য ..	৪ আনা	
১ আউন্স ওজনেব চিঠির জন্য	৮ আনা	
তারপর প্রতি আউন্সের জন্য .	৮ আনা	
৪ আউন্স ওজনেব খবরের কাগজের জন্য		৮ পাই
৮ আউন্স ওজনের খবরের কাগজের জন্য	১ আনা	৪ পাই
৪ আউন্স ওজনেব বইয়ের জন্য .	২ আনা	
৮ আউন্স ওজনের বইয়ের জন্য ..	৪ আনা	
তারপর প্রতি ৮ আউন্সের জন্য .	৪ আনা	

এই ডাক বিভাগ পার্সেল, মণি অর্ডার বা সেভিংসের কাজ করেছিল কিনা জানা যায়নি।

১৮৬৮ সালের জুন মাস থেকে আবেসিনিয়া থেকে ডাক

বিভাগের লোকেরা ফিরে আসতে শুরু করেন; সর্বশেষ দলটি ফিরে আসেন বোম্বে-তে, ঐ সালের ৪ঠা জুলাই।

আফগানিস্থানের যুদ্ধ

১৮৭৮ সালের নভেম্বর মাসে আফগান যুদ্ধ আরম্ভ হয়। তখন ভারতীয় সৈন্যবাহিনী যা সেখানে গিয়েছিল, তাদের ডাকের ব্যবস্থা করবার জন্য মিঃ জে এইচ কর্ণওয়ালকে পাঠানো হয়েছিল। এই সৈন্যবাহিনীতে মোটামুটি প্রায় ৪৫ হাজার সৈন্য এবং ৬০ হাজার অনুগামী ছিল।

পেশোয়ার কলামের ভার ছিল মিঃ জে এল ফেনডলের ওপর। তখন কোয়েটা থেকে কান্দাহার পর্যন্ত ডাক চলাচলের ভার ছিল সেখানকার পলিটিক্যাল এজেণ্ট আর মিলিটারী কর্তাদের ওপর। এই যুদ্ধের ভার দেওয়া ছিল মেজর জেনারেল এফ এস রবার্টস-এর ওপর। কোহাট থেকে থাল (Thull) পর্যন্ত প্রায় ৬৪ মাইল স্থানের ডাক ব্যবস্থার জন্য একটি গরুর গাড়ীর ডাকের ব্যবস্থা করা হয়। এই রাস্তাটি ছিল পাহাড়ী রাস্তা। তা ছাড়া ডাক বিভাগও খুব অসুবিধা ভোগ করতে লাগলো, কারণ, ডাকের গাড়ীতে সৈন্যবাহিনীর রসদও পাঠাতে হ'ত। এই গাড়ীগুলি খারাপ হ'লে আলিগড়ে ডাক বিভাগের কারখানায় মেরামত করা হ'ত। রাওয়ালপিণ্ডি, জাণ্ড, থাল ও অন্যান্য জায়গাতেও গাড়ী মেরামতের কারখানা খুলতে হয়েছিল পরে। নন-কমিশন অফিসারদের জন্য ডাকের কাজ সেখানেও হয়েছিল।

এই ডাকের কাজ করবার জন্য তাদের মাসিক ৩০্ টাকা করে বেতন দেওয়া হ'ত।

এই অভিযানের সমস্ত ব্যবস্থা করেছিলেন কর্ণেল ডব্লিউ এম, লেন। ইনি সেই সময় পাঞ্জাবের পোস্ট মাস্টার জেনারেল ছিলেন। এঁরই যত্নে সেই সময় ডাক ব্যবস্থার খুব উন্নতি হয়।

মাল্টা এক্সপিডিশনারী ফোর্স

১৮৭৮ সালের এপ্রিল মাসে ঠিক হয় যে, একটি এক্সপিডিশনারি ফোর্স মাল্টায় পাঠানো হবে, আর তার প্রধান সেনাপতি হিসাবে যাবেন মেজর জেনারেল জে রস্ সি বি। আরও ঠিক হয় যে, এই বাহিনীর সঙ্গে একটি ছোট ডাক বিভাগও যাবে, আর পোস্ট মাস্টার হিসাবে যাবেন Mr.Dinshaw Jijibhoy। এই দলে ছিল একজন কেরাণী ও তিনজন পিওন। এর ব্যবস্থা করেছিলেন সেই

সময়কার বোম্বে-এর পোস্ট মাস্টার জেনারেল। এই বাহিনী ১৮৭৮ সালের ১লা মে বোম্বে থেকে রওনা হয়।

যখন তুরস্ক গ্রেট বৃটেনকে সাইপ্রাস দ্বীপটি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন, সেই সময় ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ও ভারতীয় ডাক বিভাগ সাইপ্রাসে অবতীর্ণ হয়। Larnakaতে একটি বৃটিশ পোস্ট অফিস খোলা হ'ল এবং এই পোস্ট অফিসের ভার দেওয়া হ'ল মিঃ ডিনশ'কে। ইনি বৃটিশ ডাক বিভাগের সহযোগে কাজ করতে লাগলেন এবং ১৮৭৮ সালের ২২শে আগস্ট ফিরে আসবার দিন পর্যন্ত এঁদের সঙ্গে কাজ করেন।

সাইপ্রাস যখন প্রথম দখল হয় সেই সময় সাইপ্রাস ও ভারতবর্ষের মধ্যে প্রতি ১৫ দিন অন্তর ডাক চলাচল ক'রত। এই ডাক চলাচল ক'রত অস্ট্রিয়ান লয়েড স্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর স্টিমারে। পরে প্রতি সপ্তাহে ডাক চলাচল ক'রত বেলস্ এশিয়া মাইনর লাইন অব স্টিমারের মারফৎ।

১৮৭৮ সালের ২৭শে মে মাল্টায় প্রথম এই ফিল্ড পোস্ট অফিসটি খোলা হয়, আর ঐ সালের ২২শে আগস্ট সাইপ্রাসে সেটা বন্ধ হয়ে যায়।

ইজিপ্ট এক্সপিডিশনারি ফোর্স

১৮৮২ সালের জুলাই মাসে প্রথম ভারত সরকার আদেশ দেন যে, মিশরে একটি এক্সপিডিশনারী ফোর্স পাঠানো হোক। তদনুসারে সাত হাজার লোকের একটি বাহিনী সেখানে যায়। এই বাহিনীর কর্তা হয়ে যান মেজর জেনারেল স্যার এইচ ম্যাকফার্সন ভি সি, কে সি বি, আর এই ডাক বিভাগের সমস্ত ব্যবস্থা করেছিলেন Mr. Fanshawe যিনি সেই সময় বোম্বে-র পোস্ট মাস্টার জেনারেল ছিলেন। মিঃ জে এইচ কর্ণওয়ালকে এই ফিল্ড পোস্ট অফিসের চীফ সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত করা হয়। এই মিঃ কর্ণওয়ালই আফগান ফিল্ড পোস্ট অফিসের ভার নিয়েছিলেন।

১৮৮২ সালের ২২শে আগস্ট বোম্বে থেকে এই ফিল্ড পোস্ট অফিসটি রওনা হয়, আর ঐ বছরের ৩১শে অক্টোবর সেটি ফিরে আসে।

কালাহাণ্ডি এক্সপিডিশন

সেণ্ট্রাল প্রভিন্স-এর একটি নামজাদা ফিউডেটরি স্টেট-এর Khonds নামক অধিবাসীরা বিদ্রোহ আরম্ভ করে। সেই জন্য ভারত সরকার এই কালাহাণ্ডিতে সৈন্য পাঠাতে বাধ্য হ'ন।

১৮৮২ সালের জুন মাসে সেণ্ট্রাল প্রভিন্স-এর ডেপুটি পোস্ট মাস্টার জেনারেল ভারত সরকারকে জানান যে, এই বিদ্রোহ খুব গুরুতর আকার ধারণ করেছে এবং দেশের শান্তি ফিরে আসতে বেশ কিছু সময় লাগবে। সৈন্যদল সম্বলপুর থেকে রায়পুরে আসে এবং এই সৈন্যদের জন্য তিনটি ফিল্ড পোস্ট অফিস খোলা হয়।

সেণ্ট্রাল প্রভিন্স-এর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট Mr. Groman-কে ডাকের বন্দোবস্তের জন্য ভার দেওয়া হয়। যদিও এই সৈন্যবাহিনী খুব অল্প দিনই স্থায়ী ছিল তবুও ডাক চলাচলের বন্দোবস্ত ঐ বছরের শেষ পর্যন্ত কায়েমী ছিল।

সুয়াকিন (ইজিপ্ট) পোস্ট অফিস

১৮৮৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঠিক হয়, একটি ভারতীয় সৈন্যবাহিনী মিশরে পাঠানো হবে। সেই সময়কার ডিরেক্টর জেনারেলকে আদেশ দেওয়া হয়, তিনি যেন এই সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে একটি ফিল্ড পোস্ট অফিসের ব্যবস্থা করেন। সেই মত Mr. O'shea-কে চীফ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হিসাবে বোম্বে-এর পোস্ট মাষ্টার জেনারেল এই ডাক বিভাগের সঙ্গে পাঠান। এই বাহিনীতে মোট ১৫১৭ জন লোক ছিল এবং এই বাহিনীর ভার ছিল Gen. Hudson C. B.-এর ওপর।

১৮৮৫ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী এই ডাক বিভাগ বোম্বে থেকে রওনা হয়, আর ঐ সালের ৭ই মার্চ সুয়াকিন-এ পেঁছায়। ৮ই তারিখে সেখানে 'বেস' পোস্ট অফিস খেলা হয়।

মিশর ও ভারতবর্ষের মধ্যে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করেন Government Transport এবং P & O Packets। এই ডাক বিভাগের কাজ সুন্দরভাবে করার জন্য Mr O'shea ও Lalkaka মাত্র এঁরা দু'জনেই পদক লাভ করেন। নিম্নস্তরের কোন কর্মচারী কোন পুরস্কার পাননি।

১৮৮৫ সালের নভেম্বর মাসে এই ফিল্ড পোস্ট অফিসটি বন্ধ হয়ে যায়।

আপার বার্মা এক্সপিডিশান

১৮৮৫ সালের ২৩শে অক্টোবর ভারত সরকার ডিরেক্টর জেনারেল পোস্ট ও টেলিগ্রাফকে আদেশ করলেন আপার বার্মা এক্সপিডিশান ফোর্স-এ ডাকের ব্যবস্থা করতে।

এই সৈন্যবাহিনীতে দশ হাজার সৈন্য, আর দু' হাজার সংগী; আর এক হাজার ঢুলি বেয়ারা ও তিন হাজার কুলী ছিল।

১৮৮৫ সালের ১০ই নভেম্বর এই বাহিনী মেজর জেনারেল এইচ এন ডি প্রেণ্ডারগাস্ট, সি, বি, ভি, সি'র তত্ত্বাবধানে রেংগুণ থেকে আপার বার্মায় স্টীমারযোগে ইরাবতী নদী দিয়ে থায়েটমিও পর্যন্ত পেঁছিলেন। সেখান থেকে হাঁটা পথে মান্দালয় গিয়ে পেঁছিলেন।

বার্মার ডেপুটি পোস্ট মাস্টার জেনারেল মিঃ জি বার্টন গ্রোভস-এর উপর ভার পড়লো ডাকের ব্যবস্থা করবার জন্য; আর এঁকে এই বাহিনীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ডেপুটি পোস্ট মাষ্টার জেনারেল হিসেবে বহাল ক'রে এই বাহিনীর সংগে যেতে আদেশ দেওয়া হ'ল।

রেংগুণ, প্রোম এবং থায়েটমিও পোস্ট অফিসগুলিকে আরও জবরদস্ত করা হ'ল। থায়েটমিও পোস্ট অফিসকে 'বেস্' পোস্ট অফিস হিসাবে বদল করা হ'ল। এ ছাড়া আরও পাঁচটি ফিল্ড পোস্ট অফিস খোলা হয়, অবশ্য এগুলি স্টীমারের উপর হয়েছিল।

সিকিম এক্সপিডিশান

১৮৮৮ সালের ৩রা মার্চ গেজেট অফ ইণ্ডিয়া মারফৎ জানান হ'ল যে, একদল সৈন্যবাহিনী সিকিমে পাঠানো হোক। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সংগে সংগে বাংলা সরকার শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পং ডাক হরকরার ব্যবস্থা করার জন্য বাংলার পোস্ট মাস্টার জেনারেল মিঃ এইচ এম কিশকে অনুরোধ করলেন। এই স্থানটির দূরত্ব ছিল মাত্র ৩৭ মাইল। এই পথ দিয়ে হরকরার দ্বারা কেবলমাত্র চিঠি পাঠানো হ'ত। পার্সেল বা ভারি জিনিষপত্র অবশ্য পুরাতন পথেই চলতে লাগল দার্জিলিং থেকে ঘুম এবং পাশক হয়ে। ঐ সালের ২৪শে মার্চ পার্ডং পোস্ট অফিসকে সাব পোস্ট অফিসে পরিণত করা হয় এবং ঐ তারিখ থেকে এই পোস্ট অফিসটিকে যুদ্ধ চালনার জন্য 'বেস' পোস্ট অফিস হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

ঐ সালের ১৬ই মার্চ পার্ডং-এ যে সৈন্য সমাবেশ হয় সেটাকে দু'ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়। একটির পরিচালনা করেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল টি গ্রাহাম, আর এ এবং অপরটির পরিচালনা করেন কর্ণেল মিচেল। কর্ণেল মিচেল-এর তত্ত্বাবধানে ছিল 13th Bengal Infantry। প্রথম বাহিনী Lingtu দুর্গ পর্যন্ত এগিয়েছিলেন এবং অপরটি Rhenok Bazar পেঁছেছিলেন। এই

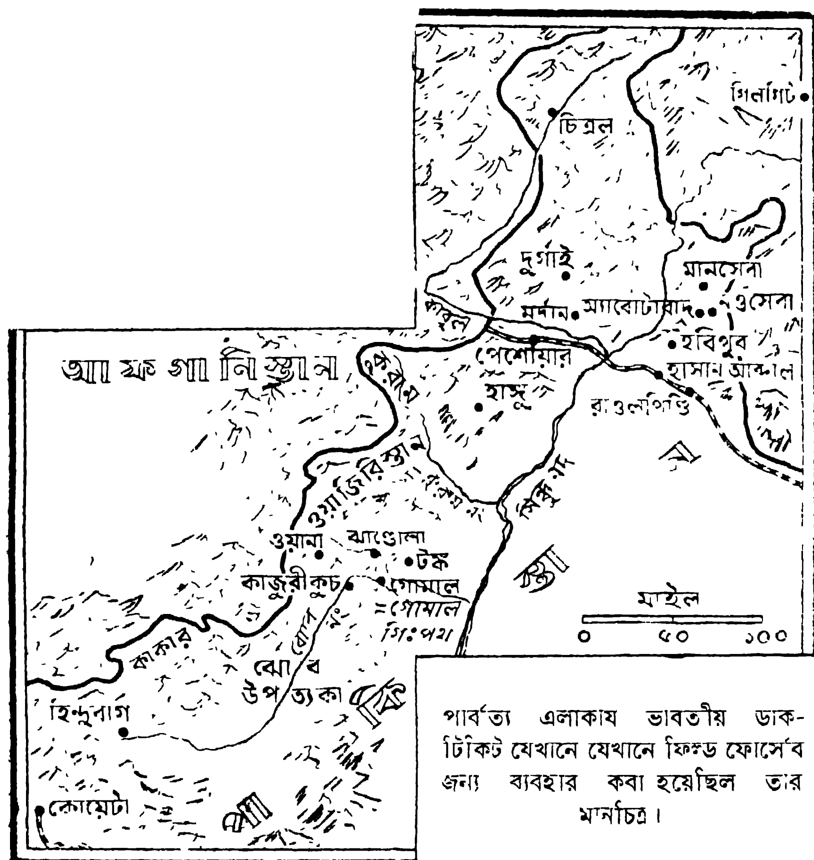
বাহিনী যাওয়ার ফলে Dulapchin নামক স্থানে পোস্ট অফিস খোলা হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই এই পোস্ট অফিসটিকে Ranglichun নামক স্থানে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়।

আরও কয়েকটি পোস্ট অফিস খোলা হয় যেমন—**Gangtong, Seldonchin, Gangtok, Rhenok Bazar & Pakyong !**

এই সমস্ত ডাক চলাচলের ভার ছিল Ranglichun ও Pakyong-এর ওপর। আবও দূরে থেকে যে ডাক চলাচল ক'রত তার তত্ত্বাবধান করতেন রাজনৈতিক বিভাগ।

ব্ল্যাক মাউণ্টেন বা হাজারা ফিল্ড ফোর্স

১৮৮৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে বৃটিশ সরকার ঠিক করলেন ব্ল্যাক মাউণ্টেনের পার্বত্য অধিবাসীদের সায়েস্তা করার



পার্বত্য এলাকায় ভাবতীয় ডাক-টিকিট যেখানে যেখানে ফিল্ড ফোর্সেব জন্য ব্যবহার কবা হয়েছিল তার মানচিত্র।

জন্য একদল এক্সপিডিশনারি ফোর্স পাঠাবেন। এই উদ্দেশ্যে হাজারা ফ্রণ্টিয়ারের জন্য একটি ফিল্ড ফোর্স গঠন করা হ'ল। উদ্দেশ্য—খাঁন খেল হাসানজাই এবং আঁকজাই পার্বত্য স্থানের দুর্দম অরাজকতা বন্ধ করে শান্তি ফিরিয়ে আনা। এই এক্সপিডিশনারি ফোর্স ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জে. ডবলিউ ম্যাককুইন সি. বি-এর পরিচালনায় গিয়েছিল। ইনি পাঞ্জাব ফ্রণ্টিয়ার ফোর্স-এর দায়িত্বে ছিলেন। এক্সপিডিশনারি ফোর্স-এ ডাকের ব্যবস্থা করবার জন্য ১৮৮৮ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর মিঃ ডবলিউ টি ভ্যান সমারেণকে আদেশ করা হ'ল। ইনি সেই সময় রাওয়ালপিণ্ডি ডিভিসনের পোস্ট অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। হরিপুর নামক স্থানে 'বেস্' পোস্ট অফিস করা হ'ল। এই পোস্ট অফিসটি Darband Column-এ ডাকের ব্যবস্থা করেছিল। এই সময় অ্যাবোটাবাদ-এ Oghi Column-এ 'বেস্' পোস্ট অফিস খোলা হ'ল।

হাসানআব্দাল থেকে অ্যাবোটাবাদে টাংগার দ্বারা ডাক চলাচলের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। পরে এই ডাক মানসেরা পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়েছিল।

অ্যাবোটাবাদ থেকে ওঘি পর্যন্ত টাংগা ও ঘোড়ার ডাক—এই দু'রকম বন্দোবস্ত ছিল। হরিপুর থেকে ডারবাণ্ড হরকরার দ্বারা ডাক পাঠানো হ'ত। হাসানআব্দাল-এ একটি রেলওয়ে সর্টিং অফিস খোলা হয়। এই ডাকঘরের তত্ত্বাবধান করেন মিঃ এম. জি, ওয়েট্।

জোব এক্সপিডিশান

১৮৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি ভারতের কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল আদেশ দিলেন জোব ভ্যালিতে ২০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী পাঠাতে। তদনুসারে একটি বাহিনী পাঠানো হ'ল। এই সৈন্যবাহিনীতে অন্যান্য কর্মচারীও ছিল। এই বাহিনী পাঠাবার দু'টি উদ্দেশ্য ছিল। একটি হ'ল জোব ভ্যালির সীমানা ঠিক করা, আর অপরটি দোস্ত মুহম্মদ নামক দুর্ধর্ষ পাহাড়ীকে গ্রেপ্তার ক'রে কাকার নামক স্থান থেকে তাড়ানো। এ ছাড়া খিদ্‌দরজাই শিরানী নামক পার্বত্য লোকদেরও এমনভাবে শাস্তি দেওয়া দরকার, যাতে তারা বশ্যতা স্বীকার করে। এই উদ্দেশ্যে ঐ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর কোয়েটা থেকে একদল হিন্দুবাগ নামক স্থানে রওনা হয়। এই বাহিনীর ডাক চলাচলের জন্য

একটি ছোট ফিল্ড পোস্ট অফিসও এর সঙ্গে যায়। এই ফিল্ড পোস্ট অফিসটিতে ছিল একজন সাব পোস্ট মাষ্টার ও দু'জন পিওন। এই বাহিনীটি পরিচালনা করেন স্যার জর্জ হোয়াইট।

দ্বিতীয় ব্ল্যাক মাউণ্টেন এক্সপিডিশান

হাসানজাই ও আঁকজাই পার্বত্য দল দু'টো দমন করবার জন্য পুনরায় ১৮৯১ সালে একটি সৈন্যবাহিনী পাঠানো হয়। এই বাহিনীতে ছিল ৬৮০০ জন সৈন্য। এব পরিচালনা করেন মেজর জেনারেল এলিস সি. বি। ডারবান নামক স্থান থেকে এই বাহিনী দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধ চালনা করেন। প্রথম বাহিনী বরাদর হয়ে পয়লম থেকে টিল্লি পর্যন্ত, আর অপরটি নদীর রাস্তায় কোটকাই হয়ে কানহার রওনা হয়। এই বাহিনীর ডাকের বন্দোবস্তের ভার ছিল মিঃ ডব্লিউ. টি. ভ্যান সোমরান-এর ওপব। কিন্তু এঁকে পাঞ্জাবেব পোস্ট মাস্টার জেনারেল মিঃ জি. জে. হাইনস্-এর মত অনুসারে কাজ করতে হ'ত।

মিরানজাই এক্সপিডিশান

মিরানজাই ভ্যালির উরাকজাই নামক পার্বত্য অধিবাসীদের দমন করবার জন্য একদল সৈন্যবাহিনী পাঠানো হয়। এর পরিচালনা করেন স্যার উইলিয়ামস লকহার্ড কে. সি. বি।

১৮৯১ সালের জানুয়ারী মাসে এই সৈন্যবাহিনী পাঠানো হয়। এই সৈন্যবাহিনী তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে কাজ করে। প্রথম বাহিনী সাহুখেল থেকে, দ্বিতীয় বাহিনী টগ্ থেকে আর তৃতীয় বাহিনী হাংগু নামক স্থান থেকে পরিচালনা করা হয়।

পেশোয়ার ডিভিসনের ডাক বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এ বীন্‌কে এই ফিল্ড পোস্ট অফিসের ভার দেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়া তাঁর নিজের কাজও বজায় ছিল।

ওয়ানো এক্সপিডিশান

১৮৯২ সালের আগস্ট মাসে আফগানিস্থানে ভীষণ গোলযোগের সৃষ্টি হয়। এখানে শান্তি ফিরিয়ে আনবার জন্য একদল সৈন্য পাঠানো হয়। ওয়ানো নামক স্থানের কাজুরীকুচ্ জায়গাটিতে এই সৈন্যবাহিনী ঘাঁটি করে। এই স্থানটি হচ্ছে আফগানিস্থানের সীমান্তের পরে গোমাল গিরিপথ থেকে ৩০ মাইল দূরে। এখানে কোন পোস্ট অফিস ছিল না। সেইজন্য ডেরাজেট ডিভিশনের পোস্ট অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এখানকার ডাক চলাচলের বন্দোবস্ত

করেছিলেন। এই সমস্ত ডাক গোমাল পোস্ট অফিস হয়ে যাতায়াত ক'রত। ঐ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আরও সৈন্য এসে পড়ায় ডাক ব্যবস্থাকে আরও ভাল করা হয়।

১৮৯৩ সালের এপ্রিল মাসে শান্তি ফিরে আসায় কাজুরী ও জান্‌ডোলা থেকে সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করা হয়। কাজেই ডাকের ব্যবস্থাও আস্তে আস্তে কমে আসে।

ইশাজাই ফিল্ড ফোর্স

সেবী নামক স্থানে একজন দুর্ধর্ষ পাহাড়ী হাসিম আলি খান্ বাস ক'রত। তার অত্যাচারে সকলে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। সেইজন্য ১৮৯১ সালের মে মাসে সেরীর পার্বত্য অধিবাসীদের সঙ্গে ইংরাজদের একটি চুক্তি হয়। এই চুক্তি ভঙ্গ করার জন্য ভারত সরকার ১৮৯২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে মেজর জেনারেল স্যার উইলিয়াম লকহার্ড-এর অধীনে একটি ফৌজ পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। উদ্দেশ্য, সেরীর কতকগুলি গ্রামের অধিবাসীদের শাস্তি দেওয়া, কারণ এরা হাসিম আলি খানকে আশ্রয় দিচ্ছিল। এই বাহিনীতে মোট ৪০০০ লোক ছিল, আর এদের ঘাঁটি ছিল ডারবান্ড নামক স্থানে।

১৮৯২ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর পোস্ট-অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ সি. জে. ডিজ্‌কে পাঠানো হ'ল এই ফৌজের ডাকের ব্যবস্থার জন্য। আর এঁকে সাহায্য করবার জন্য একজন ইন্সপেক্টর দেওয়া হ'ল।

কুরাম ফিল্ড ফোর্স

কুরাম ভ্যালির নিচের দিকে চিক্কাই নামক অধিবাসীরা বাস ক'রত। এই অধিবাসীরা অতি ভয়ংকর ছিল। সেইজন্য ১৮৯২ সালের অক্টোবর মাসে ভারত সরকার একটি বাহিনী ওখানে পাঠানো সাব্যস্ত করলেন। এই বাহিনীর কর্তা হিসাবে গেলেন একজন পলিটিক্যাল অফিসার মিঃ ডাবলিউ, আর. এইচ. মার্ক, সি-এস-আই। কুরাম থেকে এই পার্বত্য অধিবাসীদের তাড়িয়ে সেখানকার সুব্যবস্থা করাই এর উদ্দেশ্য ছিল। এই বাহিনীতে মোট ২৫০০ লোক ছিল। এই বাহিনীর ডাকের ব্যবস্থা করেছিলেন পাঞ্জাবের পোস্ট-মাস্টার জেনারেল মিঃ পি সেরিডান। আর, পেশোয়ার ডিভিশনের ডাক বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে এই বাহিনীর ডাক চলাচলের ভার দিয়ে পাঠানো হয়। অক্টোবর মাসের

শেষ দিকে ওখানে শান্তি ফিরে আসে। সুতরাং ওখানে সৈন্যবাহিনী রাখবার আর প্রয়োজন হ'ল না ও ফিল্ড পোস্ট-অফিসটিকে বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। অবশ্য কিছু সৈন্য সেখানে কায়েমীভাবে থেকে যাওয়ার দরুন সেখানে যে পোস্ট-অফিসটি ছিল, সেটাকে বহাল রাখা হয়।

ওয়াজিরিস্তান ফিল্ড ফোর্স

১৮৯৪ সালের আগষ্ট মাসে বৃটিশ কমিশনের সঙ্গে একটি সৈন্যবাহিনী পাঠানো হয় এখানে। আফগানিস্থানের সঙ্গে সীমানা ঠিক করাই এদের উদ্দেশ্য ছিল। এখানে ডাকের ব্যবস্থা করবার জন্য ডেরাজেট ডিভিশনের ডাক বিভাগের সুপারিন্টেন্ডেন্ট পন্ডিত শিব পাল ও দু'জন সহকারী ইনস্‌পেক্টরকে পাঠানো হয়। পরে অবশ্য পন্ডিত শিব পাল-এর জায়গায় মিঃ ডাবলিউ, টি ভ্যান সোমারেনকে নিযুক্ত করা হয়।

টাউক নামক জায়গায় যে পোস্ট অফিসটি ছিল সেটাকে অস্থায়ীভাবে বেস হেড পোস্ট অফিস করা হ'ল, আর সৈন্যদের জন্য আলাদা তিনটি ফিল্ড পোস্ট অফিস খোলা হ'ল।

ঐ সালের ৩রা নভেম্বর মামুদ ওয়াজিরি নামক পার্বতীয় লোকেরা রাত্রির অন্ধকারে ওয়ানো নামক বৃটিশ ক্যাম্প ভীষণভাবে আক্রমণ করে। যদিও এই আক্রমণ ব্যর্থ করা হয়, তবুও বৃটিশ পক্ষের ১২০ জন লোক মারা যায়। এই কারণে ১৮৯৪ সালে ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে ভারত সরকার আদেশ করলেন যে, ওয়াজিরিস্তানের পার্বতীয় লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালনা করা হোক। এই যুদ্ধ চালনা করবার ভার পড়লো লেঃ জেনারেল স্যার উইলিয়াম লকহার্ডের উপর। এ ছাড়া আর একজন সুপারিন্টেন্ডেন্টকে নিযুক্ত করা হয় বিশেষভাবে এই বাহিনীর কাজ দেখবার জন্য। এঁর নাম মিঃ এ, ফ্রাংকস্‌ র‍্যান।

চিত্রল রিলিফ্‌ ফোর্স

জানডাল নামক স্থানে উমরা খান নামে এক অতি দুর্ধর্ষ পাহাড়ী বাস ক'রত। এই জানডাল চিত্রলের মধ্যে অবস্থিত। উমরা খানকে শায়েস্তা করবার জন্য ১৮৯৫ সলের মার্চ মাসে ভারত সরকার চিত্রলে একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী পাঠান।

১৮৭৯ সালের আফগানিস্থান যুদ্ধের পর ভারত সরকার এরূপ একটি বাহিনী কখনও আর কোথাও পাঠাননি। এই বাহিনীতে লোক ছিল মোট ৫০ হাজার। এর মধ্যে ২০ হাজার

সৈনিক ও ৩০ হাজার অন্যান্য লোক। এই বাহিনীর লোকদের ডাকের ব্যবস্থা করবার আয়োজনও হয়েছিল প্রচুর। মেজর জেনারেল স্যার রবার্ট লো কে. সি. বি এই বাহিনী পরিচালনা করেন। সেই সময় এই বিরাট বাহিনীর ডাকের ব্যবস্থা করার জন্য ডাক বিভাগের ডাইরেক্টর জেনারেলকে অনুরোধ করা হয়।

১৮৯৫ সালের ১৮ই মার্চ ডাক বিভাগের ডাইরেক্টর জেনারেল পোস্ট মাস্টার জেনারেল মিঃ পি শেরিডানকে অনুরোধ করলেন, ফিল্ড পোস্ট অফিস-এর বন্দোবস্ত ক'রতে। ঐ মাসের শেষ দিকে ডাক বিভাগের কর্মচারীরা নওসেরাতে এলেন রওনা হবার জন্য। মিঃ এ. ফ্রাংকস র‍্যানকে প্রধান সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর পদে নিয়োগ করা হয়। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার প্রথম দিকে ডাক বিভাগকে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করতে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল। কারণ, খচ্চরের Mule) দ্বারা বেশী মাল পাঠানো যেত না। সেজন্য কিছুদিন ষাঁড়ের দ্বারা ডাক পাঠানো হয়েছিল। যখন জানোয়ারের দ্বারা ডাক পাঠানো আর সম্ভব হ'ল না, তখন অস্থায়ী ভাবে হরকরার ডাক বসানো হ'ল।

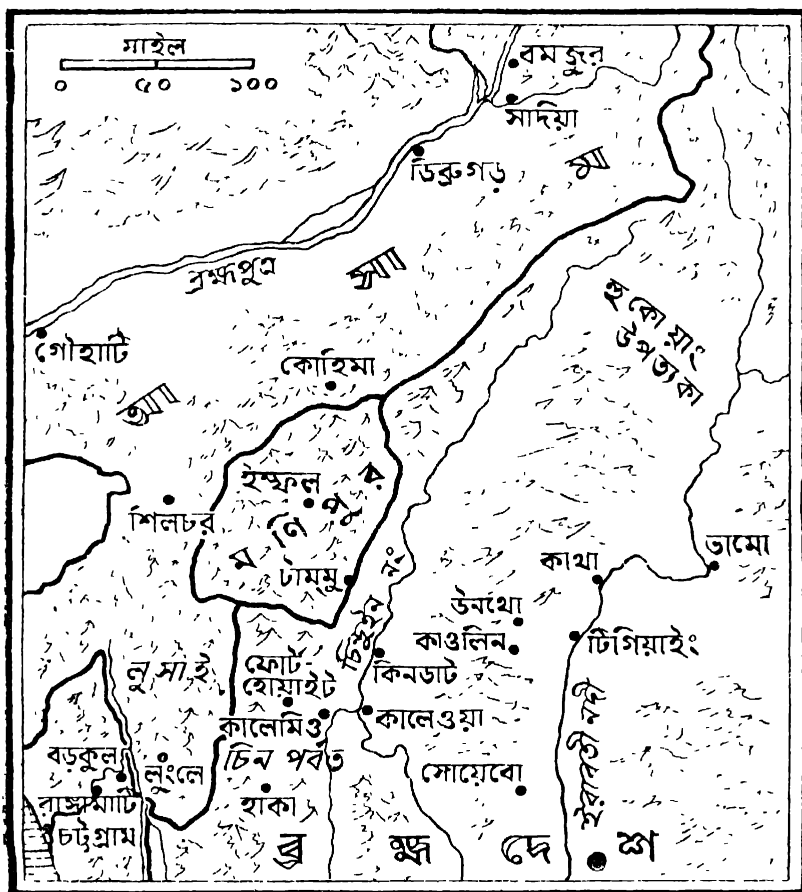
অল্পদিনের মধ্যেই সংবাদ এলো যে, দুরগই পর্যন্ত রাস্তা নিরাপদ হয়েছে। এই দুরগই নওসেরা থেকে ৪০ মাইল দূরে। যখন এই সংবাদ এল তখন M/s. Dhanjibhoy নামক ব্যবসায়ীর সঙ্গে টাঙ্গার দ্বারা ডাক পাঠাবার বন্দোবস্ত করা হ'ল।

৩০শে মার্চ ফিল্ড পোস্ট অফিস-এর হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে সৈন্যবাহিনী মাবদান-এ গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

১৮৯৫ সালের ২২শে এপ্রিল খবর পাওয়া গেল যে, কর্ণেল কেলি গিলগিটের দিক থেকে চিত্রল দুর্গ দখল করতে সক্ষম হয়েছেন। সুতরাং সৈন্যবাহিনীকে আর দ্রুত চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার দরকার হ'ল না। তিন নম্বর ব্রিগেড চিত্রল দখল করে ফেলার পর যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে গেল। ১৮৯৫ সালের ৩১শে মে সৈন্যবাহিনী ফিরে এলো।

চীন এক্সপিডিশান (বর্মা)

১৮৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে Chindwin Division-এ বর্মীজরা বিদ্রোহ আরম্ভ করে। এই বিদ্রোহ দমন করবার জন্য ব্রিগেডিয়ার জেনারেল Faunce-কে ১২০০ সৈন্যের একটি বাহিনী



চট্টগ্রাম ও বর্মার যেসব জায়গায় সৈন্য পাঠানো হয়েছিল তার মানচিত্র।

দিয়ে Chindwin-এ পাঠানো হ'ল। এই সময় সেখানে খুব ডাকাতি হচ্ছিল।

এই বাহিনীতে ডাকের ব্যবস্থা করার জন্য ভারতের কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল বর্মার ডেপুটী পোস্টমাস্টার জেনারেলকে একটি ফিল্ড পোস্ট অফিস খোলবার জন্য আদেশ দিলেন। এই আদেশ অনুসারে Kalemyo নামক স্থানে একটি ফিল্ড পোস্ট অফিস খোলা হয়। Kalemyo থেকে যুদ্ধের ঘাঁটি Kalewa'র দূরত্ব ছিল মাত্র ২৭ মাইল।

১৮৮৯ সালের জুলাই মাসে এখানে শান্তি ফিরে আসে। ফলে, সৈন্যবাহিনীও এই সময় ফিরে আসে।

লুসাই এক্সপিডিশান

১৮৮৮ সালে চট্টগ্রাম হিল্ ট্র্যাক্স-এর সেণ্ডাস্ নামক স্থানের পার্বত্য জাতিরা খুব গোলমাল করছিল। সেই কারণে ভারত সরকার এখানে একটি সৈন্যবাহিনী পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। কর্ণেল ভি ডাবলিউ ট্রিগার-এর নেতৃত্বে একটি ১২০০ লোকের বাহিনী সেখানে পাঠানো হ'ল। এই বাহিনীতে সৈন্য ছাড়াও অন্যান্য কর্মচারী ও কুলী ছিল, আর এই বাহিনীর নাম দেওয়া হয়েছিল লুসাই এক্সপিডিশনারী ফোর্স। এই বাহিনীর কাজ ডিমাগিরিতে খুব প্রখর হয়ে ওঠে।

একজন ডাক বিভাগের ইন্সপেক্টরকে পাঠানো হয় ডাকের ব্যবস্থা করবার জন্য। এই সময় রাঙ্গামাটি থেকে ডিমাগিরি নৌকার দ্বারা ডাক পাঠানো হয়। তত্ত্বাবধান করতেন ফ্রণ্টিয়ারের কুলীরা। যুদ্ধের সময় ডাকের ব্যবস্থা আরও দৃঢ় করা হ'ল। তা'ছাড়া, রাঙ্গামাটি ও ডিমাগিরি পোস্ট অফিসকে বেস্ পোস্ট অফিসে পরিণত করা হয়েছিল। বারকুল নামক স্থানে আর একটি পোস্ট অফিস খোলা হয়। এই বারকুল হচ্ছে রাঙ্গামাটি ও ডিমাগিরির মধ্যে। বারকুলে সৈন্যদের ঘাঁটি করা হয়েছিল। সৈন্যদলটি প্রায় ৪ মাস এখানে ছিল। ১৮৮৯ সালের এপ্রিল মাসের শেষে এরা চলে আসে।

চীন-লুসাই এক্সপিডিশান

প্রথম চীন অভিযানের পর ১৮৮৯ সালে আর একটি এক্স-পিডিশনারি ফোর্স এখানে পাঠানো হয়। এই এক্সপিডিশানে দুটি

সৈন্য বাহিনী ছিল। একটি বাহিনী বর্মা থেকে, অপরটি চট্টগ্রাম থেকে কাজ করেছিল।

বর্মার বাহিনীটিকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়। একটি বাহিনী ফোর্ট হোয়াইট নামক স্থান থেকে যুদ্ধ করে। এই বাহিনী পার্বত্য জাতিগুলিকে দমন করবার জন্য ফোর্ট হোয়াইট স্থানটিতে ঘাঁটি করে। অপর বাহিনীটি Gangaw নামক স্থানে ঘাঁটি ক'রে YokwaKaka-এর দিকে এগিয়ে যায়। আর চট্টগ্রাম বাহিনী Fort Lungleh নামক স্থান থেকে Haka-র দিকে এগুতে থাকে। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডাবলিউ. পি. সাইমন্ বর্মা বাহিনীকে এবং কর্ণেল ট্রিগার চট্টগ্রাম বাহিনীকে চালনা করেন।

Gangaw-তে যে বাহিনী ছিল, তাতে ৪০ জন অফিসার ও ১২০০ ইংরাজ ও ভারতীয় সৈন্য ছিল। চট্টগ্রাম বাহিনীতে ৩৫০০ সৈন্য ছিল। তা' ছাড়া, অন্যান্য কর্মচারী ও কুলী ছিল।

বর্মার দিকে যে বাহিনী ছিল, সেই বাহিনীর ডাকের ব্যবস্থা করতে খুব অসুবিধা হয়েছিল। কারণ, সেখানে নদীর মধ্যে বালির চরা, জঙ্গল ও পাহাড়ের মধ্য দিয়ে ডাক পরিচালনা ক'রতে হ'ত। চট্টগ্রামের দিকেও ডাক চলাচল ব্যবস্থার খুব অসুবিধা হয়েছিল। কারণ, ডাক বিভাগের কর্মচারীরা খুব ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়ায় খালি খালি লোক বদল করতে হচ্ছিল। সেই সময় মিঃ জে ডব্লিউ, ম্যাকরা বর্মা সার্কেলের পোস্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। এঁর উপর ভার পড়ে এই ডাকের ব্যবস্থা করবার। কিন্তু ইনি বর্মার ডেপুটি পোস্ট মাস্টার জেনারেল জি. আই হাইন স্-এর নির্দেশ মত কাজ ক'রতেন। চট্টগ্রাম বাহিনীর ডাকের ব্যবস্থার ভার ছিল পোস্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ জি. এস ক্লিফোর্ডের ওপর; কিন্তু ইনিও পূর্ববঙ্গের ডেপুটি পোস্ট মাস্টার জেনারেল মিঃ জি. ব্যাটন গ্রোভস -এর নির্দেশ মত কাজ ক'রতেন।

চীন হিল্ এক্সপিডিশান

ভামো জেলার উত্তর ও পূর্ব ফ্রণ্টিয়ারে চীন হিল্ নামক স্থানে ভারত সরকার ১৮৯১-৯২ সালের শীতকালে একটি সৈন্য-বাহিনী পাঠান। ভামোর দিকে যে সৈন্যদল যায়, তার উদ্দেশ্য ছিল Hukong Valleyতে অম্বর ও জেড্ খনির সন্ধান করা। এই Hukong Valleyটি ছিল চীন দেশের তীরে টেপিং নদীর পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত।

এই বাহিনীতে প্রায় ৫০০০ লোক ছিল। এর মধ্যে পুলিস ব্যাটেলিয়নও ছিল। এই বাহিনী পরিচালনা করেন মেজর জেনারেল আর সি স্টুয়ার্ট। ইস্টার্ণ ডিভিশনের পোস্টাল ইন্সপেক্টর এফ ম্যাক্‌গ্রি এই ডাক বিভাগের তত্ত্বাবধান করেন।

মণিপুর এক্সপিডিশান

১৮৯১ সালে মণিপুর বিদ্রোহ হয়। তার ফলে, সেই সময়কার চীফ্ কমিশনার মিঃ কুইটন ও তাঁর দলবলকে হত্যা করা হয়। সেজন্য এই বিদ্রোহ দমন করার উদ্দেশ্যে মণিপুর ফিল্ড ফোর্স নামে একটি সৈন্যবাহিনী পাঠানো হয়। এই বাহিনীতে মোট প্রায় ৫০০০ লোক ছিল। এর মধ্যে অর্ধেক লোক টামমু আর বাকী অর্ধেক লোক কোহিমা ও শিলচর থেকে যুদ্ধ করে। এই বাহিনীর ডাক-ব্যবস্থা দুভাগে ভাগ করে ফেলা হয়। টামমুতে যে সৈন্যবাহিনী ছিল তাদের ডাক চলাচলের জন্য মিঃ ডব্লিউ বসে Rousse কে ভার দেওয়া হয়। কোহিমার দিকে যে ডাকের বন্দোবস্ত হয় তার ভার ছিল মিঃ এফ. পি. উইলিয়ামস-এর ওপর। অবশ্য এঁকে সাহায্য করবার জন্য একজন ইন্সপেক্টরও দেওয়া হয়েছিল।

টামমুতে যে ডাক যেত সেটা প্রথমে ভারতবর্ষ থেকে রেঙ্গুণে পাঠানো হ'ত। তারপর সেখান থেকে কিনডাট এবং কিনডাট্ থেকে নৌকায় টামমুতে যেত। কিন্তু এই ডাক চলাচল হরকরার দ্বারা সম্পন্ন হ'ত। এই সময় টামমু থেকে মণিপুর হরকরার দ্বারা ডাকের বন্দোবস্ত করা হয়। অবশ্য এই বন্দোবস্ত খুব অল্প দিনের জন্য হয়েছিল, কারণ খুব শীঘ্রই সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহীদের দমন ক'রে ফিরে আসে।

উনথো এক্সপিডিশান

আপার বর্মার উনথো (Wuntho) রাজ্য থেকে বিদ্রোহীরা Kawlin আক্রমণ করে। এই ঘটনা ঘটে ১৮৯১ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী। সেই স্থানে যে সামান্য পুলিশ বাহিনী ছিল, তাদের ওখান ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল। এ ছাড়া, সেখানকার পোস্ট মাস্টার তাদের কর্মচারী সমেত পোস্ট অফিসটি তুলে পালিয়ে এসেছিল। পুলিশ ও মিলিটারী বাহিনীকে এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য শীঘ্রই সেখানে পাঠানো হয়েছিল। এই বাহিনীতে মোট ২৫০০ জন লোক ছিল। Shwefo, Katha ও Tigyaing নামক

স্থানগুলি থেকে উনথোর দিকে আক্রমণ চালানো হয় এবং খুব শীঘ্রই বিদ্রোহীদের দমন করা হয়। এই বাহিনীকে ফিল্ড ফোর্স নামে অভিহিত করা হয় না! সেজন্য ডাক ব্যবস্থা সাধারণভাবেই চলেছিল। আর ফিল্ড সার্ভিস ম্যানুয়েল নামে যে আইন ছিল, তাও প্রয়োগ করা হয়নি।

অ্যাবর এক্সপিডিশান

অ্যাবর এক্সপিডিশান খুব অল্প দিনের জন্য হয়েছিল বলে ডাক বিভাগের কাজও খুব অল্পদিন স্থায়ী হয়। সাদিয়া থেকে বোমজুর হরকরার দ্বারা ডাক পাঠানো হ'ত। সাদিয়া পোস্ট-অফিসে একজন অতিরিক্ত ডাকপিওন দেওয়া হয়েছিল চিঠি বিলি করার জন্য।

সুয়াকিম এক্সপিডিশান

প্রথম সুয়াকিম্-এ সৈন্য পাঠানো হয় ১৮৮৫ সালে। পরে ১৮৯৬ সালের মে মাসে হোম গভর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে ৩ হাজার লোকের একটি বাহিনী সুয়াকিমে পাঠানো হয়। এই বাহিনী পরিচালনা করেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সি সি এগারটন, সি বি, ডি এস ও। এ ছাড়া আরও আদেশ ছিল, এই সংগে যেন একটি ফিল্ড পোস্ট অফিস পাঠানো হয়। এই ফিল্ড পোস্ট অফিসের ভার দেওয়া হয় মিঃ বেনেটকে। বাহিনীটি খুব ছোট হওয়ায় মিঃ বেনেটকে চীফ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর পদ দেওয়া হয়নি।

১৮৯৬ সালের ২২শে মে রওনা হয়ে এরা ১লা জুন সুয়াকিম-এ পেঁছায়। সেখানে একটি বেস্ পোস্ট অফিস খোলা হয়। পরে টোকার (Tokar) নামক স্থানে একটি সাব পোস্ট অফিস খোলা হয়। এখান থেকে বেস পোস্ট অফিসে ডাক চলাচল ক'রত উটের ডাকে, আর এই ডাক যাতায়াত ক'রত সপ্তাহে দু'দিন ক'রে। আর, Egngtim নামক জাহাজের দ্বারা ভারতবর্ষ ও সুয়াকিম-এর মধ্যে ১৫ দিন অন্তর জাহাজ যাতায়াত ক'রত; কিন্তু চিঠিপত্র বা পার্সেল P & O জাহাজে যাতায়াত ক'রত। ১৮৯৬ সালের ৮ই ডিসেম্বর ফিল্ড পোস্ট অফিসটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

মালাকান্দ ফিল্ড ফোর্স

স্বোয়াট ভ্যালিতে খুব গোলমালের সৃষ্টি হওয়ায় ভারত সরকার মালাকান্দ বিদ্রোহীদের দমন করবার জন্য ১৮৯৭ সালের ৩১শে জুলাই সেখানে সৈন্য পাঠাতে বলেন এবং আগস্ট

মাসের মাঝামাঝি দু'ব্রিগেড সৈন্যবাহিনী মালাকান্দ্ পেরিয়ে স্বোয়াট ভ্যালি পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়। ইতিমধ্যে নতুন ক'রে পেশোয়ারের আশেপাশে গোলমালের সৃষ্টি হয়।

এই সময় ভারত সরকার মোহ মান্ডস জাতিদের দমন করার আদেশ দিলেন। কারণ এই মোহ্মান্ডস্‌রা ভারতবর্ষের নিকটস্থ গ্রামগুলি ও সাবকাদার কেল্লা আক্রমণ করে। এই কেল্লাটি পেশোয়ার থেকে মাত্র ১৯ মাইল দূরে। সেই কারণে একটি শক্তিশালী সৈন্য-বাহিনী সেখানে পাঠানো হ'ল। এই বাহিনীতে ডাকের ব্যবস্থা করবার জন্য পাঞ্জাব ও নর্থ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্সের পোস্ট মাস্টার জেনারেলকে ভারতের এ্যাডজুটেন্ট জেনারেল অনুরোধ করলেন। এবং ডাক বিভাগের ভার দেওয়া হ'ল অ্যাসিষ্ট্যান্ট ডাইরেক্টর জেনারেলকে।

১৮৯৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর মোহ্মান্ড ফিল্ড ফোর্স নাম দিয়ে একটি বাহিনী জেনারেল এলিস্-এর তত্ত্বাবধানে সাব-কাদার রওনা হ'ল এবং ১৮৯৭ সালের ৮ই অক্টোবর পেশোয়ারে ফিরে এলো। এই বাহিনীর ডাকের জন্য মিঃ সি এস স্টোয়েলকে পেশোয়ারে পাঠানো হয়।

এই সময় Swat Canel-এর কাজ চ'লতে থাকায় একটি ছোট সৈন্য বাহিনী Abazai-তে পাঠানো হ'ল। এই বাহিনীর কাজ ছিল, যাতে Swat Canel-এ কাজের কোনরূপ অসুবিধা না ঘটে তা দেখা। এই বাহিনীর সঙ্গেও একটি ছোট ফিল্ড পোস্ট অফিস ছিল।

১৮৯৮ সালের ১লা জানুয়ারী প্রথম ব্রিগেডকে Buner পর্যন্ত আর দ্বিতীয় ব্রিগেডকে Katlang-এ যাবার জন্য আদেশ দেওয়া হ'ল। এই স্থানে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে মারডান নামক স্থানের সঙ্গে এক্কার দ্বারা যাতায়াতের যোগাযোগ করা হ'ল। পরে এই এক্কার ডাক সাঙ্ঘাও পর্যন্ত এগিয়ে গেল। এখানে এই সময় দু'টি এক্কার ডাক ছিল--একটি হচ্ছে মারডান থেকে রুস্তাম পর্যন্ত--এর ব্যবধান ছিল ১৯ মাইল। অপরটি হচ্ছে মারডান থেকে সাঙ্ঘাও পর্যন্ত--এরও ব্যবধান ছিল মাত্র ২১ মাইল।

৯ই জানুয়ারী এই বাহিনীর নাম বদল ক'রে Buner Field Force রাখা হ'ল। এই বাহিনীর ডাক-ব্যবস্থা মাত্র ১৫ দিন স্থায়ী ছিল। এই ডাকের ভার ছিল পোস্ট অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এন এম কামার-এর ওপর।

১৮৯৮ সালের ২২শে জানুয়ারী থেকে মালাকান্দ ফিল্ড ফোর্সকে ভেঙেগ ফেলা হ'ল। তবে খুব অল্প সংখ্যক সৈন্য ভারতবর্ষে ফিরে এলো। বাকী সৈন্যরা স্বোয়াট-গ্যারিসন (Swat



উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের যেসব অঞ্চলে সৈন্য পাঠানো হয়েছিল তার মানচিত্র।

Garrison)-এর সঙেগ যোগ দিল। এখানকার ফিল্ড পোস্ট অফিসের মারফৎ সর্বপ্রথম খবরের কাগজ বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যবস্থা করার দরুন সৈন্যরা খুব খুশি হয়।

এখানকার ডাকের ব্যবস্থা এমন সুন্দরভাবে হয়েছিল এবং টাঙগার দ্বারা ডাক চলাচল এমন নিয়মিত হয়েছিল যে, এটা বহুদিন স্থায়ী ডাক চলাচলের সঙেগ তুলনা করা যেতে পারে।

টিরা এক্সপিডিশান

দুর্ধর্ষ আফ্রিদি ও ওরাকজাই নামক পার্বত্য জাতিদের সায়েস্তা করবার জন্য ১৮৯৭ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর একটি সৈন্য বাহিনী কোহাট এবং পেশোয়ার ফ্রণ্টিয়ারে পাঠানো হ'ল। ভারত সরকার ডাক বিভাগের ডাইরেক্টর জেনারেলকে অনুরোধ করলেন, এই বাহিনীর সংগে ডাকের ব্যবস্থা করবার জন্য। সেইমত পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পোস্ট মাস্টার জেনারেল মিঃ পি সেরীডন প্রধান পোস্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হিসাবে মিঃ ভ্যান সোমারেনকে নিযুক্ত করলেন।

প্রথমে কোহাটে বেস পোস্ট অফিস খোলা হয় প্রধান সৈন্য-বাহিনীর সাহায্যের জন্য এবং পেশোয়ারে আর একটি বেস অফিস খোলা হ'ল পেশোয়ার বাহিনীর জন্য। যখন সৈন্যবাহিনী টিরাতে গিয়ে পৌছুল এবং শীতকালের জন্য খাইবার এবং পেশোয়ারের আশে পাশে বারাভ্যালি নামক স্থানে তারা ঘাঁটি ক'রল তখন M/s. Dhanjibhoy দু'টি টাংগার Service-এর ব্যবস্থা করলেন। একটি পেশোয়ার থেকে বারাভ্যালি, অপরটি জামরুদ। এর চেয়েও দূরে স্থানে যেসব ডাক পাঠান হ'ত তার জন্য ঘোড়ার ডাকের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থার পূর্বে পেশোয়ার কলামের যে ব্যবস্থা ছিল সেটি আফ্রিদি ঘোড়ার কণ্ট্রাক্টরের দ্বারা যাতায়াত ক'রত। যখন রাস্তার অবস্থা ভাল হয় তখন টাংগার দ্বারা ডাক চলাচল ক'রতে লাগলো। ফলে, খাইবার গিরিপথের লাণ্ডিকোটাল পর্যন্ত ও বারাভ্যালির গণ্ডাও (Gandao) পর্যন্ত ডাক যাতায়াত ক'রতে লাগলো। এই ডাক ব্যবস্থা মাত্র ৬ মাস ছিল। এবারও সৈন্যদের নিকট খবরের কাগজ বিক্রির বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয় ডাক বিভাগকে। অবশ্য এর জন্য একটি কমিশনের ব্যবস্থা করা হয়।

টোচী ফিল্ড ফোর্স

১৮৯৭ সালের জুলাই মাসে বান্নুতে (Bannu) সৈন্য সমাবেশ করা হয়। এই বান্নু হচ্ছে খুসলগড রেল স্টেশন থেকে ১১১ মাইল দূরে। যখন জানা গেল যে, বান্নুতে সৈন্য সমাবেশ করা হবে, তখন সংগে সংগে এটাও ঠিক হয়, খুসলগড় থেকে বান্নু পর্যন্ত কায়েমী টাংগার ডাকের ব্যবস্থা করা হবে। গোলরা (Golra) ও খুসলগড়ের মধ্যে যাতে রেলেরও যোগাযোগ থাকে তার ব্যবস্থা করাও সাব্যস্ত হল। পূর্বে খুসলগড থেকে কোহাট একটি টাংগা সার্ভিস ছিল। এর ভার ছিল কোহাটের জেলা বোর্ডের ওপর।

দেশীয় লোকেদের চাহিদা মত একা সার্ভিস কোহাট থেকে বান্নু পর্যন্ত খোলা হয়েছিল।

এই ব্যবস্থা সৈন্য পরিচালনার সময় ডাক ও যাত্রীদের যাতায়াত করার পক্ষে নির্ভরযোগ্য ছিল না। সেই কারণে রাওলপিণ্ডি-শ্রীনগর লাইনের কণ্ট্রাক্টর M/s. Dhanjibhoy এই সব জায়গাগুলিতে একটি নির্ভরযোগ্য টাঙ্গা সার্ভিস খুললেন। ফলে ডাক চলাচল সুষ্ঠুভাবে হ'তে লাগলো। মিঃ ভ্যান সোমাবেন সমস্ত ডাক চলাচলের ভার নিয়েছিলেন। প্রথম থেকে ১৮৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ইনি এই দায়িত্বে ছিলেন। পরে মিঃ এফ বাইবান (Mr F. Byran কে এর ভার দেওয়া হয়। এই ডাকের কাজ মোট ৮ মাস হয়েছিল- ১৮৯৭ সালের জুলাই মাস থেকে ১৮৯৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত।

১৮৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে টোচী ফিল্ড ফোর্স ভেঙ্গে দেওয়ার পর ঠিক হয় যে, একটি ব্রিগেড টোচী ভ্যালিতে রাখা হবে। এই ব্রিগেডের কর্তা ছিলেন টোচীর জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং। এই ব্রিগেডকে ছ' ভাগে ভাগ ক'রে ছ' জায়গায় রাখা হয়। আর এই ছ' জায়গাতেই সৈন্যদের জন্য ক্যাম্প পোস্ট অফিস খোলা হয়।

টোচী এক্সপিডিশানের সময় Edwardesabad থেকে বান্নুর মধ্যে একটি টাঙ্গা সার্ভিস ছিল। পরে এটি বন্ধ ক'রে নূতন ক'রে বন্দোবস্ত করা হয়। এই বন্দোবস্তও করলেন M/s Dhanji-bhoy & Sons । ব্যবস্থা অনুসারে খুসলগড় থেকে কোহাট টাঙ্গার ডাক আর অপরটি এডওয়ার্ডসাবাদ থেকে মিরানশা ও ডাটাখেল পর্যন্ত এক্কার ডাকের ব্যবস্থা করা হ'ল।

স্বোয়াট ভ্যালি কলাম

টিরা বাহিনীর দ্বিতীয় ডিভিসন যখন ভেঙ্গে ফেলা হয় ঠিক সেই সময় এটাও ঠিক হয় যে, কিছু সৈন্য স্বোয়াট ভ্যালিতে রেখে দেওয়া হবে। এই সৈন্যদের দীর নামক স্থানে ঘাঁটি করবার আদেশ দেওয়া হয়। এখানে ঘাঁটি করবার উদ্দেশ্য চিত্রল ফোর্সের যাতায়াত পথকে পাহারা দেওয়া ও চিত্রল ফোর্সকে সাহায্য করা।

এদের জন্য ৩টি ফিল্ড পোস্ট অফিস খোলার দরকার হয়েছিল। আর, ঐ দিন থেকে নওসেরার সর্টিং অফিসের কর্ম-চারীর সংখ্যাও বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল।

ঠিক হয় যে, ডাক বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকেও রেখে দেওয়া

হবে যাতে তিনি এই বাহিনীর সঙ্গে দীর পর্যন্ত যেতে পারেন। চিত্রল থেকে যে সব সৈন্যরা ফিরে আসবে তারা তাঁর সঙ্গেই ফিরে আসবে।

ঐ সালের জুন মাসের শেষ পর্যন্ত এই ডাকের কাজ কায়েমী ছিল। এই বাহিনীকে ছোট ক'রে আনার জন্য দু'টি ফিল্ড পোস্ট অফিসকে বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়, বাকী একটি পোস্ট অফিস যা রইল সেটাও ১৮৯৮ সালের ১৫ই জুলাই এর পর বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়।

মিশ্‌মি এক্সপিডিশান

১৮৯৯ সালের নভেম্বর মাসে মিশমি ফিল্ড ফোর্স নামে একটি সৈন্য বাহিনী মিশমিতে যায়। এই বাহিনীতে ছিল ১ হাজার সৈন্য ও ২০০ জন মিলিটারী পুলিশ। এই বাহিনী ১৮৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কাজ আরম্ভ করে এবং ১৯০০ সালের জানুয়ারী মাসের শেষদিকে কাজ শেষ করে। এই সময় ভারতের ডাইরেক্টার জেনারেলকে অনুরোধ করা হয় যে, বনজুরে (Bonjur) একটি ব্রাঞ্চ ফিল্ড পোস্ট অফিস খোলা হোক। এই বনজুর সাদিয়া থেকে ২৪ মাইল দূরে। সমস্ত পথটিতে পদাতিক হরকরার দ্বারা ডাক যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। একথা উল্লেখ করা বাহুল্য যে, সাদিয়াতে আগে থাকতেই সাধারণ লোকেদের জন্য একটি পোস্ট অফিস ছিল।

তিব্বত মিশন

১৯০৩ সালে ভারত সরকার তিব্বতে একটি মিশন পাঠান। এই মিশনের নিরাপত্তার জন্য একটি ছোট সৈন্য বাহিনীও এদের সঙ্গে পাঠানো হয়। এই মিশন ও সৈন্যদের ডাক ব্যবস্থার জন্য ভার দেওয়া হয় জলপাইগুড়ি ডিভিশনের পোস্ট অফিসের সুপারিন্টেন্ডেন্টকে। প্রথমে কতকগুলি অস্থায়ী পোস্ট অফিস খোলা হয়। যখন এই মিশন ঠিক করলেন যে, তাঁরা চুম্বি ভ্যালি পর্যন্ত যাবেন তখন ফিল্ড পোস্ট অফিস খোলার দরকার হ'ল। এই মিশনের কর্তা ছিলেন কর্ণেল ইয়ং হ্যাজব্যান্ড (Col Young Husband)। সৈন্য বাহিনী পরিচালনার ভার ছিল জেনারেল ম্যাক্‌ডোনাল্ড (General MacDonald)-এর ওপর। প্রধান সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন মিঃ এইচ. তুলোচ (Mr. H. Tulloch)। দ্রুত গতিতে ফিল্ড পোস্ট অফিসের কাজ চলার জন্য আর একজন দ্বিতীয় সুপারিন্টেন্ডেন্ট

নিযুক্ত করার প্রয়োজন হয়। তখন মিঃ এ, বীনকে (Mr. A. Bean) ফিল্ড সার্ভিস তত্ত্বাবধান করবার জন্য নিযুক্ত করা হ'ল।

১৯০৪ সালের ৬ই জানুয়ারী মিঃ বীন বেস ডিভিশনের ভার নিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অল্পদিনের মধ্যে অর্থাৎ ঐ সালের ৩রা মার্চ তিনি হৃদরোগে মারা যান। কাজেই সমস্ত দায়িত্ব গিয়ে পড়ে মিঃ তুলোচের ওপর।

১৯০৪ সালের ১লা এপ্রিল মিঃ সি. জে. ডিজ্ মিঃ তুলোচের কাছ থেকে বেস ডিভিশনের ভার নেন। ৪ঠা এপ্রিল এই মিশন Gyantse পর্যন্ত এগিয়ে যান। তখন Gyantse থেকে Tuna পর্যন্ত ডাকের ভার ছিল মিলিটারী কর্তাদের ওপর। এর জন্য একজন পোস্টাল ক্লার্ক নিযুক্ত ছিল। এর কাজ ছিল চিঠি বাছাই করা ও সেগুলি সৈন্যদের সাহায্যে পাঠিয়ে দেওয়া। এই মিশন ১৪ই মে Gyantse-তে এসে পৌঁছায়। এর জন্য Gyantse-তে একটি ফিল্ড পোস্ট অফিস খোলা হয়। এই সময় পথটিতে জায়গায় জায়গায় ফিল্ড পোস্ট অফিস খোলা হয়। এই মিশন ও সৈন্য-বাহিনী ৩রা আগস্ট থেকে ২৩শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লাসাতে ছিল এবং ১৯০৪ সালের ৬ই অক্টোবর Gyantse-তে ফিরে আসে।

সবচেয়ে মজার কথা যে, এই অল্প সময়ের মধ্যে লাসা বাহিনীর জন্য ১১০০টির উপর পার্সেল এসে যায়। সেই সময় মিঃ এঞ্জেলো (Mr. Angelo) নামক একজন ভদ্রলোক এ্যাডভান্স ডিভিশনের চার্জে ছিলেন। তিনি তিন দিনের মধ্যে যাদের নামে পার্সেল এসেছিল তাদের কাছে সেগুলি পৌঁছে দিলেন। সৈন্যবাহিনী ফিরতে শুরু করার আগেই অবশ্য এই কাজ শেষ হয়ে যায়।

অক্টোবর মাসের শেষ দিকে সৈন্যবাহিনী ভেঙে দেওয়া হয়। ডাক বিভাগের লোকেদের ২৬শে অক্টোবর চুম্বি থেকে চলে আসবার জন্য বলা হয়। তারা গ্যাংটক্ ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ফিল্ড পোস্ট অফিসগুলিও বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়।

১৯০৪ সালের ২৮শে নভেম্বর মিঃ তুলোচ এই ফিল্ড পোস্ট অফিসের ভার থেকে অব্যাহতি পেলেন।

পূর্ব প্রসঙ্গে কিভাবে সৈন্যদলের সঙ্গে ডাক বিভাগ কাজ করেছিল সে সম্বন্ধে বলেছি। এইবার ভারতীয় ডাক টিকিটের ওপর এক্সপিডিশনারী ফোর্স ছাপ দিয়ে কিভাবে ও কোথায় কোথায়

ডাক বিভাগ ও ভারতীয় ডাক টিকিট চালু করা হয়েছিল সে সম্বন্ধে বলবো।

চায়না এক্সপিডিশনারী ফোর্স

ইংরাজ সরকারের আদেশ মত চায়না এক্সপিডিশনারী ফোর্স নাম দিয়ে ভারতবর্ষে একটি সৈন্যবাহিনী গঠন করা হয়। ১৯০০ সালে বক্সার বিদ্রোহ (Boxer Rebellion) হয়। এখানে বক্সার কথার অর্থ কি সেটা বলা দরকার।

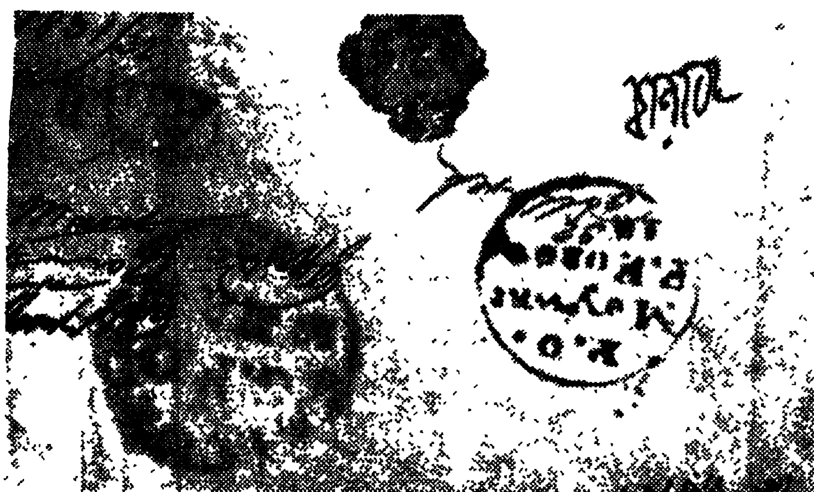
চায়নাতে যে সব বৈদেশিক ছিল তাদের তাড়িয়ে দেবার জন্য একদল চরমপন্থী দল বিদ্রোহ করে। এই চরমপন্থীদের বলা হ'ত বক্সার। তাদের শায়েস্তা করবার জন্য ও পিকিং লিগেশনকে সাহায্য করবার জন্য এই বাহিনীটি পরিচালনা করা হয়। এই সৈন্য বাহিনীর পরিচালক ছিলেন জেনারেল স্যার এ সেস্লী (General Sir A. Ceaselee)।

১৯০০ সালের ২৩শে জুন প্রথম সৈন্যবাহিনী রওনা হয়। সর্বরকম সৈন্য মিলিয়ে একটি মাত্র ব্রিগেড তৈরী করা হয়েছিল। কিন্তু ২৫শে জুন সংবাদ আসে যে, চায়নার জন্য যেন দু'টি ব্রিগেড সৈন্যের ব্যবস্থা করা হয়।

পাঞ্জাবের পোস্ট মাস্টার জেনারেল মিঃ স্টুয়ার্ট উইলসন্‌কে (Mr Stewart Wilson এই চায়না ফিল্ড পোস্ট অফিসের ব্যবস্থাপনার ভার দেওয়া হয়। প্রথমে ঠিক হয়, এই সৈন্যদের জন্য ১২টি ফিল্ড পোস্ট অফিসের ব্যবস্থা করা হবে। প্রধান সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হিসাবে মিঃ ডবলিউ টি ভ্যান সোমারেনকে (Mr W. T. Van Someran) নিযুক্ত করা হয়। এবং তাঁকে সাহায্য করবার জন্য মিঃ এ বীন (Mr. A Bean) ও মিঃ এ বি টমসন্‌কে (Mr A. B Thompson) পাঠানো হয়।

১৯০০ সালের আগস্ট মাসের শেষ দিকে চায়নায় এই সৈন্যদলকে শক্তিশালী করবার জন্য আরও একটি ঘোড়সওয়ার সৈন্যদল (Cavalry), একটি পদাতিক সৈন্যদল (Infantry) ও তিনটি বড় রকমের কুলীর দলকে পাঠানো হয়। কাজেই, ডাকের কাজও সেই অনুপাতে বেড়ে যায়। সেই জন্য ডাক বিভাগের লোকজনের সংখ্যা যথেষ্ট বাড়িয়ে দিতে হয়েছিল।

বছরের শেষ দিকে ডাক বিভাগকে এই ভাবে গঠন করা হয়ঃ ১ জন প্রধান সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, ৪ জন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, ৪



ফিল্ড ফোর্সের চিঠি পাঠানোর নমুনা
(শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত)



তিব্বত এক্সপিডিশানের মানচিত্র।

জন ইন্সপেক্টার, ১ জন পোস্ট মাস্টার, ২ জন ডেপুটি পোস্ট মাস্টার, ২০ জন সাব পোস্ট মাস্টার, ৫৩ জন কেরাণী ও ৭৬ জন অন্যান্য কর্মচারী।

১৯০০ সালের ২১শে জুন একটি আদেশের দ্বারা চায়না এক্সপিডিশনারী ফোর্সের ডাকের মালপত্র কিভাবে চলাচল করবে তা' জানিয়ে দেওয়া হয়।

প্রথমে Linkung Tao (Wei Hai Wei) নামক জায়গায় ভারতীয় বেস্ পোস্ট অফিস খোলা হয়েছিল, কিন্তু খুব অল্প দিনের মধ্যেই এই বেস্ পোস্ট অফিসকে হংকং-এ তুলে নিয়ে যাওয়া হয়।

সৈন্যদের চিঠিপত্র বি আই এস্ এন্ কোম্পানীর জাহাজের দ্বারা পাঠানো হ'ত। তা ছাড়া অ্যাডমিরালের জাহাজেও চিঠিপত্র হংকং-এ পাঠানো হ'ত।

হংকং-এ যে পোস্ট অফিসটি ছিল তার সঙ্গে সমস্ত ব্যবসায়ী জাহাজগুলির একটি চুক্তি হয়। এই চুক্তির মর্ম, সাংহাই পর্যন্ত এই জাহাজগুলি ডাক বহন করতে বাধ্য থাকবে। অবশ্য ডাক পাঠাবার এই সুবিধা সম্ভব হয়েছিল হংকং-এর পোস্ট মাস্টার জেনারেলের সৌজন্যে।

সাংহাই-এর উত্তরে ডাক যেত হয় গাড়ীর দ্বারা না হয় যুদ্ধের জাহাজের (Man Of War) দ্বারা। পরে চায়নার ইম্পিরিয়াল ডাক বিভাগ সাংহাই থেকে টাকু ও টাকু থেকে সাংহাই ডাক পাঠিয়ে দিত। অবশ্য এর জন্য তারা কোন খরচা নিত না।

শীতকাল বাদে সব সময় এই পথটি খোলা থাকতো। কারণ, বরফ পড়ার জন্য শীতকালে টাকু বন্দরটি সম্পূর্ণ বন্ধ থাকতো। ফলে ঐ পথে জাহাজ চলাচল করা সম্ভব হ'ত না।

সুতরাং, দক্ষিণ চয়নায় ডাক পাঠাবার আর একটি পথ ঠিক করা হয়। এর জন্য পুনরায় ভারতীয় ডাক বিভাগ কর্তৃক ইম্পিরিয়াল ডাক বিভাগের কাছে সাহায্য চাওয়া হয়। সেই জন্য ইম্পিরিয়াল চায়নীজ ডাক বিভাগ Chifu থেকে Cahingwantao পর্যন্ত ডাক পাঠাতে রাজী হ'ল। এই ডাক সপ্তাহে দু'দিন ক'রে যাতায়াত ক'রত এবং এর জন্য যে কয়লা খরচ হ'ত তার অর্ধেক খরচ ভারতীয় ডাক বিভাগকে দিতে হ'ত।







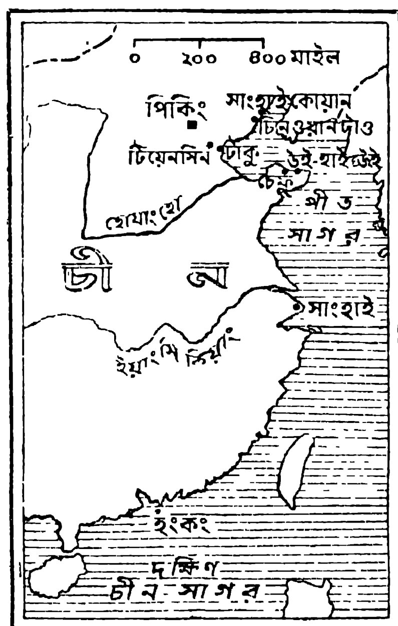
মহারাণী ভিক্টোরিয়া, সপ্তম এডওয়ার্ড ও পঞ্চম জর্জের ডাকটিকিটের ওপর C E F (China Expeditionary Force) ছাপ দেওয়া টিকিট।

অতএব ডাক হংকং থেকে সাংহাই, সাংহাই থেকে Chifu, Chifu থেকে Chaingwantao এবং সেখান থেকে Tientsin যাতায়াত ক'রতে লাগলো।

স্থলপথে ডাক পাঠাবার প্রধান রাস্তা ছিল দু'টি। একটি হচ্ছে Taku থেকে Pekin এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে Tientsin থেকে Shanghaikwan.

এই ফিল্ড পোস্ট অফিসে যে অর্থ ব্যবহার করা হ'ত সেটা হচ্ছে ডলার কারেন্সি। তখন ডলার এর হার ছিল ১ শিলিং ১১ পেনী অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় ১ টাকা ৭ আনা।

প্রথম যখন চায়নায় ফিল্ড পোস্ট অফিস যায় তখন তাদের সংগে পুরো ডাক টিকিট, পোস্ট কার্ড প্রভৃতি পাঠানো হয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখা গেল, টিকিট বিক্রী করায় বহু অসুবিধা। কারণ টিকিটের যথাযথ মূল্য আদায় করা যাচ্ছে না। তখন হংকং-এ ১০ সেণ্টের মূল্য হচ্ছে ১ আনা, কিন্তু এখানে সেটা হচ্ছে ৪ সেণ্ট। এর দ্বারা শেষ পর্যন্ত এরূপ দাঁড়াল যে ১ ডলারে ২৫টি ১ আনা



চীন এক্সপিডিশানের মানচিত্র।

মূল্যের টিকিট কেনা যেতে পারতো। ফলে যে ব্যক্তি ১ টিকিট কিনছে তার দু'আনা পয়সা লাভ হচ্ছে। এতে ডাক বিভাগ

ভয় পেলেন যে, সেখানকার সুবিধাবাদী লোকেরা এই সুযোগ নিয়ে সমস্ত ডাক টিকিট কিনে নিয়ে ভারতীয় মূল্য হিসাবে ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দেবে। এইভাবে সেখানকার লোক যাতে ভারতীয় ডাক টিকিট পাঠাতে না পারে সেজন্য সমস্ত ভারতীয় ডাক টিকিটের ওপর "C. E. F." (China Expeditionary Force) ছেপে দেওয়া হ'ল। এতে সুবিধা হ'ল যে, চায়না এক্সপিডিশনারী ফোর্সের লোকেরা ছাড়া অন্য কারও পক্ষে এই টিকিট ব্যবহার করা সম্ভব হ'ল না।

১৯০০ সালের আগস্ট মাসে প্রথম এই C. E. F. ছাপ দেওয়া টিকিট বিক্রী শুরু হয়। ডাক বিভাগকে আদেশ দেওয়া হয় যে, এই টিকিটগুলি সৈন্য ও চায়না এক্সপিডিশনারী ফোর্সের উর্দিপরা (Uniform) লোক ছাড়া কাউকে যেন বিক্রী করা না হয়। এই সঙ্গে এও সাব্যস্ত হয় যে, ডাক মাশুল ভারতীয় ডাক মাশুলের অনুপাতে নেওয়া হবে।

যেসব অল্প সংখ্যক সৈন্য রেল স্টেশন বা স্টেশনের কাছাকাছি থাকতো তাদের ডাকের ব্যবস্থা করা খুব অসুবিধা হয়েছিল। কারণ এইসব জায়গায় কোনও পোস্ট অফিস ছিল না।

মিঃ ভ্যানসোমারেন এই অসুবিধা দূর করবার জন্য একটি নতুন ব্যবস্থা করেন। তিনি Pekin থেকে Taku এবং Tientsin থেকে Shanghaikwan পর্যন্ত একটি যুক্ত ডাক ও মেল সার্ভিসের ব্যবস্থা করলেন। এই ব্যবস্থাটি ইতিহাসে ফিল্ড পোস্টাল সার্ভিসের প্রথম ব্যবস্থা বলা যেতে পারে। কারণ পূর্বে ঐরূপ ব্যবস্থা কখনও হয়নি। ট্রেনে যে পোস্টাল ক্লার্ক থাকতো তাদের চিঠি বাছাই করা ছাড়াও প্রতি স্টেশনে চিঠি দেওয়া-নেওয়া ক'রতে ও টিকিট বিক্রী ক'রতে হ'ত।

১৯০১ সালের আগস্ট মাসে এখানে সৈন্যসংখ্যা কমে যায়। কাজেই ১৪টি ফিল্ড পোস্ট অফিস বন্ধ করে দেওয়া হয়।

নর্থ চায়নায় সুপারভাইজিং স্টাফের মধ্যে ছিলেন একজন প্রধান সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আর একজন তত্ত্বাবধানকারী পোস্ট মাস্টার। হংকং-এও সেই ব্যবস্থাই হয়েছিল।

১৯০১ সালের ৫ই আগস্ট মিঃ ভ্যানসোমারেন চায়না থেকে ফিরে আসেন আর আসার সময় ডাক বিভাগের ভার মিঃ টমসনকে দিয়ে আসেন।

এতবড় ডাক বিভাগ সৈন্যদলের সঙ্গে এর আগে আর

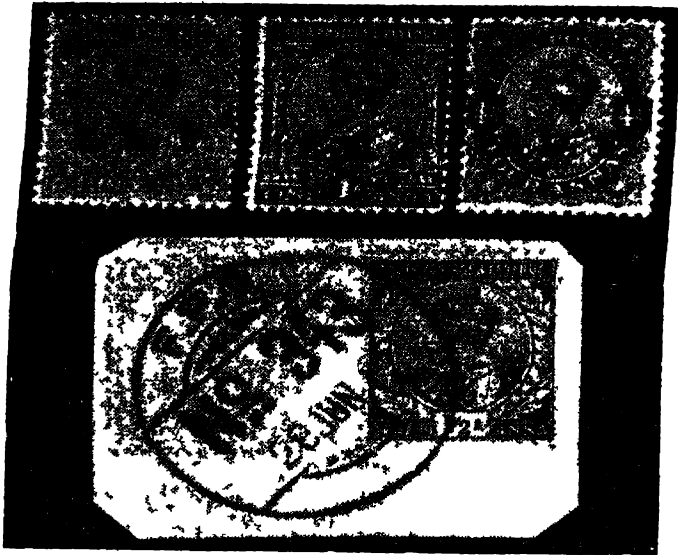
কখনও যায়নি। এই বাহিনীতে ৩৭ হাজার লোক ছিল। এরা সাংহাই থেকে টাকু এবং টাকু থেকে পিকিং-এর বহু স্থানে ছড়িয়ে ছিল। চায়নীজ ইম্পিরিয়াল পোস্টাল এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে ভারতীয় ডাক বিভাগের যোগসূত্র খুব সুন্দরভাবে কার্যকরী হয়েছিল। চায়নীজ ইম্পিরিয়াল ডাক বিভাগের কাছ থেকে প্রতি পদে সাহায্য না পেলে চায়নাতে ভারতীয় ডাক বিভাগের কাজ সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হ'ত না।

চায়নায় কোথায় কোথায় ফিল্ড পোস্ট অফিস খোলা হয়েছিল তার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হ'ল।

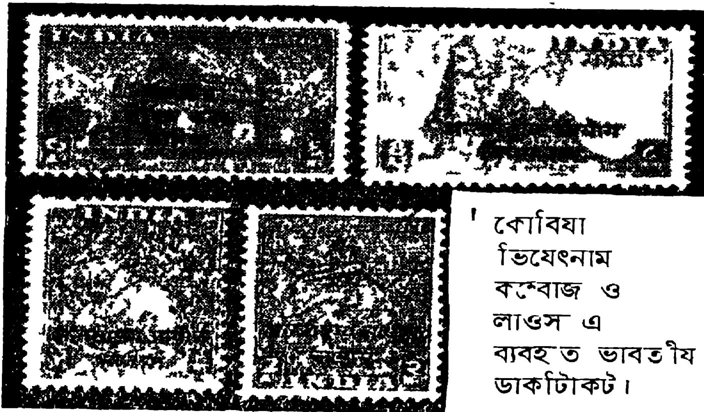
1) F.P.O. 1 Peking (Legation Gate).
2) F.P.O. 2 Peking (Temple of Heaven).
3) F.P.O. 3 Tungchoo.
4) F.P.O. 4 Tientsin (Advance Base).
5) F.P.O. 5 Shanghai (Later at Club Road Tientsin).
6) F.P.O. 6 Shanghai.
7) F.P.O. 7 Peking (Tarter City).
8) F.P.O. 8 Shanghai.
9) F.P.O. 9 Yangtsun.
10) F.P.O. 10 Shanghai (Reserved).
11) F.P.O. 11 Sinhoo.
12) F.P.O. 12 Hoshnin.
13) F.P.O. 13 Linkingtao.
14) F.P.O. 14 Shanghaikwan.
15) F.P.O. 15 Shanghaikwan.
16) F.P.O. 16 Chin - Wang - Tao.
17) F.P.O. 17 Wei-Hei-Wei.
18) F.P.O. 18 Tientsin.

এগুলি ছাড়াও হংকং-এ একটি ভারতীয় বেস্ ফরওয়ার্ডিং অফিস ছিল।

১৯০৬ সালে চায়না থেকে অধিকাংশ সৈন্য চলে আসে। কাজেই মাত্র ৩টি ফিল্ড পোস্ট অফিস ওখানে থেকে যায় নর্থ চায়নার অল্প সংখ্যক সৈন্যদের ডাকের ব্যবস্থা করবার জন্য। এই ফিল্ড পোস্ট অফিসগুলির নম্বর ছিল যথাক্রমে—F P O—5; F P O—14 & F P O—15। এর মধ্যে আবার F P O—5 ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কাজ করে। এই সময় নর্থ চায়না থেকে



পঞ্চম জর্জেব টিকিটেব ওপব IFI ছাপা টিকিট।



কোবিযা ভিযেৎনাম কম্বোজ ও লাওস এ ব্যবহৃত ভাবতীয ডাকটিকিট।



ভিয়েৎনাম, কম্বোজ ও লাওস্-এ ব্যবহৃত দশমিক মুদ্রার ভারতীয় ডাকটিকিট।

শেষ দলটি ফিরে আসে। শেষ দলটি চলে আসার আগে গ্রেট ব্রটেনের সঙ্গে জাপানের একটি চুক্তি হয়।

চায়নাতে ভারতীয় বাহিনী ১৯০০ সাল থেকে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত থাকার ফলে ওখানে মহারাণী ভিক্টোরিয়া, সপ্তম এডওয়ার্ড ও পঞ্চম জর্জের টিকিটের ওপর C. E. F. ছেপে ব্যবহার করা হয়েছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার টিকিটের দাম ছিল ১ পয়সা থেকে ১ টাকা পর্যন্ত। সপ্তম এডওয়ার্ডের ও পঞ্চম জর্জের টিকিটের দাম ছিল ১ পয়সা থেকে ১ টাকা পর্যন্ত। এইসব টিকিটের মধ্যে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ছ'পয়সা দামের টিকিট কোনও কারণবশতঃ ওখানে ব্যবহার করা হয়নি। এই-সব টিকিট ভারতবর্ষে ফিরে আসে।

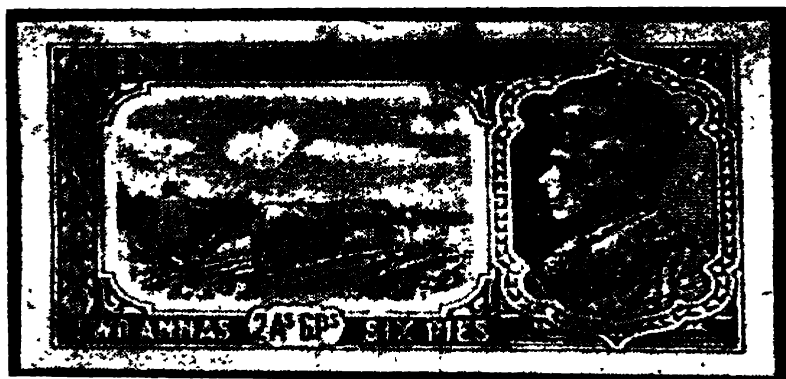
এই টিকিটগুলির ওপর C. E.F. ছাপা হয় ক'লকাতায় ভারত সবকাবের সেণ্ট্রাল প্রিণ্টিং অফিসে।

পঞ্চম জর্জের টিকিটগুলিতে Single Star (একটি তারা) জলছাপ ছিল, এ ছাড়া, ১০ পয়সা ও ১৮ পয়সা দামের যে প্রভিন্সিয়াল টিকিট ছিল তার ওপরও C. E. F. ছাপা হয়। কিন্তু এগুলি কখনও চায়নায় পাঠানো হয়নি।

ব্রটিশ আমলে ভারতীয় সৈন্যেব শেষ অভিযান হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের সময় অর্থাৎ ১৯১৪ সালে।

১৯১৪ সালের ৯ই অক্টোবর ভারতীয় সৈন্যের সঙ্গে ভাবতীয় ডাক বিভাগ রওনা হয়। ডাক বিভাগটি ও সৈন্যবাহিনী মধ্যপ্রাচ্যে যায়। এই ডাক বিভাগের কাজ চলেছিল ১৯২২ সাল পর্যন্ত। সংশিল্পষ্ট সৈন্যদের ব্যবহারের জন্য ভারতীয় ডাক টিকিটের ওপর অর্থাৎ পঞ্চম জর্জের টিকিটের ওপর I. E. F. (Indian Expeditionary Force) ছাপ দিয়ে ব্যবহার করা হয়। টিকিট-গুলি ১ পয়সা থেকে ১ টাকা দামের ছিল।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর সৈন্যদের ব্যবহারের জন্য এ রকম টিকিট আজ পর্যন্ত দু'বার ছাপা হয়েছে। যখন অগ্রিম ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ১৯৫৩ সালের ৫ই আগস্ট কোরিয়াতে যুদ্ধ-বন্দীদের তত্ত্বাবধানের জন্য যায় সেই সময় এরকম টিকিট প্রথম ছাপা হয়। এই বাহিনীর কর্তা হয়ে যান শ্রী আর কে নেহরু। ১৮ই আগস্ট ১৯৫৩ সালে মাদ্রাজ থেকে ৪ হাজার সৈন্য কোরিয়াতে যায়। তখন ভারতীয় ডাক টিকিটের ওপর ''ভারতীয় সংরক্ষা কটক, কোরিয়া'' এই কথাগুলি ছেপে ব্যবহার করা হয়েছিল। আর, দ্বিতীয়বার ছাপা



অষ্টম এডওয়ার্ডের দশ পয়সা দামের ভারতীয় ডাক-টিকিটের ডিজাইন। এই ডিজাইনটি ব্যবহার করা হয়নি।





ষঠ জর্জের ১ আনা ও ১ টাকা দামেব ভাবতীয় ডাক-টিকিটেব নমুনা।



ষষ্ঠ জর্জের ছবিযুক্ত ভারতীয় ডাকটিকিট—এটি ১৯৩৭ সালে বের হয়।

হয় ১৯৫৩ সালে ইণ্টারন্যাশনাল কমিশন-এর তরফ থেকে সৈন্যবাহিনী যখন ইন্দো-চায়নাতে যায় সেই সময়। সেখানে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ছিল তিন জায়গায়—কম্বোজ, লাওস ও ভিয়েৎনামে। এই তিনটি যায়গায় ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর জন্য ঐ তিনটি দেশের নাম ও মাথায় লেখা—''আন্তরাষ্ট্রীয় আয়োগ'' ছাপা টিকিট ব্যবহার করা হয়। এই বাহিনীর কর্তা হয়ে যান শ্রী এস দত্ত।

পরে যখন নয়া পয়সা ভারত সরকার প্রবর্তন করেন তখন নয়া পয়সার টিকিটের উপর উপরোক্ত অর্থাৎ ''আন্তরাষ্ট্রীয় আয়োগ'' ছেপে ব্যবহার করা হয়।

কোরিয়াতে ১ পয়সা থেকে ১ টাকা পর্যন্ত দামের টিকিট আর কম্বোজ, লাওস ও ভিয়েৎনামে ১ পয়সা থেকে ১২ আনা পর্যন্ত দামের টিকিট ব্যবহৃত হয়েছিল।

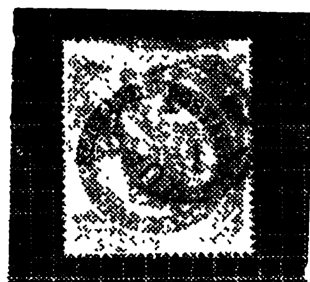
পরে কম্বোজ, লাওস ও ভিয়েৎনামে নয়া পয়সা প্রবর্তন করা হয়। সব কটিরই মূল্যছিল যথাক্রমে ২ নয়া পয়সা, ৬ নয়া পয়সা, ১৩ নয়া পয়সা, ৫০ নয়া পয়সা ও ৭৫ নয়া পয়সা।

পঞ্চম জর্জের মৃত্যুর পর অষ্টম এডওয়ার্ড রাজা হন। কিন্তু তিনি অল্প দিনের মধ্যেই রাজ্য ছেড়ে দেন। সেই কারণেই ভারতবর্ষে অষ্টম এডওয়ার্ডের টিকিট ব্যবহার করা হয়নি। তবে অষ্টম এডওয়ার্ডের রাজত্বকালে অর্থাৎ ১৯৩৬ সালে কতকগুলি টিকিটের ডিজাইন করা হয়েছিল, কিন্তু সেগুলো ব্যবহার করার সুযোগ হয়ে ওঠেনি।

১৯৩৭ সালে রাজা হন ষষ্ঠজর্জ। ষষ্ঠ জর্জের রাজত্বকালেই প্রথম ছবিওয়ালা টিকিট বের হয়। এই টিকিটগুলির দাম যথাক্রমে —১ পয়সা থেকে ২৫ টাকা পর্যন্ত। তার মধ্যে ১ পয়সা থেকে ১ আনা দামের টিকিট ছিল শুধু রাজার মুখ, আর ২ আনা থেকে ১২ আনা দামের টিকিটে ছিল নানা রকম ছবি, যেমন—

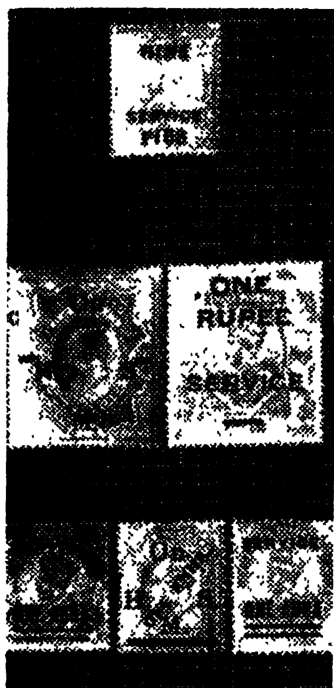
	আনার টিকিটের ছবি ছিল			..	ডাক হরকরা
২½	"	"	"	..	ডাকের গরুর গাড়ী
৩	"	"	"	...	ডাকের টাঙ্গা
৩½	"	"	"	...	উটের ডাক
৪	"	"	"	..	মেল ট্রেন
৬	"	"	"	...	মেল স্টীমার
৮	"	"	"	...	মেল ভ্যান
১২	"	"	"	...	ডাকের উড়ো জাহাজ

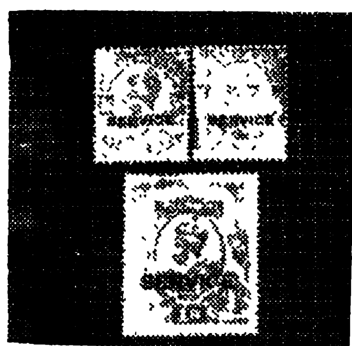














ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে ষষ্ঠ জর্জের আমল পর্যন্ত সরকারী ব্যবহারের জন্য কয়েকটি ডাকটিকিটের নমুনা।

এ ছাড়া এই সবগুলি টিকিটের মধ্যেই রাজার মুখ ছিল। ১ টাকা থেকে ২৫ টাকা দামের টিকিটে ৬ষ্ঠ জর্জের মুখ ছিল।

১৯৪০—৪৩ সালের মধ্যে ১ পয়সা থেকে ১৪ আনা দামের টিকিটেব ডিজাইন বদলে যায়। প্রত্যেক টিকিটে ছিল রাজার মূর্তি। শুধু ১৪ আনা দামের টিকিটের ছবিতে রইলো একটি উড়ো জাহাজের ছবি।

১৯৪৬ সালে ভিক্টরি সেট (Victory Set) নামে সমস্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যের টিকিট বের করা হয়।

ভারতবর্ষেও এই উপলক্ষে ৪ খানা টিকিট বের হয়—যথা ৩ পয়সা, ৬ পয়সা, ১৪ পয়সা ও ১২ আনা দামের।

১৯৪৬ সালে ৫ পয়সা দামের টিকিটের ওপর ১ পয়সা ছাপ দিয়ে একটি টিকিট বের হয়। এই টিকিটটিই ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্বের শেষ ডাক টিকিট।

সার্ভিস টিকিট

ইংরাজের আমলে ভারতবর্ষে কি ভাবে সাধারণ লোকের জন্য ডাকের টিকিট ব্যবহার করা হ'ত, তার মোটামুটি আভাস পাঠকজন পেয়েছেন।

এইবার সাধারণ লোক ছাড়া সরকারী ব্যবহারের জন্য (Official) টিকিট কিভাবে ব্যবহার করা হ'ত, সে কথা বলছি। প্রথমে যখন টিকিট বের হয়, তখন এই দিকটা ভাবা হয়নি। তবে, আপনাদের আগেই বলেছি যে, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে কারা বিনা মাশুলে ডাকের সাহায্য নিতে পারবেন। অবশ্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলেই এই ব্যবস্থা ছিল।

১৮৬৫ সালে প্রথমে ভারত সরকার সরকারী চিঠি আদান-প্রদান এবং সরকারী চিঠি পাঠাবার খরচের হিসাব রক্ষা সহজসাধ্য করার জন্য সেই সময়কার ভারতীয় টিকিটের ওপর "Service" ছেপে ব্যবহার করবার অনুমতি দেন। এই টিকিটগুলি ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া পোস্টেজ। এই টিকিটগুলি ক'লকাতার মিলিটারী অরফ্যানেজ প্রেসে ছাপা হয়। কিন্তু দেখা গেল যে, এই টিকিটগুলি ছাপতে খুব অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে; কারণ সমস্ত টিকিট তখন

বিলাত থেকে ছেপে আসছিল এবং টিকিটের পেছনে আঠা লাগানো থাকতো। সেজন্য অনেক টিকিট নষ্ট হ'ত। তাই ক'লকাতাতে খুব অল্প দিনের জন্য এই টিকিট ছাপা হয়।

ক'লকাতায় যে টিকিটগুলি ছাপা হয় তার মূল্য ছিল—২ পয়সা, ১ আনা এবং ৮ আনা। এই টিকিটগুলিতে কোনও জলছাপ ছিল না।

১৮৬৫ সালের নভেম্বর মাসে প্রথম বিলাতের মেসার্স ডি-লা-রু কোম্পানীকে এই Service ছাপা টিকিট পাঠাতে বলা হ'ল। এই টিকিটগুলিব মূল্য ছিল—২ পযসা, ১ আনা, ২ আনা এবং ৪ আনা এবং তাতে জলছাপ ছিল হাতীর মাথা। এগুলিও ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া পোস্টেজ। ডি-লা-রু কোম্পানীব ছাপা এই টিকিটগুলি ১৮৬৬ সালের ১লা আগস্ট প্রথম ব্যবহাব কবা হয়। এই টিকিট ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে ১৮৬৬ সালেব আগষ্ট মাসে আবাব টিকিট ছেপে এল। এই টিকিটেব মধ্যে ৮ আনা দামেব টিকিট (ডাই ওযান) এবং ৪ আনা দামেব মহারাণী ভিক্টোবিয়াব নতুন ডিজাইনের টিকিটেব ওপব এইরূপ Service ছাপা টিকিট এসেছিল।

১৮৭২ সালে ডি-লা-রু কোম্পানীব ছাপা টিকিটেব মধ্যে ২ পয়সা ও ১ আনা দামেব টিকিট সম্পূর্ণ ফুরিয়ে যায়। এ ছাড়া, বোম্বে স্ট্যাম্প সুপাবিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর কাছে যে ২ পয়সা দামের Service টিকিট ছিল তাও প্রায় ফুরিয়ে আসে। সেজন্য ২ পয়সা দামের Service টিকিটেব বোম্বেতে দবকার হয়ে পড়ে। তা ছাড়া, ৮ পাই দামেব Service টিকিটেরও এই সময় প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই ৮ পাই দামের টিকিট পূর্বে কখনও ছাপা হয়নি। এই কাবণে পুনরায় ভারতবর্ষের টিকিটেব ওপর Service ছাপবার প্রয়োজন হয়ে পড়লো। এই ৮ পাই টিকিটটিতেও হাতীর মাথাব জলছাপ ছিল।

এইরূপ Service ছাপা টিকিটের চাহিদা এত বেড়ে গেল যে, সাধারণ টিকিট ফুরিয়ে যাবার মত অবস্থা হ'ল। কাজেই সাধারণ টিকিটের বেলায় যেমন Foreign Bill কেটে Postage ছাপা হয়েছিল সেই রকম এবারেও দু' টাকার Foreign Bill-এর ওপর ও নীচে কেটে SERVICE TWO ANNAS ছেপে ব্যবহার

করা হয়। উপরে ছিল SERVICE ও নীচে ছিল TWO ANNAS। এটি ছাপা হয় ক'লকাতাতে।

এই সাময়িক স্ট্যাম্প (Provisional Stamp) ছেপেও চাহিদা মেটাতে পারা গেল না। সেজন্য ২ পয়সা দামের রসিদ টিকিট ও Foreign Bill-এর ২ আনা, ৪ আনা ও ৮ আনার ওপর সবুজ কালিতে ওপরে SERVICE ও নীচে POSTAGE ছেপে ব্যবহার করা হয়। এবারে এই টিকিটগুলি ছাপা হয় মাদ্রাজে। কারণ মাদ্রাজেতেই এই টিকিটগুলির বেশী প্রয়োজন হয়েছিল।

১৮৬৬ সালেব ২৯শে জুলাই ডি-লা-রু কোম্পানীর কাছ থেকে নতুন রকম Service ছাপা টিকিট এসে পেঁছাল। এই টিকিটের মূল্য ছিল ২ পয়সা, ১ আনা, ২ আনা ও ৪ আনা। ১ পয়সার টিকিটের মধ্যে আবার দু' রকম ডাই অর্থাৎ ডাই ওয়ান ও ডাই টু ছাপা হয়। ২ আনা টিকিট দু' রঙেগ হয়েছিল—Yellow হলদে) ও Orange (কমলালেবু)। ৪ আনার টিকিট নতুন ডিজাইনে (অর্থাৎ ডাই—ওয়ানে) ছাপা হয়। এ ছাড়া ৮ আনা দামেরও টিকিট ছাপা হয়। কিন্তু সেটি ছাপা হয় ডাই টু'তে।

৮ পাইয়েব টিকিট ডি-লা-রু কোম্পানী কখনও ছাপেননি। এ ছাড়া—৬ আনা ৮ পাই দামের ১৯৬টি সিট ঐরূপ Service ছেপে বোম্বেতে আসে। কিন্তু এই টিকিট কখনও ব্যবহার কবা হয়নি এবং সবকারী মতে এই টিকিটগুলি নষ্ট কবে ফেলা হয়। তা সত্ত্বেও এই টিকিটগুলি মাঝে মাঝে দেখা যায়।

১৮৭৪ সালে পুনরায় টিকিটের ওপর ছাপ বদলে গেল। এবারে Service-এব বদলে On ছেপে ডি লা-রু কোম্পানী

H. S.
M

পাঠালেন। এর মূল্য ছিল ২ পয়সা, ১ আনা, ২ আনা, ৪ আনা, ৮ আনা। যদিও এই টিকিটগুলি কালো কালিতে ছাপা হয়েছিল, তাহ'লেও কিছু ২ পয়সা ও ১ আনা দামের টিকিট ব্লু-ব্ল্যাক কালিতেও ছাপা হয়। এই টিকিটগুলিও ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া পোস্টেজ—এরও জলছাপ ছিল হাতীর মাথা।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া ১৮৭৭ সালে ভারতবর্ষের রাণী হওয়াতে যেমন,-ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর টিকিটের বদলে ইন্ডিয়া

পোস্টেজ করা হয়েছিল সেইরূপ ১৮৮৩ সালে সরকারী টিকিটেও ইস্ট ইণ্ডিয়া পোস্টেজের বদলে ইণ্ডিয়া পোস্টেজ টিকিটগুলির ওপর On ছেপে ডি-লা-রু কোম্পানীর কাছ থেকে ভারতবর্ষে আসে।

H. S.
M.

এই টিকিটগুলির জলছাপ ছিল একটি তারা। এই টিকিটগুলির মূল্য ছিল ১ পয়সা, ২ পয়সা, ১ আনা, ২ আনা, ৪ আনা, ৮ আনা ও ১ টাকা। শুধু মাত্র ১ পয়সা ছাড়া ২ পয়সা থেকে ১ টাকা দামের টিকিটগুলির দু'টি করে Shade ছিল।

পোস্টাল ইউনিয়নের সঙ্গে সমতা রাখবার জন্য ৩টি নতুন টিকিট বের হয়। এগুলির মূল্য ছিল—২ পয়সা (রং ছিল Yellow Green), ১ আনা (রং ছিল Carmine), ২ আনা (রং ছিল Mauve)। এই টিকিটগুলির মধ্যে ১ আনা ছাড়া প্রত্যেকটির ২টি করে সেড (Shade) ছিল।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পর ৭ম এডওয়ার্ডের রাজত্বকালেও ভিক্টোরিয়ার মতই On ছাপা টিকিট ব্যবহৃত হয়! এ ছাড়া, আরও

H. S.
M.

কয়েকটি নতুন টিকিট বের হয়—এর মূল্য ছিল ২ পয়সা, ১ আনা ও ৬ আনা। এই টিকিটগুলিতে লেখা ছিল Postage & Revenue।

১৯০৯ সালে দেখা গেল যে, বেশী দামের টিকিটেরও দরকার আছে। সেজন্য ৭ম এডওয়ার্ডের ২ টাকা, ৫ টাকা, ১০ টাকা ১৫ টাকা ও ২৫ টাকা দামের টিকিটের ওপর এইরূপ On ছেপে ব্যবহার করা হয়।

H. S.
M.

৭ম এডওয়ার্ডের পর পুনরায় ৫ম জর্জের টিকিটের ওপর Service ছেপে ব্যবহার করা হয়। এর মূল্য ছিল ১ পয়সা, ২ পয়সা, ১ আনা, ২ আনা, ৪ আনা, ৬ আনা, ৮ আনা, ১ টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকা, ১০ টাকা, ১৫ টাকা ও ২৫ টাকা। এর জলছাপ ছিল একটি তারা।

১৯২১ সালে ডাকের মাশুল বেড়ে যাওয়ায় ১ আনা

Service টিকিটের ওপর NINE PIES ছেপে ব্যবহার করা হয়।

১৯২২ সালে ১ আনা টিকিটের রং গাঢ় লাল (Carmine)-এর বদলে চকোলেট (Chocolate) রং করা হয়। এই টিকিটের ওপর এইরূপ Service ছাপা হয়।

১৯২৫ সালে ভারত সরকার ১৫ টাকা ও ২৫ টাকা দামের Service টিকিটের ব্যবহার বন্ধ করার সিদ্ধান্ত করেন সেজন্য ৫ম জর্জের ১৫ টাকা ও ২৫ টাকা দামের যে সমস্ত টিকিট ছিল তার ওপর ONE RUPEE ছেপে ব্যবহার করা হয়। সপ্তম এডওয়ার্ডের ১০ টাকা দামের টিকিটগুলির ওপর TWO RUPEES ছেপে ব্যবহার করা হয়। একে প্রভিসনাল স্ট্যাম্প বলা হয়।

ছাপার সময় ভুল করে পঞ্চম জর্জের ১০ টাকা টিকিটের ওপর ২ টাকা ছাপা হয়। কিন্তু এই টিকিট ব্যবহার করা হয়নি।

এইভাবে সপ্তম এডওয়ার্ডের ৬ আনা দামের যে সমস্ত টিকিট ছিল তার ওপর ১ আনা ছাপা হয়। পঞ্চম জর্জের ৬ পয়সার A এবং As আর ২½ আনার টিকিটের ওপর Service ONE ANNA দু' লাইনে ছেপে ব্যবহার করা হয়। এইরূপ ছাপবার সময় আর একটি মারাত্মক রকমের ভুল হয়, যথা ১ আনা টিকিটের ওপর ১ আনা ছাপা হয়ে যায় কিন্তু এগুলিও ব্যবহৃত হয়নি।

১৯২৬ সালে যখন বিলাত থেকে টিকিট ছাপা বন্ধ হয়ে গেল এবং নাসিকে টিকিট ছাপা শুরু হ'ল তখন পঞ্চম জর্জের অনেকগুলি তারা (Multiple Star) জলছাপযুক্ত টিকিটের ওপর এইরূপ Service ছেপে ব্যবহার করা হয়। নাসিকে ছাপা হল—১ পয়সা, ২ পয়সা, ১ আনা, ২ আনা; ৪ আনা, ৮ আনা, ১২ আনা, ১ টাকা, ২ টাকা ও ১০ টাকা দামের টিকিট। ১ আনার টিকিট দু' রকম ছাপা হয়েছিল। একটির মাপ ১৩ মিলিমিটার (mm) ও অপরটির মাপ ১৪ (mm) মিলিমিটার।

১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে আরও কতকগুলি নতুন মূল্যের Service টিকিট বের হয়েছিল; এর মূল্য ছিল ২ পয়সা, ১ আনা, ৩ পয়সা, ৫ পয়সা, ২ আনা, ১০ পয়সা, ৪ আনা ও ৬ আনা।

পঞ্চম জর্জের পর ৬ষ্ঠ জর্জের রাজত্বকালে ছবিযুক্ত যে টিকিটগুলি বের হয়েছিল তার প্রথম ৩টি টিকিটের (যেগুলির মধ্যে রাজার মুখ ছিল) ওপর Service ছেপে বের হয়—এর দাম ছিল ২ পয়সা, ৩ পয়সা ও ১ আনা।

এ ছাড়া, ১ টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকা ও ১০ টাকা দামের টিকিটের ওপরেও ঐরূপ Service ছাপা হয়।

পঞ্চম জর্জের ৫ পয়সা দামের যে সব টিকিট ছিল সেগুলি ১৯৩৯ সালে নতুন রকম ডিজাইনে ছেপে ব্যবহার করা হয়। এর পরে নতুন রকম ডিজাইনের Service টিকিট ১৯৩৯ সালের ১লা জুন বের হয়। এর মধ্যে ছিল ১ পয়সা, ২ পয়সা (দু' রকম রঙের—লোহিতাভ বাদামী (Red Brown) ও বেগুনে (Purple)—বেগুনে রংটি ১৯৪২ সালে ছাপা হয়) ৩ পয়সা, ১ আনা, ৫ পয়সা, ৬ পয়সা, ২ আনা, ১০ পয়সা, ৪ আনা ও ৮ আনা দামের টিকিট।

আর এক রকম সরকারী টিকিট ব্যবহার করা হয়েছিল সেগুলি হ'ল Postal Service। এটি ব্যবহার হয় মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও সপ্তম এডওয়ার্ডের সময়ে। সাধারণ টিকিটের ওপর Postal Service ছেপে ব্যবহার করা হয়। এই টিকিট ক'লকাতাতেই ছাপা হয়।

১৮৯৫ সালে প্রথম এর ব্যবহার শুরু হয়। এটা কেবলমাত্র ডাক বিভাগের জন্যই ব্যবহার করা হয়েছিল। এগুলো ব্যবহার হ'ত বিদেশী পার্সেলের (স্টীমার যোগে যা ডাক বিভাগে এসে পৌঁছাত তারই) আমদানী-রপ্তানী শুল্ক (Custom Duty) আদায় করবার জন্য।

রাণীর টিকিটের মূল্য ছিল ২ পয়সা, ১ আনা, ২ আনা, ৪ আনা: ৮ আনা, ১ টাকা, ২ টাকা, ৩ টাকা ও ৫ টাকা। এ ছাড়া ১ আনা টিকিটের ওপর ৩ পয়সা ছেপে কিছু টিকিট ব্যবহার করা হয়েছিল।

সপ্তম এডওয়ার্ডের টিকিটের মধ্যে ছিল ১ আনা, ২ আনা, ৪ আনা, ৮ আনা ও ১ টাকা।

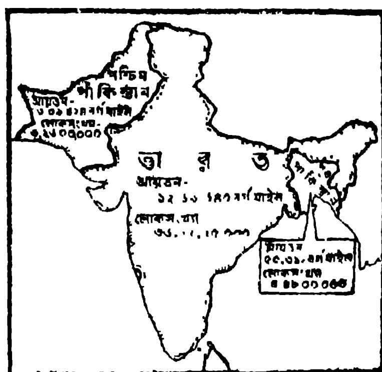
বৃটিশ সাম্রাজ্যের সরকারী টিকিটের ইতিহাস এইখানেই শেষ হয়ে যায়।

স্বাধীন ভারতের ডাক টিকিট

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষের স্মরণীয় দিন। এই দিনে ইংরাজরা ভারতবর্ষকে দু' ভাগে ভাগ করে দু'টি দেশ গঠন করে। একটির নাম হ'ল Dominion of India আর অপরটির নাম হ'ল Dominion of Pakistan। এই দু'টি দেশকে স্বাধীনতা দিয়ে ইংরাজরা এদেশ ছেড়ে চলে গেল।



অখণ্ড ভারত



ভারত ও পাকিস্থান

ভারতবর্ষের মধ্যে পাকিস্থানের ভাগে গেল আসামের কতক অংশ, উত্তর বাংলার খানিকটা আর সমগ্র পূর্ববঙ্গ। এটা হ'ল একদিক। আর অপর দিকে গেল বেলুচিস্থান, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। পাকিস্থানের রাজধানী করা হ'ল করাচী।

ভারতবর্ষের ভাগে পড়লো দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা, বিহার বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, পূর্ব পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশ।

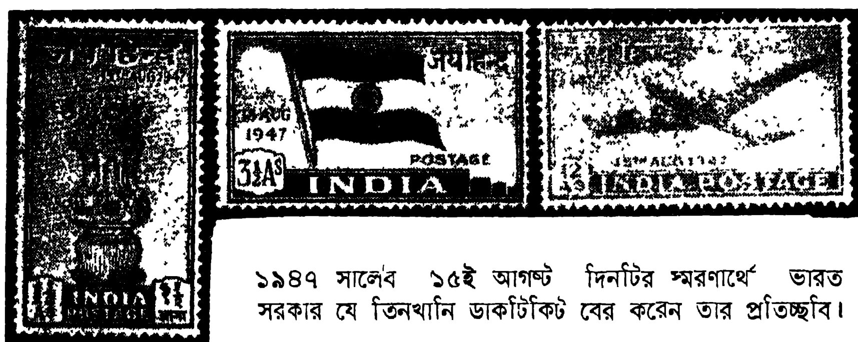
ইংরাজদের আমল থেকেই ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লীতে ছিল। তাই স্বাধীন ভারতবর্ষের রাজধানীও দিল্লীতে থেকে গেল।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা দরকার যে, ইংরাজ রাজত্বের বহু পূর্ব থেকেই ভারতবর্ষের কতক কতক জায়গা স্বাধীন ছিল। এদের Feudatory Sates বলা হয়। যথা, আলোয়ার, ভূপাল, বুন্দি, কোচিন ইত্যাদি। এ ছাড়াও ইংরাজরা আরও কয়েকটি করদ রাজ্য গঠন করেছিলেন। এদের বলা হয় Convention States। যথা, চম্বা, ফরিদকোট, গোয়ালিয়র, ঝিন্দ, নাভা ও পাতিয়ালা।

এই রাজ্যগুলির মধ্যে কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ ও জুনাগড় ছাড়া সবগুলি এই দিনে অর্থাৎ ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগ দিল।

হায়দ্রাবাদ, জুনাগড় ও কাশ্মীরে গোলমালের সৃষ্টি হয়। সেজন্য ভারত সরকার ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে জুনাগড় ও ১৯৪৮ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর হায়দ্রাবাদ দখল ক'রে নেন। আর কাশ্মীর নিয়ে খুব একটা গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতার মুখেই পাকিস্থান কাশ্মীর আক্রমণ ক'রে বসে। তখন কাশ্মীর সরকারের অনুরোধে ভারতীয় সৈন্যদল গিয়ে এই আক্রমণকে রোধ করে। কিন্তু এর মধ্যেই পাকিস্থান কাশ্মীরের কিছু অংশ দখল ক'রে নেয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের (U. N. O.) মাধ্যমে যুদ্ধ থেমে যায়। আজ কাশ্মীরবাসীরা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে যে, তারা ভারতবর্ষের মধ্যে থাকবে।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট এই দিনটির স্মরণার্থে ভারত সরকার ৩ খানি ডাক টিকিট বের করেন। এই টিকিটগুলির দাম ছিল যথাক্রমে—৬ পয়সা, ১৪ পয়সা ও ১২ আনা। ৬



১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট দিনটির স্মরণার্থে ভারত সরকার যে তিনখানি ডাকটিকিট বের করেন তার প্রতিচ্ছবি।

পয়সা দামের টিকিটের ছবি হচ্ছে অশোক স্তম্ভ, ১৪ পয়সা দামের টিকিটের ছবি হচ্ছে—জাতীয় পাতাকা আর ১২ আনা দামের টিকিটের ছবি উড়ো জাহাজ। প্রত্যেকটি টিকিটেই হিন্দীতে 'জয় হিন্দ' (অর্থ হচ্ছে Long Live India) ও '১৫ই আগস্ট ১৯৪৭' লেখা ছিল।

এই ৩ খানি টিকিট ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট বের হওয়ার কথা ছিল বটে, কিন্তু সমস্ত টিকিট তৈরী হয়ে না ওঠার

দরুণ তা সম্ভব হয়নি। প্রথমে ১৯৪৭ সালের ২১শে নভেম্বর ১৪ পয়সা দামের টিকিটটি বের হয়। ৬ পয়সা ও ১২ আনা দামের টিকিট দু'টি বের হয় ১৯৪৭ সালের ১৫ই ডিসেম্বর।

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করার পর ভারতীয় ডাক টিকিটের রূপ বদলে গেল।

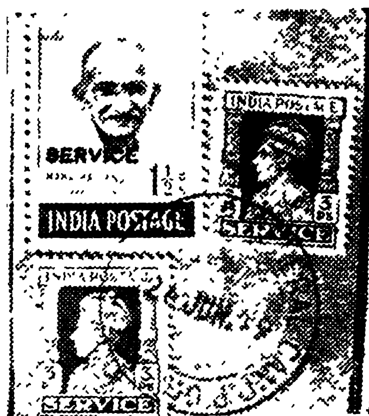
১৯৪৮ সালের ৮ই জুন সর্বপ্রথম ভারতের বাইরে উড়ো-জাহাজযোগে ডাক পাঠাবার ব্যবস্থা হয়। এর স্মরণার্থে ১২ আনা দামের উড়ো জাহাজের ছবিযুক্ত একটি টিকিট বের হয়। এই টিকিটে লেখা ছল—Air India International—First Flight 8th June 1948। এইদিন প্রথম ভারতবর্ষ থেকে গ্রেট বৃটেনে ডাক পাঠানো হয়। তাই তার স্মরণার্থে শুধু মাত্র ঐ একদিনই এই টিকিটটি ব্যবহার হয়েছিল। তারপর আর এই টিকিটটি ব্যবহার করতে দেওয়া হয়নি।

মহাত্মা গান্ধী টিকিট

১৯৪৮ সালের ১৫ই আগস্ট হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা বার্ষিকী। এইদিন মহাত্মা গান্ধীর ছবিযুক্ত ৪ খানা



মহাত্মা গান্ধী টিকিট।



মহাত্মা গান্ধীর টিকিটের ওপর Service ছাপা। এটি কেবলমাত্র গভর্ণর জেনারেল ব্যবহার ক'রতে পারতেন।

টিকিট বের হয়। ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী আততায়ীর গুলীতে গান্ধীজী নিহত হন। এই সময় মহাত্মাজী তাঁর প্রার্থনা সভায় প্রার্থনা করছিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর ছবিযুক্ত এই টিকিটগুলির দাম ছিল যথাক্রমে—৬ **পয়সা, ১৪ পয়সা, ১২ আনা ও ১০৲ টাকা।**

মহাত্মা গান্ধীর ছবিযুক্ত যে ৪খানি টিকিট বের হয়, তার ওপর Service ছাপা হয়েছিল শুধু মাত্র তদানীন্তন বড়লাটের (Governor General) ব্যবহারের জন্য। এই টিকিটগুলি বড়লাট ছাড়া অন্য কারও ব্যবহার করার অধিকার ছিল না। তাছাড়া এই টিকিটগুলি খুব অল্প সংখ্যায় ছাপা হয়। ছ' পয়সা, ১৪ পয়সা ও ১২ আনার টিকিট মোট ৩০০ খানা ছাপা হয়। আর ১০৲ দামের টিকিট মাত্র ১০০খানা ছাপা হয়।

একটা মজার কথা হচ্ছে এই যে, ভারতবর্ষের সমস্ত ডাক টিকিটই নাসিকের সরকারী ছাপাখানা থেকে ছাপা হয়েছে; কিন্তু কেন জানি না, এই ৪ খানি টিকিট সুইজারল্যান্ড থেকে ছাপিয়ে আনা হয়েছিল।

প্রত্নতাত্ত্বিক অনুক্রম (Archaeological Series)

১৯৪৯ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষের টিকিটের রূপ আবার সম্পূর্ণরূপে বদলে গেল। এই দিনটি হচ্ছে স্বাধীনতার দ্বিতীয় বার্ষিকী।

ভারতবর্ষের মধ্যে ইতিহাস প্রসিদ্ধ নানা দেব-দেবীর মূর্তি ও যেসব জায়গা আছে তার মধ্যে কতকগুলিকে বেছে নিয়ে এই টিকিটগুলি তৈরী করা হয়। এই টিকিটগুলির দাম ছিল যথাক্রমে— ১ পয়সা, ২ পয়সা, ৩ পয়সা, ১ আনা; ২ আনা, ৩ আনা, ১৪ পয়সা, ৪ আনা, ৬ আনা, ৮ আনা, ১২ আনা, ১৲ টাকা, ২৲ টাকা ৫৲ টাকা ১০৲ টকা ও ১৫৲ টাকা।

১ পয়সা দামের টিকিটের ছবি হচ্ছে অজন্তা প্যানেল। অজন্তা গুহার মধ্যে একটি থামেতে যে হাতীর মূর্তি খোদাই করা আছে, তাই থেকে সেটা নেওয়া হয়েছে। এটি পঞ্চম শতাব্দীর (A. D) মূর্তি।

২ পয়সা দামের টিকিটের ছবি হচ্ছে কোণারকের ঘোড়া। উড়িষ্যার কোণারকে যে সূর্য মন্দির আছে সেইখান থেকে এই ঘোড়ার মূর্তিটি নেওয়া হয়েছে। এই মূর্তিটি ১২৩৮ ও ১২৬৪ (A. D) সালের মধ্যে খোদাই করা হয়।

৩ পয়সা দামের টিকিটের ছবি হচ্ছে ত্রি-মূর্তি। বোম্বের এলিফ্যান্ট গুহার মধ্যে এই শিব মূর্তিটি আছে। এই মূর্তিটি ৮ শতাব্দীতে (A. D) খোদাই করা হয়।

একটা কথা এখানে বলা দরকার যে, শিবের কোনও ত্রি-মূর্তি ছিল না বা কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না, তবে এই যে মূর্তিটি এটা একটি কাল্পনিক মূর্তি—কারণ শিবকে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও মহেশ্বর রূপে পূজা করা হয়। এই কল্পনার উপর ভিত্তি ক'রে এই মূর্তিটি তৈরী হয়েছিল।

১ আনা দামের টিকিটের ছবি হচ্ছে বোধিস্বত্ত্ব। লক্ষ্ণৌ-এর মিউজিয়মে এই মূর্তিটি আছে। এ-সম্বন্ধে যদি কেউ বিশেষ ক'রে জানতে চান, তা'হলে শিবপুরাণ পড়লে জানতে পারা যাবে। এই টিকিট সম্বন্ধে একটু বলা দরকার। প্রথম যখন এই টিকিটটি বের হয় তখন ভুল করে বুদ্ধদেবের হাত উল্টোভাবে দেখানো হয়। পরে ১৯৫০ সালের ১৫ই জুলাই এই ভুল সংশোধন করা হয়।

২ আনা দামের টিকিটের ছবি হচ্ছে—নটরাজ। মাদ্রাজের Tiruvalangadu নামক স্থানে ব্রোঞ্জের এই শিব মূর্তিটি আছে। এটি তৈরী হয় ১১০০ (A. D) সালে।

১২ পয়সা দামের টিকিটের ছবি সাঁচি স্তূপ—পূর্বদ্বার। মধ্যভারতে এই স্তূপটি আছে। এই স্তূপের চার পাশে চিত্র-বিচিত্র করা প্রবেশপথ আছে। পূর্ব দিকের যে দ্বারটি আছে তার থেকেই এই ছবিটি নেওয়া হয়েছে। মূর্তিটি প্রথম শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে তৈরী করা হয়।

১৪ পয়সা দামের টিকিটের ছবি হচ্ছে বুদ্ধগয়ার মন্দির। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বিহার প্রদেশের গয়া জেলার এইখানে ভগবান বুদ্ধদেব 'নির্বাণ' লাভ করেন।

৪ আনা দামের টিকিটের ছবি হচ্ছে ভুবনেশ্বরের মন্দির। উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে লিংগরাজের যে বিখ্যাত মন্দিরটি আছে তার থেকেই এই ছবিখানি নেওয়া হয়। এটি ১০০০ (A. D) সালে তৈরী হয়।

৬ আনা দামের টিকিটের ছবি হচ্ছে বিজাপুরের গোল গম্বুজ। বিজাপুরে মোহম্মদ আদিল সাহেব-এর সমাধি আছে; তারই

প্রত্নতাত্ত্বিক অনুক্রম (Archaeological Series)

সবচেয়ে বড় গম্বুজ এটি। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গম্বুজও বটে। এটি তৈরী হয়েছিল ১৬২৬—১৬৫৬ (A. D)-এর মধ্যে।

৮ আনা দামের টিকিটের ছবি হচ্ছে কানদার্য মহাদেবের মন্দির। বুন্দেল খণ্ডের খাজুরাহোর মন্দিরগুলির মধ্যে এটি একটি বিখ্যাত মহাদেবের মন্দির। এটি দশম শতাব্দীতে (A. D) উত্তর ভারতের দৃষ্টান্তে তৈরী করা হয়।

১২ আনা দামের টিকিটের ছবি হচ্ছে অমৃতসরের বিখ্যাত স্বর্ণ মন্দির। এই মন্দিরটি মহামতী আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬ থেকে ১৬০৫ A. D) তৈরী হয়। পুনরায় ১৭৭৬ A. D-তে এর সংস্কার করা হয়।

১৲ টাকা দামের টিকিটের ছবি হচ্ছে চিতোরগড়ের বিজয়-স্তম্ভ। ন' তলা উঁচু মার্বেল পাথরের তৈরী একটি Monumental Tower। এটি ১৪৪২ থেকে ১৪৪৯ (A. D) সালের মধ্যে তৈরী হয়।

২৲ টাকা দামের টিকিটের ছবি হচ্ছে দিল্লীর বিখ্যাত লালকেল্লা। ১৬৩৮ থেকে ১৬৪৮ (A D) সালের মধ্যে সম্রাট শাহাজান এই কেল্লাটি তৈরী করেন।

৫৲ টাকা দামের টিকিটের ছবি হচ্ছে আগ্রার তাজমহল। সম্রাট শাহাজান তাঁর প্রিয় রাজ মহিষী মমতাজ মহলের স্মরণার্থে ১৬৩১—১৬৪৮ (A. D.) সালের মধ্যে শ্বেত পাথরের এই পৃথিবী বিখ্যাত মহলটি তৈরী করেন।

১০৲ টাকা দামের টিকিটের ছবি দিল্লীর কুতুবমিনার। একাদশ—দ্বাদশ শতাব্দীতে (A. D) এই মিনারটি তৈরী করা হয়। মিনারটি ২৩৮ ফুট উঁচু।

১৫৲ টাকা দামের টিকিটের ছবি হচ্ছে পলিতানার সত্রুঞ্জয়ের মন্দির। পশ্চিম ভারতের মধ্যে এটি জৈনদের একটি বিখ্যাত মন্দির। মন্দিরটি ১৬১৮ (A. D.) সালে তৈরী করা হয়।

এই সব Archaeological Series টিকিট বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এতদিন ৬ষ্ঠ জর্জের যে সব টিকিট ছিল সেগুলি বন্ধ হয়ে গেল।



ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবসের
স্মারক ডাকটিকিট।



প্রথম এশিয়ান গেমস, ভারতীয় ভূ-তাত্ত্বিক সমীক্ষা শতবার্ষিকী ও ভারতের সাধক এবং কবি--এই পর্যায়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ছবিযুক্ত স্মারক ডাকটিকিট।

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করার পর ভারতীয় ডাক টিকিটের রূপ কি ভাবে ধীরে ধীরে পরিবর্তন করা হয়েছে সে কথা উল্লেখ করেছি।

১৯৪৯ সালের ১৫ই আগস্ট যে ডাক টিকিটগুলি বের করা হয়েছিল, তারও বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এর পরই কতকগুলি স্মারক টিকিট বের করা হয়েছে আমি এখন সে সম্বন্ধে আলোচনা ক'রব।

ইউনিভারসাল পোস্টাল ইউনিয়ন ৭৫ বছরে পদার্পণ করায় ১৯৪৯ সালে পোস্টাল ইউনিয়নের অধিকাংশ সভ্যরা এই স্মরণীয় দিনকে উপলক্ষ করে একখানি স্মারক টিকিট বের করেন।



ইউনিভারসাল পোস্টাল ইউনিয়নের স্মারক ডাকটিকিট।

ভারতবর্ষও সেইমত ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে এই উপলক্ষে ৪ খানি টিকিট বের করেন। এগুলির মূল্য ছিল যথাক্রমে ৩ পয়সা, ৮ পয়সা, ১৪ পয়সা ও ১২ আনা। প্রত্যেক টিকিটের ডিজাইন ছিল পৃথিবীর ম্যাপ (Globe) ও অশোকান ক্যাপিটাল (Asokan Capital)।

রিপাবলিক্ অফ্ ইণ্ডিয়া

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতবর্ষ নিজেকে বৃটিশ কমনওয়েলথ্-এর মধ্যে সোভরেন রিপাবলিক (Sovereign Republic) বলে ঘোষণা করলেন। এই স্মরণীয় দিনটিকে উপলক্ষ করে ভারত সরকার ৪ খানা টিকিট বের করেন। এগুলির দাম ছিল যথাক্রমে ২ আনা, ১৪ পয়সা, ৪ আনা ও ১২ আনা। ২ আনা দামের টিকিটের ছবি ছিল দেশবাসীর আনন্দ। ১৪ পয়সা দামের টিকিটের ছবি ছিল দোয়াত-কলম ও কবিতা। ৪ আনা দামের টিকিটের ছবি ছিল ধানের শীষ ও লাঙগল। ১২ আনা দামের টিকিটের ছবি ছিল চরকা ও কাপড়।

ভারতীয় ভূ-তাত্ত্বিক সমীক্ষা শতবার্ষিকী

১৯৫১ সালের ১৩ই জানুয়ারী Geological Survey of Indiaর শতবার্ষিকী উৎসব হয়। এই উপলক্ষে ভাবত সরকার ১ খানি ২ আনা দামের টিকিট বেব করেন। এর ডিজাইনটি নেওয়া হয়েছিল আমেরিকার ন্যাচাবাল হিস্টরি মিউজিয়াম থেকে। ডিজাইনটি হচ্ছে Stegodon Ganesa অর্থাৎ বিবাট হাতী যা দেশ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

প্রথম এশিয়ান গেমস্

১৯৫১ সালের ৪ঠা মার্চ থেকে ১১ই মার্চ পর্যন্ত নতুন দিল্লীতে প্রথম এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হয়। এর স্মরণার্থে ৪ঠা মার্চ তারিখে ভাবত সরকাব দু' খানা টিকিট বের করেন। এব দাম ছিল যথাক্রমে ২ আনা ও ১২ আনা। এর ডিজাইন ছিল এশিয়ান গেমস -এ যে টর্চ ব্যবহার করা হয় তারই প্রতিচ্ছবি।

ভারতের সাধক এবং কবি

১৯৫২ সালের ১লা অক্টোবর ভারত সরকাব টিকিটের ভেতর দিয়ে একটি নতুন রূপ দিলেন ভাবতবর্ষেব সাধক ও কবিদেব। ভারতে বহু সাধক এবং কবি জন্মগ্রহণ করেন। ভারত সরকার এইসব সাধক ও কবিদের মধ্য থেকে বেছে নিয়ে ৬টি টিকিট বের করেন। ৩ পয়সা দামের টিকিটে 'কবীব' এর প্রতিচ্ছবি, ১ আনা দামের টিকিটে 'তুলসীদাস'-এর প্রতিচ্ছবি, ২ আনা দামেব টিকিটে 'মীবা-বাঈ' এর প্রতিচ্ছবি, ৪ আনা দামেব টিকিটে 'সুবদাস'-এব প্রতিচ্ছবি; ৪২ আনা দামেব টিকিটে 'গালিব'-এব প্রতিচ্ছবি এবং ১২ আনা দামের টিকিটে কবিগুরু 'রবীন্দ্রনাথ'-এব প্রতিচ্ছবি ছাপা আছে।

রেলওয়ে শতবার্ষিকী ও এভারেস্ট বিজয়

১৯৫৩ সালে ভারতীয় বেলের শতবার্ষিকী উৎসব হয়। এই উপলক্ষে ভারত সরকার ১৯৫৩ সালের ১৬ই এপ্রিল ২ আনা দামের একটি ডাকটিকিট বের করেন। এর প্রতিচ্ছবি ছিল ১৮৫৩ সালের ইঞ্জিন ও ১৯৫৩ সালের ইঞ্জিন অর্থাৎ এই ১০০ বছরে ইঞ্জিনের কি পরিবর্তন হয়েছে তাই দেখানো হয়েছে এই টিকিটের মধ্যে।

১৯৫৩ সালের ২৯শে মে মাউণ্ট এভারেষ্ট জয় করেন একটি সুইস অভিযাত্রী দল। এঁদের সঙ্গে কিছু ভারতীয় ছিলেন—তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন শ্রীতেনজিং নোরগে। শ্রীতেনজিং এবং মিঃ এডমণ্ড হিলারী মাউণ্ট এভারেস্টের সর্বোচ্চ স্থানে এক সঙ্গে পৌঁছেছিলেন। এই উপলক্ষে ১৯৫৩ সালের ২রা



বেলওয়ে শতবার্ষিকীর স্মাবক ডাকটিকিট।



এভারেষ্ট বিজয়ের স্মারক ডাকটিকিট।

সরকার আবার ২ খানি স্মারক টিকিট বেব করেন। একটির মূল্য ছিল ২ আনা ও অপরটির ১৪ আনা। এই টিকিটের ছবি ছিল মাউণ্ট এভারেস্টের।

টেলিগ্রাফ শতবার্ষিকী

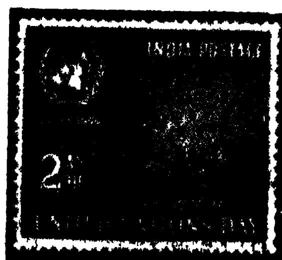
ভারতবর্ষে টেলিগ্রাফ কিভাবে প্রচলিত হয়েছিল তার ইতিহাস পূর্বে দিয়েছি। ১৮৫১ সালে প্রথম টেলিগ্রাফের সৃষ্টি হয় এবং ১৯৫১ সালে শতবার্ষিকী উৎসব হয়। এই উপলক্ষে ভারত সরকার ১৯৫৩ সালের ১লা নভেম্বর ২ খানি স্মারক ডাক টিকিট বের করেন। এগুলোর দাম ছিল যথাক্রমে ২ আনা ও ১২ আনা। এর প্রতিচ্ছবি ছিল ১৮৫১ সালে টেলিগ্রাফেব খুঁটি এবং ১৯৫১ সালের টেলিগ্রাফেব খুঁটি।

ডাকটিকিট শতবার্ষিকী

১৯৫৪ সালে ভারতবর্ষের ডাক টিকিটের শতবর্ষ পূর্ণ হয়। এই উপলক্ষে ভারত সরকার ১৯৫৪ সালের ১লা অক্টোবর ৪ খানি স্মাবক টিকিট বেব করেন। এই টিকিটের তিনটি ডিজাইন হয়েছিল। এগুলোর মূল্য ছিল যথাক্রমে ১ আনা, ২ আনা, ৪ আনা ও ১৪ আনা। ১ আনা দামের টিকিটের ছবি হ'চ্ছে ডাক হরকরা, উস্ট্রে ডাক এবং গরুর গাড়ীর ডাক। ২ আনা ও ১৪ আনা দামের



ডাকটিকিট শতবার্ষিকীর স্মারক টিকিট।



U N O স্মারক ডাকটিকিট।



দেরাদুন ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ছবিযুক্ত ওয়ার্ল্ড ফরেস্ট্রী কংগ্রেস এর স্মারক ডাকটিকিট।



পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা উপলক্ষে কয়েকটি বিশেষ ডাকটিকিট।



বুদ্ধজয়ন্তীর স্মারক ডাকটিকিট।

টিকিটের ছবি হচ্ছে ঠোঁটে পত্রহবনকারী পারাবত ও উড়ো জাহাজ। ৪ আনা দামের টিকিটের ছবি হচ্ছে সাইকেলে ক'রে ডাক বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, স্টীমারে ডাক যাচ্ছে, পরে রেল গাড়ীতেও ডাক যাচ্ছে এবং শেষে উড়ো জাহাজেও ডাক যাচ্ছে।

ইউ এন, ও

১৯৫৪ সালের ২৪শে অক্টোবর United Nation-কে উপলক্ষ করে ১টি ২ আনা দামের টিকিট ভারত সরকার বের করেন। এর ছবি ছিল U. N. O-এর চিহ্ন ও একটি পদ্মফুল।

ওয়ার্ল্ড ফরেষ্ট্রী কংগ্রেস

১৯১৪ সালের ১১ই ডিসেম্বর দেরাদুনে চতুর্থ World Forestery Congress-এর অধিবেশন হয়। এই উপলক্ষে ভারত সরকার ২ আনা দামের ১টি টিকিট বের করেন। এই টিকিটের ছবি ছিল দেরাদুন ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিট্যুট।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

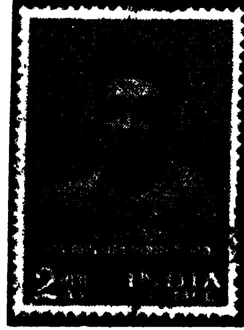
১৯৫৫ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারত সরকার Archaeological series টিকিটের পরিবর্তে ভারতবর্ষের প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা উপলক্ষে সকল টিকিটের রূপ বদল করে দিলেন। এই টিকিটগুলির মূল্য ছিল যথাক্রমে ১ পয়সা, ২ পয়সা, ৩ পয়সা, ১ আনা, ২ আনা, ৩ আনা, ৪ আনা, ৬ আনা, ৮ আনা, ১০ আনা, ১২ আনা, ১৪ আনা, ১৲ টাকা, ১৲ টাকা ২ আনা, ১৲ টাকা ৮ আনা, ২ টাকা, ৫ টাকা ও ১০ টাকা। ১৫ টাকা মূল্যের কোনও টিকিট বের করা হয়নি। এ ছাড়া এই প্রথম ১০ আনা, ১৲ টাকা ২ আনা ও ১ টাকা ৮ আনা মূল্যের টিকিট বের হয়। ভারতবর্ষে এই দামের টিকিট এর আগে কখনও বের হয়নি।

বুদ্ধ জয়ন্তী

১৯৫৬ সালের ২৪শে মে ভারতবর্ষে বুদ্ধ জয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়। এই উপলক্ষে ভারত সরকার দু'খানি টিকিট বের করেন। এগুলোর মূল্য যথাক্রমে ২ আনা ও ১৪ আনা। ২ আনা দামের টিকিটের ডিজাইন করেছিলেন শ্রীসি আর পাকরাশী আর ১৪ আনা দামের টিকিটের ডিজাইন করেছিলেন মিঃ আর ডি সিল্‌ভা।

লোকমান্য তিলক

১৯৫৬ সালের ২৩শে জুলাই লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের তিরোভাবের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ভারত সরকার তিলকের ছবিযুক্ত ২ আনা দামের একটি টিকিট বের করেন।



লোকমাণ্য তিলকের ছবিযুক্ত ডাকটিকিট।

দশমিক মুদ্রার ডাক টিকিট

১৯৫৭ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ভারত সরকার আনা-পাই-এর পরিবর্তে নয়া পয়সার প্রচলন করেন। সেই অনুসারে ডাক টিকিটের মূল্যও নয়া পয়সায় পরিবর্তন করা হয়। ১ পয়সা থেকে ১৪ আনা দামের টিকিট নয়া পয়সায় পরিবর্তন করা হয়। এই টিকিটগুলির ছবি হচ্ছে ভারতবর্ষের মানচিত্র। টাকার মূল্যের কোনও পরিবর্তন করা হয়নি।

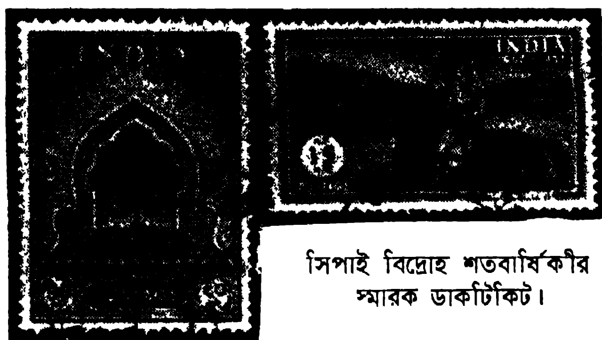


দশমিক মুদ্রাব ডাকটিকিট।

সিপাই বিদ্রোহ শতবার্ষিকী ডাকটিকিট

১৯৫৭ সালের পনেরই আগষ্ট ভারত সরকার দু'টি বিশেষ স্মরণীয় ডাকটিকিট বের করেন। ১৮৫৭ সালে কি ভাবে সিপাই বিদ্রোহ হয় সে কথা আগেই বলেছি। এই সিপাই বিদ্রোহকে স্মরণীয় ক'রে রাখবার জন্য এই টিকিট দু'টি বের হয়। এই টিকিটগুলির দাম ছিল যথাক্রমে ১৫ নয়া পয়সা ও ৯০ নয়া পয়সা। ১৫ নয়া পয়সা

দামের টিকিটের ছবি হচ্ছে ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ। ৯০ নয়া পয়সা দামের টিকিটের ডিজাইনটি হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রদীপ জ্বলে উঠেছে; আর তা ছাড়া একটি খিলানের মধ্যে একটি অশ্বত্থ গাছের



সিপাই বিদ্রোহ শতবার্ষিকীর স্মারক ডাকটিকিট।

চারা বপন করা হয়েছে এবং তাতে দেখানো হয়েছে অন্ধকার থেকে ভারত আলোর দিকে এগিয়ে এসেছে।

রেড্ ক্রশ ডাকটিকিট

নতুন দিল্লীতে ১৯শ ইণ্টার ন্যাশনাল রেড ক্রশের কনফারেন্স হয়। এই উপলক্ষে ১৯৫৭ সালের ২৮শে অক্টোবর একখানি ১৫ নয়া পয়সার ডাকটিকিট বের হয়। এই টিকিটের ছবি ছিল Henri Duoant (যিনি এই রেড ক্রশ-এর প্রতিষ্ঠাতা) এবং



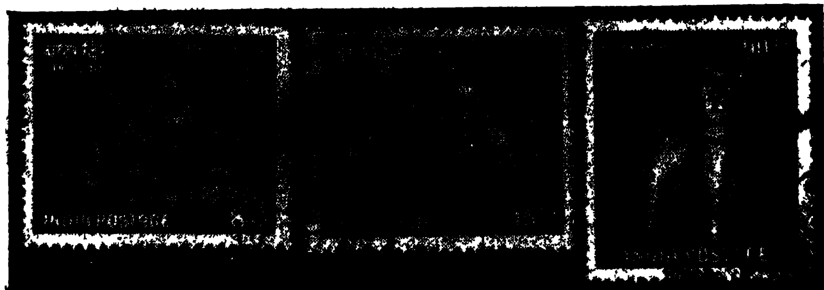
রেডক্রস-এর প্রতিষ্ঠাতার ছবিযুক্ত ডাকটিকিট।

এই কনফারেনশের ব্যাজ (Badge)। এটি প্রথম ভারতবর্ষে ফটো-গ্রেভিওতে দু' রঙে ছাপা টিকিট।

বালদিন ডাকটিকিট

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু'র ৬৮তম জন্মদিবস উপলক্ষে ১৯৫৭ সালের ১৪ই নভেম্বর নতুন দিল্লীতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের একটি বিশেষ উৎসব হয়। এই উৎসব

ভারতের সব জায়গায় পালন করা হয়। এই দিনটির স্মরণার্থে ভারত সরকার ৮ নয়া পয়সা, ১৫ নয়া পয়সা ও ৯০ নয়া পয়সা দামের ৩টি বিশেষ ডাক টিকিট বের করেন। ৮ নয়া পয়সা দামের টিকিটের

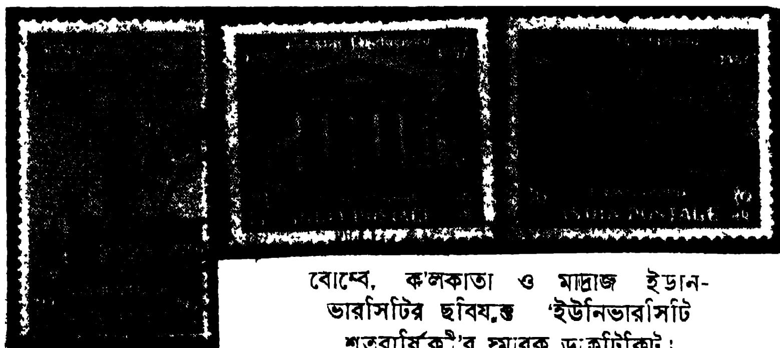


"বালদিন"—স্মারক ডাকটিকিট।

ছবি হচ্ছে একটি ছোট ছেলে কলা খাচ্ছে, ১৫ নয়া পয়সা দামের টিকিটের ছবি হচ্ছে একটি ছোট মেয়ে শেলটে লিখছে আর ৯০ নয়া পয়সা দামের ছবি হচ্ছে একটি কাঠের ঘোড়া। এই বালদিন উপলক্ষে নতুন দিল্লীতে একটি ডাক টিকিটের প্রদর্শনী খোলা হয়েছিল। এই প্রদর্শনী খোলা ছিল ১৪ই থেকে ১৭ই নভেম্বর পর্যন্ত।

ইউনিভারসিটি শতবার্ষিকী ডাকটিকিট

কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বে ইউনিভারসিটির শতবার্ষিকী



বোম্বে, কলকাতা ও মাদ্রাজ ইউনিভারসিটির ছবিযুক্ত 'ইউনিভারসিটি শতবার্ষিকী'র স্মারক ডাকটিকিট।

উপলক্ষে ১৯৫৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ভারত সরকার ৩টি বিশেষ ডাক টিকিট বের করেন। এই টিকিট ৩টির মূল্য ছিল ১০ নয়া পয়সা আর এতে কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বে ইউনিভারসিটির ছবি ছিল।

ষ্টীল ইন্‌ডাস্‌ট্রীর স্মরণীয় ডাকটিকিট

টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৫৮ সালের ১লা মার্চ ভারত সরকার একটি ১৫ নয়া



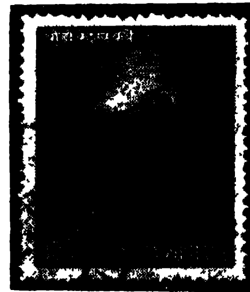
স্বর্গীয় জামসেদজী টাটাব ছবিযুক্ত ষ্টীল ইণ্ডাষ্ট্রীর স্মারক ডাকটিকিট।

পয়সা দামের টিকিট বের করেন। এই টিকিটের ছবি ছিল টাটা কোম্পানীর কারখানা ও তার প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় জামশেদজীর প্রতিচ্ছবি।

ডাঃ কার্ভে শতবার্ষিকী ডাকটিকিট

মহর্ষি ডাঃ ধনদো কেশব কার্ভের শতবর্ষ পূর্ণ হওয়ায় ভারত সরকার তাঁর স্মরণার্থে ১৯৫৮ সালের ১৮ই এপ্রিল একটি ডাকটিকিট বেব করেন। এই টিকিটটির দাম হচ্ছে ১৫ নয়া পয়সা।

ডাঃ কার্ভে একজন সমাজ সংস্কারক ছিলেন। ভারতবর্ষের নারীদের শিক্ষার ব্যাপারে তাঁকে প্রথম উদ্যোক্তা বলা চলে। আমাদের দেশে মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষার সম্বন্ধে একটি সংস্কার ছিল। সেই সংস্কারের বিরুদ্ধে ডাঃ কার্ভে প্রাণপাত করে গেছেন। ইনিই



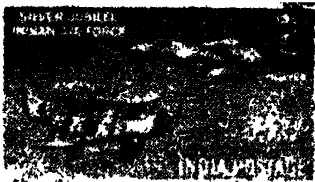
ডাঃ কার্ভের ছবিযুক্ত ডাকটিকিট।

সর্বপ্রথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ছিলেন। এই কারণে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ তাঁকে ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ খেতাব ''ভারত রত্নম্''-এ ভূষিত করেন। ভারতবর্ষে কেন পৃথিবীতে কেউই জীবদ্দশায় এরূপ সম্মান পান নাই। বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়

তাঁকে ডক্টরেট অফ্ ল' উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। গত ২৪ বছরের মধ্যে কেউই এই উপাধি লাভ করেন নাই।

ভারতীয় বিমান বাহিনীর স্মরণীয় ডাকটিকিট

১৯৫৮ সালের ১লা এপ্রিল ভারতীয় বিমান বাহিনীর ২৫ বছর পূর্ণ হওয়ায় এর স্মরণার্থে ভারত সরকার ২টি ডাকটিকিট বের করেন। এই টিকিট দু'টির দাম ছিল যথাক্রমে ১৫ নয়া পয়সা ও



ভারতীয় বিমান বাহিনীর স্মারক ডাকটিকিট।

৯০ নয়া পয়সা। এই দুটি টিকিটের ডিজাইন একই ছিল। এতে দেখানো হয়েছে ১৯৩৩ সালে কি রকম বিমান ব্যবহার করা হ'ত আর আজকাল কি রকম বিমান ব্যবহার করা হয়।

এইখানে আর একটি কথা বলে আমি প্রসঙ্গটি শেষ ক'রব। সাধারণ ডাক টিকিটের পরে এবারে সরকারী ডাক টিকিট সম্বন্ধেও কিছু বলা দরকার।

১৯৪৮ সালে প্রথম ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বার্ষিকী উপলক্ষে ১৫ই আগস্ট মহাত্মা গান্ধীর ছবিযুক্ত ৪ খানি টিকিট বের হয়—একথা আগেই বলেছি।

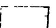
এরপর ৬ষ্ঠ জর্জের ছবিযুক্ত "SERVICE" ছাপা টিকিটের রূপ বদলে গিয়ে অশোক-স্তম্ভ ডিজাইনযুক্ত "SERVICE" টিকিট প্রবর্তন করা হয়।

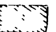
নয়া পয়সা প্রচলন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই "SERVICE" টিকিটের মূল্য নয়া পয়সায় পরিবর্তন করা হয়।

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, আমি উল্লেখ করেছিলাম যে, পারস্য উপসাগরস্থ দেশগুলিতে ভারতীয় ডাক টিকিট প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করার পর এতদিন গ্রেট বৃটেনের ডাক টিকিটের ওপর টাকা, আনা, পাই চালু ছিল। ভারত সরকার নয়া পয়সা চালু করার পর পারস্য উপসাগরস্থ দেশগুলিতে গ্রেট বৃটেনের টিকিটের মূল্যও নয়া পয়সায় পরিবর্তন করা হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এখনও সমস্ত পারস্য উপসাগরে ভারতীয় কারেন্সী চালু আছে।

ভারতবর্ষ (বৃটিশশাসনাধীন)

নিজস্ব ডাকটিকিট প্রচলন অধিকার সমন্বিত

মামুলী বা প্রচলিত রাজ্য (Conventional State) 

করদ রাজ্য (Feudatory State) 

রাজ্য পুনর্গঠনান্তর রাজ্যের সীমারেখা

রাজ্যের নাম — কে র ল

কাশ্মীর ও জম্মু
জম্মু ও কাশ্মীর
চম্বা
পাঞ্জাব
ফরিদকোট
পাতিয়ালা
সিরমুর
দিল্লী
উত্তর প্রদেশ
রাজস্থান
কিষেণগড়
জয়পুর
চারখারি
বিজাওয়ার
ভূপাল
মধ্য প্রদেশ
নন্দগাঁও
বিহার
পশ্চিম বঙ্গ
আসাম
মণিপুর
ত্রিপুরা
পোরবন্দর
জাফরাবাদ
হায়দ্রাবাদ
অন্ধ্র
মাদ্রাজ
কোচীন
লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

ভারতীয় স্বাধীন রাজাদের ডাকটিকিট

ভারতবর্ষের ডাক টিকিটের কথা বলতে গেলে বৃটিশ আমলের টিকিট ছাড়া আরও কিছু টিকিট ছিল যার কথা না বল্লে ভারতবর্ষের ডাক টিকিটের সব কথা বলা হয় না।

ইংরাজদের রাজত্বের অনেক আগে থেকেই অর্থাৎ মুসলমান রাজত্বেরও আগে ভারতবর্ষে কতকগুলি রাজা রাজত্ব করতেন—যেমন, আলোয়ার, ভূপাল, হায়দ্রাবাদ, ইন্দোর, কাশ্মীর প্রভৃতি। এই সব স্বাধীন রাজাদের আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়—যেমন, চাম্বা, ফরিদকোট, গোয়ালিয়র, ঝিন্দ, নাভা এবং পাতিয়ালা; এদের Convention States বলা হয়; আর অপর ভাগে পড়ে আলোয়ার, ভূপাল, হায়দ্রাবাদ, ইন্দোর, কাশ্মীর ইত্যাদি; এদের Feudatory States বলা হয়।

Convention States (চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত)

ডাক ব্যবস্থা প্রচলনেব সঙ্গে সঙ্গে এমন কি তার আগে থেকেও এই চিঠি আদান-প্রদানের ব্যবস্থা ছিল একথা আমরা জানি। মহীশূরের মহারাজা চিক্‌দেব রাজ সংবাদ আদানের ব্যবস্থা করেছিলেন এ সম্বন্ধে আমি পূর্বেও বলেছি। অন্যান্য রাজারা কখন এবং কিভাবে তাঁদের ডাক যাতায়াতের ব্যবস্থা করেছিলেন সে সম্বন্ধে কোনও ইতিহাস বা বিশেষ নজীর পাওয়া যায় না।

প্রথমে আমি Convention States সম্বন্ধে বলবো। এই Convention States-এ যে রাজারা ছিলেন তাঁদের ডাক টিকিটের প্রচলন না থাকলেও ডাক চলাচলের একটা বন্দোবস্ত যে ছিল তা জানা যায়।

১৮৮৭ সালের জানুয়ারী মাসে চাম্বা, ফরিদকোট, গোয়ালিয়র, ঝিন্দ, নাভা ও পাতিয়ালায় ডাক টিকিটের প্রচলন হয়। ভারত সরকারের সঙ্গে এই পাঁচটি রাজ্যের রাজাদের একটি চুক্তি হয়, সেই চুক্তিতে ঠিক হয় যে ভারত সরকারের টিকিটের ওপর এই ক'টি দেশের পৃথক পৃথক নাম ছেপে তাঁদেব নিজেদের দেশে ও ভারতবর্ষের সব জায়গায় এই ডাক টিকিট ব্যবহার করা চলবে। আরও ঠিক হয় যে, ভারত সরকার এই টিকিট ছাপতে বিলাত থেকে টিকিট আনাতে এবং ঐ টিকিটের ওপর রাজত্বের নাম ছাপতে যে খরচ হবে ঐটুকুই কেবল নিতে পারবেন, কোনও মুনাফা করতে পারবেন না। যতদিন বিলাত

থেকে টিকিট ভারতবর্ষে এসেছিল ততদিন এবং পরে যখন ন্যাসিক প্রিন্টিং প্রেসে ছাপা আরম্ভ হয় তখনও এইসব টিকিটের ওপর নিজ নিজ দেশের যে নাম ছাপা হয়েছিল সেটা কলকাতার ভারত সরকারের সেণ্ট্রাল প্রিন্টিং প্রেসে ছাপা হয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়া থেকে ৬ষ্ঠ জর্জের টিকিট পর্যন্ত এই পাঁচটি দেশের টিকিট এইভাবে ছাপা হয়। ভারতবর্ষের ডাক টিকিট সাধারণের জন্য এক রকম এবং সরকারী ব্যবহারের জন্য আর এক রকম ছিল—যথা, সাধারণ টিকিটের ওপর SERVICE ছেপে সরকারী কাজ-কর্মের জন্য ব্যবহার করা হ'ত। সেইরূপ এই পাঁচটি Convention States-এর টিকিটের ওপরেও SERVICE ছেপে সরকারী কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।

পরে যখন ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন হয় তখন এই পাঁচটি Convention States ও সমস্ত Feudatory States আর রইল না—ভারত সরকারের সহিত মিশে গেল এবং



মহারাণী ভিক্টোরিয়া থেকে ষষ্ঠ জর্জ পর্যন্ত চাম্বা ষ্টেটের সাধারণ টিকিট।

সঙ্গে সঙ্গে এই পাঁচটি দেশের ছাপা এবং Feudatory States-এ যে সব টিকিট ছিল তারও ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেল। এখন সমস্ত স্বাধীন রাজ্যগুলিতে ভারতবর্ষের টিকিটই চলছে।

আমি এবার এই পাঁচটি দেশের একটু একটু ইতিহাস দেব।

চাম্বা

চাম্বা হচ্ছে একটি হিমালয়ান ষ্টেট এবং প্রবাদ আছে যে, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশীদিন এই দেশের রাজারা রাজত্ব করেন। এর আয়তন ৩২১৬ বর্গ মাইল আর লোক সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ ছিল। পাঞ্জাব সরকারের পলিটিক্যাল কণ্ট্রোলের অধীনে



মহারাণী ভিক্টোরিয়া থেকে ষষ্ঠ জর্জ পর্যন্ত সরকারী ব্যবহারের জন্য চাম্বা ষ্টেটের সার্ভিস ছাপা টিকিট।

এই দেশের রাজা রাজত্ব করতেন। কাশ্মীর, পাঞ্জাবের কাংরা ও গুরুদাসপুর জেলার মধ্যে চাম্বা অবস্থিত। চাম্বার রাজধানী ছিল ডালহৌসী বৃটিশ হিল ষ্টেশনের কাছে। পূর্বে রাজার ডাক বহু

জায়গায় যাতায়াত ক'রত। এর তত্ত্বাবধান করতেন মাত্র আটটি ডাকঘর।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার টিকিটের ওপর দু' লাইনে CHAMBA STATE ছাপা হয়েছিল এবং ১ পয়সা থেকে ৫৲ টাকা পর্যন্ত দামের ছাপা হয়েছিল। ১৲ টাকার টিকিট গোড়ায় শ্লেট রঙেগ ছাপা হয়, পরে ওটাকে বদলে গ্রীণ ও কারমাইনের ওপর ছাপা হয়।

৭ম এডওয়ার্ডের টিকিটের ওপরেও দু' লাইনে CHAMBA STATE ছাপা হয়েছিল। এটাও ১ পয়সা থেকে ১৲ টাকা পর্যন্ত ছাপা হয়। ডি-লা-রু'র ছাপা ৫ম জর্জের টিকিটের ওপর ও পরে নাসিকের ছাপা ৫ম জর্জের টিকিটের ওপর নানাভাবে CHAMBA STATE ছেপে ১ পয়সা থেকে ১৲ টাকা পর্যন্ত টিকিট ব্যবহার করা হয়েছিল। আর ষষ্ঠ জর্জের টিকিট ১ পয়সা থেকে ২৫৲ টাকা পর্যন্ত ছাপা হয়।

ফরিদকোট

ফরিদকোট একটি ছোট শিখ রাজ্য (Sikh State)। পাঞ্জাবের ফিরোজপুরের নিকটে এই রাজ্য অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ৬৪২ বর্গমাইল আর লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ হাজার।

চাম্বার মতই ফরিদকোট ১৮৮৭ সালে Convention State-এর মধ্যে যোগদান করে। কিন্তু ১৯০১ সালের মার্চ মাসে ফরিদকোট Convention State থেকে বেরিয়ে যায়। আর ভারতবর্ষের টিকিটের ওপর ছাপা যে টিকিট সেখানে ব্যবহার হচ্ছিল সেটা বন্ধ



মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ফরিদকোট স্টেটের সাধারণ ও সার্ভিস টিকিট।

হয়ে যায়। ফরিদকোট Convention State-এ যোগ দেওয়ার আগে অর্থাৎ ১৮৭৯—৮৬ সাল পর্যন্ত তার নিজস্ব ডাক টিকিট ছিল। এই ডাক টিকিট Convention State-এ যোগদান করার সঙ্গে



মহারাণী ভিক্টোরিয়া থেকে ষষ্ঠ জর্জ পর্যন্ত ঝিন্দ স্টেটের সাধারণ টিকিট।

সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার টিকিটের ওপর দু' লাইনে FARIDKOT STATE ছেপে বের হয়। সাধারণের জন্য যে ডাক টিকিট ছাপা হয়েছিল সেটা ১ পয়সা থেকে ১৲ টাকা পর্যন্ত প্রথমে শ্লেট রঙ্গে ১৲ টাকার টিকিটটি ছাপা হয়; পরে ওটা বদলে কারমাইন ও গ্রীণ রঙ্গে ছাপা হয়।

সরকারী ব্যবহারের জন্য ২ পয়সা থেকে ১৲ টাকা পর্যন্ত SERVICE ছেপে ব্যবহার করা হয়েছিল। এই SERVICE টিকিটের বেলাতেও প্রথমে শ্লেট রঙ্গে ১৲ টাকা ও পরে গ্রীণ এবং কারমাইন-এ ছাপা হয়েছিল। এর পরে আর কোনও টিকিট বের হয়নি।

ঝিন্দ

ঝিন্দও একটি শিখ রাজ্য (Sikh State)। এর রাজধানী ছিল সাংরুর। এই সাংরুর একটি সুন্দর সহর ছিল। এখানকার অধিকাংশ বাড়ী ছিল পাকা। পাতিয়ালা ও বৃটিশ রাজত্বের মধ্যে এটি অবস্থিত ছিল। এর আয়তন ১২৫৯ বর্গমাইল আর লোক-সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ।

ঝিন্দে ডাক টিকিটের প্রচলন হওয়ার পূর্ব থেকেই ডাক চলাচলের বন্দোবস্ত ছিল। এখানকার রাজার নিজস্ব ছাপা ডাক



মহারাণী ভিক্টোরিয়া থেকে ষষ্ঠ জর্জ পর্যন্ত ঝিন্দ ষ্টেটের সার্ভিস টিকিট।

টিকিটেরও ব্যবস্থা ছিল। ভারতবর্ষের ডাক টিকিটের ওপর ছাপা টিকিট ব্যবহার আরম্ভ হওয়ায় ঐ আগেকার টিকিটগুলি 'কোর্ট ফি' ও 'রসিদ হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত।

ঝিন্দের ডাক টিকিটও নানাভাবে ছাপা হয়েছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার টিকিটের ওপর ঝিন্দ ছাপা ১ পয়সা থেকে ৫৲ টাকা পর্যন্ত দামের ছাপা হয়। ৭ম এডওয়ার্ডের ১ পয়সা থেকে ১৲ টাকা পর্যন্ত টিকিট ছাপা হয়। ডি-লা-রু'র ছাপা ৫ম টিকিট ১ পয়সা থেকে ৫৲ টাকা পর্যন্ত ছাপা হয়; আর নাসিক প্রিণ্টিং প্রেসে ছাপা টিকিট ১ পয়সা থেকে ২৫৲ টাকা পর্যন্ত দামের ছাপা হয়। ৬ষ্ঠ জর্জের টিকিট ১ পয়সা থেকে ২৫৲ টাকা পর্যন্ত দামের ছাপা হয়েছিল।

সরকারী টিকিট মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ২ পয়সা থেকে ১৲ টাকা, ৭ম এডওয়ার্ডের ১ পয়সা থেকে ১৲ টাকা, ডি-লা-রু'র ছাপা ৫ম জর্জের টিকিট ১ পয়সা থেকে ৫৲ টাকা আর নাসিক প্রিণ্টিং প্রেসে ছাপা ১ পয়সা থেকে ১০৲ টাকা পর্যন্ত দামের ছাপা হয়েছিল, ৬ষ্ঠ জর্জের টিকিট ১ পয়সা থেকে ১০৲ টাকা পর্যন্ত দামের ছাপা হয়েছিল।

গোয়ালিয়র

গোয়ালিয়র মধ্য ভারতের একটি প্রকাণ্ড নেটিভ ষ্টেট। এর আয়তন ২৯,০৪৭ বর্গমাইল আর লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ লক্ষের ওপর। গোয়ালিয়রের ডাক বিভাগ সবচেয়ে কার্যকরী ছিল। তার কারণ এই ষ্টেটের পোস্ট মাস্টার হিসাবে নিযুক্ত হন রায় দৌলতরাম বাহাদুর সি-আই-ই। ইনি ইম্পিরিয়াল পোস্ট অফিসের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে এখানে যোগদান করেন। গোয়ালিয়রে প্রায় ১২০টি ডাকঘর ছিল আর কয়েক শো মাইল ডাক চলাচল ক'রত। এই ডাক বিভাগ মারফৎ বছরে কয়েক কোটি চিঠিপত্র আদান-প্রদান হ'ত।

ভারতবর্ষের ডাক টিকিটের ওপর গোয়ালিয়র ছাপা যে টিকিট বের হয়েছিল তাতে একটা বিশেষত্ব ছিল এই যে, সাধারণ ব্যবহারের জন্য যে টিকিট ছিল তাতে গোয়ালিয়র কথাটি ইংরেজী ও হিন্দীতে ছাপা হয়েছিল। আর সরকারী ব্যবহারের জন্য যে টিকিট ছাপা হয়েছিল তাতে শুধুমাত্র হিন্দীতেই গোয়ালিয়র সার্ভিস' দু' লাইনে ছাপা হয়েছিল। অন্য Convention States-এর বেলায় এ রকম হয়নি।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার টিকিট নানাভাবে ১ পয়সা থেকে ৫৲ টাকা পর্যন্ত ছাপা হয়। ডি'লারুর ছাপা ৫ম জর্জের টিকিটও ১



মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও সপ্তম এডওয়ার্ডের গোয়ালিয়র ষ্টেটের সাধাবণ টিকিট।

পয়সা থেকে ৫৲ টাকা পর্যন্ত ছাপা হয়েছিল। কিন্তু নাসিক প্রিণ্টিং প্রেসে ৫ম জর্জের যে টিকিট ছাপা হয় সেটা ১ পয়সা থেকে ২৫৲ টাকা পর্যন্ত ছাপা হয়েছিল। ৬ষ্ঠে জর্জের বেলায়ও ঐ একই রকম ১ পয়সা থেকে ২৫৲ টাকা পর্যন্ত টিকিট ছাপা হয়।



পঞ্চম ও ষষ্ঠ জর্জের গোয়ালিয়র ষ্টেটের সাধারণ টিকিট।

Convention States-এর টিকিটগুলি ১৯৫১ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে বন্ধ হয়ে যায়। আর তার বদলে ১৯৫০ সালের ১লা এপ্রিল থেকে যে সব স্বাধীন ভারতের টিকিট বের হয়েছিল সেগুলি ব্যবহার হ'তে থাকে।

১৯৪৯ সালের ৬ষ্ঠ জর্জের টিকিটের ওপর ছাপা কিছু টিকিট ফুরিয়ে যাওয়ায় ঐ সময় গোয়ালিয়রের গভর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং

প্রেস থেকে ১ পয়সা থেকে ১২ আনা পর্যন্ত টিকিট ছেপে ব্যবহার করা হয়েছিল। সরকারী ব্যবহারের জন্য মহারাণী ভিক্টোরিয়ার টিকিটের ওপর ১ পয়সা থেকে ১৲ টাকা, ৭ম এডওয়ার্ডের টিকিট ১





মহারাণী ভিক্টোরিয়া থেকে ষষ্ঠ জর্জ পর্যন্ত গোয়ালিয়র ষ্টেটের সার্ভিস টিকিট।

পয়সা থেকে ১৲ টাকা, ৫ম জর্জের টিকিট (যেটি ডি-লা-রু থেকে ছাপা হয়) ১ পয়সা ১০৲ টাকা. আর ৬ষ্ঠ জর্জের টিকিট ১ পয়সা থেকে ১০৲ টাকা পর্যন্ত দামের ছাপা হয়েছিল।

নাভা

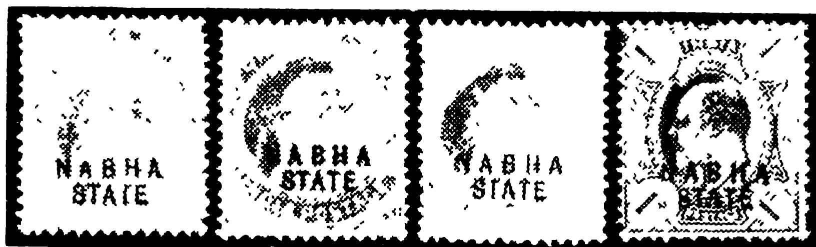
নাভাও একটি শিখ রাজ্য (Sikh State)। নাভার আয়তন ছিল ৯২৮ বর্গমাইল, আর লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৩ লক্ষ। এই রাজ্যে ১৫টি ডাকঘর ছিল। সাধারাণতঃ এখানকার লোকেরা গ্রামেই বাস ক'রত; কারণ এখানে বিশেষ কোনও বড় সহর ছিল না।

নানা রকম ভাবে নাভা ষ্টেট ছাপা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ১ পয়সা থেকে ৫৲ টাকা পর্যন্ত দামের টিকিট ছাপা হয়েছিল।



মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নাভা ষ্টেটের সাধারণ টিকিট।

৭ম এডওয়ার্ডের ১ পয়সা থেকে ১৲ টাকা পর্যন্ত দামের টিকিট ছাপা হয়েছিল। ডি-লা-রু'র ছাপা ৫ম জর্জের ১ পয়সা থেকে ১৲ টাকা



সপ্তম এডওয়ার্ডের নাভা ষ্টেটের সাধারণ টিকিট।

পর্যন্ত দামের টিকিট ছাপা হয় আর নাসিক প্রিন্টিং প্রেসে ছাপা ৫ম জর্জের টিকিট ১ পয়সা থেকে ৫৲ টাকা পর্যন্ত দামের ছাপা হয়। ৬ষ্ঠ জর্জের টিকিট ১ পয়সা থেকে ২৫৲ টাকা পর্যন্ত দামের ছাপা হয়।



পঞ্চম জর্জের নাভা ষ্টেটের সাধারণ টিকিট।



ষষ্ঠ জর্জের নাভা স্টেটের সাধারণ টিকিট।





মহারাণী ভিক্টোরিয়া, সপ্তম এডওয়ার্ড ও পঞ্চম জর্জের নাভা স্টেটের সার্ভিস টিকিট।

সরকারী ব্যবহারের জন্য NABHA STATE SERVICE ছাপা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার টিকিট ২ পয়সা থেকে ১, টাকা, ৭ম এডওয়ার্ডের ১ পয়সা থেকে ১, টাকা, ডি-লা-রু'র ছাপা ৫ম জর্জের টিকিট ১ পয়সা থেকে ১, টাকা আর নাসিক প্রিণ্টিং প্রেসে ছাপা ৫ম জর্জের টিকিট ১ পয়সা থেকে ৮ আনা আর ৬ষ্ঠ জর্জের টিকিট ১ পয়সা থেকে ৫, টাকা পর্যন্ত দামের ছাপা হয়েছিল।



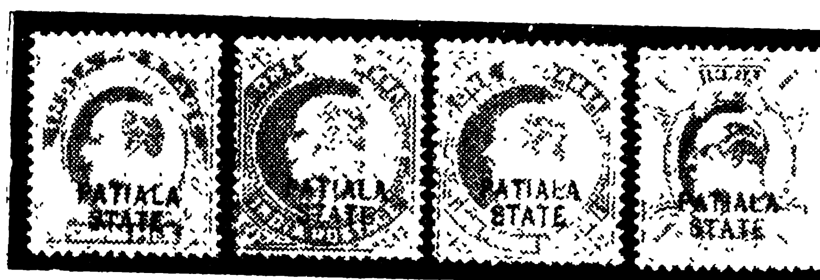
ষষ্ঠ জর্জের নাভা ষ্টেটের সার্ভিস টিকিট।

পাতিয়ালা

পাতিয়ালা এই পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে সবদিক দিয়ে বড় রাজ্য। এটি পাঞ্জাবে অবস্থিত। পাতিয়ালা রাজ্যটি নানাভাবে ছড়ানো ছিল। এর কতক অংশ হিমালয়ের নিচে সিমলার কাছে, আর কতক অংশ শতদ্রু ও যমুনার পারে। পাতিয়ালার আয়তন ছিল ৫৪১২ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ছিল ১৬ লক্ষের ওপর। আধুনিক ধারায় এই রাজ্য পরিচালনা হ'ত। রেল চলাচল ব্যবস্থা, জমি চাষের জন্য খাল কাটা প্রভৃতি উন্নতির জন্য অন্যান্য রাজ্যের লোকেরা এখানে বসবাসের জন্য চ'লে আসতো।

বহু আগে থেকেই এখানে ডাক চলাচলের বন্দোবস্ত ছিল। অন্যান্য রাজ্যের মত এখানেও কেবল মাত্র ষ্টেটের চিঠিপত্রই যাতায়াত ক'রত। সেই কারণে ডাকটিকিটের কোনও প্রয়োজন হয়নি।







মহারাণী ভিক্টোরিয়া, সপ্তম এডওয়ার্ড ও পঞ্চম জর্জের পাতিয়ালা ষ্টেটের সাধারণ টিকিট।

১৮৭৭ সালে ভারত সরকার ঠিক করলেন যে, এই সমস্ত স্বাধীন রাজাদের জন্য যে ডাকটিকিট তৈরী করা হবে, সেটা ভারত সরকারের যে সব ডাকটিকিট আছে, তার সঙ্গে যেন তফাৎ থাকে এবং এই চিন্তা ক'রে ভারত সরকার স্বাধীন রাজাদের অনুরোধ করলেন, যেন তাঁরা নিজের নিজের ডাকটিকিট নিজেদের ইচ্ছামত ডিজাইন



ষষ্ঠ জর্জের পাতিয়ালা ষ্টেটের সাধারণ টিকিট।

ক'রে ছাপেন এবং এর জন্য ভারত সরকারের কোনও অনুমাতর প্রয়োজন হবে না। এই সময় পাতিয়ালার মহারাজ নাবালক ছিলেন। সেই জন্য সেখানে কাউন্সিল অফ রিজেন্সীর (Council of Regency) দ্বারা রাজ্য শাসন করা হ'ত।

১৮৭৯ সালে পাতিয়ালার ডাকটিকিটের জন্য একটি ডিজাইন তৈরী ক'রে সেটি অনুমোদনের জন্য পাঠানো হ'ল। ভারত সরকার এই ডিজাইন সম্বন্ধে কোনও আপত্তি করলেন না। উপরন্তু, পাঞ্জাব সরকারকে অনুরোধ করলেন যে, পাতিয়ালার কাউন্সিল অফ রিজেন্সীকে রাজী করাতে, যা'তে ইম্পিরিয়াল পোষ্টাল সিস্টেম সমস্ত রাজ্যের মধ্যে চালু করা হয়। ১৮৮২ সাল







মহারাণী ভিক্টোরিয়া, সপ্তম এডওয়ার্ড ও পঞ্চম জর্জের পাতিয়ালা স্টেটের সার্ভিস টিকিট।

পর্যন্ত কাউন্সিল অফ রিজেন্সী এর কোনও জবাব দেননি। তাঁরা ১৮৮২ সালে জানালেন যে, ষ্টেটের ডাক বিভাগের বন্দোবস্ত ষ্টেটের চাহিদা মত তাঁরা নিজেরাই করেছেন এবং তাঁরা যে সব কর্মচারীকে ডাক বিভাগে নিয়োগ করেছেন তাবা সকলেই পাতিয়ালার অধিবাসী। তাঁরা অনুরোধ করলেন যেন তাঁদের এই বন্দোবস্ত চালু থাকে। ভারতীয় ডাক বিভাগের ডাইরেক্টার জেনারেল সরকারকে জানালেন, পাতিয়ালা ডাক বিভাগে যে সব ত্রুটিবিচ্যুতি, বিশেষতঃ মণি অর্ডার সম্বন্ধে এবং যে সব চিঠি আদান-প্রদান ইম্পিরিয়াল পোষ্ট অফিসের সঙ্গে চলছিল সে সম্বন্ধে একটা সুবন্দোবস্ত করা হোক। আরও



ষষ্ঠ জর্জের পাতিয়ালা ষ্টেটের সার্ভিস টিকিট।

অনুরোধ করা হয় যে, ভারতবর্ষের ডাক বিভাগের পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল যেন দরবারকে সাহায্য করেন। অনুরোধ মত সরকার এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন এবং ইম্পিরিয়াল পোষ্ট অফিসের তরফ

থেকে রায় দৌলতরাম বাহাদুর, সি আই ই (যিনি পরে গোয়ালিয়রের পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল হয়েছিলেন) তাঁকে আদেশ দিলেন এই সম্বন্ধে দরবারের সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রতে।

এখানে একটা মজার কথা বলি। যখন পাতিয়ালাতে কোনও ডাক টিকিটের বন্দোবস্ত ছিল না সেই সময়ে পাতিয়ালার সাধারণ লোকেরা যদি British India-তে চিঠি পাঠাতে চাইতো তখন তারা ওখানকার Contractor-এর সাহায্য নিত। এই Contractor-এর একটা চিঠির বাক্স থাকতো.. সেটা এমন জায়গায় থাক্‌তো যাতে সাধাবণ লোকেরা সেই বাক্সে চিঠি ফেলে দিতে পারে—যেমন আমরা এখন চিঠির বাক্সে চিঠি ফেলে দিই। কিন্তু এই চিঠির বাক্স পাহারা দেবার জন্যে পাতিয়ালা ষ্টেটের একজন সেপাই থাক্‌তো। সেপাইয়ের কাজ ছিল দেখা যে, প্রতি চিঠি বাক্সে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে যেন সেপাই ১টি করে পয়সা এই চিঠির বাবদ পায়। অবশ্য যে সব সেপাই অসৎ ছিল তারা সব পয়সাই জমা দিত না।

চিঠিগুলি বাক্স থেকে বার করে তার উপর "G. P. O. Patiala" একটি মোহর মেরে দেওয়া হ'ত। তার পর Contractor রাজপুরাতে যেখানে Imperial Post Office ছিল সেখানে এই চিঠিগুলি পৌঁছে দিত। রাজপুরা পাতিয়ালা থেকে ১২ মাইল দূরে। British India থেকে Patiala-র জন্য যে সমস্ত চিঠি রাজপুরাতে জমা থাক্‌তো সেগুলি Contractor পাতিয়ালায় নিয়ে আসতো এবং চিঠিগুলি যাঁর যাঁর নামে থাক্‌তো তাঁর তাঁর কাছে পৌঁছে দিত। আর এর জন্যে মাশুলস্বরূপ ১ পয়সা করে আদায় ক'রত।

গোড়ায় ঠিক হয়েছিল যে. ভারতীয় ডাকটিকিটের ওপর শুধু পাতিয়ালা ছাপা হবে—পরে ১৮৮৩ সালের ৯ই আগষ্ট কাউন্সিল অফ রিজেন্সী 'পাতিয়ালা ষ্টেট' ছাপা হবে এইটি অনুমোদন করলেন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার টিকিটে নানাভাবে Patiala State ১ পয়সা থেকে ৫৲ পর্যন্ত ছাপা হয়। ৭ম এডওয়ার্ডের টিকিট ১ পয়সা থেকে ১৲ পর্যন্ত দামের ছাপা হয়। ডি-লা-রু'র ছাপা ৫ম জর্জের টিকিট ১ পয়সা থেকে ৫৲ পর্যন্ত দামের ছাপা হয়। নাসিক প্রিণ্টিং প্রেসে ছাপা ৫ম জর্জের টিকিট ১ পয়সা থেকে ২৲ পর্যন্ত

দামের ছাপা হয়। ৬ষ্ঠ জর্জের টিকিট ১ পয়সা থেকে ২৫, পর্যন্ত দামের ছাপা হয়।

সরকারী ব্যবহারের জন্য Patiala State Service মহারাণী ভিক্টোরিয়ার টিকিট নানাভাবে ২ পয়সা থেকে ১, পর্যন্ত দামের ছাপা হয়; ৭ম এডওয়ার্ডের টিকিট ১ পয়সা থেকে ১, পর্যন্ত দামের ছাপা হয়। ডি-লা-রু'র ছাপা ৫ম জর্জের টিকিট ১ পয়সা থেকে ৫, পর্যন্ত দামের ছাপা হয়। নাসিক প্রিণ্টিং প্রেসে ছাপা ৫ম জর্জের টিকিট ১ পয়সা থেকে ২, পর্যন্ত ও ৬ষ্ঠ জর্জের টিকিট ১ পয়সা থেকে ৫, টাকা পর্যন্ত দামের ছাপা হয়।

Feudatory States (করদ রাজ্য)

আমি আগে Convention States-এর কথা বলেছি। এবার আমি Feudatory States-এর কথা বলবো।

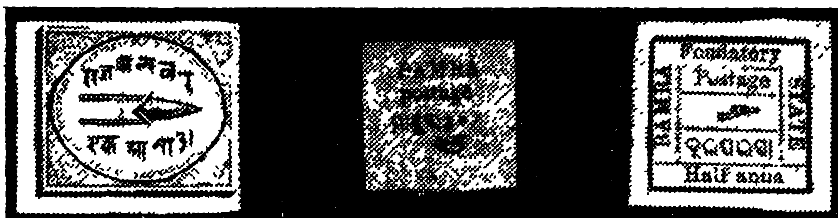
আলোয়ার

আলোয়ার রাজপুতনার মধ্যে অবস্থিত। এর আয়তন ছিল ৩১৪৪ বর্গমাইল এবং লোক সংখ্যা প্রায় ৯ লক্ষের কাছাকাছি। আলোয়ারে প্রথম ডাকটিকিট ব্যবহার হয় ১৮৭৭ সালে। এখানে ১৮টি ডাকঘর ছিল। ১৯০২ সালে এই ডাকঘরগুলি বন্ধ ক'রে দেওয়া হয় এবং এর সঙ্গে সঙ্গে ১৯০২ সালের শেষাশেষি ডাক-টিকিটের ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়। আলোয়ারে মোট দু' রকম দামের ডাকটিকিট ব্যবহার হয়েছিল। একটির দাম হচ্ছে ১ পয়সা আর একটির দাম হচ্ছে ১ আনা। এই টিকিট দু'টি লিথোতে ছাপা হয়। আর পারফোরেশনের কোনও যন্ত্রপাতি না থাকার দরুণ ছোট পাথরের চাকায় কিম্বা হাড়ের চাকায় দাঁত করে পারফোরেশনের জন্য ব্যবহার করা হয়।

বামড়া

বামড়া মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত। বামড়ার অধিকাংশ লোক উড়িয়া ভাষায় কথা বলে। বামড়ার আয়তন ছিল প্রায় ২ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ। বামড়াতে প্রথম ডাকটিকিটের প্রচলন হয় ১৮৮৮ সালে এবং ১৮৯৪ সালে বামড়ার নিজস্ব ডাকটিকিটের ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়। প্রথমে বামড়ায় ১ পয়সা থেকে ৮ আনা পর্যন্ত দামের পাঁচ রকম টিকিট বের হয়। ১৮৯০ সালে ডিজাইনটা

বদলে দ্বিতীয়বার টিকিট ছাপা হয় এবং এর দাম ছিল ১ পয়সা থেকে ১৲ টাকা পর্যন্ত। বাম্ড়ার টিকিটের ওপর ইংরাজীতে ও উড়িয়াতে Bamra Postage এবং দাম ছাপা হয়েছিল।



আলোয়ার ও বামড়ার ডাকটিকিট

১৮৯৪ সালে বাম্ড়া ষ্টেটের ডাকবিভাগ ভারতবর্ষের ডাক-বিভাগের তত্ত্বাবধানে চলে আসে এবং তার পর থেকেই বাম্ড়ার নিজস্ব ডাকটিকিটের ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়।

বারওয়ানি

বারওয়ানি মধ্য ভারতে অবস্থিত। এর আয়তন ছিল ১৩৩২ বর্গমাইল; আর লোকসংখ্যা প্রায় ২ লক্ষের কাছাকাছি।



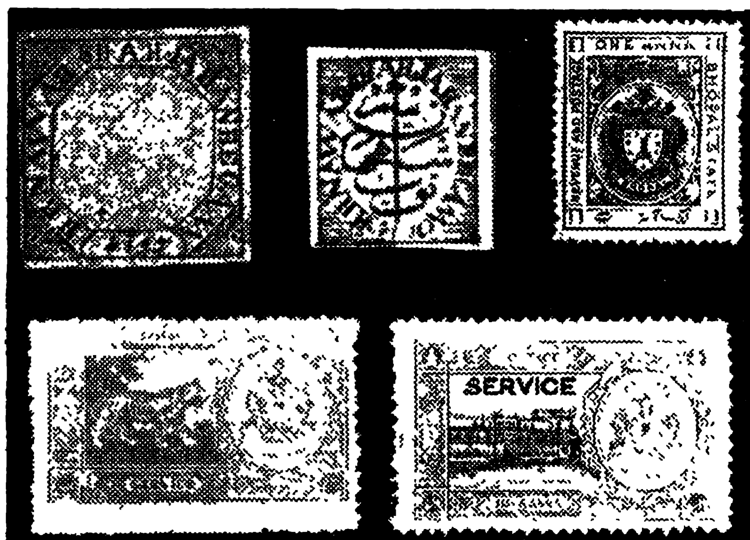
বারওয়ানির ডাকটিকিট

১৮২১ সালে প্রথম এখানে ডাকটিকিটের প্রচলন হয় এবং ১৯৪৮ সালে ডাকটিকিটের প্রচলন বন্ধ হয়ে যায়।

ভূপাল

ভূপাল মধ্য ভারতের একটি মুসলমান রাজ্য। এর আয়তন ছিল ৬৯০২ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৮ লক্ষ। ১৮৭৬ সালে ভূপালে প্রথম ডাকটিকিটের প্রচলন হয়। টিকিটগুলি লিথোতে ছাপা

হয়। যে Draftsman টিকিটের ডিজাইন তৈরী করেছিল সে ভাল ইংরেজী না জানায় ইংরেজী বানানের নানা রকম ভুল-ভ্রান্তি হয়। ১৯০৩ সালে এই দেশীয় ছাপা টিকিটের ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়। পরে ১৯০৮ সালে সরকারী ব্যবহারের জন্য পুনরায় ডাকটিকিটের প্রচলন হয় এবং এটি ছেপে এসেছিল বিলাতের M/S Perkins Bacon & Co-এর কাছ থেকে। ১৯০৩ সালে নাসিকের ছাপাখানায় বা স্থানীয় ছাপাখানায় পুনরায় ডিজাইন তৈরী করে ছাপা হয়।



ভূপালেব ডাকটিকিট

সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে এই যে, এখানকার ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টার স্বীকাব করেছেন যে, সরকারী ব্যবহারেব জন্য বা সেখানকার লোকেদের জন্য যত না টিকিট ব্যবহার হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী টিকিট বিদেশে জমানোর জন্য বিক্রি হয়েছে এবং এর জন্য একজন আলাদা কর্মচারী নিয়োগ করারও প্রয়োজন হয়েছিল।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর ভূপাল ষ্টেট ভারতবর্ষের সঙ্গে মিশে যায় এবং তারপর থেকে ভূপালের নিজস্ব টিকিটের ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়।

ভূপালের টিকিট নানা রকম ডিজাইনে ছাপা হয়েছিল। এর দাম ছিল ১ পয়সা থেকে ১ টাকা পর্যন্ত।

ভোর

ভোর বোম্বের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। এর আয়তন ছিল ৯২৫ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা দেড় লক্ষের কিছু বেশী। ১৮৭৯



ভোরের ডাকটিকিট

সালে দু'খানি টিকিট বের হয়, এর দাম ছিল ২ পয়সা ও ১ আনা। ১৮৯৫ সালে ষ্টেটের যে সব পোষ্ট অফিস ছিল সেগুলি বন্ধ হয়ে যায়।

বিজাওয়ার

বিজাওয়ার মধ্যভারতে অবস্থিত। এর আয়তন ছিল প্রায় ১ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার।

১৯৩৫ সালে বিজাওয়ারে প্রথম টিকিটের প্রচলন হয়। টিকিটের ওপর Maharaja Sir Sarvant Singh-এর প্রতিচ্ছবি ছিল। প্রথমে ১ পয়সা থেকে ২ আনা পর্যন্ত টিকিট ছাপা হয়। পরে ১৯৩৭ সালে ৪ আনা থেকে ১৲ টাকা পর্যন্ত—আরও ৫টি টিকিট বের হয়। সমস্ত টিকিটই টিপোগ্রাফে ছাপা হয়। উপস্থিত বিজাওয়ার টিকিটের প্রচলন বন্ধ হয়ে গেছে।

বুশাহির

বুশাহির সিমলা পাহাড়ে, পাঞ্জাবে অবস্থিত। এর আয়তন ছিল ৩৩২০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা সাড়ে ৭ লক্ষ। বুশাহিরে ৩টি পোষ্ট অফিস ছিল। এদের নাম হচ্ছে রামপুর, রোরহু ও চিনি।

১৮৯৫ সালে এখানে প্রথম ডাক টিকিটের ব্যবহার শুরু হয়। এই টিকিটের ওপর একটি বাঘের প্রতিচ্ছবি ছিল এবং প্রতি টিকিটে একটি "RS" মনোগ্রাম ছাপা হয়েছিল। এই "RS" কথাটির অর্থ "Raghunath Singh"। ইনি তখনকার যে রাজা ছিলেন তাঁর পুত্র এবং ষ্টেট পোষ্ট অফিসের ডাইরেক্টার ছিলেন।

টিকিটটি নানাভাবে ছাপা হয়েছিল এবং তার মধ্যে পারফোরেটেড্ এবং ইম্পারফোরেটেড্ টিকিট ছিল। এর দাম ছিল ১ পয়সা থেকে ১৲ টাকা পর্যন্ত।



বিজাওযাব ও বুশাহিবেব ডাকটিকিট

১৯০১ সালের ৩১শে মার্চ ডাকঘরগুলি বন্ধ হয়ে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে টিকিটের ব্যবহারও বন্ধ হয়।

বুন্দি

বুন্দি বাজপুতানায অবস্থিত। এব আয়তন ছিল ২২২০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ।

১৮৯৪ সালে এই ষ্টেটে ১০টি ডাকঘর খোলা হয়। এই সময় প্রথম ডাকটিকিটেব প্রচলন হয়। প্রথমে মাত্র ২ পয়সা দামেব ১ খানি টিকিট বের হয়। পরে ১৮৯৭ সালে আরও ৫টি টিকিট বের হয়। তার মূল্য ছিল যথাক্রমে ১ আনা, ২ আনা, ৪ আনা, ৮ আনা ও ১৲ টাকা। ১৯০২ সাল পর্যন্ত সমস্ত টিকিটই লিথোগ্রাফে ছাপা হয়। ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত যে সব টিকিট বের হয়েছিল তার ডিজাইন প্রথম টিকিটের মত ছিল না—অন্য রকম ছিল। এই টিকিটের ওপর মহারাও রাজা স্যার রঘুবীর সিংএর প্রতিচ্ছবি এবং ওপরে রাজ বুন্দি ও তলায় টিকিটের দাম হিন্দীতে লেখা ছিল। এর দাম ছিল ১ পয়সা থেকে ৫৲ টাকা পর্যন্ত।

১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে কয়েকটি টিকিটের ডিজাইন বদলে যায়। আগে টিকিটের মাথায় যে টাইপে রাজ বুন্দি ছাপা হয়েছিল এবারকার টাইপ ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকম। আগের টিকিটে কোনও পারফোরেশন ছিল না; কিন্তু এই টিকিটের কিছু পারফোরেটেড্ ছিল।

১৯৪১-৪৫ সাল পর্যন্ত অন্য রকম ডিজাইনের টিকিট ব্যবহার হয়। এর দাম ছিল ১ পয়সা থেকে ১৲ টাকা পর্যন্ত। ১৯৪৭ সালে পুনরায় টিকিটের ডিজাইন বদলে যায়। ১ পয়সা থেকে ৪ আনা পর্যন্ত যে সমস্ত টিকিট ছিল তার ওপর মহারাও রাজা বাহাদুর সিং-এর প্রতিচ্ছবি ও হিন্দী ও ইংরেজীতে বুন্দি ষ্টেট,



বুন্দির ডাকটিকিট

আর দাম লেখা ছিল। ৮ আনা ও ১৲ টাকা টিকিটের ডিজাইন আগেকার মতন সবই ছিল, শুধু মহারাও রাজা বাহাদুর সিং-এর প্রতিচ্ছবির বদলে বুন্দি ষ্টেটের প্রতিচ্ছবি ছিল।

বুন্দি ষ্টেটে সরকারী ব্যবহারের জন্য প্রথমে বুন্দি সার্ভিস হিন্দীতে ও পরে শুধু বুন্দি সার্ভিস ইংরাজীতে ছাপা হয়েছিল।

চারখারি

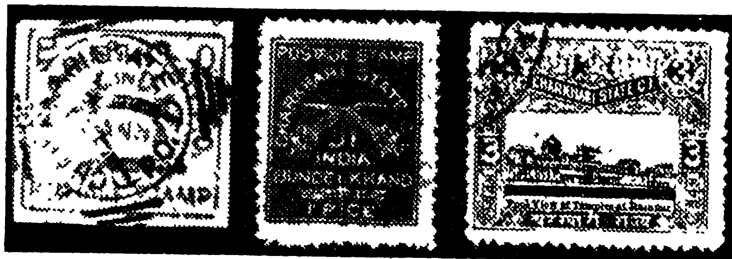
চারখারি মধ্যভারতে অবস্থিত। এর আয়তন ছিল ৭০৩ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় সোয়া লক্ষ।

চারখারিতে ডাক বিভাগ খোলা হয় ১৮৯৩ সালে, কিন্তু টিকিটের ব্যবহার শুরু হয় ১৮৯৪ সালে। এখানকার ডাকের হার ছিল ভারতবর্ষের ডাকের হারের অর্ধেক।

১৮৯৪ সালে মাত্র ৩টি টিকিট বের হয়। তার দাম ছিল ১ আনা, ২ আনা ও ৪ আনা এবং এগুলি ইম্পারফোরেটেড ছিল। ১৮৯৭ সালে এই টিকিটের ডিজাইন বদলে যায় এবং তার দাম ১ পয়সা থেকে ৪ আনা করা হয়। এগুলিও ইম্পারফোরেটেড ছিল।

১৯০৯ সালে টিকিটগুলি সম্পূর্ণ পৃথকভাবে ছাপা হয়। গোড়ায় যে টিকিটগুলি ছাপা হয় সেগুলির জন্য একটি ষ্টিলের ডাই তৈরী করা হয়েছিল এবং মামুলীভাবে এগুলিকে ছাপা হয়।

সব চেয়ে মজার কথা হচ্ছে এই যে, এই ষ্টীল ডাইটি সর্বদা তদানীন্তন মহারাজার নিজের কাছে থাক্‌তো। শুধু ছাপবার সময় সেটিকে বার করে দিতেন তিনি।



চারখারির ডাকটিকিট

১৯০৯ সালে যে টিকিটগুলি ছাপা হয় সেগুলি লিথোতে ছাপা হয় এবং তার দাম ছিল ১ পয়সা থেকে ১৲ টাকা পর্যন্ত। এই টিকিটগুলিতে কোনও দাম লেখা থাকতো না। স্টোনে হাত দিয়ে দাম লিখে দেওয়া হ'ত। সেই কারণে অক্ষরেরও অনেক তারতম্য হ'ত।

১৯৩১ সালে চারখারি ষ্টেটের নানান রকম ছবিযুক্ত টিকিট বের হয়। এর দাম ছিল ২ পয়সা থেকে ৫৲ টাকা পর্যন্ত। ২ পয়সার টিকিটের ছবি ছিল চারখারির লেক, ২ আনার টিকিটের ছবি ছিল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল, ৪ আনার টিকিটের ছবি ছিল শহরের দৃশ্য, ৮ আনার টিকিটের ছবি ছিল কেল্লা ১৲ টাকার টিকিটের ছবি ছিল গেষ্ট হাউস, ২৲ টাকার টিকিটের ছবি ছিল প্যালেস গেট ৩৲ টাকার টিকেটের ছবি ছিল রেইনপুরের মন্দির ও ৫৲ টাকার টিকিটের ছবি ছিল গোবর্ধনের মন্দির।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর নিজস্ব টিকিটের ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়।

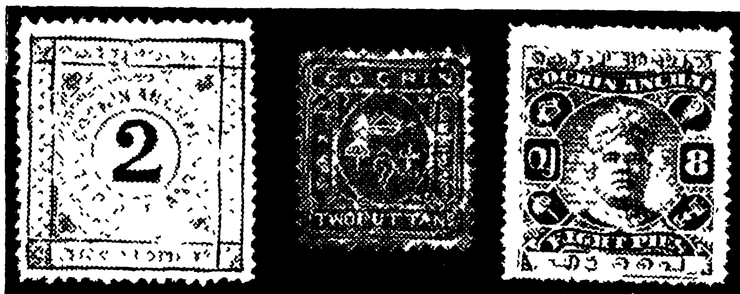
কোচিন

কোচিন ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এর আয়তন ছিল ১৩৬২ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১৪ লক্ষেরও ওপর। এ দেশের ভাষা হ'চ্ছে মালয়ালাম। এখানে গোড়ায় যে কারেন্সী চলতো সেটাকে পুটান বলা হ'ত।

১৮৯২ সালের এপ্রিল মাসে কোচিনে প্রথম ডাকটিকিটের ব্যবহার হয়। প্রথমে যে টিকিট ব্যবহার হয় তার ডাইসটি

করেছিলেন মাদ্রাজের M/S P. Iyer & Sons এবং ছেপেছিলেন এর্ণাকুলামে কোচিন সরকার। প্রথমে ৩টি টিকিট বের হয় যথা, আধ পুটান, এক পুটান এবং দু' পুটান। এই ডিজাইনের টিকিটগুলি চলেছিল ১৮৯৭ সাল পর্যন্ত।

১৮৯৮ সালে টিকিটের ডিজাইন সম্পূর্ণ বদলে যায় এবং এই সময় সর্বপ্রথম 3 Pies-এর একখানি টিকিট বের হয়, কিন্তু বাকী টিকিটগুলিতে পুটান শব্দটি ব্যবহার করা হয়।



কোচিনের ডাকটিকিট

১৯১১ সালে টিকিটের ডিজাইন পুনরায় সম্পূর্ণ বদলে যায় এবং এর দাম ভারতীয় কারেন্সীতে দেওয়া হয়। এই টিকিটের ওপর তদানীন্তন প্রথম রাজার ছবি দিয়ে ছাপা হয়। এর দাম ছিল ২ পয়সা থেকে ৩ আনা পর্যন্ত। এই সময়কার রাজা Sir Rama Verma I যুবক ছিলেন।

১৯১৮ সালে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজার চেহারা বদলে যাওয়ায় পুনরায় নতুন ছবি দিয়ে টিকিট ছাপা হ'ল। এই টিকিটগুলির দাম ছিল ২ পয়সা থেকে ৩ আনা পর্যন্ত।

এই টিকিটগুলি ছাপেন বিলাতের Recess Process-এ M/s Perkins Bacon & Company.

দ্বিতীয় রামা ভার্মা মারা যাওয়ার পর ১৯৩৩ সালে তৃতীয় রামা ভার্মা রাজা হন। তখন তৃতীয়া রামা ভার্মার ছবিযুক্ত টিকিট বের হয়। এগুলিও ছেপেছিলেন M/s Perkins Bacon & Co.। এর দাম ছিল ২ পয়সা থেকে ১০ আনা পর্যন্ত।

১৯৪৩ সালে Maharaja Kerala *V*erma I রাজা হন। তখন এ'র প্রতিচ্ছবি দিয়ে পুনরায় টিকিট ছাপা হয়। প্রথমে যখন টিকিট ছাপা হয়, তখন তার জলছাপ ছিল একটি ছাতা।

পরে এই জলছাপটি বদলে যায় এবং পুরো কাগজের ওপর কোচিন সরকারের জলছাপযুক্ত কাগজ ব্যবহার করা হয়। এই জলছাপের মাপ ছিল ৬⅞×৩⅝ ইঞ্চি।

১৯৪৪ সালে মহারাজা রবি ভার্মা রাজা হন এবং এঁর প্রতিচ্ছবি দিয়ে টিকিটগুলি ছাপা হয়।

১৯৪৮ সালে মহারাজা দ্বিতীয় কেরালা ভার্মা রাজা হন। তখন তাঁর প্রতিচ্ছবি দিয়ে পুনরায় টিকিট ছাপা হয়। সরকারী ব্যবহারের জন্য তখনকার সাধারণ টিকিটের ওপর On C G S ছেপে বের করা হয়। এই সরকারী টিকিট প্রথম ১৯১৩ সাল থেকে ব্যবহার করা হয়েছিল।

১৯৪৯ সালের পর কোচিনের টিকিটের ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়।

ধর

ধর মধ্য-ভারতে অবস্থিত। এর আয়তন ছিল ১৭৭৫ বর্গ-মাইল। এবং লোকসংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার।

১৮৯৭ সালে প্রথমে এখানে ৩টি ডাকটিকিট বের হয়। এর দাম ছিল ১ পয়সা, ২ পয়সা ও ১ আনা। ১৯০০ সালে ২ আনা দামের আর একটি টিকিট বের হয়। প্রতি টিকিটের ওপর আরবিক ভাষায় একটি গোলাকার রাবার ষ্টাম্প মারা থাকতো।



ধরের ডাকটিকিট

টিকিটটি যে জাল নয় এইটিই ছিল তার প্রমাণ। নিজেদের দেশের বাইরে ষ্টেট পোষ্ট অফিসের কোনও জায়গায় চিঠি পাঠাতে হ'লে ২ আনা দামের একটি ধরের টিকিট এবং তার সঙ্গে ২ পয়সা দামের

একটি ভারতীয় টিকিট মেরে দিতে হ'ত। তা না হলে চিঠিটি "বেয়ারিং" হয়ে যেত। এই টিকিটগুলি গোড়ায় ইম্‌পারফোরেটেড ছিল।

১৮৯৮ সালে টিকিটের চেহারা বদলে যায় এবং ইম্‌পার-ফোরেটেডের জায়গায় পারফোরেটেড টিকিট বের হয়। এই টিকিট-গুলির মূল্য ছিল ২ পয়সা, ১ আনা ও ২ আনা।

১৯০১ সালের মার্চ মাসে এখানকার টিকিটের ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়।

দাতিয়া (Dutti বা Datia)

দাতিয়া বুন্দেলখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। এর আয়তন ছিল ৮৪৬ বর্গমাইল লোকসংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার।

এখানে ১৮৯৩ সালে প্রথম ডাকঘর খোলা হয় এবং ঐ সময় থেকেই প্রথম ডাক টিকিটের ব্যবহার শুরু হয়। টিকিটের ওপর গণেশ দেবতার মূর্তি এবং ইংরাজীতে দাতিয়া ষ্টেট্ পোষ্টেজ এবং দাম হিন্দিতে ছাপা ছিল।



দাতিয়ার ডাকটিকিট

গোড়ায় যখন ডাকঘর খোলা হয় ও টিকিট বের হয় তখন ওখানকার লোকেরা এ বিষয়টি ভালো করে জান্‌তো না।

১৮৯৭ সালে টিকিটের চেহারা বদলে যায় এবং এই সময় লোকেরা ডাকঘর ও ডাক টিকিট সম্বন্ধে সচেতন হয়। ধরের মত দাতিয়ার টিকিটের ওপরও ঐরূপ একটি গোলাকার রাজার মোহর মেরে দেওয়া হ'ত। এই মোহরটির কালি সাধারণতঃ ব্লু রঙের থাক্‌তো। মোহরে মহারাজা স্যার ভবানী সিং-এর নাম এবং মধ্যে গণেশ দেবতার ছবি ছিল: আর অক্ষরগুলি দেবনাগরীতে ছাপা থাক্‌তো।

ফরিদকোট

ফরিদকোট একটি শিখ রাজ্য। ১৮০৯ সালে ফরিদকোট ইংরাজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে। এর আয়তন ছিল ৬৩৭ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ। এখানকার অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবি। ১৮৫৭ সালের ১লা জানুয়ারী ফরিদকোট পোষ্টাল কনভেনশনে যোগ দেয়। এর পূর্বে অর্থাৎ ১৮৭৯ সালে এর নিজস্ব টিকিট বের হয় এবং মোট ২ খানা টিকিট বের হয়। প্রথম টিকিটির দাম ১ Falus এবং দ্বিতীয়টির দাম ছিল ২ পয়সা। দ্বিতীয়টি ১৮৮২ সালে ছাপা হয়।

পোষ্টাল কনভেনশনে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফরিদ-কোটের নিজস্ব টিকিটের ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়।

হায়দ্রাবাদ

হায়দ্রাবাদ দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত। এর আয়তন ছিল ৮২,৩১৩ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১ কোটি ৬৫ লক্ষ।

১৮৬৯ সালে প্রথম হায়দ্রাবাদে ডাক টিকিট বের হয় এবং তার দাম ছিল ১ আনা। প্রথম টিকিটটি Recess Printing-এ



হায়দ্রাবাদের ডাকটিকিট

ছাপা হয়। এই প্লেটটি তৈরী করেছিলেন M/S. Nissen & Parker London-এর মিঃ র‍্যাপকিন (Mr. Rapkin)। এই টিকিটটি পারফোরেটেড ও ইম্পারফোরেটেড দু' রকমই ছিল।

১৮৭১ সালে ২টি নতুন টিকিট বের হয়। তার মূল্য ছিল ২ পয়সা ও ২ আনা। এটিও Recsess Printing-এ ছাপা হয়। কিন্তু এটা হায়দ্রাবাদেই এনগ্রেভ করা হয়েছিল। এই টিকিট দু'টি খুব অল্প দিনের জন্য ব্যবহার হয়েছিল।

১৮৭১ সালেই বিলাত থেকে M/S. Bradbury Wilkinson & Co.-এর কাছ থেকে Recess Printing ক'রে ২ পয়সা থেকে ১২ আনা পর্যন্ত টিকিট ছেপে আসে।

১৯৩১ সালে হায়দ্রাবাদ মিন্ট থেকে Recess Printing Process-এ কতকগুলি ছবিযুক্ত টিকিট বের হয়। এগুলির দাম ছিল ৪ পাই, ৮ পাই এবং ১ আনা থেকে ১৲ টাকা পর্যন্ত। ৪ পাই ও ৮ পাই-এর টিকিটের ছবি ছিল হায়দ্রাবাদের Symbols। ১ আনা দামের টিকিটের ছবি ছিল চারমিনার, দু' আনা দামের টিকিটের ছবি ছিল হায়দ্রাবাদ হাইকোর্ট ৪ আনা দামের টিকিটের ছবি ছিল ওসমান সাগব, ৮ আনা দামের টিকিটের ছবি ছিল অজন্তা গুহার প্রবেশ পথ, ১২ আনা দামের টিকিটের ছবি ছিল Bidur College আর ১৲ টাকা দামেব টিকিটেব ছবি ছিল দৌলতাবাদের বিজয় স্তম্ভ (Victory Tower)।

১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত আবও কয়েকটি নতুন টিকিট বের হয়।

১৮৭৩ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত সাধারণ টিকিটের ওপর নানাভাবে উর্দুতে সার্ভিস টিকিট ছাপা হয়। এগুলি সরকারী ব্যবহারের জন্য তৈরী করা হয়েছিল।

১৯৪৯ সালের পর হায়দ্রাবাদে সরকারী বা সাধারণের জন্য আর কোনও টিকিট ছাপা হয়নি। হায়দ্রাবাদ স্বাধীন ভারতেব সঙ্গে যোগ দেওয়ায় সেখানে হায়দ্রাবাদের টিকিটের ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায় আর তার বদলে ভারতীয় টিকিট ব্যবহার হয়।

ইন্দার

ইন্দার ভারতবর্ষের পশ্চিমে অবস্থিত। এর আয়তন ছিল ১৬৬৯ বর্গমাইল আর লোক সংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ। ইন্দারে ১৯৪১ সালে প্রথম টাইফোগ্রাফে ছাপা ২ পয়সা দামের একটি টিকিট বের হয়েছিল। এর পরে ১৯৪৪ সালে ৪টি নতুন টিকিট বের হয়। এগুলোর দাম ছিল ২ পয়সা, ১ আনা, ২ আনা ও ৪ আনা। ইন্দারের টিকিটও ভারত স্বাধীন হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়।



ইন্দাবেব ডাকটিকিট

ইন্দোর (*Holkar*)

ইন্দোর মধ্য-ভারতে অবস্থিত। এর আয়তন ছিল ৯৯৩৪ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১৫ লক্ষের ওপর।

১৮৮৬ সালে বিলাতের মেসার্স ওয়াটারলু এণ্ড সন্স লিঃ-এর কাছ থেকে লিথোগ্রাফ প্রসেসে ইন্দোরের টিকিট ছেপে আসে। এব দাম ছিল ২ পয়সা। এই টিকিটে মহাবাজা Tukoji Rao Holkar II-এর ছবি এবং হিন্দি ও ইংরেজীতে টিকিটের দাম ও দেশের নাম ছাপা ছিল।



ইন্দোবেব ডাকটিকিট

১৮৮৯ সালে হোলকারে water colour-এ ২ পয়সা দামের একটি টিকিট ছাপা হয়। এই টিকিট খুব অল্প দিনের জন্য ব্যবহার করা হয়। ঐ ১৮৮৯ সালেই ওয়াটারলু কোম্পানীর কাছ থেকে পুনরায় টিকিট ছেপে আসে। এর দাম ছিল ১ পয়সা, ২ পয়সা, ১ আনা, ২ আনা এবং এর প্রতিচ্ছবি ছিল মহারাজা ১ম শিবাজী রাও হোলকারের। আগের মত এই টিকিটও ইংরাজী ও হিন্দীতে ছাপা হয়।

১৯০৪ সালে পুনরায় মেসার্স পারকিন্স বেকন এণ্ড কোং-এর কাছ থেকে টিকিট ছেপে আসে। এর প্রতিচ্ছবি ছিল ৩য় মহারাজা টুকোজী রাও হোলকার (Maharaja Tukoji Rao Holkar III)।

১৯০৫ সালে ১ পয়সা দামের টিকিট ফুরিয়ে যাওয়ায় ১ম মহারাজা শিবাজী রাও হোলকারের (Sibaji Rao Holkar I)-এর দু' পয়সা দামের যে টিকিট ছিল তার ওপর ১ পয়সা ছেপে ব্যবহার করা হয়।

১৯২৮ সালে পুনরায় মেসার্স পারকিন্স বেকন এণ্ড কোং-এর কাছ থেকে টিকিট ছেপে এলো।

এবারে এর দাম ছিল যথাক্রমে ১ পয়সা থেকে ৫৲ টাকা পর্যন্ত। এই টিকিটে ২য় মহারাজা যশবন্ত রাও হোলকারের (Yeshwant Rao Holkar II) প্রতিচ্ছবি ছিল। এই ১ পয়সা থেকে ৫৲ টাকা পর্যন্ত দামের টিকিট অন্য টিকিটের চেয়ে বড় ছিল।

১৯৪০ সালে ১ পয়সা, ২ পয়সা ও ১ আনা দামের টিকিট ফুরিয়ে যাওয়ায় ৫৲ টাকা দামের টিকিটের ওপর ১ পয়সা, ২৲ টাকা দামের টিকিটের ওপর ২ পয়সা এবং ৫ পয়সা দামের টিকিটের ওপর ১ আনা ছাপা হয়।

১৯৪১ সালে মহারাজা ২য় যশবন্ত রাও হোলকারের (Yeshwant Rao Holkar II) নতুন ডিজাইনের টিকিট বোম্বের টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়া প্রেসে ১ পয়সা থেকে ৫৲ টাকা পর্যন্ত ছাপা হয়। ১৯০৪ সালে মাত্র একবারই সাধারণ টিকিটের ওপর সার্ভিস ছাপা হয়েছিল এবং এটি সরকারী ব্যবহারের জন্যই ছাপা হয়।

জয়পুর

জয়পুর রাজপুতনায় অবস্থিত। এর আয়তন ছিল ১৫৬০০ বর্গমাইল এবং লোক সংখ্যা ৩১ লক্ষ। ১৯০৪ সালে প্রথম এখানে ডাক টিকিটের প্রবর্তন হয়। ঐ সালে প্রথমে একটি ২ পয়সার টিকিট বের হয়। পরে ১ আনা এবং ২ আনার টিকিট বের হয়। তবে, এই পর্যন্ত জানা যায় যে, জয়পুরে ডাক টিকিটের প্রচলনের আগেও ডাকের প্রচলন ছিল এবং ভারতবর্ষে যেমন ডাকঘরে চিঠি পাঠাবার আগে একটি মোহর দিয়ে দেওয়া হ'ত সেই রকম জয়পুরেও লাল কিংবা purple রঙের কালিতে চিঠির ওপর একটা মোহর দিয়ে দেওয়া হ'ত। ২ পয়সা থেকে ২ আনা

দামের যে টিকিট প্রথম বের হয় তার প্রতিচ্ছবি ছিল সূর্যের রথ এবং ইংরেজী ও হিন্দীতে লেখা Jaipur State এবং যথাযথ দাম।

১৯০৪ সালে বিলাতের M/S Perkins Becon & Co-র কাছ থেকে নতুন টিকিট ছেপে আসে। টিকিটের দাম ছিল ১ পয়সা থেকে ১৲ টাকা পর্যন্ত। ডিজাইনটি একই ছিল। খালি হিন্দী ও ইংরাজী ছাড়া উর্দুতেও লেখা ছিল। ১৯১১ সালে পুনরায়



জয়পুরেব ডাকটিকিট

টিকিটটি জয়পুর জেল প্রেসে ছাপা হয়। আগের টিকিটগুলি Perforated ছিল কিন্তু এই টিকিটগুলি Imperforated হয়েছিল এবং এব দাম ছিল ১ পয়সা থেকে ২ আনা পর্যন্ত।

১৯১৩ সালে পুনরায় বিলাত থেকে Dorling & Co-র কাছ থেকে টিকিট ছেপে আসে। এর দাম ছিল ১ পয়সা থেকে ৪ আনা পর্যন্ত। ১৯২৮ সালে আব একবার টিকিট ছেপে আসে এবং এই টিকিটে Water mark ছিল Overland Bank। এর দাম ছিল ২ পয়সা ১ আনা, ৮ আনা ও ১৲ টাকা।

১৯২৬ সালে ৩ আনার টিকিট প্রয়োজন হওয়ায় ৮ আনা ও ১৲ টাকা দামের টিকিটের ওপর হিন্দীতে ৩ আনা ছেপে ব্যবহার করা হয়।

১৯৩১ সালে জয়পুরের মহারাজার গদীতে স্থাপিত হওয়া

উপলক্ষে ঐ সালের ১৪ই মার্চ কতকগুলি ছবিযুক্ত টিকিট বের হয়। এর দাম ছিল ১ পয়সা, ২ পয়সা, ১ আনা, ২ আনা, ১০ পয়সা, ৩ আনা, ৪ আনা, ৬ আনা, ৮ আনা, ১৲ টাকা, ২৲ টাকা ও ৫৲ টাকা। ১ পয়সার টিকিটের ছবি ছিল সূর্যদেবতার রথ, ২ পয়সার টিকিটের ছবি ছিল Maharaja Sir Man Singh Bahadur-এর প্রতিচ্ছবি, ১ আনার টিকিটের ছবি ছিল হাতির ওপর ষ্টেটের নিশান, ২ আনার টিকিটের ছবি ছিল ঘোড়সওয়ার, ১০ পয়সার টিকিটের ছবি ছিল নৃত্যরত ময়ূর (Dancing Peacock), ৩ আনার টিকিটের ছবি ছিল গরুর গাড়ী, ৪ আনার টিকিটের ছবি ছিল হাতির গাড়ী, ৬ আনার টিকিটের ছবি ছিল এলবার্ট মিউজিয়ম, ৮ আনার টিকিটের ছবি ছিল Sireh-Deorhi Gate, ১৲ টাকার টিকিটের ছবি ছিল চন্দ্র মহল, ২৲ টাকার টিকিটের ছবি ছিল অম্বর প্রাসাদ, ৫৲ টাকার টিকিটের ছবি ছিল মহারাজা জয় সিংহ এবং মহারাজা মান সিংহ-এর প্রতিচ্ছবি। এই স্মারক টিকিটকে "Investiture Set" বলা হয়।

১৯৩২-৪৬ সাল পর্যন্ত মহারাজা মান সিংহের প্রতিচ্ছবি-যুক্ত ১ পয়সা থেকে ১৲ টাকা পর্যন্ত দামের টিকিট ব্যবহার করা হয়। ১৯৩৬ সালে ১৲ টাকার টিকিট ফুরিয়ে যাওয়ায় "Investiture-Set"-এর ২৲ ও ৫৲ টাকা দামের টিকিটের ওপর ১৲ টাকা ছেপে ব্যবহার করা হয়। ১৯৩৮ সালে ২ পয়সা দামের টিকিটের ওপর দেব-নাগরীতে "পাব আনা", ("Quarter Anna") ছেপে ব্যবহার করা হয়।

১৯৪৭ সালে মহারাজা মান সিং-এর ২৫ বছর রাজত্ব পূর্ণ হওয়ায় ১ পয়সা থেকে ১৲ টাকা পর্যন্ত দামের নানারকম ছবি-যুক্ত কতকগুলি স্মারক টিকিট বের করা হয়।

১ পয়সার	টিকিটের	ছবি ছিল	Palace Gate
২	"	"	মহারাজার প্রতিচ্ছবি
৩	"	"	জয়পুরের মানচিত্র
১ আনার	"	"	Obsevetory.
২	"	"	Wind Palace.
৩	"	"	Court of Arms.
৪	"	"	Ambar Fort Gate.
৮	"	"	সূর্য দেবতার রথ—
১ টাকার	"	"	State-এর Flag-এর মধ্যে মহারাজার প্রতিমূর্তি।

১৯৪৭ সালে ১ পয়সার টিকিট ফুরিয়ে যাওয়ায় ২ পয়সার টিকিটের ওপর 3 Pies ছেপে ব্যবহার করা হয়।

১৯২৯ সালে সরকারী ব্যবহারের জন্য প্রথম সেই সময়কার সাধারণ টিকিটের ওপর সার্ভিস ছেপে ব্যবহার করা হয়। এই সার্ভিস টিকিট ১ পয়সা থেকে ১ টাকা পর্যন্ত দামের ছাপা হয়েছিল।

১৯৪৯ সালে শেষ টিকিট ছাপা হয়।

রাজস্থান

১৯৪৮ সালে যখন রাজপুতানার কয়েকটি ষ্টেট নিয়ে রাজস্থান স্থাপিত হয় সেই সময় বুন্দি, জয়পুর এবং কিশেনগড়ের টিকিটের ওপর ছেপে কিংবা রবার ষ্ট্যাম্পে রাজস্থান ছেপে ব্যবহার করা হয়েছিল।

১৯৫০ সালের ১লা এপ্রিল ভারত সরকারের নির্দেশ মত এই কয়টি দেশের টিকিটের ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই নির্দেশের পূর্বে কিছু টিকিট সাধারণের জন্য এবং সরকারী ব্যবহারের জন্য ছাপা হয়েছিল।

জাসদান

জাসদান কাথিওয়ার এর অন্তর্গত। এর আয়তন ছিল মাত্র ২৯৬ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৩৫ হাজার।



জাসদানের ডাকটিকিট

১৯৪২ সালে একবারই মাত্র ১ আনা দামের একটি টিকিট ব্যবহার করা হয়েছিল। এর পরে আর কোনও টিকিট ব্যবহার করা হয়নি।

জম্মু ও কাশ্মীর

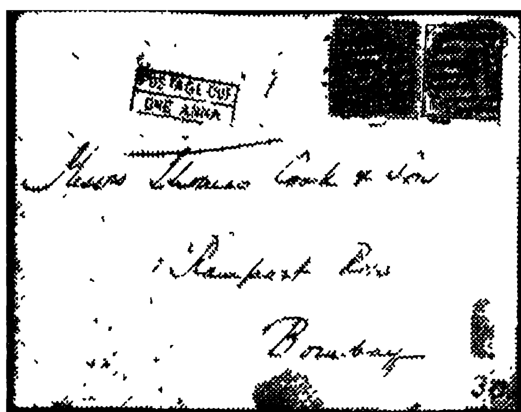
জম্মু ও কাশ্মীর ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত। এর আয়তন ৮২,২৫৮ বর্গমাইল এবং লোক-

সংখ্যা ৪০ লক্ষের ওপর। যতদূর জানা যায়, সরকারী ব্যবহারের জন্য মাত্র ১৮২০ সালে ডাক চলাচলের বন্দোবস্ত ছিল। তবে, সাধারণ লোক এবং ব্যবসায়ীদের চিঠিপত্র কিছু কিছু আদান-প্রদানের ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু তার জন্যে কোনও মাশুল নেওয়া হ'ত না।

১৮৫৮ সালে প্রথম এখানে ডাকের মাশুল ধার্য করা হয়। এই মাশুল অগ্রিম দিতে হ'ত। মাশুলের হার ছিল সিকি তোলা ওজনের জন্য ৬ পয়সা এবং তার ওপরে সিকি তোলা থেকে ১ তোলার জন্য ১৪ পয়সা (এই সময় কাশ্মীরের ১ আনা ভারতবর্ষের আধ আনার সমান ছিল)।

১৮৬৬ সালে প্রথম জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য টিকিট ব্যবহার করা হয়। এই টিকিট ব্যবহারের পূর্বে নাগরী অক্ষরের মোহরের দ্বারা দু' রকম কালি ব্যবহার করা হ'ত—জম্মুর জন্য মেজেণ্টা এবং কাশ্মীরের জন্য লাল রং।

১৮৬৬ সালে প্রথম যখন টিকিট ব্যবহার করা হয় সেটা একটি গোলাকার ছবিযুক্ত ছিল এবং এই একই ডিজাইন জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। তবে এখানেও কাশ্মীরের



কাশ্মীরের চিঠির একটি কভার। এতে কাশ্মীর ও ভারতের ডাক টিকিট এক সঙ্গে লাগানো হয়েছে। তা সত্ত্বেও মাশুল কম হওয়ায় Postage Due One Anna একটি মোহর দেওয়া হয়েছে।

জন্য লাল রং এবং জম্মুর জন্য মেজেণ্টা রং দিয়ে টিকিট তৈরী করা হয়। কিন্তু কয়েক মাস বাদে ঠিক করা হয় যে, জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য আলাদা আলাদা চৌকা টিকিট ব্যবহার করা হবে। গোড়ায় ৩ খানা টিকিট বের হয় তার দাম ছিল ২ পয়সা, ১ আনা ও ৪ আনা।

এই টিকিটের Brass Plate-এ এনগ্রেভ করেছিলেন যিনি তার নাম হচ্ছে শ্রীরাহ্‌তজ্‌।

টিকিটের ব্যবহার আরম্ভ হওয়ার পর ১৮৬৭ সালে যে সমস্ত চিঠি আদান-প্রদান হয়েছিল তা' থেকে জানা যায় যে. সেই সময় ডাক বিভাগের কাজ কি ভাবে চলতো। কাশ্মীর ষ্টেট একজন মুন্সী (Writer) নিয়োগ করেন। এই মুন্সীর কাজ ছিল যাঁরা চিঠি পাঠাতে চান তাঁদের চিঠি গ্রহণ করা এবং চিঠিগুলি নিয়ে একটি ব্যাগের মধ্যে পুরে সেগুলি ডাক হরকরার দ্বারা পাঠানো। British India-র সীমানা থেকে কাশ্মীর ষ্টেট পর্যন্ত দু' মাইল অন্তর একটি করে ঘাঁটি থাকতো এবং সেই ঘাঁটিতে হরকরা বদল হয়ে যেত। শেষ ঘাঁটি থেকে British India-র সীমানায় সেখানকার ডাক বিভাগের ঘাঁটিতে পেঁছে দিত। এই চিঠি আদান-প্রদানের জন্য British Post Office-এ যে ডাকের হার ছিল কাশ্মীরের চিঠির মাশুল তার অর্ধেক দিতে হ'ত এবং যে ডাক মাশুল আদায় হ'ত তার সমস্তই কাশ্মীর বৃটিশ ষ্টেটকে দিয়ে দেওয়া হ'ত। এ সম্বন্ধে সরকারের সঙ্গে কাশ্মীরের এই ভাবে একটি চুক্তি হয়।

যে সমস্ত চিঠি বিলাতে এবং বিলাত থেকে কাশ্মীরে আসতো তার জন্য ১ আনা করে মাশুল লাগতো--ওজন যাই হোক না কেন। এই মাশুলও যা আদায় হ'ত তার সমস্তই কাশ্মীর ষ্টেটকে দিয়ে দেওয়া হ'ত।

১৮৮৩ সালে এখানে পোষ্ট কার্ডের প্রবর্তন হয়। কাশ্মীরকে Postal Convention-এ যোগ দেওয়ার জন্য বৃটিশ সরকার অনুরোধ করেন. কিন্তু কাশ্মীর Postal Convention-এ যোগদান করেনি।

১৮৭৮ সালে সরকারী ব্যবহারের জন্য কাশ্মীরের আলাদা টিকিট বের হয়। এর দাম ছিল ২ পয়সা থেকে ৮ আনা পর্যন্ত।

১৮৯৪ সালের ১লা নভেম্বর থেকে কাশ্মীরের টিকিট বন্ধ হয়ে যায়।

ঝাল্‌ওয়ার

ঝালওয়ার রাজপুতানায় অবস্থিত। এর আয়তন ছিল ৮২৪ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ২৩ হাজার। ১৮৮৭ সালে মাত্র ২ খানি টিকিট বের হয়। এর দাম ছিল ১ পৈসা

(Paisa)। টিকিটের ছবি ছিল—হিন্দি ও উর্দুতে দেশের নাম ও একটি নৃত্যরত পরী।



ঝালওযাবেব ডাকটিকিট

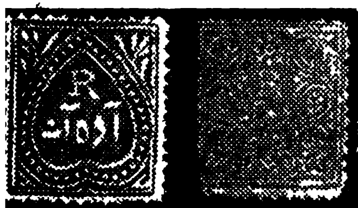
১৯০০ সালের ১লা নভেম্বর ইম্পিরিয়াল পোস্ট অফিস এই ষ্টেট পোস্ট অফিসের ভার নেন।

ঝিন্দ্

ঝিন্দ্ সম্বন্ধে আমি আগেই Convention States বলবার সময় বিস্তারিত বলেছি।

১৮৮৫ সালেব জুলাই মাসে ঝিন্দ্ Indian Postal Convention-এ যোগ দেয় এ কথাও বলেছি। Postal Convention-এ যোগদান কববাব পূর্বে ঝিন্দে যে টিকিট ছিল সে সম্বন্ধে বলবো।

১৮৭৪ সালে প্রথম ঝিন্দেব নিজস্ব টিকিট বের হয়। এর দাম ছিল ২ পয়সা, ১ আনা ২ আনা, ৪ আনা ও ৮ আনা। ১৮৭৬



ঝিন্দেব ডাকটিকিট

সালে পুনরায় একই ডিজাইনে টিকিট ছাপা হয়; কিন্তু কাগজের তারতম্য ছিল। এই টিকিটগুলির সবগুলিই Imperforated ছিল।

১৮৮২ থেকে ১৮৮৫ সালের মধ্যে পুনরায় টিকিট ছাপা হয়। এর ডিজাইন সম্পূর্ণ বদলে যায়। এর দাম ছিল ১ পয়সা, ২ পয়সা, ১ আনা, ২ আনা, ৪ আনা ও ৮ আনা। এই টিকিটগুলি

Perforated ও Imperforated দু' রকমই বের হয়েছিল এবং কাগজের মধ্যেও তারতম্য ছিল। এই সব টিকিটগুলি ঝিন্দ স্টেট্ প্রেসে লিথোগ্রাফে ছাপা হয়।

কিষেণগড়

কিষেণগড় রাজপুতানায় অবস্থিত। এর আয়তন ছিল ৮৩৭ বর্গমাইল আর লোকসংখ্যা ১ লক্ষেরও কিছু বেশী।

১৮৯৯ সালে প্রথম কিষেণগড়ে ডাক টিকিটের ব্যবহার হয়। এর দাম ছিল ১ আনা।

১৯০১ সালে নানা ডিজাইনে ১ পয়সা থেকে ৫৲ টাকা পর্যন্ত দামের টিকিট বের হয়। এর মধ্যে ২ আনা দামের টিকিটটি ছিল মহারাজা শার্দুল সিং-এর প্রতিচ্ছবি।



কিষেণগড়ের ডাকটিকিট

১৯০৪ সালে বিলাত থেকে মেসার্স পারকিন্স বেকন কোং'র কাছ থেকে টিকিট ছেপে আসে। এর দাম ছিল ১ পয়সা থেকে ৫৲ টাকা পর্যন্ত। টিকিটের দাম ও স্টেটের নাম ইংরেজী ও হিন্দিতে ছাপা ছিল। এর ছবি ছিল রাজা মদন সিং-এর প্রতিচ্ছবি।

১৯১৩-১৬ সাল পর্যন্ত পুনরায় টিকিটের ডিজাইন বদলে যায়। এর দাম ছিল ১ পয়সা থেকে ৫৲ টাকা পর্যন্ত। এরও ছবি ছিল মহারাজা মদন সিং-এর প্রতিচ্ছবি। দাম এবং স্টেটের নাম ইংরেজী ও হিন্দিতে লেখা ছিল। এটি ছেপেছিলেন কিষেণগড়ের মেসার্স ডায়মন্ড সোপ ওয়ার্কস্।

১৯২৮ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পুনরায় ১ পয়সা থেকে ৫৲ টাকা পর্যন্ত দামের টিকিট বের হয়। এর ছবি ছিল Yagya-

narain Singhji'র প্রতিচ্ছবি। ১৯৪৭ সালের পর কিষেণগড়ের আর কোনও টিকিট ব্যবহার হয় নাই।

১৯১৮ সালে সরকারী ব্যবহারের জন্য ১৮৯৯ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত যে-সব টিকিট বের হয়েছিল তাব কতকগুলি টিকিটের ওপর On ছেপে ব্যবহার করা হয়েছিল।

K S

D

১৮৯৯ সালে এবং ১৯০১ সালে পোস্টকার্ড এবং এনভেলাপ বের হয়।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিষেণগড়ের টিকিট বন্ধ হয়ে যায়।

লাস্‌বেলা

লাস্‌বেলা বেলুচীস্থানে অবস্থিত। এর আয়তন ছিল ৭১৩২ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৬৫ হাজার। এখানকার অধিবাসী অধিকাংশই মুসলমান।



লাস্‌বেলার ডাকটিকিট

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর লাস্‌বেলা পাকিস্থানের অন্তর্গত হয়েছে। ১৮৯৭ সালে লাস্‌বেলায় প্রথম ডাকটিকিটের ব্যবহার শুরু হয়। মোট দু'রকম ডিজাইনের টিকিট বের হয়। এর দাম ছিল ২ পয়সা ও ১ আনা। এটি ছেপেছিলেন বোম্বের মেসার্স ঠাকুর এন্ড কোং।

মরভি

মরভি ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত। এর আয়তন ছিল ৮১২ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ১৫ হাজার। ১৯৩১ সালের ১লা এপ্রিল মরভির প্রথম ডাকটিকিট বের হয় এবং

১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ডাকটিকিটের প্রচলন ছিল। এর দাম ছিল ১ পয়সা থেকে ২ আনা পর্যন্ত। টিকিটের ডিজাইন ছিল Maharaja



মর্ভিব ডাকটিকিট

Sir Lakhdirjiwaghji-এব প্রতিচ্ছবি। দেশীয় ভাষায় এবং ইংরেজীতে দেশের নাম ও দাম লেখা ছিল। সমস্ত টিকিটের ডিজাইন মোটামুটি একবকমই ছিল।

নন্দগাঁও

নন্দগাঁও মধ্য-ভারতে অবস্থিত। এর আয়তন ছিল ৮৭১ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় দু' লক্ষ। ১৮৯১ সালে প্রথম এখানে ডাকটিকিটের প্রচলন হয়। এটি লিথোগ্রাফে ছাপা হয়েছিল। এর দাম ছিল ২ পয়সা ও ২ আনা।

১৮৯৪ সালে নতুন ডিজাইনের টিকিট বের হয়। এর দাম ছিল ২ পয়সা, ১ আনা ও ২ আনা। এই টিকিটের ওপর



নন্দগাঁওয়ের ডাকটিকিট

M. B. D রবার ষ্ট্যাম্প মেরে দেওয়া হ'ত সরকারী ব্যবহারের জন্য। M. B. D'র অর্থ হচ্ছে—মোহন্ত বাহারাম দাস। ইনি সেই সময় নন্দগাঁওয়ের রাজা ছিলেন।

১৮৯৪ সালে এখানকার ডাকটিকিটের ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়।

নবনগর

নবনগর ষ্টেটের আয়তন ছিল ৩৭৯১ বর্গমাইল আর লোকসংখ্যা ৫ লক্ষের বেশী। নবনগরের ডাকটিকিট প্রথম ১৮৭৭ সালে বের হয় এবং ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত এই টিকিট ব্যবহার করা হয়। ১৮৭৭ সালে মাত্র ১টি টিকিট বের হয়। তার দাম ছিল ১ ডোক্‌রা (One Docra)। ১৮৭৭ সাল থেকে ১৮৮০ সাল



নবনগরেব ডাকটিকিট

পর্যন্ত যে কয়টি টিকিট বের হয়েছিল, তার ডিজাইন বদলে যায় এবং এর দাম ছিল—১, ২ ও ৩ ডোক্‌রা। ১৮৯৩ সালে পুনরায় টিকিটের ডিজাইন বদলে যায় কিন্তু দাম আগেকাব মতই ১, ২ ও ৩ ডোক্‌বা ছিল এবং এই টিকিট পাবফোরেটেড্ এবং ইম্পারফোরেটেড্ দু'রকমই হয়েছিল। ১৮৯৫ সালেব শেষে এখানকাব টিকিটের ব্যবহাব বন্ধ হয়ে যায়।

অরচা

অরচা মধ্য-ভারতে অবস্থিত। অরচার আয়তন ছিল ২৯৮০



অবচার ডাকটিকিট

বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৩ লক্ষ ২০ হাজার। ১৯১৩ সালে প্রথম এখানে ডাকটিকিট বের হয়। তার দাম ছিল ২ পয়সা ও ১ আনা।

১৯১৪-১৬ সালে ডিজাইনটা একটু অদল-বদল করে ১ পয়সা থেকে ৪ আনা পর্যন্ত দামের টিকিট ছাপা হয়।

১৯৩৯ সালে এখানকার টিকিটের রূপ বদলে যায়। এই টিকিটগুলি ছাপা হয়েছিল ভারত সরকারের নাসিক প্রেসে। টিকিটের ওপর মহারাজা অরচার প্রতিচ্ছবি এবং এগুলি ১ পয়সা থেকে ১০৲ টাকা পর্যন্ত দামের ছাপা হয়।

১৯৩৫ সালে ১ পয়সা থেকে ২৫৲ টাকা পর্যন্ত দামের মহারাজা অরচার ইংরাজী পোষাক পরিহিত প্রতিচ্ছবিযুক্ত ২১টি টিকিট বের হয়। এগুলি দু' রঙেে ছাপা হয়েছিল। কিন্তু এগুলি ব্যবহার করা হয়নি।

পুঞ্চ

পুঞ্চ জম্মু ও কাশ্মীরের নিকটে অবস্থিত। পুঞ্চের আয়তন ছিল ১৬২৭ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ। পুঞ্চের রাজা ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের রাজাদের বংশীয়।

১৮৭৬ সালে এখানে প্রথম ১টি ডাকটিকিট বের হয়। এর দাম ছিল ২ পয়সা। ১৮৭৭ সালে ২ পয়সা দামের একটি টিকিট বের হয়। ১৮৮০ সাল থেকে ১৮৮৮ সাল পর্যন্ত নানাবিধ কাগজে ছাপা টিকিট বের হয়। তার দাম ছিল ১ পয়সা থেকে



পুঞ্চের ডাকটিকিট

৪ আনা পর্যন্ত। সরকারী ব্যবহারের জন্য ১৮৮৮ সালে প্রথম আলাদা করে টিকিট ছাপা হয়। সাধারণ টিকিটগুলি লাল রঙেে ছাপা হয়েছিল, কিন্তু সরকারী টিকিটগুলি কাল রঙেে ছাপা হয়। এর দাম ছিল ১ পয়সা থেকে ৪ আনা পর্যন্ত। ১৮৯৪ সালে পুঞ্চের টিকিটের ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়।

রাজপিপলা

রাজপিপলা বোম্বের নিকটে অবস্থিত। রাজপিপলার আয়তন ছিল ১৫১৭ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ২ লক্ষের কিছু বেশী।

১৮৮০ সালে প্রথম এখানে ৩ খানি ডাকটিকিট বের হয়। এর দাম ছিল ১ পয়সা, ২ আনা ও ৪ আনা। এর পর আর



রাজপিপলার ডাকটিকিট

কোনও টিকিট ছাপা হয়নি। ১৮৮৬ সালে এখানকার ডাকটিকিটের ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়।

শিরমুর

শিরমুর সিমলা পাহাড়ের অন্তর্গত। এর আয়তন ১০৯১ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১½ লক্ষের কিছু বেশী। ১৮৭৯ সালে প্রথম ১ খানি টিকিট বের হয়। এর দাম ছিল ১ পয়সা। এই টিকিটটির রং ছিল সবুজ। কিন্তু পরের বছর এই টিকিটখানির রং



শিরমুরের ডাকটিকিট

বদলে "ব্লু" করা হয়েছিল। ১৮৯২ সালে ডিজাইনটা সামান্য অদল-বদল করে ১ পয়সা দামের ২ খানি টিকিট বের হয় এবং এর রং ছিল

ইয়োলো গ্রীণ ও ব্লু। ১৮৯১ সালে এই ২ খানি টিকিট অরিজিনাল ব্লক থেকে এইভাবে ছাপা হয়। এগুলি ছাপা হয় ডাকটিকিট সংগ্রহ-কারীদের জন্য। কিন্তু ভালো বিক্রি না হওয়ায় ডাকে ব্যবহারের জন্য এগুলি পোষ্ট অফিসে দেওয়া হয়।

১৮৯৫-৯৬ সালে সম্পূর্ণ নতুন ডিজাইনে টিকিট বিলাতের মেসার্স ওয়াটারলু এণ্ড সন্স-এর লিথোতে ছাপা হয। টিকিটেব ছবি ছিল রাজা স্যার শামশের প্রকাশেব। এর দাম ছিল ১ পয়সা থেকে ২ আনা পর্যন্ত। ১৮৯৫-৯৯ সাল পর্যন্ত টিকিটের রূপ সম্পূর্ণ বদলে যায় এবং এটিও ছাপা হয়েছিল মেসার্স ওয়াটারলু এণ্ড সন্স-এর রিসেস প্রিণ্টিং-এ। টিকিটেব ছবি ছিল একটি হাতি। এর দাম ছিল ১ পয়সা থেকে ১৲ টাকা পর্যন্ত।

১৮৯৯ সালে পুনরায় মেসার্স ওয়াটারলু এণ্ড সন্স-এব কাছ থেকে রিসেস প্রিণ্টিং-এ নতুন টিকিট ছেপে আসে। এর ছবি ছিল রাজা স্যার সুবেন্দ্রবিক্রম প্রকাশ-এব। এর দাম ছিল যথাক্রমে ৩ আনা, ৪ আনা, ৮ আনা ও ১৲ টাকা।

সরকারী ব্যবহারের জন্য ১৮৯০ সাল থেকে ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত সেই সময়কার টিকিটের ওপর On S S S ছেপে ব্যবহার করা হয়েছিল।

১৯০২ সালের ৩১শে মার্চ এখানকাব টিকিটের ব্যবহাব বন্ধ হয়ে যায়।

সুরথ (Saurashtra)

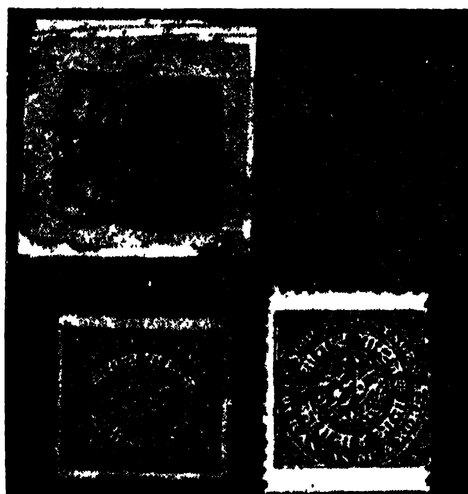
সুরথকে এখন কাথিওয়ার বলা হয়। ইংরেজীতে একে সৌরাষ্ট্র বলা হয়। সৌরাষ্ট্র জুনাগড়, পোড়বন্দর এবং জাফারাবাদ এই তিনটি জায়গার সমষ্টি।

১৮৬৪ সালে প্রথম এখানে টিকিট বের হয় কিন্তু ১৮৯১ সাল পর্যন্ত এখানে যে টিকিটের ব্যবহার আছে তা কেউ জানতো না। এর দাম ছিল ১ আনা। এটি ইম্পারফোরেটেড ছিল এবং Water Colour-এ ছাপা হয়। ১৮৬৮ সালে টিকিটের ডিজাইন বদলে যায় এবং এই টিকিটের ওপর নাগ্‌রী ও

গুজরাটিতে টিকিটের দাম ছাপা হয়। এর দাম ছিল ১ আনা, ২ আনা এবং ৪ আনা। এটি নানাবিধ কাগজে এবং নানা রঙে ছাপা হয়।

১৮৭৭ সালে পুনরায় টিকিটের ডিজাইন বদলে যায়। মাত্র ২ খানা টিকিট ছাপা হয়—যথা, ১ আনা ও ৪ আনা। এই ২ খানি টিকিট উভ্ (Wove) ও লেড্ (Laid) কাগজে ছাপা হয়।

১৯১৩ সালে ১ পয়সা দামের টিকিটের প্রয়োজন হওয়ায় ১ আনা দামের টিকিটের ওপর ১ পয়সা ছেপে ব্যবহার করা হয়।





সুরথের ডাকটিকিট

১ আনার টিকিট ফুরিয়ে যাওয়ায় ঐ সময় ৪ আনার টিকিটের ওপর ১ আনা ছেপে ব্যবহার করা হয়। ১৯১৫ সালে ১ পয়সা এবং ১ আনা দামের নতুন ডিজাইনের টিকিট বের হয়। ১৯২৩ সালে পুনরায় টিকিটের ডিজাইন বদলে Nawab Sir Mahabat Khanji Rasul Khan-এর প্রতিচ্ছবিযুক্ত ২ খানা টিকিট বের হয়। এই সময় পুনরায় ১ পয়সা দামের টিকিট ফুরিয়ে যাওয়ায় ১ আনার টিকিটের ওপর ১ পয়সা ছেপে ব্যবহার করা হয়।

১৯২৯ সালে এখানকার টিকিটের রূপ সম্পূর্ণ বদলে যায় এবং ১ পয়সা, ২ পয়সা, ১ আনা, ২ আনা, ৩ আনা, ৪ আনা, ৮ আনা এবং ১ টাকা দামের নতুন টিকিট বের হয়। ১ পয়সা ও ৩ আনা দামের টিকিটের ছবি জুনাগড় সহর। ২ পয়সা ও ৪ আনা দামের

টিকিটের ছবি ছিল গীর-এর সিংহ (Gir Lion)। ১ আনা ও ১ টাকা দামের টিকিটের ছবি ছিল নবাব স্যার মহাবত খাঁনজী রসুল খাঁ-এর প্রতিচ্ছবি। ২ আনা এবং ৮ আনা দামের টিকিটের ছবি ছিল কাথির ঘোড়া।



সৌরাষ্ট্রের ডাকটিকিট

১৯৩৭ সালে আনা দামের টিকিটের ওপর "Postage & Revenue" ছেপে ব্যবহার করা হয়েছিল।

১৯৪৯ সালে ২ পয়সা দামের টিকিটের ওপর ১ আনা, ২ আনা দামের টিকিটের ওপর ১ আনা আর তা ছাড়া "Postage & Revenue" ছেপে ব্যবহার করা হয়।

১৯৪৯ সালে কোর্ট ফি টিকিটের ওপর "U. S. S.

Revenue—Postage—Saurashatra" ছেপে ব্যবহার করা হয়।

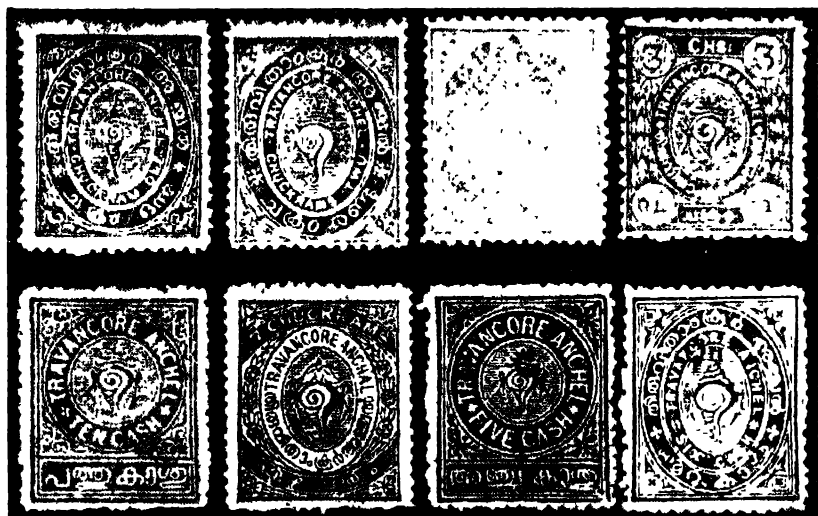
১৯৫০ সালে ১ পয়সা দামের টিকিটের ওপর ১ আনা এবং "Postage & Revenue" ছেপে ব্যবহার করা হয়।

১৯২৯ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত সেই সময়কার টিকিটের ওপর সরকারী ব্যবহারের জন্য "SARKARI" ছেপে ব্যবহার করা হয়।

১৯৪৯ সালে ২ আনা, ৩ আনা, ৪ আনা, ৮ আনা এবং ১৲ টাকা দামের সরকারী টিকিটের ওপর "ONE ANNA" ছেপে ব্যবহার করা হয়।

ত্রিবাঙ্কুর

ত্রিবাঙ্কুর ষ্টেটের আয়তন ছিল ৭১১০ বর্গমাইল এবং লোক-সংখ্যা ৩০ লক্ষ। অন্য ষ্টেটের চেয়ে এখানে শিক্ষিতের হার শতকরা ১·২৫ বেশী। এখানকার Currencyকে বলা হ'ত "Cash" এবং "Chuckrams"। (১৬ ক্যাসে ১ চক্রম্)।



ত্রিবাঙ্কুরের ডাকটিকিট

১৮৮৮ সালে প্রথমে এখানে ৩ খানি ডাকটিকিট বের হয়। তার দাম ছিল 1 ch, 2 ch, 4ch। ১৮৮৪-৯৪ সালে পুনরায়

টিকিট ছাপা হয়। তার দাম ছিল ½ ch, 1 ch, 2 ch, ও 4 ch। টিকিটের ডিজাইন ছিল একটি শাঁখের ছবি, দেশের নাম এবং টিকিটের দাম।





ত্রিবাংকুরের ডাকটিকিট

১৮৯৯ সাল থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে টিকিটের ডিজাইন কিছু কিছু বদলে যায়। টিকিটের দাম আগের মতই ছিল, কেবল-মাত্র ৩/৪ চক্রম্ দামের একটি নতুন টিকিট বের হয়। এর জলছাপ ছিল একটি শাঁখ।

১৯০৬ সালে ১/২ চক্রমের ওপর ১/৪ চক্রম এবং ১/২ এর ওপর ১/৪ চক্রম ছেপে টিকিট বের হয়। ১৯০৮ সাল থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে টিকিটের ডিজাইন পুনরায় বদলে যায় এর দাম ছিল 3 cash, 4 cash, 6 cash, 10 cash এবং 1¼ ch, 7 ch ও 14 ch।

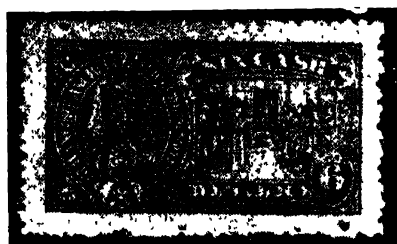
১৯২১ সাল থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত 4 cash-এর ওপর 1c. 1 ch-এর ওপর 5c—এই দু'খানি টিকিট ছাপা হয়। ১৯২২ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে ২ খানি ৫ cash দামের টিকিট বের হয়।

মহারাজা স্যার বলরাম ভার্মার অভিষেক (Coronation) উপলক্ষ্যে ৩ খানি স্মারক ডাকটিকিট বের হয়। তার দাম

ছিল 6 cash 10 cash ও 3 ch। এই টিকিটগুলি ছেপেছিলেন ক'লকাতার Chromotype Co. এবং এটি ছাপা হয় টিপোগ্রাফে। 6 cash-এর টিকিটের ছবি ছিল শ্রীপদ্মনাভা মন্দির, 10 cash-এর টিকিটের ছবি ছিল State Chariot এবং 3 ch-এর টিকিটের ছবি ছিল মহারাজা স্যার বলরাম ভার্মার প্রতিচ্ছবি।

১৯৩২ সালে পুনরায় 1 ch-এর টিকিটের ওপর 1c, 1¼ ch এর ওপর 2c, 5 cash-এর ওপর 1c এবং 10 cash-এর ওপর 2c ছাপা হয়।

১৯৩৭ সালের ২৯শে মার্চ মন্দিরে জাতিনির্বিশেষে সকলেই ঢুকতে পারবেন এই ঘোষণা দিনের স্মরণার্থে ৪ খানি ডাক-টিকিট বের হয়। এর দাম ছিল—6 cash, 12 cash, 1½ ch ও 3 ch।



জাতিনির্বিশেষে সকলেই মন্দিরে ঢুকতে পারবেন—এই ঘোষণা দিনের অন্যতম স্মরণীয় ডাক টিকিট।

6 cash-এর টিকিটের ছবি ছিল মহারাজা স্যার বলরাম ভার্মা ও সুব্রহ্মণিয়মের মন্দির, 12 cash -এর টিকিটের ছবি ছিল শ্রীপদ্মনাভা, 1 ch-এর টিকিটের ছবি ছিল মহাদেব, 3 ch-এর টিকিটের ছবি ছিল কন্যাকুমারী।

১৯৩৯ সালের ৯ই নভেম্বর মহারাজার ২৭-তম জন্মদিনে ৭ খানি টিকিট বের হয়। তার দাম ছিল 1 ch, 1½ ch, 2 ch, 3 ch, 4 ch, 7 ch ও 14 ch।

১৯৪১ সালের ২০শে অক্টোবর মহারাজার ২৯ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় ২ খানি টিকিট বের হয়। তার দাম ছিল 6 cash এবং ¾ ch।

১৯৪৩-৪৪ সালের মধ্যে 1 ch-এর ওপর 2 cash, ¾ ch -এর ওপর 2 cash, 6 cash-এর ওপর 8 cash ছাপা হয়।

১৯৪৬ সালের ২৪শে অক্টোবর মহারাজার ৩৪ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় 8 cash-এর ১ খানি টিকিট বের হয়।

১৯১১ সাল থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত সেই সময়কার সাধারণ টিকিটের ওপর On ছেপে ব্যবহার করা হয়েছিল।
S S

১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত On-এর বদলে Service
S S

ছেপে ব্যবহার করা হয়েছিল সরকারী ব্যবহারের জন্য।

১৯৪৯ সালে ত্রিবাংকুর ও কোচিন যুক্ত হওয়ায় কোচিনের ১ আনা দামের টিকিটের ওপর U S T C এবং T C ছেপে ব্যবহার করা হয়েছিল। ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে ত্রিবাংকুরের টিকিটের



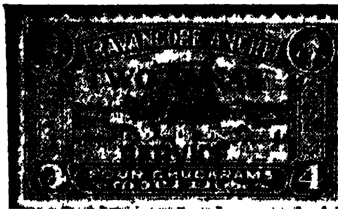
সংযুক্ত ত্রিবাংকুর-কোচিনের ডাক টিকিট।

ওপর cash এবং ch-এর বদলে "Pies" এবং "Annas" ছাপা হয়। যেমন 6 cash-এর ওপর 2 Pies, 8 cash-এর ওপর 4 Pies, 1 ch-এর ওপর ½ Anna, 4 ch-এর ওপর 2 Annas, 7 ch-এর ওপর 3 Annas এবং 14 ch-এর ওপর 6 Annas ছাপা হয়েছিল।

১৯৫০ সালে অফ্‌সেট্‌ লিথোতে ছাপা ২ খানা টিকিট বের হয়। এর দাম ছিল 2 Pies এবং 4 Pies। 2 Pies-এর ডিজাইন ছিল একটি শাঁখ এবং তাতে লেখা ছিল Travancore-Cochin Anchel আর 4 Pies-এর ডিজাইন ছিল একটি নদীর ধারে তাল গাছ।

১৯৫০ সালে ১ আনা দামের কোচিন টিকিটে ওপরে T C. ও নীচে SIX PIES এবং ওপরে T C. ও নীচে NINE PIES ছাপা হয়।

১৯৪৯ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের



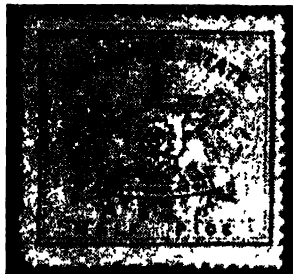
সংযুক্ত ত্রিবাঙ্কুব-কোচিনেব 'Service' ছাপা টিকিট।

টিকিটের ওপর সরকারী ব্যবহারের জন্য Service ছেপে ব্যবহার করা হয়।

ওয়ার্দওয়ান

ওয়ার্দওয়ান বোম্বে-বরোদার নিকটে অবস্থিত। এর আয়তন ছিল ২৩৮ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৪৭ হাজার।

এখানে ১৮৮৮ সালে একখানি টিকিট বের হয়। তার দাম ছিল ২ পয়সা। ১৮৯২ সালে ডিজাইনটি সামান্য অদল-বদল ক'রে



ওয়ার্দওয়ানের ডাকটিকিট

ঐ ২ পয়সা দামের টিকিটটিই পুনরায় বের করা হয়। এর পর আর কোনও টিকিট এখানে বের হয় নাই।

ডাক টিকিট সংগ্রহের সখ

মানুষ নানা রকম সখ করে থাকে। কারও ফুল গাছের, কারও গান বাজনার, কারও ছবি আঁকার, কারও পশুপক্ষী পোষার বা আরও কত কি। সেই রকম ডাক টিকিট জমানোও একটি সখ। এই সব সখের ভেতর আছে একটা "সায়েনটিফিক মেথড"। আর যে সখ করে সে ভাবে যে তার এমন একটা জিনিষ থাকবে যেটা আর কারও কাছে থাকবে না। কাজেই সখ করতে গেলে একটি খরচেরও প্রশ্ন ওঠে। যে যেমন সখ করবে তার খরচও সেই রকম হবে। আমি এখানে একটি ছোট্ট গল্প বলবো। একটি ফুলের গাছের সখের জন্য মানুষ কতটা করতে পারে তারই গল্প এটা। আমি আমার বাবার কাছ থেকে এটা শুনেছিলুম।

আমেরিকাতে কোনও এক ভদ্রলোকের অর্কিড ফুল গাছের সখ ছিল। পৃথিবীতে যত রকম ভাল ভাল অর্কিড ফুল গাছ জন্মায় তা তিনি সংগ্রহ করতেন। তা ছাড়া, তাঁর কাছে এমন গাছও ছিল যা পৃথিবীর আর কারও কাছে ছিল না।

ইংলণ্ড থেকে এক ভদ্রলোক আমেরিকাতে বেড়াতে যান। তাঁরও অর্কিড ফুল গাছের সখ ছিল। তিনি কোনও এক মালীর কাছ থেকে একটি অর্কিড ফুল গাছের চারা কেনেন। যথাসময়ে সেই ইংলণ্ডবাসী আমেরিকা থেকে নিজের দেশে ফিরে যাচ্ছেন আবার আমেরিকাবাসী ভদ্রলোকটিও যাঁর অর্কিড ফুল গাছের সখ ছিল তিনিও ঐ একই জাহাজে ইংলণ্ড যাচ্ছিলেন কোনও কাজে। তিনি জাহাজের ডেকে বেড়াচ্ছিলেন এমন সময় দেখতে পেলেন যে, এক ভদ্রলোকের কাছে দামী একটি অর্কিড ফুল গাছের চারা রয়েছে। তিনি খুব ভাল করে গাছটি দেখলেন। তারপর এই আমেরিকাবাসী সেই ইংলণ্ডবাসী ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে বললেন—"মশাই, আপনি আমাকে এই চারাটি বিক্রি করবেন?" ইংলণ্ডবাসী সেই ভদ্রলোক বললেন—"এই চারাটি খুব দামী। আপনি কি অত দাম দিয়ে এটা কিনতে পারবেন?" আমেরিকাবাসী বললেন—"আপনি কত দাম চান বলুন? তারপর দেখি কিনতে পারি কি না।" ইংলণ্ডবাসী জানতেন চারাটি খুব দামী। তিনি বেশ কিছু দাম বাড়িয়ে তাঁকে বললেন। আমেরিকাবাসী ভদ্রলোক তাঁর কেবিন থেকে চেক বই নিয়ে এলেন এবং ঐ ভদ্রলোক যে দাম চেয়েছিলেন

সেই মত একটা চেক লিখে দিলেন। তারপর আমেরিকাবাসী সেই ভদ্রলোকের কাছ থেকে চারাটা নিয়ে নিলেন। চাবাটা নিয়ে তিনি ডেকের ওপর ফেলে জ়ুতো দিয়ে মাড়িয়ে সেটাকে মেরে ফেললেন। এই দেখে ইংলণ্ডবাসী ভদ্রলোক তো অবাক হয়ে গেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি এত টাকা দিয়ে চারাটি কিনে এ ভাবে নষ্ট কবে ফেললেন কেন?" তখন আমেরিকাবাসী সেই ভদ্রলোক নিজের পবিচয় দিয়ে বললেন—"আমার কোনও মালী আমার বাগান থেকে এই চারাটি চুরি করে এনে আপনাকে বিক্রি করেছে: কারণ এই গাছ পৃথিবীতে আর কারও কাছে নেই: কেবল মাত্র আমারই বাগানে আছে আব আমি চাই না আমার এই গাছ অন্য কারও কাছে থাকে। আমার কাছে টাকাটা কিছুই নয়। এই আমাব সখ"। বলা বাহুল্য যে, এই আমেবিকাবাসী একজন বিরাট ধনী ব্যক্তি ছিলেন।

আমি যে গল্পটা উল্লেখ কবলুম এরূপ দৃষ্টান্ত সব বকম সখের মধ্যেই আছে। ডাকটিকিট জমানোব বেলাতেও এই একই কথা বলা যেতে পারে।

পৃথিবীতে যাঁরা ডাকটিকিট জমাতেন বা এখনও জমান তাঁদের নাম আপনারা অনেকেই জানেন—যেমন, ইংলণ্ডেব বাজা পঞ্চম জর্জের ডাক টিকিট জমানোর সখ ছিল। তাঁব এই সংগ্রহ পুরুষানুক্রমে ৬ষ্ঠ জর্জেব কাছে আসে। উপস্থিত ইংলণ্ডেব রাণী ২য় এলিজাবেথের কাছে সেটা আছে আব তিনি সেটা বাড়িয়ে চলেছেন।

মিশবের শেষ রাজা ফারুক ছিলেন একজন পৃথিবী বিখ্যাত ডাক টিকিট সংগ্রহকারী। ফারুকেব পতনের পর মিশব সরকার ফারুকের সংগৃহীত ডাকটিকিট বাজেয়াপ্ত কবে নীলামে বিক্রয় করান। এখন তাঁর সংগ্রহ টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে সব দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এই সংগ্রহটি বিক্রি করে দাম পাওয়া যায় ১ লক্ষ পাউণ্ডেরও কিছু বেশী। এই টাকাটা মিশর সবকাবেব তহবিলে জমা হয়।

আর একজন পৃথিবী বিখ্যাত ডাক টিকিট সংগ্রহকারী ছিলেন। তাঁর নাম হ'ল—Phillipe de la Renotire Baron Ferrari. ইনি জাতিতে হাঙ্গেরীয়ান কিন্তু বাস করতেন ফ্রান্সে। এঁর মত এত বড় সংগ্রহ পৃথিবীর আর কারও কাছে ছিল না। এই সংগ্রহ গড়ে ওঠে একটি অদ্ভুত ঘটনার ওপর।

ফেরারীর বাবা Duke of Galliera একজন ধনী Banker ও Ship Builder ছিলেন। ফেরারী ছিল তাঁর একমাত্র সন্তান।



মিঃ ফেরারী

ফেরারী ১৮৮৪ সলে জন্মগ্রহণ করেন। ফেরারীর বাবা মারা যাওয়ার পর ফেরারীর মা তাঁর বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হন। ফেরারীর মাকে ইয়োরোপের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ধনী মহিলা বলা যেতে পারে। ফেরারী খুব চালাক চতুর ছেলে ছিল, কিন্তু ভগ্ন স্বাস্থ্যের দরুণ ফেরারী সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতো এবং অসুখের চিন্তা করত। ফেরারীর বয়স যখন ১০ বৎসর তখন তার মা দেখলেন যে, তাঁর একমাত্র সন্তান যদি এরূপ অবস্থায় থাকে তা হলে তাঁর স্বামীর ব্যবসা ডুবে যাবে। তাই তিনি অনেক চিন্তার পর ছেলের মন ভোলানোর জন্য কতকগুলি নানান দেশের টিকিট এনে দিলেন। ফেরারী এই টিকিটগুলি নাড়াচাড়া করতে করতে ক্রমে ক্রমে অসুখের কথা ভুলে যেতে লাগলো; আর ডাক টিকিটের ওপর তার একটা ঝোঁক ধরে গেল। যখন যেখানে সে ভাল ভাল টিকিট পেয়েছে সে তা সংগ্রহ করেছে। এই ভাবে তার স্বাস্থ্যও ফিরে পেতে লাগলো এবং সে তার বাবার ব্যবসা বাণিজ্যও দেখাশোনা করতে আরম্ভ করে দিল।

ফেরারী বিবাহ করেনি, কখনও মদ খায়নি কখনও রেসে

যায়নি। তার কাজ ছিল ব্যবসা দেখা ও ডাকটিকিট জমানো।

ফেরারী মনে মনে ভাবল যে, যখন তার পয়সার অভাব নেই তখন সে এমন একটা সংগ্রহ করে যাবে যেটা সে জার্মাণ সংগ্রহশালায় দিয়ে যেতে পারে। এই ভেবে সে পৃথিবীর মধ্যে যে সব ভাল ভাল ডাক টিকিট (Rare Stamps) ছিল সেগুলি সংগ্রহ করতে লাগলো।

তার একটা ডাক টিকিট কেনার গল্প এখানে বলছি।

১৮৬৫ সালে বৃটিশ গায়নার রাজধানী জর্জ টাউনের ডাক ঘরে টিকিট বিক্রি হ'ত। এই টিকিটগুলি ছাপতেন লণ্ডনের ওয়াটারলু এণ্ড সন্স নামে একটি কোম্পানী। একদিন সকালবেলা দেখা গেল যে, ডাক ঘরের সব টিকিট ফুরিয়ে গেছে। বিলাত থেকে টিকিট আসতেও বেশ কিছু দেরী হবে। এদিকে টিকিটের জন্য ডাক ঘরে লোকেরা হৈ চৈ করতে লাগলো। তখনকার দিনে এরকম অবস্থা প্রায়ই হ'ত।

সেই সময় জর্জ টাউনের পোস্টমাষ্টার ছিলেন M E D Wight। তিনি দেখলেন আর কোনও উপায় নেই; এবার নিজের দেশের ছাপাখানার সাহায্য নিতে হবে যতদিন পর্যন্ত না বিলাত থেকে টিকিট এসে পৌঁছায়। এই ভেবে তিনি একটি স্থানীয় ছাপাখানাকে আসল টিকিটের ডিজাইনটা যতটা সম্ভব ঠিক রেখে কিছু টিকিট ছাপতে অনুরোধ করলেন। এই ছাপাখানাতেই ছাপা হ'ত স্থানীয় রয়েল গেজেট। টিকিটের মধ্যে ছবি ছিল একটি জাহাজ ও ওপরে ও নীচে লেখা ছিল Demus Petimusque Vicissim কলোনীর নাম ও দাম।

মুদ্রাকর এই ডিজাইনটা করতে গিয়ে খুব অসুবিধায় পড়েননি; কিন্তু জাহাজের ছবিটা অনুকরণ করতেই তিনি বিপদে পড়লেন। কারণ তাদের কাছে যে ব্লকটি ছিল সেটা খবরের কাগজের Shipping Notes-এর Heading-এর জন্য। মুদ্রাকর এই বিপদের কথা পোস্টমাস্টারকে জানালেন। তিনি জানালেন যে, আসল টিকিটের জাহাজের ডিজাইন থেকে এই জাহাজের ডিজাইন অনেক তফাৎ হ'চ্ছে। পোস্টমাস্টার নিরুপায় হয়ে ছাপতে অনুমতি দিলেন। খুব অল্পসংখ্যক টিকিটই ছাপা হয়েছিল।

টিকিটটি যখন পোস্টমাস্টারের হাতে আসে, তখন তিনি সেটা পরীক্ষা করে দেখলেন যে, এটা খুব সহজে জাল করা সম্ভব হ'তে পারে। কাজেই তিনি ঠিক করলেন যে, প্রত্যেক টিকিটে তাঁর

সই থাকবে, অর্থাৎ যে টিকিটগুলি ব্যবহার করা হবে তাতে ডাকঘরের মোহর ছাড়াও তাঁর সই থাকা চাই। এই টিকিট খুব অল্পই ব্যবহার হ'য়েছিল।

এই টিকিট ১৭ বছর বের হওয়া সত্ত্বেও কারও নজরে আগে পড়েনি। ১৭ বছর বাদে বৃটিশ গায়নার একটি স্কুলের ছাত্র তার বাবার পুরোণো চিঠিপত্র হাঁতরাতে হাঁতরাতে এরূপ অদ্ভুত একটি টিকিট তার নজরে পড়লো। এরকম টিকিট সে কখনও দেখেনি। টিকিটটি ফ্যাকাসে ও খুব ময়লা অবস্থায় ছিল। এই ছেলেটির সংগ্রহে যেসব টিকিট ছিল তার তুলনায় এই টিকিটটি কিছুই নয়; কারণ টিকিটটি দেখতে অত্যন্ত নোংরা। তা সত্ত্বেও এই টিকিটটি সে তার এ্যালবামে রেখে দিল। কিছু দিন বাদে এই ছেলেটি তার সংগ্রহ এক টিকিট ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করবার জন্য নিয়ে গেল। ব্যবসায়ীটি ঐ একখানা টিকিটের দাম ৬ শিলিং দিতে চাইল। ছেলেটি ভাবল, ব্যবসায়ীর মাথা খারাপ, তাই এই কদাকার টিকিটটির জন্য এত দাম দিতে চাইছে। মনের আনন্দে ছেলেটি তার টিকিটটি বিক্রি করে দিল। এই টিকিট ব্যবসায়ীটির নাম হচ্ছে Mr. Neil. R Mckinnon। টিকিটের ব্যবসা ছাড়া ম্যাকিননের টিকিট সংগ্রহেরও সখ ছিল। এই টিকিটখানি তিনি নিজের সংগ্রহে রেখে দিলেন। কিছুদিন বাদে মিঃ ম্যাকিনন তাঁর সংগ্রহটি নিয়ে স্কটল্যাণ্ডে চলে গেলেন।

১৮৮২ সালে মিঃ ম্যাকিনন তাঁর সংগ্রহটি বিক্রি করতে চাইলেন। মিঃ ম্যাকিননের সংগ্রহটি কেনা নিয়ে দু'টি ভদ্রলোকের মধ্যে মারামারি হ'তে লাগলো। এই দু'জন ভদ্রলোকের মধ্যে একজনের নাম হ'চ্ছে Mr E. L Pemberton আর অপরজনের নাম হ'চ্ছে Mr Thomas Ridpath। শেষ পর্যন্ত Pemberton সংগ্রহটি কিনতে সক্ষম হ'লেন। বলা বাহুল্য, ঐ সংগ্রহের মধ্যে বৃটিশ গায়নার ঐ কদাকার টিকিটটিও ছিল। পরে Mr. Wyatt নামে বিলাতের একজন টিকিট ব্যবসায়ী ২৫ পাউন্ড দাম দিয়ে এই টিকিটখানা কিনে নেন।

কিন্তু তারও কিছুদিন বাদে ফেরারী ১৫০ পাউন্ড দিয়ে এই টিকিটখানা কিনে নিলেন। এত দাম দিয়ে টিকিটটি কেনার জন্য টিকিটের বাজারে খুব হৈ চৈ পড়ে গেল। এমনকি কেউ কেউ একথা বলতেও ছাড়ল না যে, টিকিটটি জাল। শেষ পর্যন্ত টিকিটটি

যে জাল নয় তার নজীর পাওয়া গেল। এই টিকিটটি ২৫ বছর ধরে ফেরারীর কাছে ছিল; এবং এটা যে কখনও বিক্রি হবে তার আশাও রইল না।

অতএব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে, ফেরারী এমন টিকিটও সংগ্রহ করেছিলেন যা পৃথিবীতে দু' একখানার বেশী নেই।

ফেরারী এ্যালবামে টিকিট সাজিয়ে সেই টিকিটের নীচে তার ইতিহাস লিখে রাখতেন। এইভাবে তিনি টিকিট সংগ্রহ করে যেতে লাগলেন।

ফেরারীর ইচ্ছা থাকলে কি হবে, ভগবানের ইচ্ছা নয় যে, তাঁর সংগ্রহ বার্লিন পোষ্ট মিউজিয়মে স্থান পাবে। প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় ফেরারী ফ্রান্স থেকে পালিয়ে গেলেন। তাঁর ৫২ খানা বড় বড় এ্যালবাম যাতে এইসব মূল্যবান টিকিটগুলি ছিল, সেগুলি ফ্রান্সেই পড়ে রইল। কিছুদিন বাদে তিনি মারা গেলেন। তিনি মারা যাওয়ার পর তাঁর উইলে দেখা গেল যে, তিনি তাঁর টিকিটের সংগ্রহটি বার্লিন পোষ্ট মিউজিয়মে দান করে গেছেন।

ফরাসী সরকারের মত ছিল কিন্তু ভিন্ন। যুদ্ধের জন্য তাঁদের প্রচুর টাকার দরকার। অতএব এই সুযোগ তাঁরা ছাড়লেন না। ফেরারীর সমস্ত সংগ্রহটি বাজেয়াপ্ত করে তাঁরা একটা সাধারণ নিলামে বিক্রি করে দিলেন।

১৯২২ সালে প্যারিসের Hotel Dronot-এ পৃথিবীর বিখ্যাত টিকিট সংগ্রহকারীরা মিলিত হলেন বৃটিশ গায়নার সেই ১ সেন্ট দামের টিকিটটি কেনবার জন্য। শেষ পর্যন্ত Mr Arthur Hind নামে এক আমেরিকাবাসী কোটিপতি ভদ্রলোক (ইনি বিলাতে জন্মগ্রহণ করলেও আমেরিকাতে বাস করতেন) ৭৩৪৩ পাউন্ড দিয়ে টিকিটটি কিনে নেন।

১৯২১—২৫ সাল পর্যন্ত ফেরারীর সংগ্রহ নিলাম হয়, কারণ প্রথমে চেষ্টা হয়েছিল এই সংগ্রহটি কেউই একা সম্পূর্ণ কিনতে পারে কিনা। কিন্তু দেখা গেল যে, পৃথিবীতে এমন কেউ ধনী নেই যিনি একা তাঁর সংগ্রহটি কিনতে পারেন। ফেরারীর সংগ্রহটি বিক্রি করে পাওয়া যায় ৪ লক্ষ পাউণ্ডেরও ওপর। অবশ্য সংগ্রহটি টুকরো টুকরো হয়ে বিক্রি হয়ে যায়।

ফেরারীর সমসাময়িক, আর একজন আমেরিকান টিকিট সংগ্রহকারী ছিলেন। তাঁর নাম হচ্ছে কর্ণেল এডওয়ার্ড হাউল্যান্ড

রবিনসন গ্রীণ (Col. Edward Howland Robinson Green)। তিনি মনে করেছিলেন যে, পৃথিবীতে যত টিকিট আছে সমস্তই তিনি সংগ্রহ করবেন কিন্তু কর্ণেলের ফেরারীর মত টিকিট সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছিল না। কর্ণেল গ্রীণ ১৮৬৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। আর পৃথিবীতে যত ধনী লোক ছিলেন তাঁদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৪০ সালে তাঁর সংগ্রহ বিক্রি হয়ে যায়। এই সংগ্রহ বিক্রি করে দাম পাওয়া গিয়েছিল দশ মিলিয়ন ডলার। একখানা সংগ্রহ বিক্রি করে এত টাকা আর কখনও ওঠেনি।

আমেরিকাতে কর্ণেলের নিকটস্থ প্রতিযোগী ছিলেন মিঃ আর্থার হিন্দ (Mr. Arther Hind)। ইনিও একজন প্রকাণ্ড ধনী ছিলেন।

১৯৩৩ সালে ৭৭ বছর বয়সে হিন্দ মারা যান।

বৃটিশ গায়নার ১ সেণ্ট দামের টিকিটটি বাদ দিয়ে হিন্দের স্ত্রী বিলাতের টিকিট ব্যবসায়ী মেসার্স এইচ আর হারমার কোম্পানী মারফৎ হিন্দের সংগ্রহটি প্রায় ১ মিলিয়ান ডলারে বিক্রি করান। হিন্দের স্ত্রী ১৯৪০ সালে বৃটিশ গায়নার এই টিকিটটি বিক্রি করে দেন। এই টিকিটটি তিনি কত দামে বিক্রি করেন তা কাউকে জানতে দেননি। অবশ্য তাঁর স্বামী ৩২ হাজার পাঁচশো ডলার খরচ করেছিলেন এই টিকিটটির জন্য। উপস্থিত ক্রেতা অনেক বেশী দামেই যে টিকিটটি কিনেছেন তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই।

এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে, একজনের পক্ষে কতখানি সংগ্রহ করা সম্ভব, অবশ্য তার অর্থের অবস্থাও সেইরূপ হওয়া দরকার।

পৃথিবীতে এমন অনেক বড় বড় টিকিট সংগ্রহকারী আছেন যাঁরা তাঁদের নামধাম জানাতে চান না। যতদূর জানা যায়, বর্তমানে পৃথিবী বিখ্যাত ৩ জন Collector আছেন তাঁদের মধ্যে একজন তাঁর নামধাম জানাতে চান না। বাকী দু'জনের নাম Theodore Champion এবং Mourice Burrus। এঁরা ফরাসী দেশের অধিবাসী।

১৯৫৪ সালের ২৮শে জুন সংখ্যার লাইফ-এ এ সম্বন্ধে চমৎকার একটি প্রবন্ধ বের হয়েছিল। তার মধ্যে পৃথিবীতে যেসব দামী দামী টিকিট আছে তার ছবিও ছিল। যে কয়েকটি টিকিটের ছবি বের হয়েছিল তার মধ্যে সবচেয়ে কম দামী একটি টিকিটের দাম ছিল প্রায় ১০ হাজার টাকা।

এইসব দামী দামী টিকিটগুলি কোথায় আর কার কাছে আছে তার তালিকাও দেওয়া ছিল। কেবলমাত্র দু' একটি টিকিট ছিল যেগুলি কোন্ দেশে আছে ঐ প্রবন্ধে তার উল্লেখ ছিল, কিন্তু কার কাছে আছে তার উল্লেখ ছিল না। কারণ যে ভদ্রলোকের কাছে এই টিকিটটি আছে তিনি চান না কাউকে তা জানাতে। এতে তাঁর জীবন নিয়েও টানাটানি হ'তে পারে।

বৃটিশ গায়নার মত ঐ রকম দামী দু'খানা টিকিট একটি খামে লাগানো বোম্বের বাজারে একটি ছোট্ট দোকানে পাওয়া যায়। এটি ছিল পোস্ট অফিস মরিশাশ—এই টিকিটটি লাগানো ছিল। এই খামযুক্ত টিকিটটি পর পর বিক্রি হতে লাগলো। প্রথমে সবচেয়ে বেশী দাম পাওয়া গেছলো ১৬০০ পাউন্ড, তারপর ২২০০ পাউন্ড, এবং পরে ১১০০০ পাউন্ডে বিক্রি হয়। পুনরায় সব দেশ থেকে এই টিকিটের জন্য নানা রকম দাম উঠতে লাগলো। সবচেয়ে বেশী দাম পাওয়া গেছলো ত্রিশ হাজার পাউন্ড, কিন্তু তা সত্ত্বেও টিকিটের মালিক টিকিটটি বিক্রি করতে রাজী হলেন না। অতএব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, একটি টিকিটের দাম কতখানি উঠতে পারে।

প্রথম ডাক টিকিট সংগ্রহকারী কে এবং কবে থেকে টিকিট সংগ্রহ শুরু হয়?

আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন যে, টিকিট সংগ্রহ শুরু হ'ল কবে থেকে আর প্রথম টিকিট সংগ্রহকারীইবা কে?

ডাকটিকিটের ইতিহাসে যতটা পাওয়া যায়, তাতে জানা যায় যে, প্রথম টিকিট সংগ্রহ শুরু করেন একজন ইংলণ্ডবাসী মহিলা। আপনারা জানেন, পৃথিবীর প্রথম ডাকটিকিট বের হয় ১৮৪০ সালে ইংলণ্ড থেকে। এই টিকিট বের হওয়ার পরই ১৮৪১ সালের প্রথম ভাগে Time পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন বের হয় এই বলে যে, একজন মহিলা পুরোনো ডাকটিকিট কিনতে চান এবং তাঁর কাছে পুরোনো ডাকটিকিট সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দিলে তিনি যথাসম্ভব দাম দিতে প্রস্তুত আছেন।

বিলাতে একটা রেওয়াজ আছে রঙগীন কাগজ দিয়ে ঘরের দেওয়াল আঁটা। এই মহিলার সখ হ'ল যে, Wall Paper ব্যবহার না করে তিনি এই ১ পেনী কালো টিকিট জুড়ে দেওয়ালে লাগাবেন। তিনি তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকেও টিকিট পেতে লাগলেন। এইরূপভাবে তাঁর কাছে ডাকটিকিটের পার্শেলও আসতে লাগলো। একদিন তাঁর নামে

পাঠানো এইরূপ একটি পার্শেল পোস্ট অফিসে কোনওক্রমে ভেঙেগ যায় আর তার ভেতর থেকে হাজার হাজাব ব্যবহার করা ডাকটিকিট বের হয়ে পড়ে। ডাকঘরের লোকেরা ভাবলেন যে, খুব সম্ভবতঃ টিকিটগুলি জাল করে আবার ব্যবহার করার চেষ্টা করা হ'বে এবং তাতে সরকাবের প্রভূত ক্ষতি হ'তে পারে। তাঁরা পুলিশকে এই ঘটনার কথা জানালেন। পুলিশ এই মহিলাকে প্রায় গ্রেপ্তার করে ফেলছিলেন। পরে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলেন যে, এই মহিলার এরূপ কোনও অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না। তবে এ একরকম পাগল।

স্যার রাউল্যান্ড হিল এই ঘটনাব উপব নিজের ফাইলে এই মন্তব্য লিখে গেছেন যে, মেয়েদের চরিত্র হ'চ্ছে যত কিছু বাজে জিনিষ সংগ্রহ কবা।

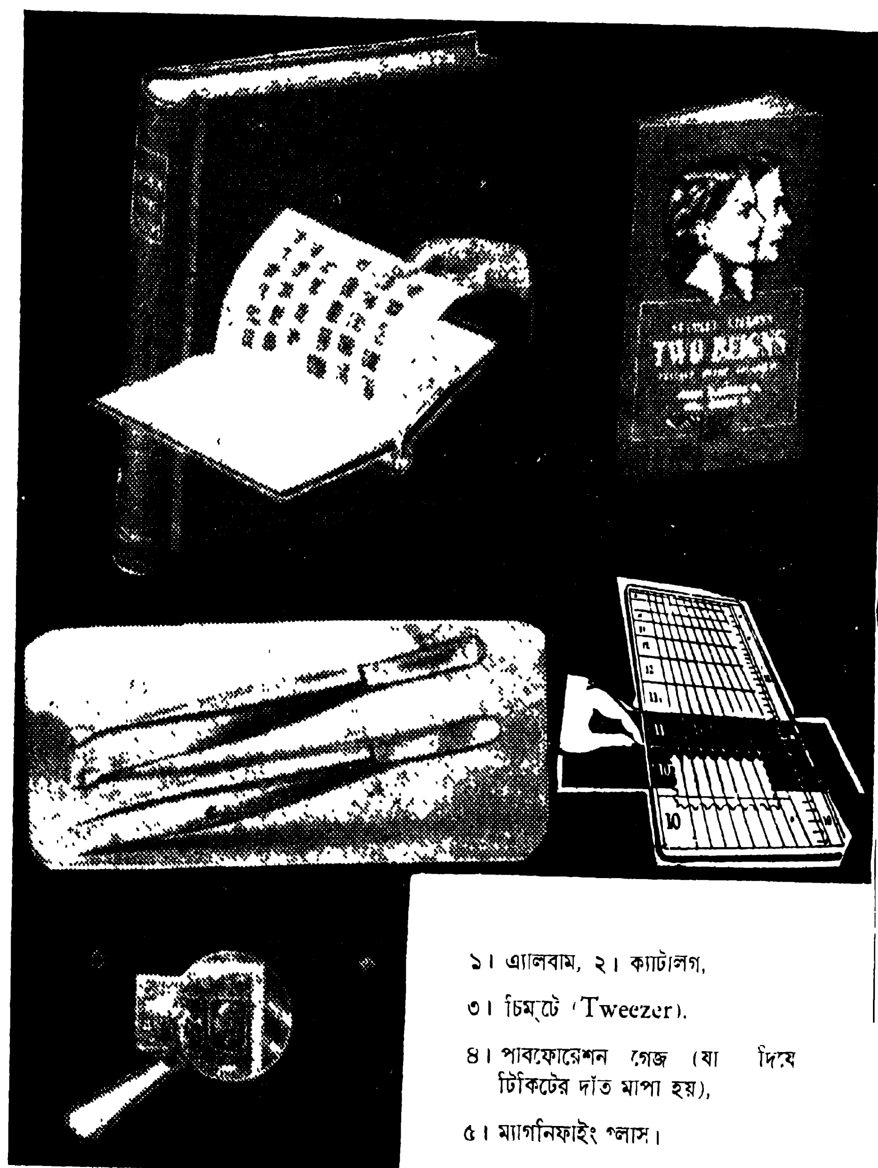
সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এই টিকিট সংগ্রহের নেশা একশো বছরেরও আগে থেকে চলে আসছে। টিকিট জমানকে লোকে বলে,— "The King of the Hobbies" & "The Hobby of the Kings"

টিকিট সংগ্রহকে কয়েকটি ভাগে ভাগ কবা যেতে পারে, যেমন— (১) পৃথিবীব টিকিট সংগ্রহ, (২) কোনও বিশেষ দেশ ধরে টিকিট সংগ্রহ, (৩) কোনও একটি জিনিযেব উপব টিকিট সংগ্রহ (এই ধবণের সংগ্রহকে Thematic Collection বলে)।

প্রথম যে দু' রকম সংগ্রহের কথা বলেছি সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার নেই। তবে এই রকম সংগ্রহ করতে গেলে কয়েকটি জিনিযের দরকার, যেমন একটি এ্যালবাম একটি ক্যাটালগ, একটি চিমটে (Tweezer), একটি পারফোরেশন গেজ (Perforation gauge), একটি ম্যাগনিফাইং গ্লাস ও এ্যালবামে টিকিটগুলি লাগবার জন্য কিছু হিঞ্জ (Stamps Hinges)। ক্যাটালগ কয়েক রকমের আছে, যেমন ষ্ট্যানলী গিবনস লিঃ-এর ষ্ট্যানলী গিবনস্ পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্প ক্যাটলগ আর আমেরিকার স্কট প্রভৃতি।

Thematic Collection কি? সেই কথাই বলবো এবার।

কোন একটা বিষয় বা পদার্থ ঠিক করে নিয়ে যে টিকিট সংগ্রহ করা হয় তাকেই বলে Thematic Collection। যেমন ধরুন, আপনি পশু-পক্ষী ভালবাসেন। সেই জন্য



১। এ্যালবাম, ২। ক্যাটালগ,

৩। চিম্‌টে (Tweezer),

৪। পারফোরেশন গেজ (যা দিয়ে টিকিটের দাঁত মাপা হয়),

৫। ম্যাগনিফাইং গ্লাস।

আপনি যদি সব দেশের যত রকম পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গের টিকিট আছে তা সংগ্রহ করেন তাহলেই তাকে বলা হবে Geology in Stamps। আপনি যদি বিখ্যাত লোকেদের (Famous Men) টিকিট সংগ্রহ করে থাকেন তাহলে এটা আর একটা Thematic Collection হবে।

এই ভাবে এক একটি বিষয় নিয়ে টিকিট সংগ্রহ করা যেতে পারে। এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলা দরকার।

অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ডাক টিকিট সংগ্রহ করে। সাধারণতঃ সেই সব ছেলেমেয়েদের অভিভাবকরা দোকান থেকে সস্তায় একশো, আড়াইশো, পাঁচশো কি হাজার খানা টিকিটের প্যাকেট কিনে এনে তাদের দেয়। ছেলেমেয়েরা একটা এ্যালবামে এই টিকিটগুলি লাগিয়ে থাকে। কিছুদিন বাদে দেখা যায়, তারা আর বেশী দূর এগোতে পারে না। কারণ মাঝে যে ফাঁকগুলি থেকে যায় সেগুলি সংগ্রহ করা খুব কঠিন হ'য়ে পড়ে। তার কারণ হচ্ছে সে সব টিকিট পাওয়া যায় না। এই ভাবে যখন টিকিট সংগ্রহ করতে পারে না তখন তাদের টিকিট সংগ্রহের উৎসাহও কমে আসে এবং শেষ পর্যন্ত তারা টিকিট সংগ্রহ করা ছেড়ে দেয়।

এই সঙ্গে আর একটা কথা বলা দরকার। আমাদের দেশে যাতে টিকিট সংগ্রহকারী গড়ে ওঠে সে সম্বন্ধে ডাক টিকিট ব্যবসায়ীরা সংগ্রহকারীদের কোনও উপদেশ দেন না। তাঁরা যেসব সস্তা দামের প্যাকেট এনে থাকেন সেগুলি বিক্রি করে ফেলতে পারলেই যেন তাঁরা বাঁচেন।

ইয়োরোপের স্কুলগুলিতে ডাক টিকিট কি ভাবে সংগ্রহ করতে হয় সে সম্বন্ধে উপদেশ দেবার জন্য একটি ক্লাশ হয়। কিন্তু আমাদের দেশে সেরূপ কোন ব্যবস্থা নেই।

আমার মনে হয় অভিভাবকরা যদি তাঁদের ছেলেমেয়েদের উপর একটু নজর দেন তা'হলে তাদের বিশেষ উপকার হয়। কারুর হয়তো গাছ-গাছড়ার সখ, কারুর গানের সখ কারুর ছবি আঁকার সখ, আবার কেউবা পশু-পক্ষী পুষতে ভালবাসে। ছেলেমেয়েদের এই সব বিশেষ ঝোঁকের দিকে লক্ষ্য রেখে যদি অভিভাবকরা তাদের সেইমত টিকিট এনে দেন তা হলে ছেলেমেয়েদের টিকিট সংগ্রহের উৎসাহ কোনও দিনই কমবে না এবং তাদের শিক্ষার দিক দিয়েও অনেক উন্নতি হয়।

ধরুন, একটি ছেলের এই রকম বিখ্যাত বিখ্যাত লোকের ছবিযুক্ত টিকিট সংগ্রহের ঝোঁক আছে, আর তাকে এরূপ কিছু টিকিট এনে দেওয়া হ'ল। সে তখন টিকিটগুলিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে যেমন—কবিদের টিকিটগুলি এক জায়গায়, বৈজ্ঞানিকদের টিকিট-গুলি এক জায়গায় এইভাবে তার এ্যালবামে সাজাতে লাগলো। আর প্রত্যেক টিকিটের নীচে সে কোন্ দেশের কবি, কোন্ কবিতার জন্য বিখ্যাত, আবার বৈজ্ঞানিকদের বেলায়ও ঠিক সেই ভাবে ইনি কোন্ দেশের লোক, কি ভাবে বড় হয়েছেন ইত্যাদি লিখে রাখলো। এই ছেলেটি যখন বড় হ'ল তখন তার এই সব মনীষীদের লেখা পড়বার আগ্রহ হ'তে লাগলো। আর এই ভাবে তার শিক্ষাও এগিয়ে গেল।

যাঁরা বিশেষভাবে টিকিট সংগ্রহ করবেন, তাঁদের কতকগুলি দিক খুব ভাল ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে— , ১, টিকিটটি কবে ছাপা হয়েছে ও কিভাবে ছাপা হয়েছে, রঙের ভেতব, কাগজের ভেতর, পারফোরেশনের ভেতর, বা জল ছাপের ভেতর কোনও তারতম্য আছে কি না। আর যা শেষে দেখতে হবে টিকিটের ভেতর ছাপার কোনও ভুল-ভ্রান্তি আছে কি না। টিকিটগুলি খাতায় (এ্যলবামে) লাগাবার আগে টিকিটটি ভালোভাবে পরিক্ষা করে দেখতে হবে যে, পারফোরেশনের দাঁত কোনও জায়গায় ভেঙে গেছে কিনা; যদি পারফোরেশনের দাঁত ভাংগা থাকে তা' হ'লে সেই টিকিটটি খাতায় লাগানো চল্‌বে না। যাঁরা "Mint" টিকিট সংগ্রহ করবেন তাঁরা টিকিটটি পরিক্ষা করে দেখবেন যে পারফোরেশন ভাংগা ছাড়া টিকিটেব পেছনের আঁঠা ঠিক আছে কিনা। টিকিটের ওপরেব রং কোন কারণে অস্বাভাবিক হ'য়েছে কিনা। এই রকম টিকিটগুলি যথা সম্ভব বাদ দেওয়া উচিত।

যাঁরা মোহরযুক্ত (used) টিকিট সংগ্রহ করবেন তাঁবা ওপরের জিনিষগুলি লক্ষ্য তো করবেনই; তা' ছাড়া আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করবেন যে, টিকিটের মোহরটি খুব ধ্যাব্ড়া না হয়।

ডাক চলাচলের পরিবর্তন কিভাবে আস্তে আস্তে হয়েছে সে সম্বন্ধে আমি আমার পাঠকজনের কাছে সাধ্যমত আলোচনা করেছি। আমার রচনা-সংকলনে কিছু ভুল-ভ্রান্তি থাকাও অসম্ভব নয়। সেইরূপ যদি কিছু ভুল-ভ্রান্তি থেকে থাকে তো তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

শুদ্ধিপত্র

১ম	পৃষ্ঠায়	১৯-তম	লাইনে	৩৮০০ খৃঃ	স্থলে	৩৮০০ খৃঃ পূঃ হইবে।
৭৮	"	২২-তম	"	চিকিটগুলি	"	টিকিটগুলি হইবে।
১১২	"	১৮-তম		টিকিগুলির	"	টিকিটগুলির হইবে।
১৫৯	"	১৭-তম	"	Sates	"	States হইবে।
১৬৯	"	শেষ		উস্বে	"	উটেল হইবে।
১৭১	"	১ম	"	পত্রহরণকারী	"	পত্রবহনকারী হইবে।
২২৮	"	২য়	"	Servics	"	Service হইবে।
"	"	"	"	বব্যহার	"	ব্যবহার হইবে।
২৩২	"	১৫-তম	"	M E D	"	Mr E D. হইবে।
২৩৯	"	৩য়	"	Geology	"	Zoology হইবে।